কল্কিপুরাণ

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

মূল শ্লোক, শ্লোকার্থ ও টিপ্পনী সম্বলিত

কল্কিকিঙ্কর

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মচক্র

বেলুড়

প্রকাশিকা
প্রব্রাজিকা মহাগৌরী সরস্বতী
উপাধ্যক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১।এ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পো-অঃ বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশ কাল
২০শে জুলাই, ১৯৫৯
৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রাপ্তিস্থান

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর:
শ্রীগোবিন্দ লাল চৌধুরী
ভগবতী প্রেস
১৪/১ ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ভগবান কল্কিদেব

বেলুড় ধর্মচক্রে কল্কি মন্দির

ওঁ ভগবতে কল্কিদেবায় নমঃ

কল্কি পুরাণ

প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়

সেন্দ্রা দেবগণা মুনীশ্বরজনা লোকাঃ সপালাঃ সদা
স্বং স্বং কর্ম সুসিদ্ধয়ে *প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভজন্ত্যুত্তমাঃ।
তং বিঘ্নেশমনন্তমচ্যুতমজং সর্বজ্ঞ সর্বাশ্রয়ং।
বন্দে বৈদিক তান্ত্রিকাদি বিবিধৈঃ শাস্ত্রৈঃ পুরো বন্দিতম্॥ ১

শ্লোকার্থ। ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিবরগণ ও লোকপালগণ[১] স্ব স্ব কার্য্য সম্যক্ সিদ্ধির জন্য প্রতিদিন ভক্তিভরে যাঁহার উপাসনা করেন, পুরাকালে যে দেবদেব বেদতন্ত্রাদি শাস্ত্রে আরাধিত হয়েছেন এবং যিনি সর্বজ্ঞ সর্বাধার জন্মরহিত সর্ব্ব বিঘ্ননাশক অবিনাশী মহাপুরুষ, সেই বিষ্ণুদেবকে বন্দনা করি।১

*যং সর্ব্বার্থ সুসিদ্ধয়ে ইতি পাঠান্তর সঙ্গত হয়।

টিপ্পনী ১। লোকপালগণ দেবতা বিশেষ। দিকপালগণ দশদিকে বিরাজিত থাকিয়া সর্বলোককে রক্ষা করেন। অগ্নি পুরাণে অষ্ট লোকপালের নাম নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত।-–

ইন্দ্রোঃ বহ্নিঃ পিতৃপতিনিঋতির্বরুনোঽনিলঃ।
ধনদঃ শঙ্করশ্চৈব লোকপালাঃ পুরাতনাঃ॥

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, কুবের ও মহাদেব এই অষ্ট দেবতা পূর্বাদি অষ্ট দিকের অধিপতি। কেহ কেহ বলেন, উর্দ্ধে ব্রহ্মা ও নিম্নে অনন্তদেব দিকপালরূপে অবস্থিত। এইরূপে দশদিকপালের সংখ্যা দশ পূর্ণ হয়। অগ্নি পুরাণে ও অমরকোষে ব্রহ্মা ও অনন্তের নাম লোকপালরূপে উল্লিখিত নাই।

অমরকোষে 'নিঋতি'কে নৈঋত বলে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীকবচে দশদিকের রক্ষ কর্ত্রী দশদেবীর নাম এইরূপে উল্লিখিত।—

প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণেঽবতু বারাহী নৈঋত্যাং খড়্গধারিণী॥
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেৎ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
উদীচ্যাং পাতু কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী॥
ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেৎ চামুণ্ডা শববাহনা॥

পূর্ব দিকে ইন্দ্রাণী আমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা আমাকে রক্ষা করুন। দক্ষিণে বারাহী (যমশক্তি) ও নৈঋত কোণে খড়্গধারিণী (নৈঋতিশক্তি) আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিমে বারুণী (বরুণশক্তি) ও বায়ুকোণে মৃগবাহিণী বায়ুদেবতা আমাকে রক্ষা করুন। উত্তরে কৌবেরী (কুবের শক্তি) ও ঈশান কোণে শূল ধারিণী (ঈশান-শক্তি) আমাকে রক্ষা করুন। ঊর্ধ্বে ব্রহ্মাণী ও অধোদেশে বৈষ্ণবী আমাকে রক্ষা করুন। এইরূপে শবাসনা চামুণ্ডা আমাকে দশদিকে দশরূপে রক্ষা করুন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, নানাশাস্ত্রের মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান। মহানির্বাণ তন্ত্রে ত্রয়োদশ উল্লাসে ১১৩ শ্লোকে দশদিকপালের দশমন্ত্র নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত।

লঁ রঁ মৃঁ স্ত্রৃঁ বঁ সমিতি ক্ষঁ হৌঁ ব্রীমমিতি ক্রমাৎ।
ইন্দ্রাদ্যনন্তদিক্‌পালাং দশমন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ॥

ইন্দ্রের মন্ত্র লঁ, অগ্নির মন্ত্র রঁ, যমের মন্ত্র মৃঁ, নিঋতির মন্ত্র স্ত্রৃঁ, বরুণের মন্ত্র বঁ, বায়ুর মন্ত্র যঁ, কুবেরের মন্ত্র ক্ষঁ, ঈশানের মন্ত্র হৌঁ, ব্রহ্মার মন্ত্র ব্রীঁ এবং অনন্তের মন্ত্র অঁ। ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের এই দশমন্ত্র কথিত হইল।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়-মুদীরয়েৎ॥ ২

যদ্দোর্দণ্ডকরালসর্পকবল জ্বলাজ্বলদ্বিগ্রহাঃ,
নেতুঃ সৎকরবাল দণ্ডদলিতা-ভূপাঃ ক্ষিতিক্ষোভকাঃ।
শশ্বৎ সৈন্ধববাহনো দ্বিজজনিঃ কল্কিঃ পরাত্মা হরিঃ,
*পায়াৎ সত্যযুগাদিকৃৎ স ভগবান্ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রিয়ঃ ॥ ৩
ইতি সূত-বচঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্য বাসিনঃ।
শৌনকাদ্যা মহাভাগাঃ পপ্রচ্ছুস্তং কথামিমাম্॥ ৪

*পরাৎসত্য যুগাদিকৃৎ ইতি পাঠান্তরঃ।

শ্লোকার্থ। ভগবান্ অচ্যুতকে নমস্কার করি। নারায়ণকে[২], নরোত্তম রকে[৩] ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়[৪] উচ্চারণ করিবে॥২ াহার দোর্দণ্ডরূপ করাল সর্পের গ্রাসে পতিত ও বিষজ্বালায় জ্বলিত দেহ ইয়া, কলিকালের অত্যাচারী ভূপালগণ করবালরূপ দণ্ডে দলিত হইবেন, যনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইয়া সিন্ধুজাত অশ্বে আরোহণপূর্বক সেনানী রূপে ত্যযুগের[৫] অবতারণা করিবেন, সেই সনাতন ধর্মের প্রবর্তক পরমেশ্বর গবান কল্কিরূপী হরি সকলকে রক্ষা করুন॥৩ নৈমিষারণ্যবাসী[৬] শৌনক[৭] ও উগ্রশ্রবা[৮] প্রভৃতি মহর্ষিগণ সূতের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৪

টিপ্পনী ২। **নারায়ণ**—নারায়ণ বিষ্ণুর নাম। পুরাণ সমূহে নারায়ণ ামের অনেক তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে আছে।—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনুসংহিতার ১।১০ শ্লোকেও উক্ত ভাব ধ্বনিত হয়।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

নরশব্দ জীব ও ঈশ্বরের প্রভু শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মবাচক। আপ্ বা জল উক্ত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। সামবিধান ব্রাহ্মণে প্রথম প্রপাঠকে আছে, 'ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র

আসীৎ। তস্য তেজো রসোঽত্যরিচ্যত'। এই সামবাক্য নরস্থনু শব্দে জলার্থ প্রমাণিত করে। জল নর হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহার অন্য নাম নার প্রলয়কালে নারায়ণ উক্ত জলে বা নারে অয়ন (শয়ন) করেছিলেন। এ হেতু তাঁহার নাম নারায়ণ। নারায়ণ নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান এই বিষয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ১০৯ অধ্যায়ে নিম্নলিখি শ্লোকত্রয়ে ব্যাখ্যাত।—

সারূপ্যমুক্তিবচনং নারেতি চ বিদুর্বুধাঃ।
যো দেবোঽপ্যয়নং তস্য স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
নারং চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতম্।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

৩। **নর**—বিষ্ণুর অবতার ঋষি বিশেষ। বিষ্ণু বা ধর্মের ঔরসে এ দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে নর নারায়ণের জন্ম হয়। এই দুই ঋষি বদরিকাশ্র কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে এ ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথাক্রমে আছে, 'ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যা নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃ প্রভাবঃ॥' এবং 'তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃ ভূত্বাঽঽত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ'॥

অন্য পুরাণে নর নারায়ণের উৎপত্তি ভিন্নভাবে লিখিত। মহাদেব শর মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক দাঁত ও নখ দ্বারা বিষ্ণুদেবের নরসিংহ মূর্ত্তি দ্বিখণ্ডিত করেন উহার নর ভাগ থেকে নর ও সিংহভাগ থেকে নারায়ণ দুই দিব্য ঋষি উৎ হন। উক্ত মর্মে কালিকা পুরাণে ২৯ অধ্যায়ে আছে।—

ততো দেহ পরিত্যাগং কর্তুং সমভবত্তদা।
তদা দংষ্ট্রাপ্রভাবেন নরসিংহং মহাবলম্॥
শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ।
নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেন তস্য তু॥

নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ।
তস্য পংচাস্যভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ॥
অভবৎ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ।
নরো নারায়ণ শ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী
যয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ॥

কেহ কেহ 'নর' শব্দের অর্থ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব বলেন। আর মায়ামুক্ত নরই নরোত্তম। পরন্তু ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। প্রথমোক্ত দুই বিবরণ দুই প্রধান পুরাণ অনুসারে লিখিত। পুরাণের বাক্যার্থ পুরাণ অনুসারে হওয়াই উচিত।

বামন পুরাণের কাহিনী নিম্নে প্রদত্ত।

৮। **জয়**—রামায়ণ ও মহাভারতাদি ইতিহাস এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ পড়িলে সংসৃতি বিজিত হয়। ইহার অর্থ, জীব জন্মমৃত্যুরূপ শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করে। এইহেতু এইসকল শাস্ত্র জয় নামে অভিহিত। ভবিষ্য পুরাণে আছে—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পংচমং চ যন মহাভারতং বিদুঃ॥
তথৈব শিবধর্মাশ্চ বিষ্ণুধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাং চ প্রবদন্তি মণীষিণঃ॥
সংসার জয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ॥

অন্যমতে—চতুর্ণাং পুরুষার্থানামপি হেতৌ জয়োঽস্ত্রিয়াম্। পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কারণ পদার্থত্রয়ের নাম জয়। ইহার সরলার্থ বোঝা যায় না।

৫। **সত্যযুগ**—প্রথম সত্যযুগ, দ্বিতীয় ত্রেতাযুগ, তৃতীয় দ্বাপরযুগ ও চতুর্থ কলিযুগ। উক্ত মর্মে মৎস্যপুরাণে ১১৮ অধ্যায়ে আছে—

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ঋষয়োঽব্রুবন্।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্॥

ভাগবতপুরাণ অনুসারে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর, ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বৎসর, দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮ লক্ষ

৬৪ হাজার বৎসর এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। সত্যযুগে পর ত্রেতাযুগ, ত্রেতাযুগের পর দ্বাপর যুগ এবং দ্বাপর যুগের পর কলিযু সমাগত। সত্যযুগ ধর্মময় ছিল। যুগের পর যুগে ক্রমশঃ ধর্ম হানি ঘটেছে কলিকালের শেষার্ধে ধর্মলোপ হয়েছে। যুগের পরিবর্তন ঘটিলে জগতের নিয় বিকৃত হয় ও বিনাশ ঘটে। আবার নূতন সংস্কার সৃষ্ট হয়। সত্যযুগে ধ চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ধর্ম ত্রিপাদ, দ্বাপরযুগে ধর্ম দ্বিপাদ এবং কলিযুগে ধ একপাদ হয়েছে। এই হেতু কলিযুগে ধর্ম সবল নহে, দুর্বল হয়েছে। ইহা ধর্মের পিচ্ছল পথ, কুটিলা গতি। এইরূপে ধর্মের গ্লানি ও বিকৃতি হয়েছে।

৬। **নৈমিষারণ্য**—এই অরণ্যে ভগবান্ বিষ্ণুদেব এক নিমেষ বা পল মাত্রে দুর্জয় দানবকে পরাজিত করেন। উক্ত কারণে এই অরণ্যকে নৈমি বলে। ভগবান গৌরমুখ ঋষিকে বলেছিলেন, এই অরণ্যে দুর্জয় দানবসৈন্যকে নিমেষমাত্রে বিনাশ করেছি। এইহেতু এই অরণ্য নৈমিষ নামে প্রসি হইবে। উক্ত মর্মে বরাহ পুরাণে আছে—

এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমিষেনেদং নিহতং দানবং বলম্॥
অরণ্যেঽস্মিন্তস্তেতন্নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্॥

বায়ুপুরাণে নৈমিষ শব্দের অন্য বৃত্তান্ত পাওয়া যায় এবং উক্ত শব্দে ষ-কার স্থা শ-কার দৃষ্ট হয়। যথা—

এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥
ইত্যুক্ত্বা সূর্যসংকাশং চক্রং সৃষ্টা মনোরমম্॥
প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ পিতামহঃ॥
তেঽপি হৃষ্টতরা বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতঃ প্রভুম্।
প্রযযুস্তস্য চক্রস্য যত্র নেমির্বিশীর্যতে॥
তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নিমিশং মুনিপূজিতম্॥

কূর্মপুরাণেও উল্লিখিত উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, কেবল ভাষার পার্থক্য বিদ্যমান। কূর্মপুরাণে নৈমিষ শব্দে ষ-কার দৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত উপাখ্যানের সংক্ষিপ্তার্থ এইরূপ হয়। প্রথমে ব্রহ্মা বলেন, আমি এই রমণীয় মহা চক্র সৃজন করিলাম। যেখানে এই চক্রের নেমি থেমে যাবে, সেইস্থান তপশ্চর্য্যার পক্ষে অনুকূল। উক্ত বাক্য অনুসারে জিজ্ঞাসু মানুষ গতিশীল চক্র অনুসরণ করিতে করিতে দেখিবেন, এক স্থানে চক্র নেমি নিশ্চল হইল। উক্ত স্থান নৈমিষারণ্য নামে আলোচ্য পুরাণে প্রসিদ্ধ। পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে নৈমিষক্ষেত্র পরম পবিত্র যজ্ঞভূমি ছিল। পরে উহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহার ফলে উহা পুরাণ বিচার বা পৌরাণিক আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়। কূর্মপুরাণের ৩০ অধ্যায়ে নৈমিষারণ্যের উৎপত্তি বৃত্তান্ত প্রদত্ত।

৭। **শৌনক**—ইনি শুনক মুনির পুত্র ঋষিবিশেষ। শৌনক প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ছিলেন ও নৈমিষারণ্যে বাস করিতেন। অন্য শাস্ত্রে শৌনকের ভিন্ন নাম কুলপতি দেখা যায়। এই মুনি অন্নদানাদি দ্বারা দশ হাজার মুনিগণকে পালন করিতেন ও নানা শাস্ত্র পড়াইতেন। শৌনক জ্ঞানবান্ ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুরক্ত ছিলেন। ইনি নৈমিষক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করার পর তথায় মহাভারত কথিত হয়।

৮। **উগ্রশ্রবা**—ইনি পৌরাণিক মুনি বিশেষ। ইঁহার পিতা লোমহর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সূতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সংকীর্ণ জাতিকে সূত বলা হয়। উক্ত মর্মে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে কথিত আছে, ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎসূতঃ। বলদেবের বরদানে সূতপুত্র উগ্রশ্রবা পুরাণ-বক্তা হন। মনু সংহিতায় ১০।২২ শ্লোকে সূত-জন্ম উল্লিখিত।

হে সূত। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। লোমহর্ষণপুত্রক!
ত্রিকালজ্ঞ! পুরাণজ্ঞ! বদ ভাগবতীং কথাম্ ॥ ৫
কঃ কলিঃ? কুত্র বা জাতো জগতামীশ্বরঃ প্রভুঃ।
কথং বা নিত্যধর্ম্মস্য বিনাশঃ কলিনা কৃতঃ? ॥ ৬

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সূতো ধ্যাত্বা হরিং প্রভুম্ ।
সহর্ষপুলকোদ্ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গঃ প্রাহ তান্ মুনীন্ ॥ ৭

সূত-উবাচ ।

শৃণুধ্বমিদমাখ্যানং ভবিষ্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
কথিতং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং নারদায় বিপৃচ্ছতে ॥ ৮

শ্লোকার্থ। হে লোমহর্ষণ[১]-পুত্র সূত, তুমি সর্বধর্মজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ সুতরাং কোন পুরাণই তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তুমি ভাগবত বিবর বর্ণন কর। কলি কে? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি পৃথিবী ঈশ্বর হইলেন কিরূপে? কিরূপেই বা তিনি নিত্য সনাতন ধর্মের বিনা করেন? মুনিগণের মুখে এই বাক্য শুনিয়া সূত হর্ষভরে পুলকিত কলেবে ভগবান্ হরিকে একবার ধ্যান করিয়া তাঁহাদের নিকট ভাগবত বলিে লাগিলেন। সূত বলিলেন, আমি ভবিষ্য অত্যদ্ভুত উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্বে মহর্ষি নারদ জিজ্ঞাসু হওয়ায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহার নিক ইহা বলেন। ৫—৮

টিপ্পনী ১। লোমহর্ষণ—ইনি ব্যাসদেবের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন তৎপ্রতি ব্যাসদেব প্রসন্ন হয়ে স্বরচিত সর্বগ্রন্থ দান করেন। এই কারণে লোমহর্ষ পুরাণ-বক্তা হন। ইনি সূতনামে নানা শাস্ত্রে অভিহিত। কিন্তু উহা তাঁহা কুল নাম, যথার্থ নাম নহে। যদি ঐরূপ হইত, তাহা হইলে অনেক পুরাণে 'সূত পুত্র' লোমহর্ষণের বিশেষণ হইত না। প্রায় সমস্ত পুরাণে সাধারণ সূত শবে লোমহর্ষণ বুঝায়। এই কারণে অনেকে ইঁহার যথার্থ নাম লোমহর্ষণ মনে করেন কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভ্রমমাত্র। কল্কিপুরাণে তৃতীয় অংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে লোমহর্ষণের বিশেষণ 'সূতপুত্র' দৃষ্ট হয়। যদি তাঁহার আসল নাম সূ হইত, তাহা হইলে 'সূতপুত্র' লোমহর্ষণের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত না

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে লোমহর্ষণ ব্যাস-শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে (তৃতীয় অংশে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ১৬ শ্লোকে) আছে—

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণ সংহিতাস্তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥

ইঁহার আদি নাম লোমহর্ষণ নহে। তাঁহার মুখে পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ রোমাঞ্চিত হইতেন। এই কারণে তাঁহার নাম লোমহর্ষণ হয়েছে। কূর্মপুরাণে এই বৃত্তান্ত নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়।

লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ স্বভাবিতৈঃ।
কর্মণা প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণ সংজ্ঞয়া॥

বলরামের অস্ত্রাঘাতে লোমহর্ষণের মৃত্যু হয়। ইনি ব্যাসাসনে বসিয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিবৃন্দকে অনেক পুরাণ শুনাইতেন। এই সময় তীর্থভ্রমণ কালে বলরাম তথায় উপস্থিত হন। সমবেত ঋষিবৃন্দ উঠিয়া কৃষ্ণাগ্রজ বলরামকে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করেন, কিন্তু লোমহর্ষণ ব্যাসাসন ছাড়িয়া উঠিলেন না। ইহাতে বলরাম লোমহর্ষণকে গর্বিত বুঝিয়া ক্রোধান্বিত হন এবং কুশের সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। যখন ঋষিবৃন্দ সদ্য মৃত লোমহর্ষণকে পুনর্জীবিত করার জন্য বলরামকে প্রার্থনা জানান, তখন বলরাম বলিলেন, "লোমহর্ষণ আর জীবিত হবেনা। ইঁহার পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদিগকে পুরাণ শুনাইবেন।" শ্রীমদ্ভাগবতে (দশম স্কন্দে, ৭৮ অধ্যায়ে, ১৩।১৫।১৯।২৭ শ্লোক চতুষ্টয়ে) এই বৃত্তান্ত বর্ণিত। বলরামের বরে উগ্রশ্রবা পুরাণবক্তা হন এবং বক্ষ্যমান কল্কি-পুরাণ ব্যাখ্যা করেন।

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে ব্যাসায়ামিত তেজসে।
স ব্যাসো নিজপুত্রায় ব্রহ্মরাতায়ধীমতে॥ ৯
সচাভিমন্যুপুত্রায় বিষ্ণুরাতায় সংসদি।
প্রাহ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ অষ্টাদশ সহস্রকান্॥ ১০

তদানৃপে লয়ং প্রাপ্তে সপ্তাহে প্রশ্নশেষিতম্।
মার্কণ্ডেয়াদিভিঃ পৃষ্টঃ প্রাহ পুণ্যাশ্রমে শুকঃ ॥১১
তত্রাহং তদনুজ্ঞাতঃ শ্রুতবানস্মি যাঃ কথাঃ।
ভবিষ্যাঃ কথয়ামীহ* পুণ্যা ভাগবতীঃ শুভাঃ ॥১২

*কথয়ামাস ইতি পাঠান্তরঃ।

শ্লোকাখ্য। পরে নারদও পরম তেজস্বী ব্যাসের[১০] নিকট ইহা কীর্তন করেন। ব্যাস স্বীয় সুত ধীমান্ ব্রহ্মরাতের নিকট এই সমুদায় বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাতও অভিমন্যু সুত বিষ্ণুরাতের সভায় এই অষ্টাদশ-সহস্র-সংখ্য-শ্লোকাত্মক ভাগবত ধর্ম বর্ণন করেন। অনন্তর সপ্তাহ অতীত হইলে, প্রশ্ন শেষ থাকিতে রাজা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। পরে পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয়াদি[১১] মুনিগণ ঐ প্রশ্নের শেষ জিজ্ঞাসু হইলে শুক যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেখানে তাঁহার অনুমতি-ক্রমে তখন তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সমুদায় শুভ ভবিষ্য ভাগবত কথা কহিতেছি। ৯—১২

টিপ্পনী ১০। **ব্যাসদেব**—ইনি চতুর্বেদের বিভাগ ও মহাভারত রচনা করেন। প্রাকৃত মানুষ বেদার্থ বোধে সমর্থ নয়। এই কারণে বেদব্যাস বেদার্থের সার সংগ্রহ পূর্বক মহাভারত রচনা করেন। বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ। বেদ বিভাগের ফলে তিনি বেদব্যাস নামে পরিচিত হন। ব্যাসদেব যমুনা দ্বীপ জাত ও চিরঞ্জীবি।

১১। **মার্কণ্ডেয়**—ইনি মৃকণ্ডু মুনির পুত্র মহর্ষি বিশেষ। মার্কণ্ডেয় চিরঞ্জীবি ও মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের রচয়িতা।

তাং শৃণুধ্বং মহাভাগাঃ সমাহিত ধিয়োঽনিশম্।
গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাদুর্ভূতো যথা কলিঃ ॥ ১৩
প্রলয়ান্তে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ।
সসর্জ্জ ঘোরং মলিনং পৃষ্ঠদেশাৎ স্বপাতকম্ ॥ ১৪

স চাধর্ম্ম ইতি খ্যাতস্তস্য বংশানুকীর্ত্তনাৎ।
শ্রবনাৎ স্মরণাল্লোকঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫
অধর্ম্মস্য প্রিয়া রম্যা মিথ্যা মার্জ্জার লোচনা।
তস্য পুত্রোঽতি তেজস্বী দম্ভঃ পরমকোপনঃ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ ভগবান কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে প্রত্যাগত হইলে যেরূপ কলির প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা বলিতেছি। হে মহাভাগগণ, আপনারা নিরন্তর সমাহিত-চিত্তে তৎসমস্ত শ্রবণ করুন।১৩

প্রলয়কালের অবসানে জগৎস্রষ্টা লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করেন।১৪

সেই পাতক অধর্ম্ম নামে বিখ্যাত হয়। এই অধর্মের বংশ কীর্তন, শ্রবণ বা স্মরণ করিলে মানবগণ পাপমুক্ত হন।১৫

অধর্মের মনোহারিণী প্রণয়িণীর নাম মিথ্যা। তাহার চক্ষুদ্বয় মার্জার চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। মিথ্যার গর্ভে অধর্ম হইতে একটি পুত্র জন্মে। এই পুত্র অতীব কোপনস্বভাব ও অতিশয় তেজস্বী। ইহার নাম দম্ভ।১৬

স মায়ায়াং ভগিন্যান্তু লোভং পুত্রঞ্চ কন্যকাম্।
নিকৃতিং জনয়ামাস তয়োঃ ক্রোধঃ সুতোঽভবৎ ॥ ১৭
স হিংসায়াং ভগিন্যান্তু জনয়ামাস তং কলিম্।
বামহস্তধৃতোপস্থং তৈলাভ্যক্তাঞ্জন প্রভম্ ॥ ১৮
কাকোদরং করালাসং* লোলজিহ্বং ভয়ানকম্।
পূতিগন্ধং দ্যূতমদ্য-স্ত্রীসুবর্ণ কৃতাশ্রয়ম্ ॥ ১৯
ভগিন্যান্তু দুরুক্ত্যাং স ভয়ং পুত্রঞ্চ কন্যকাম্।
মৃত্যুং স জনয়ামাস তয়োশ্চ নিরয়োঽভবৎ ॥ ২০

*করালাস্যং ইতি পাঠান্তরঃ।

শ্লোকার্থ। দম্ভের এক ভগিনীর নাম মায়া। মায়ার গর্ভে দম্ভ হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম লোভ ও কন্যার নাম নিকৃতি। লোভ হইতে নিকৃতির একটি পুত্র জন্মে। তাহার নাম ক্রোধ।১৭

ক্রোধের ভগিনীর নাম হিংসা। ক্রোধের সহবাসে হিংসা একটি পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্রের নাম কলি। ইনি সর্বদা বাম হস্তে পুংচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন।১৮

ইহার সর্বাঙ্গের কান্তি তৈলাক্ত কজ্জল সদৃশ। তাহার উদর কাকের ন্যায় নিম্ন, মুখ অতীব ভীষণ ও জিহ্বা লোল। ইহার আকার দেখিলে মনে ভয় উদিত হয়। ইহার সর্বাঙ্গে পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছে।১৯

ইনি দ্যূত-ক্রীড়াস্থলে, মদ্যালয়ে, বেশ্যাগারে ও স্বুবর্ণ ব্যবসায়ীর নিকট সর্বদা বাস করেন। কলির ভগিনীর নাম দুরুক্তি। দুরুক্তির গর্ভে কলির ঔরসে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। ঐ পুত্রের নাম ভয় ও কন্যার নাম মৃত্যু। ভয়ের ঔরসে মৃত্যুর গর্ভে নিরয় নামে পুত্র উৎপন্ন হয়।২০

যাতনায়াং ভগিন্যান্তু লেভে পুত্রাযুতাযুতম্।
ইত্থং কলিকুলে জাতা বহবো ধর্ম্মনিন্দকাঃ॥ ২১
যজ্ঞাধ্যয়নাদিবেদতন্ত্র বিনাশকাঃ।
আধিব্যাধিজরা গ্লানি দুঃখ শোক ভয়াশ্রয়াঃ॥ ২২
কলিরাজানুগাশ্চেরুর্যূথশো লোকনাশকাঃ।
বভূবুঃ কালবিভ্রষ্টাঃ ক্ষণিকাঃ কামুকা নরাঃ॥ ২৩
দম্ভাচারদুরাচারাস্তাতমাতৃবিহিংসকাঃ।
বেদহীনা দ্বিজা দীনাঃ শূদ্রসেবাপরাঃ সদা॥ ২৪

শ্লোকার্থ। নিরয়ের ভগিনীর নাম যাতনা। এই যাতনার গর্ভে নিরয়ের ঔরসে শত শত পুত্র জাত হইয়াছে। এইরূপে কলিবংশে অসংখ্য ধর্মনিন্দকের উৎপত্তি হইয়াছে।২১

ইহারা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান প্রভৃতি ধর্ম কর্মের লোপ করে এবং বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের বিলোপ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ইহারা আধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় প্রভৃতির আধার।

কলিরাজের অনুগত হইয়া ইহারা সকলেই লোকনাশের নিমিত্ত দলে দলে

ভ্রমণ করিতেছে। ইহারা কালক্রমে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যরূপে জন্ম লইতেছে। ঐ সকল মনুষ্য অল্পায়ু ও কামুক।২৩

ইহারা দম্ভাচার, দুরাচার ও পিতৃমাতৃগণের হিংসাকারী। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ বেদবিহীন, দীন ও সর্বদা শূদ্রজাতির উপাসনারত[১২]।২৪

টিপ্পনী। ১২। **উপাসনা**—বেদপাঠ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহিত। ইহা ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মনুসংহিতায় (২য় অধ্যায় ১৬৫ শ্লোকে) আছে, বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সহিত বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের কর্তব্য। বেদপাঠ না করিলে ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুত হন। মনুসংহিতায় (২য় অধ্যায় ১৬৮ শ্লোকে) আছে—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র পাঠে অনুরক্ত হন, তিনি জীবৎ-কালেই বংশসহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হন। ইহা উৎকট পাপরূপে নিন্দিত। উক্ত কারণে কলিযুগে ব্রাহ্মণকৃত দোষা-বলীর মধ্যে ইহা পরিগণিত।

কুতর্কবাদবহুলা ধর্ম্ম বিক্রয়িনোঽধমাঃ।
বেদ বিক্রয়িনো ব্রাত্যা রসবিক্রয়িনস্তথা॥ ২৫
মাংসবিক্রয়িণঃ ক্রূরা শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।
পরদাররতা মত্তা বর্ণসঙ্কর কারকাঃ॥ ২৬
হ্রস্বাকারাঃ পাপসারাঃ* শঠা মঠনিবাসিনঃ।
ষোড়শাব্দায়ুষঃ শ্যালবান্ধবা নীচসঙ্গমাঃ॥ ২৭
বিবাদকলহক্ষুব্ধাঃ কেশবেশবিভূষণাঃ।
কলৌকুলিনা ধনিনঃ পূজ্যা বার্দ্ধুষিকা দ্বিজাঃ॥ ২৮

*পাপচারাঃ ইতি পাঠান্তরঃ।

শ্লোকার্থ। ইহারা সতত কুতর্ক করিয়া থাকে। এই অধমগণ ধর্ম-বিক্রয়ী, বেদবিক্রয়ী, ব্রাত্য[১৩] (পতিত), রসবিক্রয়ী, মাংস বিক্রয়ী,[১৪] ক্রূর ও শিশ্নোদর

পরায়ণ। ইহারা পরদার-রত, মদ মত্ত, বর্ণসংকর কারক, খর্বকায়, পাপাচারী, শঠ ও মঠবাসী। ইহাদের পরমায়ু প্রায়ই ষোড়শ বৎসর। ইহারা শ্যালক ব্যতীত অন্য আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করে না। ২৫—২৭

নীচ সংসর্গে বাস করিতেই ইহারা সর্বদা অভিলাষী। ইহারা নিরন্তর বিবাদ কলহেই ক্ষুব্ধ। কেশ-সংস্কার, বেশবিন্যাস ও ভূষণ ধারণেই ইহাদের অভিরুচি। ধনী ব্যক্তিমাত্রই কলিকালে কুলীন বলিয়া মান্য হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ টাকার সুদ[১৫] লইয়া জীবিকানির্বাহ করে, তাহারাই সকলের পূজ্য। ২৮

টিপ্পনী ১৩। **ব্রাত্য**—বৈদিক বিধান অনুসারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বালক অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয় বালক একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্য বালক দ্বাদশ বর্ষ বয়সে উপবীত সংস্কার বা উপনয়ণ করিবেন। পূর্বোক্ত বয়স ব্যতীত অন্য সময়েও উপনয়ণের বিধান প্রদত্ত। ব্রাহ্মণ কুমার ষোল বৎসর বয়স, ক্ষত্রিয় কুমার বাইশ বৎসর ও বৈশ্য কুমার চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত উপনয়ন করিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে উক্ত তিন বর্ণের মানুষকে ব্রাত্য (পতিত) বলে এবং সমাজে অবজ্ঞাত হয়। মনুসংহিতায় (দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ৩৯ শ্লোকে) আছে—

অত ঊর্ধ্বং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ॥

অসংস্কৃত ত্রৈবর্ণিক সাবিত্রী-পতিত হইলে ব্রাত্যনামে অভিহিত হয়। ব্রাত্য শব্দ বেদে ব্যবহৃত। উপনয়ন অর্থে গুরুর নিকট গমন পূর্বক বেদপাঠ আরম্ভ ও গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। এই সকল কারণে কলিযুগের ব্রাহ্মণের লক্ষণ ব্রাত্য-দোষে দুষ্ট হয়েছে।

টিপ্পনী ১৪। বেদ, রস ও মাংস বিক্রয় দ্বিজগণের অনুচিত। মনুসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫৬ শ্লোকে 'ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ' ইত্যাদি শ্লোকে বেদাবিক্রয় অসাধুতা রূপে প্রদর্শিত। উক্ত অধ্যায়ে ১৫২ শ্লোকে 'মাংস বিক্রয়িণস্তথা'

ইত্যাদি স্থলে মাংস বিক্রয় এবং ১৫৯ শ্লোকে 'রসবিক্রয়ী' ইত্যাদি স্থলে রস বিক্রয় (মদ্যাদি বিক্রয়) ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ উক্ত হইয়াছে।

১৫। যে ব্রাহ্মণ অন্যকে টাকা ধার দিয়ে সুদ নেন, তিনি বার্ধুষিক নামে নিন্দিত। যিনি সুদের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনি পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বিপৎ কালে বৃদ্ধি (সুদ) প্রয়োগের বিধি থাকিলেও তাহা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। যদিও মনুসংহিতায় (দশম অধ্যায়, ১১৭ শ্লোকে) আছে, 'ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ', তথাপি ইহা সাধারণ বিধি মাত্র। তদনুসারে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া প্রচলিত হইলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্হিত কর্ম।

সন্ন্যাসিনো গৃহাসক্তা গৃহস্থাস্ত্ববিবেকিনঃ।
গুরুনিন্দাপরা ধর্ম্মধ্বজিনঃ সাধুবঞ্চকাঃ॥ ২৯
প্রতি গ্রহরতাঃ শূদ্রাঃ পরস্বহরণাদরাঃ।
দ্বয়ো স্বীকারমুদ্বাহঃ শঠে মৈত্রী বদান্যতা॥ ৩০
প্রতিদানে ক্ষমাশক্তৌ বিরক্তি করণাক্ষমে।
বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্॥ ৩১
ধনাঢ্যত্বঞ্চ সাধুত্বে দূরে নীরে চ তীর্থতা।
সূত্রমাত্রেণ বিপ্রত্বং দণ্ডমাত্রেণ মস্করী॥ ৩২

শ্লোকার্থ। বর্তমান কলিকালে সন্ন্যাসীগণ গৃহবাসে রত এবং গৃহস্থগণ অবিবেচক হয়। কলিকালে সকলেই গুরুনিন্দা-রত হইবে এবং ধর্মচিহ্ন ধারণ পূর্বক সাধুগণকে বঞ্চনা করিবে। ২৯

এই সময় শূদ্রগণ প্রতিগ্রহ পরায়ণ ও পরস্বাপহারক হইবে। এই কলিকালে বরকন্যার সম্মতি মাত্রেই বিবাহ নির্বাহ হইবে। সকলেই শঠ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে এবং প্রতিদান কালে বদান্যতা প্রকাশ করিবে। ৩০

কোন ব্যক্তির অপকার করণে অক্ষম হইলে ক্ষমা প্রকাশ করিবে, অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিবে। এই কলিকালে সকলে পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থ বাচালতা করিবে এবং যশোলাভের জন্য ধর্মসেবা করিবে। ৩১

লোকে ধনাঢ্য হইলেই সাধুরূপে সম্মানিত হইবে এবং দুরদেশস্থিত জলকেই তীর্থ তুল্য জ্ঞান করিবে। কলিকালে বামকাঁধে যজ্ঞসূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হইবে এবং দণ্ড ধারণ করিলেই পরিব্রাজক হইতে পারিবে। ৩২

অল্পশস্যা বসুমতী নদীতীরেঽবরোপিতা।

স্ত্রিয়ো বেশ্যালাপসুখাঃ স্বপুংসাং ত্যক্তমানসাঃ ॥৩৩

পরান্নলোলুপা বিপ্রাশ্চণ্ডাল গৃহযাজকাঃ।

স্ত্রিয়ো বৈধব্যহীনাশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণ প্রিয়াঃ ॥৩৪

চিত্রবৃষ্টিকরা মেঘা মন্দাশস্যা চ মেদিনী।

প্রজাভক্ষা নৃপা লোকাঃ করপীড়াপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫

স্কন্ধে ভারং করে পুত্রং কৃত্বা ক্ষুব্ধাঃ প্রজাজনাঃ।

গিরিদুর্গং বনং ঘোরমাশ্রয়িষ্যন্তি দুর্ভগাঃ ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। বসুমতী অল্পশস্যা হইবেন, নদী তীরগতা হইবে। কুলকামিনীগণ বেশ্যার ন্যায় অনুচিত আচরণে সুখানুভব করিবে। স্ব স্ব স্বামীর প্রতি তাহারা অনুরক্ত হইবে না। ৩৩

ব্রাহ্মণগণ পরান্নভোজী হইবেন। তাঁহারা চণ্ডালের যাজক হইতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। স্ত্রীলোক আর বিধবা থাকিবে না, তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইবে ৩৪

মেঘ হইতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হইবে। বসুমতী মন্দশস্যা হইবেন। রাজন্যগণ প্রজাপীড়ন করিবেন। প্রজাবর্গ রাজকরে প্রপীড়িত হইবে। ৩৫

হতভাগ্য প্রজাগণ স্কন্ধে ভার ও হস্তে পুত্রকে ধারণ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে দুর্গম পর্বত ও গহন অরণ্য আশ্রয় করিবে। ৩৬

মধুমাংসৈর্মূলফলৈরাহারৈঃ প্রাণধারিণঃ।

এবং তু প্রথমে পাদে কলেঃ কৃষ্ণবিনিন্দকাঃ ॥ ৩৭

দ্বিতীয়ে তন্নামহীনাস্তৃতীয়ে বর্ণসঙ্করাঃ।

একবর্ণাশ্চতুর্থে চ বিস্মৃতাচ্যুত সৎক্রিয়াঃ ॥ ৩৮

নিঃস্বাধ্যায়-স্বধা-স্বাহা-বৌষড়োঙ্কারবর্জ্জিতাঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নিরাহারা ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥৩৯
ধরিত্রীমগ্রতঃ কৃত্বা ক্ষীণাং দীনাং মনস্বিনীম্।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং বেদধ্বনিনাদিতম্ ॥৪০

শ্লোকার্থ। তাহারা মধু, মাংস ও ফলমূল খাইয়া জীবনধারণে প্রবৃত্ত হইবে এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিবে। কলির প্রথম পাদে সকলে এইরূপ অনুচিত আচরণ করিবে। ৩৭

কলির দ্বিতীয় পাদে লোকে কৃষ্ণ-নাম-বর্জিত হইবে। তৃতীয় পাদে বর্ণ সংকর ঘটিবে। চতুর্থ পাদে চতুর্বর্ণ একবর্ণে পরিণত হইবে ও বিষ্ণুর আরাধনা সর্বৈব বিস্মৃত হইবে। ৩৮

পৃথিবীতে বেদাধ্যয়ন এবং স্বধা, স্বাহা, বৌষট, ওঙ্কার প্রভৃতি রহিত হওয়ায় দেবগণ অনাহারে[১৬] কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন।৩৯

তাঁহারা ক্ষীণা দীনা ভগবতীবসুমতীকে অগ্রে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ও দেখিলেন. ব্রহ্মলোক সুমধুর বেদধ্বনিতে নিনাদিত হইতেছে। ৪০

টিপ্পনী ১৬। যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান কর্তব্য। হোম কালে ইন্দ্রাদি দেবগণের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আহুতি প্রদান করিলে দেবগণ হুতদ্রব্য ভোজন করেন। কলিকালে মানুষ ধর্মভ্রষ্ট হওয়ায় যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়াছে। উক্তরূপে দ্রব্যদান বন্ধ হওয়ায় দেবগণ অতৃপ্ত, অভুক্ত থাকেন। হোমক্রিয়া দেবপূজার প্রধান অঙ্গ।

যজ্ঞধূমৈঃ সমাকীর্ণং মুনিবর্য্যনিষেবিতম্।
সুবর্ণ বেদিকামধ্যে দক্ষিণাবর্ত্তমুজ্জ্বলম্ ॥৪১
বহ্নিং যূপাঙ্কিতোদ্যান-বন-পুষ্প-ফলান্বিতম্।
সরোভিঃ সারসৈর্হংসৈরাহ্বয়ন্ত*মিবাতিথিম্ ॥৪২
*হংসৈরাহ্বয়ন্ত ইতিবা

বায়ুলোললতাজাল কুসুমালিকুলাকুলৈঃ।
প্রণামাহ্বানসৎকার-মধুরালাপবীক্ষণৈঃ ॥৪৩
তদ্‌ব্রহ্মসদনং দেবাঃ সেশ্বরাঃ ক্লিন্নমানসাঃ।
বিবিশুস্তদনুজ্ঞাতা নিজকার্য্যং নিবেদিতুম ॥৪৪
ত্রিভুবনজনকং সদাসনস্থং সনক-সনন্দন-সনাতনৈশ্চসিদ্ধৈঃ।
পরিসেবিতপাদকমলং ব্রহ্মাণং দেবতা নেমুঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে কলিবিবরণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। চতুর্দিকে যজ্ঞধূম উত্থিত হইতেছে। প্রধান প্রধান মহর্ষিবৃন্দ সমাসীন আছেন। সুবর্ণ বেদীর উপরে উজ্জ্বল দক্ষিণাবর্ত্ত[১৭] অগ্নি প্রজ্জ্বলিত।৪১

জল, পুষ্প, ফল প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত উদ্যানে যজ্ঞার্থ যূপসমূহ নিখাত রহিয়াছে। সমস্ত সরোবর সারস ও হংসগণের মৃদু রবদ্বারা যেন পথিকগণকে আহ্বান করিতেছে।৪২

বায়ুবেগে চালিত লতাসমূহের কুসুমস্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলিত হইয়া হংস ও সারসগণ পথিকের প্রতি যেন প্রণাম, আহ্বান, সৎকার, মধুরালাপ ও দর্শন করিতেছে।৪৩

পরে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ দুঃখিতান্তঃকরণে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া নিজকার্য নিবেদনার্থ তথায় প্রবেশ করিলেন।৪৪

সনৎ, সনক, সনন্দন, সনাতন প্রভৃতি সিদ্ধগণ যাঁহার পদসেবা করিতেছেন, যিনি ত্রিভুবনের বিধাতা ও সর্বদা যোগাসনে উপবিষ্ট, সেই ব্রহ্মাকে তাঁহারা ভক্তিপূত নমস্কার করিলেন।৪৫

কল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে প্রথমাংশে কলির বিবরণ নামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী ১৭। আহবনীয, গার্হপত্য ও দক্ষিণাবর্ত্ত—ত্রিবিধ অগ্নিচয়ন

বিহিত। বৈদিক আর্যগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন। গৃহস্থ যে অগ্নি সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রাখেন, তাহাকে গার্হপত্য অগ্নি বলে। পার্শীগৃহে অদ্যাপি সর্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে। পার্শীগণও অগ্নির উপাসক। উল্লিখিত গার্হপত্য অগ্নি অথবা কোন যজ্ঞাগ্নি হইতে যে অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণভাগে স্থাপিত য় তাহাকে দক্ষিণাগ্নি বলে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে হোমার্থ যে অগ্নি উদ্ধৃত য়, তাহা আহ্বনীয় অগ্নি নামে অভিহিত। বৈদিক সময়ে প্রাগুক্ত ত্রিবিধ অগ্নি পূজিত হইত। এখনও যজ্ঞার্থ অগ্নিস্থাপন করিতে হয়। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৩১ শ্লোকে পিতা, মাতা ও আচার্য্যদেবকে যথাক্রমে গার্হপত্য, ক্ষিণাগ্নি ও আহবণীয় অগ্নিরূপে উক্ত হইয়াছে।

প্রথম অংশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ

উপবিষ্টাস্ততো দেবা ব্রহ্মণো বচনাৎপুরঃ।
কলের্দোষাদ্ধর্ম্মহানিং কথয়ামাসুরাদরাৎ ॥ ১
দেবানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা তানাহ দুঃখিতান্।
প্রসাদয়িত্বা তং বিষ্ণুং সাধয়িষ্যাম্যভীপ্সিতম্ ॥ ২
ইতি দেবৈঃ পরিবৃতো গত্বা গোলোক বাসিনম্।
স্তুত্বা প্রাহ পুরো ব্রহ্মা দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্ ॥ ৩

শ্লোকার্থ। সূত কহিলেন, অনন্তর কলির দোষে যে ধর্মহানি হইতেছে, ব্রহ্মার বচনানুসারে দেবগণ সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সযত্নে তাহা নিবেদন করিলেন। ১

দেবগণের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল, বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া অভীষ্ট সাধন করি। এই কথা বলিয়া দেবগণ পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা গোলকধামে গমন করিলেন এবং গোলকবাসী বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহাকে দেবগণের মনোভাব ও প্রার্থনা জানাইলেন। ২-৩

তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ।
শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্।
সুমত্যাং মাতরি বিভো! *কন্যায়াং ত্বন্নিদেশতঃ ॥ ৪
চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দেব! করিষ্যামি কলিক্ষয়ম্।
ভবন্তো বান্ধবা দেবাঃ স্বাংশেনাবতরিষ্যথ ॥ ৫
ইয়ং মম প্রিয়া লক্ষ্মীঃ সিংহলে সংভবিষ্যতি।
বৃহদ্রথস্য ভূপস্য কৌমুদ্যাং কমলেক্ষণা।

*পত্নীয়াং ইতি বা পাঠঃ।

ভার্য্যায়াং মম ভার্য্যৈষা পদ্মানাম্নী জনিষ্যতি ॥ ৬
যাত যূয়ং ভুবং দেবাঃ স্বাংশাবতরণেরতাঃ।
রাজানৌ মরুদেবাপি স্থাপয়িষ্যাম্যহং ভুবি ॥ ৭

শ্লোকার্থ। পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে **কহিলেন,** তোমার অনুরোধে আমি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতিনাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে কল্কিরূপে আবির্ভূত হইব। ৪

আমি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত কলিক্ষয় করিব। হে দেবগণ, তোমরা স্ব স্ব অংশে মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত মিত্রতা করিবে। ৫

এই আমার প্রিয়া কমলনয়না কমলা সিংহলেশ্বর বৃহদ্রথের কৌমুদী নাম্নী মহিষীর গর্ভে জন্মলাভ করিবেন। ইনি পদ্মানামে খ্যাত হইবেন। ৬

তোমরা মর্ত্যে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। আমি পুনর্বার মরু ও দেবাপি নামক নৃপদ্বয়কে পৃথিবীর শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিব। ৭

পুনঃ কৃতযুগং কৃত্বা ধর্ম্মান্ সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ।
কলিব্যালং সংনিরস্য প্রয়াস্যে স্বালয়ং বিভো ॥ ৮
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ব্রহ্মা দেবগণৈর্বৃতঃ।
জগাম ব্রহ্মসদনং দেবাশ্চ ত্রিদিবং যযুঃ ॥ ৯
মহিমাং স্বস্য ভগবান্ নিজজন্মকৃতোদ্যমঃ।
বিপ্রর্ষে! শম্ভলগ্রামমাবিবেশ পরাত্মকঃ ॥ ১০
সুমত্যাং বিষ্ণুযশসা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্।
গ্রহ-নক্ষত্ররাশ্যাদি-সেবিত-শ্রীপদাম্বুজম্ ॥ ১১

শ্লোকার্থ। আমি পুনর্বার সত্যযুগের সৃষ্টি ও পূর্ব্ববৎ সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করিয়া কলিরূপ মহাসর্পকে নিরাকরণ পূর্বক বৈকুণ্ঠধামে প্রত্যাগমন করিব। ৮

এই বাক্য শ্রবন করিয়া, ব্রহ্মা দেবগণ পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং দেবগণও দেবলোকে উপস্থিত হইলেন। ৯

হে বিপ্রর্ষে, ভগবান বিষ্ণু স্বীয় মহিমা বলে মনুষ্যরূপে নরলোকে অবতরণ বিষয়ে কৃতযত্ন হইয়া শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ১০

পরে বিষ্ণুযশা কর্তৃক সুমতিতে বৈষ্ণব গর্ভ আহিত হইল। গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি সকলেই সেই গর্ভস্থ শিশুর পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। ১১

সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ।
সহর্ষা ঋষয়ো দেবা জাতে বিষ্ণৌ জগৎপতৌ॥ ১২
বভূবুঃ সর্ব্বসত্ত্বানামানন্দা বিবিধাশ্রয়াঃ।
নৃত্যন্তি পিতরো হৃষ্টাস্তুষ্টা দেবা জগুর্যশঃ॥ ১৩
চক্রুর্বাদ্যানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ১৪
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ।
জাতং দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ॥ ১৫

শ্লোকার্থ। যথন জগৎপতি বিষ্ণু শুভ জন্মপরিগ্রহ করিলেন, তখন সরিৎ, সমুদ্র, পবত, দেবগণ, ঋষিগণ ও স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই হর্ষযুক্ত হইলেন। ১২

সকল প্রাণীই বিবিধ আনন্দ করিতে লাগিল। পিতৃগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবগণ হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুর যশোগান করিতে লাগিলেন। ১৩

গন্ধর্বগণ দিব্য বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে প্রমত্ত হইলেন। ১৪

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে* ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে দেখিয়া পিতা-মাতা হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ১৫

*আমরা ব্যাসমুখে অবগত হয়েছি, ১৩৯২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে কল্কিদেব মথুরাধামে অবতীর্ণ হইবেন।

ধাতৃমাতা মহাষষ্ঠী নাভিচ্ছেত্রী তদম্বিকা।
গঙ্গোদকক্লেদমোক্ষা সাবিত্রী মার্জ্জনোদ্যতা॥ ১৬

তস্য বিষ্ণোরণন্তস্য বসুধাহধাৎ পয়ঃসুধাম্ ।
মাতৃকা মাঙ্গল্যবচঃ কৃষ্ণজন্মদিনে তথা ॥ ১৭
ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাশু স্বাশুগং প্রাহ্ সেবকম্ ।
*যাহীতি সূতিকাগারং গত্বা বিষ্ণুং প্রবোধয় ॥ ১৮
চতুর্ভুজমিদং রূপং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
ত্যক্ত্বা মানুষবদ্রূপং কুরু নাথ! বিচারিতম্ ॥ ১৯
*যাহীত ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ। মহাষষ্ঠী[১৮] দেবশিশুর ধাত্রীমাতা ও অম্বিকা[১৯] নাভিচ্ছেত্রী হইলেন। সাবিত্রী[২০] আসিয়া গঙ্গাবারি[২১] দ্বারা গাত্রমার্জনাপূর্বক তাঁহার ক্লেদ অপনয়ন করিতে লাগিলেন। ১৬

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ সেই অনন্ত বিষ্ণুর কল্কিরূপে আবির্ভাবের দিনও তাঁহার জন্য বসুধা জলরূপসুধা ধারণ করিলেন। মাতৃকাগণ[২২] মাঙ্গল্য বাক্যে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।১৭

এই শুভবার্তা অবগত হইয়া ব্রহ্মা আশুগামী সেবক পবনকে বলিলেন, তুমি সূতিকাগারে যাইয়া মদীয় প্রার্থনানুসারে বিষ্ণুর নিকট নিবেদন কর। হে নাথ, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার এই চতুর্ভুজ দিব্যরূপ দর্শন দেবগণের পক্ষেও সুদুর্লভ। অতএব আপনি এই রূপ ত্যাগ করিয়া নরতুল্য দ্বিভুজ মূর্তি ধারণ করুন।১৮-১৯

টিপ্পনী ১৮। মহাষষ্ঠী দুর্গাদেবীর এক মূর্তি। ইনি শিশুগণের রক্ষিকা। যোগিনীতন্ত্রে কবচমন্ত্রে আছে, 'মহাষষ্ঠীরূপেণ বালকং রক্ষ রক্ষ' ইত্যাদি। উক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হয়, মহাষষ্ঠী বাল-রক্ষিকা।

১৯। দুর্গাদেবীর এক নাম অম্বিকা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দুর্গা অম্বিকা নামে কথিতা।

২০। সাবিত্রী সন্ধ্যাদেবীর এক নাম। ব্যাসদেব বলেন—

গায়ত্রী নাম পূর্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিধা স্মৃতা ॥

পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যাদেবী যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী মূর্তি ধারণ করেন। ইহাই সন্ধ্যাদেবীর তিনরূপ। সন্ধ্যাদেবীর মধ্যাহ্নমূর্তি সবিতা বা সূর্যের দ্যোতক বলিয়া মধ্যাহ্ন মূর্তির নাম সাবিত্রী। উক্ত মর্মে ব্যাসদেব বলেন, 'সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা।' সন্ধ্যাবন্দনা দ্বিজগণের নিত্য কর্তব্য। সন্ধ্যামন্ত্রে সাবিত্রী মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।—

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাং চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীং চ যজুর্বেদাং সূর্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

২১। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া গঙ্গাদেবী মর্তে প্রকটিতা হন। মহারাজ ভগীরথ কর্তৃক মর্তে আনীত হওয়ায় গঙ্গাদেবী ভাগীরথী নামে অভিহিতা। সূর্যবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাতে ইন্দ্রদেব দেখিলেন, যজ্ঞফলে সগর ইন্দ্রাসন অধিকার করিবেন। যজ্ঞফল বিনাশার্থ ইন্দ্রদেব যজ্ঞীয় তুরংগ অপহরণ করেন। ষাট হাজার সগরপুত্র নানাস্থানে সন্ধান করিয়াও অপহৃত যজ্ঞাশ্ব পাইলেন না। অনন্তর সগর রাজার পুত্রগণ পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক তেজস্বী মহর্ষির নিকট যজ্ঞীয় অশ্ব আবদ্ধ দেখিলেন। ইন্দ্রদেব উক্ত অশ্ব চুরি করিয়া পাতালে মহর্ষি কপিলের নিকট বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সগরপুত্রগণ কপিলমুনির অমিত প্রভাব জানিতেন না। এই হেতু তাঁহাকে সাধারণ তস্কর ভাবিয়া তিরস্কার করেন। ইহাতে মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া নেত্রাগ্নিদ্বারা সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে ভস্মীভূত করেন। কালক্রমে সগরবংশে ভগীরথ নামে এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন। কপিলের শাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কঠোর তপস্যা করেন এবং তপোবলে গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যলোকে আনয়ন করেন।

২২। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, যখন ভগবতী চণ্ডীদেবী দেবশত্রু অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্তিকেয়, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবতার শক্তিগণ যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, বারাহী,

নারসিংহী প্রভৃতি রূপে চণ্ডিকার পশ্চাতে ছিলেন। ইঁহারা মাতৃকা নামে প্রসিদ্ধা ও অঙ্গদেবতারূপেপরিগণিতা। বরাহ পুরাণে মাতৃকাগণের উৎপত্তির বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে লিখিত।

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা পবনঃ সুরভিঃ সুখম্।
সশীতঃ প্রাহ তরসা ব্রহ্মণো বচনাদৃতঃ॥ ২০
তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষস্তৎক্ষণাদ্ দ্বিভুজোঽভবৎ।
তদা তৎপিতরৌ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্ন মানসৌ॥ ২১
ভ্রমসংস্কারবত্তৎক্রমেনাতে তস্য মায়য়া।
ততস্তু শম্ভলগ্রামে সোৎসবা*জীবজাতয়ঃ।
মঙ্গলাচারবহুলাঃ পাপতাপবিবর্জ্জিতাঃ॥ ২২
সুমতিস্তং সুতং লব্ধ্বা বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগৎপতিম্।
পূর্ণকামা বিপ্রমুখ্যানাহূয়াদ্ গবাং শতম্॥ ২৩
*জীবা ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। সুখকর সুরভি শীতল পবন ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুরোধে দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমনান্তে সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন। ২০

পবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পদ্মলোচন হরি তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ হইলেন। তাঁহার পিতা-মাতা তাহা অবলোকন পূর্বক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২১

অনন্তর বিষ্ণুর মায়াবলে তাঁহারা চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিয়া ভ্রান্তি মূলক মনে করিলেন। পরে শম্ভলনগরে সকল জাতীয় প্রাণী উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিল। সকলেই পাপ-তাপ বিবর্জিত হইয়া সতত মঙ্গলাচরণে রত হইল। ২২

জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া সুমতি পূর্ণমনোরথা হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক একশত গাভী দান করিলেন। ২৩

হরেঃ কল্যাণকৃদ্বিষ্ণুযশাঃ শুদ্ধেন চেতসা।
সামর্গ্যযজুর্বিদ্ভিরগ্র্যৈস্তন্নামকরণে রতঃ॥ ২৪
তদা রামঃ কৃপো ব্যাসো দ্রোণির্ভিক্ষুশরীরিণঃ।
সমায়াতা হরিং দ্রষ্টুং বালকত্বমুপাগতম্॥ ২৫
তানাগতান্ সমালোক্য চতুরঃ সূর্য্যসন্নিভান্।
হৃষ্টরোমা দ্বিজবরঃ পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্॥ ২৬
পূজিতাস্তে স্বাসনেষু সংবিষ্টাঃ স্বসুখাশ্রয়াঃ।
হরিং ক্রোড়গতং তস্য দদৃশুঃ সর্ব্বমূর্ত্তয়ঃ॥ ২৭

শ্লোকার্থ। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশা শ্রীহরির কল্যাণকামনায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঋক্, যজু ও সামবেদীয় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদ্বারা তদীয় নামকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৪

তৎকালে পরশুরাম[২৩], কৃপ[২৪], ব্যাস ও অশ্বত্থামা[২৫] ভিক্ষু-শরীর ধারণপূর্বক বাল্যপ্রাপ্ত ভগবান হরিকে দর্শনার্থ আগমন করিলেন। ২৫

ব্রাহ্মণবর বিষ্ণুযশা সূর্যসন্নিভ চারিজন প্রধান ঋষিকে আসিতে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন। ২৬

রাম, কৃপ প্রভৃতি বিষ্ণুযশা কর্তৃক পূজিত ও স্ব স্ব আসনে সুখাসীন হইয়া, পিতৃক্রোড়স্থিত বহুরূপ ধারণক্ষম শ্রীহরিকে দর্শন করিলেন। ২৭

টিপ্পনী ২৩। পরশুরাম অন্যতম চিরঞ্জীবি এবং ভগবান বিষ্ণুর ষোড়শ অবতার। উক্ত মর্মে শ্রীমদ্ভাগবতে (দ্বিতীয় স্কন্দে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আছে—

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥

একমতে পরশুরাম সপ্তম অবতার এবং রামচন্দ্রের পূর্বে অবতীর্ণ। পরশুরাম মহর্ষি জমদগ্নির বীরপুত্র এবং একুশবার ভারতকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন। কালিকাপুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, মহাতপস্বী জমদগ্নি বিদর্ভরাজের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে রুমণ্বান্, সুষেণ, বিশ্ব ও বিশ্বাবসু

নামে চারিপুত্র হয়। একদা দেবগণ মহারাজ কার্তবীর্য্য বিনাশার্থ বিষ্ণুকে প্রার্থনা করেন। দেবগণের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া ভগবান বিষ্ণু কলাংশে জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে পরশুরাম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পরশুরাম বিষ্ণুর খণ্ডশক্তি। সহজাত কুঠার (পরশু) হস্তে তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। এই পরশুকে পরশুরাম কখনও বর্জন করেন নাই। তাঁহার মাতা রেণুকা ক্ষত্রাণী এবং পিতা জমদগ্নি ব্রহ্মর্ষি হওয়ায় পরশুরামের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রহ্মতেজ উভয় পূর্ণরূপে প্রকটিত ছিল। এই হেতু তিনি ব্রাহ্মণ সদৃশ বেদবিৎ তপস্বী এবং ক্ষত্রিয় সদৃশ সর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ মহাবীর ছিলেন। ইনি পিতার আদেশে জননী রেণুকার শিরোচ্ছেদ করেন। একমতে যে পরশুদ্বারা তিনি মাতৃহন্তা হন, সেই পরশু তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হওয়ায় তিনি পরশুরাম নামে অভিহিত এবং সেই পরশু ত্যাগার্থ তাঁহাকে কঠোর তপস্যা করিতে হয়।

২৪। মহর্ষি গৌতম শরদ্বাণ নামে একপুত্র লাভ করেন। উহার সহিত ধনুর্বানও প্রসূত হয়। শরদ্বান বিশেষ বেদজ্ঞ না হইলেও ধনুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তপোবলে অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হন। ইঁহার ধনুবিদ্যা ও তপঃ শক্তি দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হন। শরদ্বাণের ধ্যান ভঙ্গার্থ ইন্দ্রদেব জানপদী নাম্নী দেবকন্যাকে প্রেরণ করেন। শরদ্বাণের আশ্রমে আসিয়া দেবকন্যা তাঁহাকে প্রলোভিত করেন। এক বস্ত্রা সুন্দরী দর্শনে শরদ্বাণ বিমোহিত হন এবং তাঁহার হস্তস্থিত ধনুর্বাণ ভূমিতে স্খলিত হয়। ধৈর্যচ্যুতির আশংকায় তিনি আশ্রমাগতা অপ্সরীকে ছাড়িয়া এবং ধনুর্বাণ ও মৃগচর্ম ফেলিয়া পলায়ন করেন। দেবকন্যা জানপদী দর্শনে অজ্ঞাতসারে তাঁহার বীর্যস্খলন হয়। ঐ অমোঘ বীর্য হইতে দুই বালক উৎপন্ন হয়। দৈবক্রমে রাজা শান্তনু মৃগয়ার্থ উক্ত স্থানে আসেন। তাঁহার কোন অনুচর পূর্বোক্ত ধনুর্বাণ ও মৃগচর্ম দুইটীতে দুইটি বালক অবস্থিত দেখেন। এই সমাচার পাইয়া রাজা শান্তনু ঐ বালকদ্বয়কে রাজধানীতে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন করেন। শান্তনু কৃপাবশে বালকদ্বয়কে আনিয়াছিলেন বলিয়া একজনের নাম রাখেন কৃপ। তথায় ধনুর্বেদ ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া কৃপ আচার্যের পদবী প্রাপ্ত হন।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৃপাচার্য কৌরব পক্ষে ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে ১৩০ অধ্যায়ে কৃপাচার্যের বিস্তৃত বৃত্তান্ত লিখিত। ভাগবত পুরাণের নবম স্কন্দের ২১ অধ্যায়েও তাঁহার কাহিনী পাওয়া যায়।

২৫। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা ভারত-প্রসিদ্ধ মহাবীর ও চিরঞ্জীবি। মহাভারতের আদি পর্বে ১৩০ অধ্যায়ে আছে—

শারদ্বতীং ততো ভার্য্যাং কৃপীং দ্রোণোঽম্ববিন্দত।
অগ্নিহোত্রে চ ধর্মে চ মখে চ সততং রতাম্॥
অলভদ্গৌতমী পুত্রমশ্বত্থামানমেব চ।
স জাতমাত্রো ব্যনদদ্যথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ॥
তচ্ছ্রুত্বাঽন্তর্হিতং ভূতমন্তরিক্ষস্থমব্রবীৎ।
অশ্বস্যেবাস্য গমনং নদতঃ প্রদিশো গতম্॥
অশ্বত্থামৈব বালোঽয়ং তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, দ্রোণের ঔরসে ও কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। জন্মকালে তিনি ইন্দ্রাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবাতুল্য হিঁ হিঁ শব্দ করেন। তখন দৈববাণী হইল, এই বালক অশ্বতুল্য বলশালী বলিয়া ইহার নাম অশ্বত্থামা হইল। ইহাতে দ্রোণাচার্য্যের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা হয়।

তং বালকং নরাকারং বিষ্ণুংনত্বা মনীশ্বরাঃ।
কল্কিং কল্কবিনাশার্থমাবির্ভূতং বিদুর্বুধাঃ॥ ২৮
নামাকুর্ব্বংস্ততস্তস্য কল্কি রিত্যভিবিশ্রুতম্।
কৃত্বা সংস্কার কর্ম্মাণি যযুস্তে হৃষ্টমানসাঃ॥ ২৯
ততঃ স ববৃধে তত্রঃ সুমত্যা পরিপালিতঃ।
কালেনাল্পেন কংসারিঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী॥ ৩০
কল্কের্জ্যেষ্ঠাস্ত্রয়ঃ শূরাঃ কবি প্রাজ্ঞ সুমন্ত্রকাঃ।
পিতৃমাতৃ প্রিয় করা গুরুবিপ্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৩১

শ্লোকার্থ। মুনিবর পরশুরাম প্রভৃতি নররূপী বালক বিষ্ণুকে নমস্কার

করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর পাপরূপ মল অপনোদনের নিমিত্ত আবির্ভূত কল্কি রূপে জানিতে পারিলেন। ২৮

নাম-করণ কালে তাঁহারা ঐ বালকের 'কল্কি' এই শুভ নাম রাখিলেন এবং জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। ২৯

অনন্তর সুমতি কর্তৃক পরিপালিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কল্কি শুক্লপক্ষের চন্দ্রতুল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ৩০

কল্কির পূর্বে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র বা সুমন্ত। ইহারা গুরুর ও পিতামাতার অনুগত ছিলেন। গুরু ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই ইহাদের সুখ্যাতি করিতেন। ৩১

কল্কেরংশাঃ পুরো জাতাঃ সাধবো ধর্ম্মতৎপরাঃ।
গার্গ্যভর্গ বিশালাদ্যা জ্ঞাতয়স্তদনুব্রতাঃ॥ ৩২
বিশাখযূপভূপাল পালিতাস্তাপবর্জ্জিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ কল্কিমালোক্য পরাং প্রীতিমুপাগতাঃ॥ ৩৩
ততো বিষ্ণুযশাঃ পুত্রং ধীরং সর্ব্বগুণাকরম্।
কল্কিং কমলপত্রাক্ষং প্রোবাচ পঠনাদৃতম্॥ ৩৪
তাত তে ব্রহ্মসংস্কারং যজ্ঞসূত্রমনুত্তমম্।
সাবিত্রীং বাচয়িষ্যামি ততো বেদান্ পঠিষ্যসি॥ ৩৫

শ্লোকার্থ। গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি ধর্মনিষ্ঠ সাধুগণ প্রথমে তাঁহারই গোত্রে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহারা সকলেই কল্কির অংশভূত ও অনুগত। ৩২

ইঁহারা বিশাখযূপ নামক ভূপাল কর্তৃক প্রতিপালিত। এই সকল ব্রাহ্মণ কল্কিকে দেখিয়া সন্তাপরহিত ও পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। ৩৩

অনন্তর সুধীর, সর্বগুণাকর, কমললোচন কুমার কল্কিকে বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত দেখিয়া বিষ্ণুযশা কহিলেন, বৎস, এক্ষণে তোমার উপনয়নরূপ ব্রহ্মসংস্কার সম্পাদন করিয়া গায়ত্রী উপদেশ দিব, পরে তুমি বেদ অধ্যয়ন করিবে। ৩৪-৩৫

কল্কিরুবাচ ।

কো বেদঃ কা চ সাবিত্রী কেন সূত্রেণ সংস্কৃতাঃ ।
ব্রাহ্মণা বিদিতা লোকে তত্তত্ত্বং বদ তাত মাম্ ॥ ৩৬

পিতোবাচ ।

বেদো হরের্বাক্ সাবিত্রী বেদমাতা প্রতিষ্ঠিতা ।
ত্রিগুণঞ্চ ত্রিবৃৎসূত্রং তেন বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৭
দশযজ্ঞৈঃ সংস্কৃতা যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তত্র বেদাশ্চ লোকানাং ত্রয়াণামিহ পোষকাঃ ॥ ৩৮
যজ্ঞাধ্যয়ন দানাদি তপঃ স্বাধ্যায় সংযমঃ ।
প্রীণয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা বেদ তন্ত্র বিধানতঃ ॥ ৩৯

শ্লোকার্থ। কল্কি কহিলেন, হে পিতা, বেদ কাহাকে বলে ? গায়ত্রীই বা কি ? কিরূপ সূত্রদ্বারা সংস্কৃত হইলে ব্রাহ্মণরূপে প্রখ্যাত হওয়া যায়, তৎসমুদয় আমাকে বলুন । ৩৬

পিতা বলিলেন, বৎস, বিষ্ণুর বাক্যই বেদ। সাবিত্রী বেদমাতা রূপে বিখ্যাত। ত্রিগুণিত সূত্রে গ্রন্থি দিয়া তিন গুণ করিলে উপবীত রচিত হয়। ব্রাহ্মণগণ এই উপবীত ধারণে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া থাকেন । ৩৭

যাঁহারা দশ যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা ত্রিলোকের মঙ্গলার্থ বেদ রক্ষা করেন । ৩৮

ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, বেদপাঠ ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বেদ ও তন্ত্রের বিধান মতে ভক্তি পূর্বক শ্রীহরিকে প্রসন্ন করেন । ৩৯

*তস্মাত্ত্বথোপনয়ন কর্ম্মনোঽহং দ্বিজৈঃসহ ।
সংস্কর্ত্তুং বান্ধবজনৈস্তামিচ্ছামি শুভে দিনে ॥ ৪০

*তস্মাৎ যথোপনয়ণ ইতি বা ।

পুত্র উবাচ ।

কে চ তে দশ সংস্কারা ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ কেন বা বিষ্ণুমর্চ্চয়ন্তি বিধানতঃ ॥ ৪১

পিতোবাচ।

*ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো গর্ভাধানাদি সংস্কৃতঃ।
সন্ধ্যাত্রয়েণ সাবিত্রী-পূজা-জপ-পরায়ণঃ॥ ৪২
তপস্বী সত্যবাগ্ ধীরো ধর্ম্মাত্মা ত্রাহি সংস্থিতিম্।
বিষ্ণুর্চ্চনমিদং জ্ঞাত্বা সদানন্দময়ো দ্বিজঃ॥ ৪৩

*ব্রহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ইতি বা।

শ্লোকার্থ। এই হেতু শুভদিনে বন্ধুবান্ধব ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার উপনয়ন সংস্কার করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা। ৪০

প্রিয় পুত্র বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা যে দশবিধ সংস্কার [২৬] দ্বারা সংস্কৃত হন, সেই দশ সংস্কার কি? ব্রাহ্মণগণ কিরূপেই বা যথাবিধানে বিষ্ণুর অর্চনা করেন? ৪১

পিতা বলিলেন, যিনি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জন্ম লইয়া গর্ভাধান প্রভৃতি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, যিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ ও পূজা করিবেন, এবং যিনি তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর ও ধর্মাত্মা, তিনিই বিষ্ণুপূজার বিধি জ্ঞাত হইয়া সদানন্দ থাকেন ও সংসার সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ৪২-৪৩

টিপ্পনী ২৬। দশবিধ সংস্কার যথা—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন। ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বেদাধ্যয়নান্তে বিবাহ সংস্কার বিধেয়। বিবাহান্তে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মন্ত্রপূত অনুষ্ঠান সহ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস দ্বারা গর্ভসঞ্চার করিতে হয়। গর্ভসঞ্চারের পূর্বে যে অনুষ্ঠান বিহিত, তাহাকে গর্ভাধান বলে। গর্ভ তিন মাস হইলে গর্ভস্পন্দনের পূর্বে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিহিত, তাহাকে পুংসবন সংস্কার বলে। গর্ভের চার বা ছয় বা আট মাসের মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার কর্তব্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শাস্ত্রবিধি অনুসারে পঞ্চম সংস্কার জাতকর্ম করিতে হয়। ষষ্ঠ সংস্কার নবজাত শিশুর নামকরণ। কোন্ বর্ণের শিশুর জন্য কি নাম অর্থসূচক হইবে, তাহা মন্বাদি শাস্ত্রে লিখিত। সপ্তম সংস্কার অন্নপ্রাশন। ইহাতে নবশিশুকে অন্ন ভক্ষণ করাইতে হয়। এই সংস্কার অদ্যাপি

হিন্দুধর্মাবলম্বিদের মধ্যে প্রচলিত। অষ্টম সংস্কার চূড়াকরণ। অন্নপ্রাশনের পর কোন্ বর্ণের শিশুর মাথায় কিরূপ চূড়াকরণ (শিখা ধারণ) করিতে হয়, তাহা ধর্মশাস্ত্রে লিখিত। চূড়াকরণ কালে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয়। নবম সংস্কার উপনয়ন। বিধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান সহকারে যজ্ঞোপবীত প্রদানের নাম উপনয়ন। উপনয়ন সংস্কার ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র ত্রিবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয় না। এই সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ দ্বিজ নামে কথিত হন। দ্বিজ শব্দের অর্থ দুই জন্ম।—প্রথম মানব জন্ম ও দ্বিতীয় বর্ণ জন্ম। দশম সংস্কার সমাবর্তন। উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন কর্তব্য। তদন্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশকে সমাবর্তন বলে।

পুত্র উবাচ।

কুত্রাস্তে স দ্বিজো যেন তারয়ত্যখিলং জগৎ।
সন্মার্গেণ হরিং প্রীণন কামদোগ্ধা জগত্রয়ে ॥ ৪৪

পিতোবাচ।

কলিনা বলিনা ধর্ম্ম-ঘাতিনা দ্বিজ-পাতিনা।
নিরাকৃতা ধর্ম্মরতা গতা বর্ষান্তরান্তরম্ ॥ ৪৫
যে স্বল্পতপসো বিপ্রাঃ স্থিতাঃ কলিযুগান্তরে।
শিশ্নোদরভৃতোঽধর্ম্মনিরতা বিরতক্রিয়াঃ ॥ ৪৬
পাপসারা দুরাচারাস্তেজোহীনাঃ কলাবিহ।
আত্মানং রক্ষিতুং নৈব শক্তাঃ শূদ্রস্য সেবকাঃ। ৪৭

ইতি জনকবচো নিশম্য কল্কিঃ কলিকুলনাশমনোঽভিলাষমনাঃ।
দ্বিজনিজবচনৈস্তদোপনীতো গুরুকুলবাসমুবাস সাধুনাথঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে কল্কি জন্মোপনয়নং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। পুত্র বলিলেন, যিনি সৎপথে থাকিয়া বিষ্ণুকে তুষ্ট করেন,

যিনি লোকত্রয়ের কামধুক্ ও যিনি নিখিল জগৎ উদ্ধার করেন, ঈদৃশ ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন ? ৪৪

প্রাজ্ঞ পিতা বলিলেন, যাঁহারা ধর্মশীল ব্রাহ্মণ তাঁহারা ব্রাহ্মণদ্বেষী ধর্মঘাতক বলবান্ কলি কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া বর্ষান্তরে[২৭] গমন করিয়াছেন। ৪৫

অল্প তপস্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ কলিযুগের অধিকারের মধ্যে থাকিলেও তাঁহারা শিশ্নোদর পরায়ণ, অধর্মরত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিবর্জিত, পাপাত্মা, দুরাচার, তেজোহীন ও শূদ্রসেবক হইয়াছেন। ৪৬

তাঁহারা কলির প্রভাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। কলিকুলধ্বংসাভিলাষী সাধুনাথ কল্কি এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পঠিত মন্ত্রে উপনীত হইয়া গুরুকুলে[২৮] বাসার্থ গমন করিলেন। ৪৭-৪৮

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে প্রথমাংশে কল্কি জন্ম ও উপনয়ন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী ২৭। পুরাণ সমূহে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পৌরাণিক ভূগোল অনুসারে পৃথিবীতে সপ্তদ্বীপ বিদ্যমান। এক এক দ্বীপের বিভাগ এক এক বর্ষ নামে কথিত। সপ্তদ্বীপের নাম যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে (২য় অংশে, ২য় অধ্যায়ে, ৫ম শ্লোকে) আছে—

জম্বুপ্লক্ষাখ্যয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজঃ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥

ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত। উক্ত বর্ণনায় জানা যায়, শম্ভলগ্রাম সম্ভবতঃ বা অনুমানতঃ ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত। উত্তর প্রদেশে মোরাদাবাদ জেলায় শম্ভল তীর্থ বিদ্যমান। আলোচ্য 'বর্ষান্তর' দ্বারা ভারতবর্ষের অতিরিক্ত অন্য বর্ষ বুঝিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণে (২য় অংশে, ২য় অধ্যায়ে, ১২-১৩ শ্লোকদ্বয়ে) জম্বুদ্বীপেরও বর্ষ বিভাগ উল্লিখিত।—

ভারত প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যম্মেরো দক্ষিণতো দ্বিজ ॥

রম্যকং চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরুবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥

ভারত, কিম্পুরুষ, হবি, রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরু—এই ছয় অংশে জম্বুদ্বীপ বিভক্ত।

২৮। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণান্তে গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনীয়। উক্ত মর্মে বিষ্ণুস্মৃতিতে (২য় অধ্যায়ে) আছে, অথ ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলে বাসং। উপবীত ব্রহ্মচারি গুরুকুলে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবেন। লঘুহারীত সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোক আছে।—

উপনীতো মানবকো বসেদ্ গুরুকুলেষু বা।
গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্মণা মনসা গিরা ॥

উপনীত মানবক (ব্রহ্মচারী) গুরুকুলে বাস করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। গুরুকুলে বাস ব্রহ্মচারীর অবশ্য কর্তব্য। গুরুগৃহে বাস পরিত্যক্ত হইলে জীবনে অন্যান্য বিষয় অনিয়মিত হয়।

টিপ্পনী। সৌপর্ণ পুরাণোক্ত দ্বারকা মাহাত্ম্যে (৬।১৩।১১) আছে

ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিজ শ্রেষ্ঠামৃদমালভ্য পাণিনা।
বিষ্ণুং সংস্মৃত্য মনসা মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেন শত বাহুনা ॥
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্বসঞ্চিতম্।
ত্বয়া হতেন পাপেন পূতঃ সঞ্জায়তে নরঃ ॥

অর্থ। ... হে মৃত্তিকে, মৎ কর্তৃক পূর্বসঞ্চিত সর্ব পাপ হরণ কর। তুমি পাপ হরণ করিলে পাপিষ্ঠ মানুষও ধর্মিষ্ঠ হয়। দ্বারকা মাহাত্ম্য সদৃশ সত্তল মাহাত্ম্যও সুপাঠ্য পুস্তক।

প্রথম অংশ

তৃতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ।

ততো বস্তুং গুরুকুলে যান্তং কল্কিং নিরীক্ষ্য সঃ।
মহেন্দ্রাদ্রিস্থিতো রামঃ সমানীয়াশ্রমং প্রভুঃ॥ ১

প্রাহ ত্বাং পাঠয়িষ্যামি গুরুং মাং বিদ্ধি ধর্ম্মতঃ।
ভৃগুবংশসমুৎপন্নং জামদগ্ন্যং মহাপ্রভুম্॥ ২

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং ধনুর্ব্বেদবিশারদম্।
কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং পৃথ্বীং দত্ত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্॥ ৩

মহেন্দ্রাদ্রৌ তপস্তপ্তু্মাগতোঽহং দ্বিজাত্মজ।
ত্বং পঠাত্র নিজং বেদং যচ্চান্যচ্ছাস্ত্রমুত্তমম্॥ ৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর কল্কি গুরুকুলবাসে গমন করিতেছেন দেখিয়া, মহেন্দ্র[২৯] পর্বতবাসী প্রভাবশালী রাম তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে বেদাদি অধ্যয়ন করাইব। ১

ধর্মতঃ তুমি আমাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবে। আমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন জামদগ্ন্য ও ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ২

বেদবেদাঙ্গের সর্ব তত্ত্ব আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষতঃ ধনুর্বেদে আমি অদ্বিতীয়। আমি সমগ্র পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়াছিলাম। ৩

তৎপরে তপস্যা করিবার জন্য আমি মহেন্দ্রপর্বতে আগমন করি। হে ব্রাহ্মণকুমার, বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্র যাহা ইচ্ছা, তাহা এখানে আমার নিকট অধ্যয়ন কর। ৪

টিপ্পনী ২৯। মহেন্দ্রপর্বত ভারতস্থ সপ্ত কুলাচলের মধ্যে অন্যতম। উক্তমর্মে মহাভারতে (ভীষ্ম পর্ব, ৯ম অধ্যায়) আছে—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষবানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥

মহেন্দ্র পর্বত, মলয় পর্বত, সহ্যাদ্রি পর্বত, শুক্তিমান্ পর্বত, ঋক্ষবান্ পর্বত. বিন্ধ্যপর্বত ও পারিযাত্র পর্বত—এই সপ্ত কুলপর্বত ভারতে অবস্থিত।

মহেন্দ্র পর্বত হইতে ত্রিমাসা ও ঋষিকুল্যাদি নদী উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে (২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ৮ শ্লোক) আছে, 'ত্রিমাসা ঋষিকুল্যাদ্যা মহেন্দ্র প্রভবাঃ স্মৃতাঃ' ॥ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে (পুরীধামে) ঋষিকুল্যা নামে এক নদী প্রবাহিতা। এই নদী গোন্দবন দেশস্থ পর্বতমালা হইতে উৎপন্না। উক্তস্থানে মহেন্দ্রমালী নামক যে পর্বতশ্রেণী প্রসিদ্ধ, উহাই পুরাণোক্ত মহেন্দ্র পর্বত। ঐ পর্বতমালা উড়িষ্যা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে গঞ্জাম জেলা হইতে গোন্দবন পর্যন্ত প্রসারিত।

ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
কল্কিঃ পুরো নমস্কৃত্য বেদাধীতিততোঽভবৎ ॥ ৫

সাঙ্গং চতুঃষষ্টিকালাং ধনুর্ব্বেদাদিকঞ্চ যৎ।
সমধীত্য জামদগ্ন্যাৎ কল্কিঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬

দক্ষিণাং প্রার্থয় বিভো! যা দেয়া তব সন্নিধৌ।
যয়া মে সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদ্যা স্যাৎত্বত্তোষকারিণী ॥ ৭

রাম উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো ভূমন্! কলিনিগ্রহকারণাৎ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বাশ্রয়ঃ পূর্ণঃ স জাতঃ শম্ভলে ভবান্ ॥ ৮

শ্লোকার্থ। পরশুরাম মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কল্কি হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কারান্তে বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।৫

তিনি জামদগ্ন্যের নিকট চতুঃষষ্টি[৩০] কলা সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ[৩১] ও ধনুর্বেদ[৩২] অধ্যয়ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন। ৬

গুরো, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এক্ষণে দক্ষিণা প্রার্থনা করুন। যাহাতে আমার সর্বসিদ্ধি লাভ হয় ও আপনার পরিতোষ জন্মে, আপনি এরূপ কোন দক্ষিণা প্রার্থনা করিবেন।৭

ভৃগুরাম বলিলেন, মহাত্মন্, ব্রহ্মা কলির নিগ্রহার্থ সর্বাধারপূর্ণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। সেই পূর্ণ বিষ্ণুই তুমি শম্ভলগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।৮

টিপ্পনী ৩০। পুরাকালে শিল্পবিদ্যাকে কলাবিদ্যা বলা হইত।

নিম্নলিখিত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা আছে।

(১) গীত (২) বাদ্য (বাজনা) (৩) নৃত্য (নাচ) (৪) নাট্য (৫) লেখ্য (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য (চন্দন ও কুঙ্কুমদ্বারা শরীর চিত্রণ) (৭) তণ্ডুল-কুসুম-বলিবিকার। পূজা ও যজ্ঞাদি কালে নৈবেদ্য প্রভৃতি রচনা ও পুষ্পপাত্রে পুষ্পাদি সংস্থান। (৮) পুষ্পাস্তরণ—ফুলের সেজ (ফুলদানি) ও ফুলের গহনা রচনা। (৯) দশন-বসনাঙ্গরাগ। দন্ত, বস্ত্র ও অংগ চিত্রণ বিদ্যা। (১০) মণিভূমিকর্ম। পাথর হইতে মূর্তি গঠন বা ভাস্কর বিদ্যা। (১১) ইন্দ্রজাল, যাদুবিদ্যা (১২) শয়ন রচনা। খাট প্রভৃতি শয়নের সামগ্রী নির্মাণ। (১৩) উদকবাদ্য (জলতরঙ্গ) (১৪) উদকঘাত। কথিত আছে, দুর্যোধন জলস্তম্ভে লুক্কায়িত ছিলেন। ইহা জলস্তম্ভ রচনার কৌশল। (১৫) চিত্রযোগ (বাজীগরী) (১৬) মালাগ্রন্থন বিকল্প। মালা গাঁথার বৈচিত্র্য ও কৌশল। (১৭) শেখরাপীড় যোজনা। শেখর অর্থে শিরস্ত্রাণ টুপী এবং উহার ভূষণ তৈয়ারীর কৌশল। (১৮) নেপথ্য যোগ। অভিনয়ের উদ্যোগ ও ভূষণাদি এই শিল্পের অঙ্গ। (১৯) কর্ণপত্রভংগ। পূর্বকালে কামিনীগণ তিলক রচনা করিতেন। তাঁহাদিগকে এই বিদ্যা শিখিতে হইত। (২০) গন্ধযুক্তি। সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুতির কৌশল। (২১) ভূষণযুক্তি। গহনা প্রস্তুতির বিদ্যা (২২) কোচুমারযোগ (জালসাজী) (২৩) হস্তলাঘব, একপ্রকার বাজীকরী বা যাদুবিদ্যা। (২৪) চিত্রভক্ষ্যক্রিয়া। চমৎকার ও সুস্বাদু বিবিধ খাদ্যের পাকপ্রনালী। (২৫) পানকরসযোগ। আম প্রভৃতি ফলের আচার ও সুরাদি

রস প্রস্তুতির প্রণালী। (২৬) সূচীবিদ্যা। দর্জ্জি প্রভৃতির পেশা সেলাইকা
(২৭) সূত্রক্রীড়া। পুতুলনাচ প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ। (২৮) প্রহেলি
গল্পকথন। (২৯) প্রতিমালা। একবস্তু সদৃশ অন্যবস্তু রচনার চাতুরী। (
দুর্বচনযোগ। যে বাক্যের অর্থ সাধারণ লোকে বুঝতে পারেনা, তাহার
বলার বিদ্যা। (৩১) পুস্তকবাচন। অতিশীঘ্র বিলুপ্ত বর্ণ উদ্ভাবনান্তে পুস্তক
ও বিবিধ অক্ষর পাঠের বিদ্যা। (৩২) নাটিকাখ্যায়িকাপ্রদর্শন। জানা য
রাসধারীগণ তুল্য কোন পেশা। (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ। কাব্য বা শ্লো
একাংশ উদ্ধৃতির পর বাকী অংশ পূরণের কৌশল। (৩৪) পট্টিকাবরত্রাব
বিকল্প। পশুগণের পোষাক রচনা ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের বিদ্যা। (৩৫) তর্ক্ক
ভ্রমিযন্ত্র বা চরকার টেকো। টেকোর সূক্ষ্মশলাকায় বহু সূতা কাটা হ
(৩৬) তক্ষণ ক্রিয়া (ছুতারের কাজ) (৩৭) বাস্তুবিদ্যা। রাজমিস্ত্রীর কা
বৃহৎ সংহিতায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত। (৩৮) রূপরত্নপরীক্ষা। হী
প্রভৃতি জহরত ও স্বর্ণ রৌপ্য পরীক্ষার কৌশল। (৩৯) ধাতুবাদ। সুবর্ণা
ধাতু হইতে খাদ পৃথক বা প্রস্তুত করার রীতি। (৪০) মণিরাগ রঞ্জন। ম
বর্ণ পরীক্ষা এবং উহাকে বিশুদ্ধ করার কৌশল। (৪১) আকর বিজ্ঞা
খনি সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান। (৪২) বৃক্ষায়ুর্বেদ। ইহা উদ্ভিদবিদ্যার পরাকাষ্ঠ
কিরূপে বৃক্ষের উন্নতি হয়, তাহা বৃক্ষায়ুর্বেদে বর্ণিত। বৃহৎ সংহিতায় উহার মূ
সূত্র প্রদত্ত। (৪৩) মেষ-কুক্কুট-লাবক যুদ্ধবিধি। মেষ ও মুরগী প্রভৃতি লড়
দেখিয়ে জীবিকার্জ্জন। (৪৪) শুকসারিকা পালন। গৃহপালিত পাখীগণকে ক
শিক্ষাদানের কৌশল। (৪৫) উৎসাদন কর্ম। চাতুরী দ্বারা শত্রুগণের বাসস্থ
উচ্ছেদ। (৪৬) কেশমার্জন কৌশল (৪৭) অক্ষরমুষ্টিসংখ্যা কথন। সাংকেতি
লিপি পাঠের কৌশল। (৪৮) ম্লেচ্ছতর্ক বিকল্প। ম্লেচ্ছভাষা ও ম্লেচ্ছশা
জ্ঞানার্জন। (৪৯) দেশভাষা বিজ্ঞান। নানা দেশের ভাষা শিক্ষা। (৫০) পু
শাকটিকানির্মিত জ্ঞান। (৫১) যন্ত্রমাতৃকা। কলকব্জা প্রস্তুতির পদ্ধতি। (৫
ধারণমাতৃকা। কবচ ও পূজার দ্রব্য ও কবচতুল্য যন্ত্র ও তন্ত্রোক্ত যন্ত্র রচন

কৌশল। (৫৩) সম্পাদ্য কর্ম। নকল মণিরত্ন প্রস্তুতি ও উহার কৃত্রিমতা নির্ণয়। (৫৪) মানসিক ব্যাক্রিয়া। মনোভাব ইশারা ও ইঙ্গিতে প্রকাশের কৌশল। (৫৫) কোষ-ছন্দোবিজ্ঞান (শব্দশাস্ত্রবিদ্যা)। (৫৬) ক্রিয়া বিকল্প। অনেক উপায়ে কর্মশিক্ষা। (৫৭) ছলিতক যোগ। অন্যের সহিত ছলনার কৌশল। (৫৮) বস্ত্র-গোপনক। (৫৯) দ্যূত প্রভেদ। অনেক প্রকার জুয়া খেলা। (৬০) আকর্ষণ ক্রীড়া (৬১) বালক্রীড়নক। শিশুদের জন্য খেলনা নির্মাণ বিদ্যা। (৬২) বৈজয়িকী বিদ্যা (৬৩) বৈয়াসকী বিদ্যা (৬৪) বৈনায়কী বিদ্যা।

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশ ৬৪ কলার যে বর্ণনা দিয়াছেন এবং শুক্রনীতি পুস্তকে যে বৃত্তান্ত লিখিত, তদনুসারে উল্লিখিত বিবরণ প্রদত্ত। 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে (চতুর্থ অধ্যায়ে, তৃতীয় প্রকরণে) মধুসূদন সরস্বতীকৃত মহিম্নস্তোত্রের হরিহর টীকায় এবং বাৎস্যায়ন কৃত কামসূত্রের টীকায় ৬৪ কলার বৃত্তান্ত লিখিত।

৩১। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ—এই চতুর্বেদের ছয় অংগ আছে। যথা—শিক্ষা, ব্যাকরণ, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। উক্ত মর্মে শুক্রনীতি শাস্ত্রে (৪র্থ অধ্যায়, ৩য় প্রকরণ, ২৮ শ্লোক) আছে—

শিক্ষা ব্যাকরণং কল্পো নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দঃ ষড়ঙ্গানীমানি বেদানাং কীর্তিতানি হি॥

ষড়ঙ্গ বেদের সংজ্ঞা অন্যত্র এইরূপ পাওয়া যায়।

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥

মুণ্ডকোপনিষদে চতুর্বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যারূপে উল্লিখিত। যাহাতে অকারাদি বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান ও প্রযত্নের বোধ হয়, তাহাকে শিক্ষারূপ বেদাঙ্গ বলে। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার উপদেশমূলক বেদাঙ্গই কল্প। ব্যাকরণ দ্বারা সাধু শব্দের নিষ্পত্তি হয়। পঞ্চবিধ নিরুক্ত সম্বন্ধে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারণাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥

নিরুক্তের বঙ্গানুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহনক্ষত্রের গণনা ও সঞ্চার ফলাদির বিচার হয়। শ্রুতিবিহিত ছন্দঃ ছন্দবিচিতি বা ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ। নিয়মবদ্ধ, মাত্রা বা হ্রস্ব লঘু স্বরবিশিষ্ট রচনাকে ছন্দ বা পদ্য বলে।

৩২। চতুর্বেদ সদৃশ উপবেদচতুষ্টয় বিদ্যমান। যথা—আয়ুর্বেদ (চিকিৎসা শাস্ত্র), ধনুর্বেদ (যুদ্ধশাস্ত্র), গান্ধর্ববেদ (সঙ্গীত শাস্ত্র) ও অর্থশাস্ত্র (ব্যবহার শাস্ত্র)। ভগবান বিশ্বামিত্র ধনুর্বেদ নামক উপবেদের রচয়িতা। এই উপবেদের চারিপাদ আছে। প্রথম পাদের নাম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয় পাদের নাম সংগ্রহ পাদ, তৃতীয় পাদের নাম সিদ্ধপাদ ও চতুর্থ পাদের নাম প্রয়োগ পাদ। দীক্ষাপাদে আয়ুধের লক্ষণ ও নিরূপণ কথিত। এই আয়ুধও চারিভাগে বিভক্ত—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। চক্রাদির নাম মুক্তায়ুধ, খড়্গাদি অমুক্তায়ুধ; শল্যাদি মুক্তামুক্তায়ুধ এবং বাণাদি যন্ত্রমুক্ত আয়ুধ। যে আয়ুধ মুক্ত শ্রেণী ভুক্ত, তাহা অস্ত্র নামে কথিত। অমুক্ত আয়ুধের নাম শস্ত্র। উহার দ্বিতীয় পাদে সর্ববিধ শস্ত্র ও উহাতে পারদর্শী গুরুর লক্ষণ ও শস্ত্র গ্রহণের নিয়ম প্রদর্শিত। তৃতীয় পাদে শস্ত্র গ্রহণান্তে সর্ব শস্ত্রের বারংবার অভ্যাসাদি ও ব্যবহার বিধি ব্যাখ্যাত। চতুর্থ পাদে দেবপ্রসাদে প্রাপ্ত সিদ্ধাস্ত্র প্রয়োগের বৃত্তান্ত লিখিত। মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত 'প্রস্থান ভেদ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ধনুর্বেদের নিম্নোক্ত বিবরণ দেখা যায়।

"আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ববেদোঽর্থশাস্ত্রং চেতি চত্বার উপবেদাঃ।
ধনুর্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্র প্রণীতঃ।
তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ, দ্বিতীয় সংগ্রহপাদঃ, তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ,
চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ।
প্রথমে পাদে ধনুর্লক্ষণমধিকারিনিরূপণং চ কৃতম্।

অত্র ধনুঃশব্দশ্চাপেরূঢ়োঽপি ধনুর্বিদ্যায়ুধে প্রবর্ত্ততে।

তচ্চতুর্বিধং মুক্তম্, অমুক্তং মুক্তামুক্তং, যন্ত্রমুক্তং চ।

মুক্তং চক্রাদি, অমুক্তং খড়্গাদি, মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তর ভেদাদি, যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমুচ্যতে, অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব-পাশুপত প্রাজাপত্যাগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধম্। এবং সাধিদৈবত্যেষুসমন্ত্রকেষু চতুর্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারং ক্ষাত্রেয়কুমারাণাং তদনু-যায়িনাং চ তে সর্বে চতুর্বিধাঃ পদাতি রথগজতুরগারূঢ়াঃ দীক্ষাভিষেকশকুনমংগল-করণাদিকং চ সর্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতম্।

সর্বেষাং শস্ত্রবিশেষাণামাচার্যস্য চ লক্ষণপূর্বকং সংগ্রহণপ্রকারো দর্শিতো দ্বিতীয় পাদে।

গুরুসম্প্রদায় সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষানাং পুনঃপুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতা সিদ্ধি-করণমপি নিরূপিতং তৃতীয় পাদে। এবং দেবতার্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানামস্ত্র-বিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতঃ।”

মত্তো বিদ্যাং শিবাদস্ত্রং লব্ধ্বা বেদময়ং শুকম্।
সিংহলে চ প্রিয়াং পদ্মাং ধর্ম্মান্ সংস্থাপয়িষ্যসি॥ ৯
ততো দিগ্বিজয়ে ভূপান্ ধর্ম্মহীনান্ কলিপ্রিয়ান্।
নিগৃহ্য বৌদ্ধান্ দেবাপিং মরুঞ্চ স্থাপয়িষ্যসি॥ ১০
বয়মেতৈস্তু সন্তুষ্টাঃ সাধুকৃত্যৈঃ সদক্ষিণাঃ।
যজ্ঞং দানং তপঃ কর্ম্ম করিষ্যামো যথোচিতম্॥ ১১
ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা নমস্কৃত্যে মুনিং গুরুম্।
বিল্বোদকেশ্বরং দেবং গত্বা তুষ্টাব শঙ্করম্॥ ১২

শ্লোকার্থ। এক্ষণে তুমি আমা হইতে বিদ্যালাভ করিয়া এবং শিব হইতে অস্ত্র ও বেদময় শুক পক্ষী প্রাপ্ত হইয়া সিংহল দ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মাদেবীর পাণিগ্রহণপূর্বক সনাতন মোক্ষ ধর্ম সংস্থাপন করিবে। ৯

তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্মহীন কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাজয় ও বৌদ্ধগণকে সংহার করিয়া দেবাপি ও মরু নামক ধর্মপালদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ১০

আমি এই সকল সৎকর্মেই পরিতুষ্ট হইব এবং ইহাতেই আমাকে তোমার সম্পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা হইবে। কারণ, সনাতন মোক্ষ ধর্ম সংস্থাপিত হইলে আমরা যথোপযুক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইব। ১১

এই কথা শুনিয়া সিদ্ধ গুরুকে নমস্কার পূর্বক কল্কি বিল্বোদকেশ্বর মহাদেব শংকরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১২

পূজয়িত্বা যথান্যায়ং শিবং শান্তং মহেশ্বরম্।
প্রণিপত্যাশুতোষং তং ধ্যাত্বা প্রাহ হৃদিস্থিতম্॥ ১৩

কল্কিরুবাচ।

গৌরীনাথং বিশ্বনাথং শরণ্যং ভূতাবাসং বাসুকিকণ্ঠভূষণম্।
ত্র্যক্ষং পঞ্চাস্যাদি দেবং পুরাণং বন্দে সান্দ্রানন্দ সন্দোহদক্ষম্॥ ১৪
যোগাধীশং কামনাশং করালং গঙ্গাসঙ্গাক্লিন্নমূর্দ্ধানমীশম্।
জটাজূটাটোপরিক্ষিপ্তভাবং মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি॥ ১৫
শ্মশানস্থং ভূত বেতালসঙ্গং নানাশস্ত্রৈঃ খড়্গাশূলাদিভিশ্চ।
ব্যগ্রাত্যুগ্রা বাহবো লোকনাশে যস্য ক্রোধোদ্ভূতলোকোঽস্ত-
মেতি॥ ১৬

যো ভূতাদিঃ পঞ্চভূতৈঃ সিসৃক্ষুস্তন্মাত্রাত্মা কালকর্ম্ম স্বভাবৈঃ।
প্রহৃত্যেদং প্রাপ্য জীবত্বমীশো ব্রহ্মানন্দো রমতে তং নমামি। ১৭

শ্লোকার্থ। তিনি মঙ্গলময় মহেশ্বর শিবকে যথাবিধানে পূজান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন ও হৃদয়মধ্যে শিব ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৩

কল্কি কহিলেন, যিনি গৌরীনাথ, বিশ্বনাথ, একমাত্র সর্বশরণ্য, ভূতসমুদায়ের

আবাস ও বাসুকি যাঁহার কণ্ঠভূষণ, যিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চবদন, অনন্ত আনন্দ-সন্দোহদাতা, সেই পুরাতন আদিদেবকে নমস্কার করি। ১৪

যিনি যোগের অধীশ্বর, যিনি কাম্য কর্মের নাশক, যিনি ভয়ংকর, যাঁহার মস্তক গঙ্গাসঙ্গমে সদা সিক্ত জটাজুট দ্বারা অপূর্ব শোভাসম্পন্ন, যিনি মহাকাল, যাঁহার ললাটে চন্দ্রকলাশোভিত, সেই মহেশ্বরকে ভক্তিপূত নমস্কার করি। ১৫

ভূত ও বেতালগণের সহিত যিনি সর্বদা শ্মশানে বাস করেন, যাঁহার হস্তে খড়্গা[৩৩], শূল[৩৪] প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্র, প্রলয় কালে সর্ব লোক যাঁহার ক্রোধাগ্নিতে আহুত ও অস্তমিত হইবে, যিনি তামস অহংকার[৩৫] স্বরূপ ও পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ[৩৬] হইয়া অদৃষ্ট ও কাল সহকারে সৃষ্টি করেন, যিনি জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় পরিহার পূর্বক ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকেন, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার। ১৬-১৭*

টিপ্পনী ৩৩। ইহা একপ্রকার অস্ত্র। ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে খড়্গা উৎপন্ন হয়। এই খড়্গা ব্রহ্মা শিবকে দেন। শিব বিষ্ণুকে, বিষ্ণু মরীচিকে, মরীচি মহর্ষিগণকে এবং মহর্ষিগণ এই খড়্গা ইন্দ্রকে দেন। উক্তক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া ইহা কৃপাচার্যের নিকটে আসে। কৃপাচার্য পাণ্ডবকে এই খড়্গা দেন। ক্রমানুসারে এই খড়্গের বহুল প্রচার হয়। এই প্রবাদ সংস্কৃতশাস্ত্রে দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম নামক কোষগ্রন্থে খড়্গা সম্বন্ধে একটি বচন উদ্ধৃত আছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দুর্গোৎসব পদ্ধতি নামক প্রকরণে বারাহী তন্ত্রের বাক্য খড়্গা বন্দনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত আছে। ইহাতে খড়্গের অষ্টবিধ আদি নাম প্রদত্ত। যথা—

অসির্বিসনসঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালো নমোঽস্ততে।
ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা।।

তরবারির অষ্টনাম—অসি, বিসনস, খড়্গা, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্মপাল প্রচলিত। এইসকল নাম ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত। এই অষ্ট নাম ব্যতীত

অসি নামের বহু পর্যায় দেখা যায়। কিন্তু উপাখ্যানের সহিত এই অষ্টনাম সম্বদ্ধ থাকায় এইগুলি উল্লিখিত হইল।

৩৪। শূল—প্রাচীন যুদ্ধের একটি প্রধান অস্ত্র। অদ্যাবধি শূল দৃষ্ট হয় এবং প্রাচীন অস্ত্রাদি তুল্য লুপ্ত হয় নাই। শিবহস্তে শূল থাকে বলিয়া শিবের এক নাম শূলপাণি। দশভূজা দুর্গাদেবীর এক হস্তে শূল শোভিত।

৩৫। পৃথ্বী, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত বিদ্যমান। অহংকার এই পঞ্চভূতের আদি কারণ। সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস ত্রিবিধ অহংকার। তামসিক অহংকার হইতে পঞ্চভূত সৃষ্ট। ইহা সাংখ্যদর্শনের অভিমত। সাংখ্যমত কল্কিপুরাণে গৃহীত। তদনুসারে তামস অহংকারাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই মহাদেব। শ্রুতিবাক্যে আছে, তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। ইহার অর্থ, সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন। অর্থাৎ পঞ্চভূতের আদি সত্ত্বা ব্রহ্ম। তদনুসারে পঞ্চভূতের আদিকারণ ব্রহ্ম বা আত্মা। ইহাই বেদান্ত-দর্শনের অভিমত।

৩৬। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধকে পঞ্চ-তন্মাত্র বলে। 'তেষাং পঞ্চভূতানাং মাত্রা (সূক্ষ্মাবয়বাঃ)'। এই বাক্যার্থ অনুসারে পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম অবয়ব। আকাশের সূক্ষ্ম অবয়ব শব্দ। তেজের সূক্ষ্ম অবয়ব রূপ। জলের সূক্ষ্ম অবয়ব রস। পৃথ্বীভূতের সূক্ষ্ম অবয়ব গন্ধ। বায়ুভূতের সূক্ষ্ম অবয়ব স্পর্শ। মহাদেব এই পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপে বর্ণিত। মহানির্বাণ তন্ত্রমতে এই হেতু মহাদেব পঞ্চানন নামে অভিহিত। ইহার ভাবার্থ এইরূপ। হে মহাদেব, আপনি শব্দ স্বরূপ, স্পর্শস্বরূপ, রূপস্বরূপ, রসস্বরূপ, ও গন্ধস্বরূপ। অতএব মহাদেব পঞ্চ তন্মাত্রাত্মা।

*যজুর্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ে বৈদিক শিবস্তব প্রদত্ত।

স্থিতৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজিষ্ণুঃ সুরাত্মা লোকান্ সাধূন্ ধর্ম্মসেতূন্ বিভর্ত্তি।
ব্রহ্মাদ্যাংশে যোঽভিমানী গুণাত্মা শব্দাদ্যঙ্গৈস্তং পরেশং নমামি॥ ১৮

যস্যাজ্ঞয়া বায়বো বান্তি লোকে জ্বলত্যগ্নিঃ সবিতা যাতি তপ্যন্।
শীতাংশুঃ খে তারকৈঃ সগ্রহৈশ্চ প্রবর্ত্ততে তং পরেশং প্রপদ্যে॥ ১৯
যস্যাশ্বাসাৎ সর্ব্বধাত্রী ধরিত্রী দেবো বর্ষত্যম্বু কালঃ প্রমাতা।
মেরুর্মধ্যে ভুবনানাঞ্চ ভর্ত্তা তমীশানং বিশ্বরূপং নমামি॥ ২০

শ্লোকার্থ। যিনি জগতের রক্ষার জন্য দেবাত্মা সর্বজিষ্ণু বিষ্ণুরূপে ধর্মের সেতুস্বরূপ সাধু লোকগণকে পালন করিতেছেন, যিনি শব্দাদিরূপে[৩৭] গুণাত্মা হইয়া ব্রহ্মাভিমানী[৩৮] হইতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার। ১৮

যাঁহার আজ্ঞায় জগতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, সূর্য তাপ বিস্তার করিতেছেন এবং চন্দ্র ও গ্রহ ও তারকাগণ আকাশে ধাবমান হইতেছেন, সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। ১৯

যাঁহার আদেশে ধরিত্রী সকলকে ধারণ করিতেছেন, দেবগণ বৃষ্টি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাল কার্যবিভাগ করিতেছেন, সমস্ত ভুবনের আধারস্বরূপ মেরু মধ্যস্থলে রহিয়াছেন, সেই বিশ্বরূপ ঈশানকে নমস্কার। ২০

টিপ্পনী ৩৭। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ ব্রহ্মমূর্তি, নাদব্রহ্ম। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৮৩) আছে --

কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্তিধরস্যৈতদ্বপুর্বিষ্ণো মহাত্মনঃ॥

যেখানে বিষ্ণুদেব শব্দগুণ আকাশমূর্তি ধারণ করেন, এইরূপ উক্ত আছে। শাস্ত্রালোকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হরি, হর ও ব্রহ্মা অংশরূপে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন বা ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি। এই কারণে মহাদেব শব্দগুণের মূর্তি-রূপে কীর্তিত। এই তিনমূর্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া এক অংশের গুণ অন্য অংশে আরোপিত হইলে কোন দোষ হয় না।

৩৮। বিষ্ণু রজোগুণাশ্রয়ী, ব্রহ্মা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ও শিব তমোগুণাশ্রয়ী। এই তিন মূর্তিই সগুণ, নির্গুণ নহে। এইজন্য শিবকে বলা হয়, আপনিই ব্রহ্মরূপ

হইতে শব্দমূর্তি ধারণ করেছিলেন। এইহেতু আপনার ভেদ নাই এবং আপনিই স্বরূপতঃ পরাৎপর পরমাত্মা।

ইতি কল্কিস্তবং শ্রুত্বা শিবঃ সর্ব্বাত্মদর্শনঃ।
সাক্ষাৎ প্রাহ হসন্নীশঃ পার্ব্বতীসহিতোঽগ্রতঃ॥ ২১
কল্কেঃ সংস্পৃশ্য হস্তেন সমস্তাবয়বংমুদা।
তমাহ বরয় শ্রেষ্ঠ! বরং যত্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতম্॥ ২২
ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং যে পঠন্তি জনা ভুবি।
তেষাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদিহ লোকে পরত্র চ॥ ২৩
বিদ্যার্থী চাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ।
কামমবাপ্নুয়াৎ কামী পঠনাৎ শ্রবণাদপি॥ ২৪

শ্লোকার্থ। কল্কিকৃত এই স্তব শ্রবণ করিয়া পার্বতীসহ সর্বজ্ঞ শিব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং সহাস্য বদনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২১

তিনি প্রথমতঃ প্রীতিপূর্বক হস্তদ্বারা কল্কির মস্তকাদি সমস্ত অবয়ব স্পর্শ করিয়া বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠ, তুমি কোন্ বর কামনা কর, বল। ২২

তুমি যে স্তব করিলে, পৃথিবীর মধ্যে যে ব্যক্তি ত্বৎকৃত এই স্তব পাঠ করিবে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহার সর্বকর্ম সুসিদ্ধ হইবে। ২৩

এবং বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করিবেন, ধর্মার্থী ধর্মপ্রাপ্ত হইবেন ও ভোগ্যবস্তু প্রার্থী ভোগ্যবস্তু লাভ করিবেন। ত্বৎকৃত এই স্তব শ্রবণ বা পঠন উভয় প্রকারে উক্ত ফল দান করিবে। ২৪

ত্বং গরুড়মিদং চাশ্বং কামগং বহুরূপিণম্।
শুকমেনঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং ময়াদত্তং গৃহাণ ভোঃ॥ ২৫
সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রবিদ্বাংসং সর্ব্ববেদার্থপারগম্।
জয়িনং সর্ব্বভূতানাং ত্বাং বদিষ্যন্তি মানবাঃ॥ ২৬

রত্নৎসরুং করালঞ্চ করবালং মহাপ্রভম্ ।
গৃহাণ গুরুভারায়াঃ পৃথিব্যা ভারসাধনম্ ॥ ২৭
ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।
শম্ভলগ্রামমগমৎ তুরগেণ ত্বরান্বিতঃ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ। এই যে অশ্বটী দেখিতেছ, ইহা গরুড়ের অংশসম্ভূত, কামগামী ও বহুরূপী। এই শুকপক্ষী সর্বজ্ঞ। আমি এই দিব্য অশ্ব ও শুকপক্ষী তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর। ২৫

এই অশ্ব ও শুকের প্রভাবে সকলেই তোমাকে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব অস্ত্রে সুনিপুণ, সর্ববেদে পারদর্শী ও সর্ববিজয়ী বলিবে। ২৬

এই করাল করবাল গ্রহণ কর। ইহার মুষ্টি রত্নময়[৩৯]। ইহা অতীব শক্তি-শালী। ২৭

এই করবালই গুরুভারা পৃথিবীর পাপ ভার হরণের প্রধান সহায় হইবে। মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণান্তে কল্কি তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং অশ্বে আরূঢ় হইয়া সত্বর গমনে শম্ভল গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ২৮

টিপ্পনী ৩৯। খড়্গের মুষ্টি ত্সরু নামেও কথিত। তলবারের যে অংশ হস্তে ধৃত থাকে, তাহাকে ত্সরু বলে। যে খড়্গের ত্সরু রত্নে নির্মিত হয়, তাহাকে রত্নত্সরু বলে। -

পিতরং মাতরং ভ্রাতৄন্ নমস্কৃত্য যথাবিধি।
সর্ব্বং তদ্বর্ণয়ামাস জামদগ্ন্যস্য ভাষিতম্ ॥২৯
শিবস্য বরদানঞ্চ কথয়িত্বা শুভাঃ কথাঃ।
কল্কিঃ পরমতেজস্বী জ্ঞাতিভ্যোঽপ্যবদন্মুদা ॥৩০
গার্গ্যভর্গ্যবিশালাদ্যাস্তৎ শ্রুত্বা নন্দিতাঃ স্থিতাঃ।
কথোপকথনং জাতং শম্ভলগ্রামবাসিনাম্ ॥৩১
বিশাখযূপভূপালঃ শ্রুত্বা তেষাঞ্চ ভাষিতম্।
প্রাদুর্ভাবং হরের্মেনে কলিনিগ্রহকারকম্ ॥৩২

শ্লোকার্থ। তিনি পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃবৃন্দকে যথাবিধি নমস্কার করিয়া, পরশুরাম কর্তৃক কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।২৯

পরম তেজস্বী কল্কি, মহেশ্বর হইতে বরলাভের বিষয় তাঁহাদের নিকট আনুপূর্বিক বলিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্ঞাতিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে ঐ সমস্ত মঙ্গল সংবাদ ব্যক্ত করিলেন।৩০

গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি তদীয় বন্ধুগণ ঐ সমুদায় শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। শম্ভল গ্রামবাসিগণের মধ্যে পরস্পর কেবল উক্তবিষয়ক কথোপকথন চলিতে লাগিল।৩১

রাজা বিশাখযূপ ঐ সকল কথা লোকমুখে শুনিতে পাইয়া বিশ্বাস করিলেন, কলিদমনের জন্য ভগবান শ্রীহরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।৩২

মাহিষ্মত্যাং নিজপুরে যাগদানতপোব্রতান্।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রান্ সর্ব্বানপি হরেঃ
প্রিয়ান্॥৩৩

স্বধর্ম্মনিরতান্ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মিষ্ঠোঽভূন্নৃপঃ স্বয়ম্।
প্রজাপালঃ শুদ্ধমনাঃ প্রাদুর্ভাবাৎ শ্রিয়ঃ পতে॥৩৪
অধর্ম্মবংশ্যাংস্তান্ দৃষ্ট্বা জনান্ ধর্ম্মক্রিয়াপরান্।
লোভানৃতানয়ো জগ্মুস্তর্দ্দেশাদ্, দুঃখিতা ভয়ম্॥ ৩৫
জৈত্রং তুরগামারুহ্য খড়্গাঞ্চ বিমলপ্রভম্।
দংশিতঃ সশরং চাপং গৃহীত্বাগাৎ পুরাদ্বহিঃ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। রাজা বিশাখযূপ দেখিলেন, মাহিষ্মতী[৪০] নাম্নী নিজ পুরীতে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই যাগশীল, দানশীল, তপোনিষ্ঠ ও ব্রতপরায়ণ হইয়াছে। ৩৩

শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাবে সকলেই স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়াছে দেখিয়া রাজাও স্বয়ং ধর্মপরায়ণ হইলেন। তখন তিনি নির্মল অন্তরে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ৩৪

অধার্মিক বংশজাত ব্যক্তিগণকে ও ধর্মকর্মে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া লোভ, মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়গণ দুঃখিত হৃদয়ে সেই দেশ ত্যাগ করিল। ৩৫

অনন্তর ভগবান কল্কি নির্মল প্রভাশীল খড়্গ ও ধনুর্বান হস্তে লইয়া কবচ ধারণপূর্বক জয়শীল অশ্বে আরূঢ় হইয়া, নগর হইতে নির্গত হইলেন। ৩৬

টিপ্পনী ৪০। মাহিষ্মতী নগরী নর্মদা নদীতীরে অবস্থিত। অধুনা ইহা চুলীমহেশ্বর নামে কথিত। হরিবংশ অনুসারে ইহা মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী ছিল।

বিশাখযূপভূপালঃ প্রায়াৎ সাধুজন প্রিয়ঃ।
কল্কিং দ্রষ্টুং হরেরংশমাবির্ভূতঞ্চ শম্ভলে॥ ৩৭
কবিং প্রাজ্ঞং সুমন্তঞ্চ পুরস্কৃত্য মহাপ্রভম্।
গার্গ্য-ভর্গ্য-বিশালৈশ্চ জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতম্॥ ৩৮
বিশাখযূপো দদৃশে চন্দ্রং তারাগণৈরিব।
পুরাদ্বহিঃ সুরৈর্য্যদ্বদিন্দ্রমুচ্চৈঃশ্রবঃ স্থিতম্॥ ৩৯
বিশাখযূপোঽবনতঃ সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ।
কল্কেরালোকনাৎ সদ্যঃ পূর্ণাত্মা বৈষ্ণবোঽভবৎ॥ ৪০

শ্লোকার্থ। সাধুগণের প্রিয় রাজা বিশাখযূপ শম্ভল গ্রামে শ্রীহরির অংশভূত কল্কিদেব আবিভূত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে দর্শনার্থ আগমন করিলেন। ৩৭

তিনি দেখিলেন, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত প্রভৃতি তেজস্বীগণ কর্তৃক পুরস্কৃত ও গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া অশ্বারূঢ় কল্কিদেব চন্দ্রাদি দেবগণবেষ্টিত উচ্চৈঃশ্রবারূঢ় দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ৩৮—৩৯

রাজা বিশাখযূপ কল্কি দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত চিত্তে প্রণাম করিলেন এবং কল্কির অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ পুণ্যাত্মা বৈষ্ণব হইলেন। ৪০

সহ রাজ্ঞা বসন্ কল্কিঃ ধর্ম্মানাহ পুরোদিতান্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামাশ্রমানাং সমাসতঃ ॥ ৪১
মমাংশান্ কলিবিভ্রষ্টানিতি মজ্জন্মসঙ্গতান্।
রাজস্থূয়াশ্বমেধাভ্যাং মাং যজস্ব সমাহিতঃ ॥ ৪২
অহমেব পরো লোকো ধর্ম্মশ্চাহং সনাতনঃ।
কালস্বভাবসংস্কারাঃ কর্ম্মানুগতয়ো মম ॥ ৪৩
সোমসূর্য্যকুলে জাতৌ দেবাপিমরুসংজ্ঞকৌ।
স্থাপয়িত্বা কৃতযুগং কৃত্বা যাস্যামি সদ্গতিম্ ॥ ৪৪

শ্লোকার্থ। কল্কিদেব উক্ত রাজার সহিত কিছুদিন বাস করিলেন এবং সংক্ষেপে পশ্চাদুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বর্ণ-ধর্ম এইরূপে বলিলেন, "আমার অংশভূত ভক্তগণ কলিকালে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, অধুনা আমার আবির্ভাবে সকলে মিলিত হইয়াছে। সম্প্রতি তুমি সমাহিত হৃদয়ে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা কর। ৪১-৪২

আমিই শ্রেষ্ঠ লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম। কাল ও ভাব অনুসারে ধর্মা-ধর্মরূপ অদৃষ্ট আমারই অনুগত। ৪৩

আমি চন্দ্রবংশীয় ও সূর্যবংশীয় দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে রাজ্যশাসনে স্থাপনপূর্বক পুনর্বার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব।" ৪৪

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা কল্কিং হরিং প্রভুম্।
প্রণম্য প্রাহ সদ্ধর্ম্মান্বৈষ্ণবান্ মনসেপ্সিতান্ ॥ ৪৫
ইতি নৃপবচনং নিশম্য কল্কিঃ কলিকুলনাশনবাসনাবতারঃ।
নিজজনপরিষদ্বিনোদকারী মধুরবচোভিরাহ সাধুধর্ম্মান্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে
কল্কি বরলাভো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। প্রভু কল্কির এই বাক্য শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার
রলেন এবং স্বীয় অভিলষিত বৈষ্ণব-ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। ৪৫

কলিকুল বিনাশ বাসনায় অবতীর্ণ কল্কিদেব রাজার এই বাক্য শ্রবণ
রয়া স্বীয় অনুচরবর্গের মনোরঞ্জনার্থ মধুর বচনে সাধুধর্ম বলিতে লাগিলেন। ৪৬

কল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে প্রথমাংশে
কল্কি বরলাভ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারের জন্ম কথা নিম্নোক্ত শ্লোকত্রয়ে
ত।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

হে ভারত, যখন যখন প্রাণীগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি
র্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয়, তখন তখন স্বীয় মায়া বলে আমি যেন
হবান হই, জাত হই।

সাধুগণের রক্ষণ, দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপন নিমিত্ত আমি যুগে যুগে
বতীর্ণ হই। হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ অপ্রাকৃত জন্ম ও সাধু
রিত্রানাদি অলৌকিক কর্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন এবং
হান্তে পুনর্জন্ম লাভ করেন না।

প্রথম অংশ

চতুর্থ অধ্যায়

স্থত উবাচ।

ততঃ কল্কিঃ সভামধ্যে রাজমানো রবির্যথা।
বভাষে তং নৃপং ধর্ম্ম-ময়ো ধর্ম্মান্ দ্বিজপ্রিয়ান্॥ ১

কল্কিরুবাচ।

কালেন ব্রহ্মণো নাশে প্রলয়ে ময়ি সঙ্গতাঃ।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কার্য্যমিদং মম॥ ২
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রস্য দ্বৈতহীনস্য চাত্মনঃ।
মহানিশান্তে রন্তুং মে সমুদ্ভূতো বিরাট্ প্রভুঃ॥ ৩
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
তদঙ্গজোঽভবদ্ব্রহ্মা বেদবক্তা মহাপ্রভুঃ॥ ৪

শ্লোকার্থ। স্থত বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম, অনন্তর ধর্মরাজ কল্কি সভামধ্যে সূর্য সদৃশ বিরাজমান হইয়া সেই রাজার নিকট ব্রাহ্মণ জা প্রিয় ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ১

ভগবান কল্কি কহিলেন, যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে এবং ব্রহ্মাণ্ড ি প্রাপ্ত হইবে, তখন এই জগৎ আমাতেই লীন[৪১] হইবে। সৃষ্টির পূর্বে[৪২] ে আমিই ছিলাম, আর কিছুই ছিল না। ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা ও সর্ব এ আমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। ২

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রলীন ছিল এবং পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও বস্তু না। সেই মহানিশার অবসানে সৃষ্টিরূপ ক্রীড়ার জন্য আমার বিরাট আবির্ভূত হইল। ৩

সেই বিশ্ববপু পুরুষের[৪৩] সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্ত ও সহস্র

অনন্তর ঐ বিরাট পুরুষের শরীর হইতে বেদমুখ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন ন। ৪

টিপ্পনী॥ ৪১। সৃষ্টির পূর্বে ও প্রলয়ের পশ্চাতে প্রকৃতি শূন্যরূপে অন্ধকারে ন ছিল। ঋগ্বেদে (৮ অষ্টক, ১০ মণ্ডল, ১১ অধ্যায়, ১২৯ সুক্ত, মন্ত্রে) সেই অবস্থার চিত্র এইরূপে বর্ণিত।

তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছে নাম্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥

হার অর্থ, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ তিমিরে আবৃত, জ্ঞানের অযোগ্য ও সর্ব্বত্র ছিল। সে কার্য সূক্ষ্মরূপে মায়াতে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে বহু কার্য য় পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কারণ হইতে কার্যরূপে প্রকটিত উক্ত শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে মনুসংহিতায় (১ম অধ্যায় ৫ম শ্লোকে) মনু বলেন—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥

অর্থাৎ এই জগৎ তমোগুণে লীন ছিল, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ছিল না, নরও অগোচর ছিল। ইহাতে সংসার নিদ্রিত ছিল কিনা, তাহা জানা । জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভে সংসারের এই অবস্থা ছিল।

। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন সত্বার অস্তিত্ব ছিল না। ারে দৃশ্য জগৎ প্রস্তুত হইল।

মবিধান ব্রাহ্মণে প্রথম প্রপাঠকে উক্ত তত্ত্ব নিম্নোক্ত মন্ত্রে উল্লিখিত, ব্রহ্মহবা আসীৎ। ইহার অর্থ, সৃষ্টির পূর্বে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। য় ঐতরেয় উপনিষদে (প্রথম খণ্ডে) আছে, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র । নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ॥ অর্থাৎ সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র পরমাত্মাই ত ছিলেন, দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব ছিল না। এই পরমাত্মাই পরব্রহ্ম নামে

অভিহিত। যথন জগদ্বীজ কারণ সলিলে নিহিত ছিল, তখন অদ্বিতীয় পর
সংস্বরূপে বিরাজিত ছিলেন।

৪৩। যথন প্রকৃতি তমোগুণে আবৃত ছিল, এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব অংকু
হয় নাই, তথন সৃষ্টির কারণস্বরূপ অচিন্ত্য-শক্তি বিরাট পুরুষ আবির্ভূত
ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডল, ৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ১০ সূক্তে) বিরাট পুরুষের
নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাংগুলম্॥

ইহার অর্থ, ঐ বিরাট্ পুরুষের অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য লোচ
অসংখ্য পাদ আছে। এই পরিব্যাপ্ত ও পরিমিত পৃথিবীকে অ
করিয়া তিনি অনন্তরূপে বিরাজিত। অন্য বেদবাক্যে আছে, পাদোঽস্য
ভূতানি ত্রিপাদস্যা অমৃত্যং দিবী। ইহার অর্থ, পূর্বোক্ত বিরাট্ পু
একপাদে এই দৃশ্যজগৎ সৃষ্ট এবং অবশিষ্ট পাদত্রয় ঊর্দ্ধলোকে অব
গীতামুখেও (১৩।১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

ঋগ্বেদোক্ত অক্ষর পুরুষের হস্ত ও পদ, চক্ষু ও মস্তক ও মুখ এবং কর্ণাদি
অবস্থিত। তিনি সর্বব্যাপী এবং একপাদে এই জগৎরূপে দৃশ্যমান।

ঐ বিরাট্ পুরুষের সত্তামাত্রই উহার যথার্থ স্বরূপ। তিনি বিভক্ত
অবিভক্ত থাকেন, পৃথক্ হইয়াও অভিন্ন রূপে বিরাজ করেন। তিনি নির্বি
নির্বিশেষ, গুণাতীত। জ্ঞাননেত্রের পরিপক্ক অবস্থায় পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ণ
বিশ্বমূর্তি ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্ররূপে বর্ণনা করেন না। ঋগ্বেদে এই বিরাট্ পু
অপার মহিমা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিকভাবে বর্ণিত। ইহার
তিনি বাক্যমনের অগোচর। বিষ্ণু ব্রহ্মের ব্যক্ত মূর্তি। বিষ্ণু স্বর
ব্রহ্ম।

জীবোপাধের্মমাংশাচ্চ প্রকৃত্যা মায়য়া স্বয়া ॥
ব্রহ্মোপাধিঃ স সর্ব্বজ্ঞো মম বাগ্বেদশাসিতঃ। ৫
সসর্জ্জ জীবজাতানি কালমায়াংশযোগতঃ।
দেবা মন্বাদয়ো লোকাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৬
গুণিন্যা মায়য়াংশা মে নানোপাধৌ সসর্জ্জরে।
সোপাধয় ইমে লোকা দেবাঃ সস্থাস্নুজঙ্গমাঃ ॥ ৭
মমাংশা মায়য়া সৃষ্টা যতো ময্যাবিশন্ লয়ে।
এবংবিধা ব্রাহ্মণা যে মৎশরীরা মদাত্মকাঃ ॥ ৮

শ্লোকার্থ। আমার বাক্যরূপ বেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া উক্ত ব্রহ্মা নামে সর্বজ্ঞ পুরুষ জীবাত্মা বা পুরুষনামক আমার অংশ হইতে প্রকৃতি[৪৪], মায়া দ্বারা কাল রূপ মদংশ সহকারে জীবগণের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে প্রজাপতিগণ, মনু[৪৫] প্রভৃতি মানবগণ ও দেবগণ সৃষ্ট হইলেন। ৫-৬

ইঁহারা যদিও সকলেই মদীয় অংশভূত, তথাপি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়যুক্ত মায়াবলে বিবিধ উপাধি ধারণ করিলেন। ইহাতেই সমস্ত দেবতা সমুদয় লোক ও স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন! ৭

যাঁহারা মায়াবলে সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা আমারই অংশ এবং আমাতেই তাঁহারা লয় পাইবেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ আমার শরীরস্বরূপ ও আমার আত্মস্বরূপ।৮

টিপ্পনী ৪৪। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যখন কাল বশে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বিক্ষোভিত হয়, তখন ত্রিগুণে বৈষম্য উৎপন্ন হয়। বৈষম্যাবস্থায় জগৎ সৃষ্ট হয়। এই প্রকারে প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্ট হয়। মায়াংশ অর্থে কর্ম। স্থাবর ও জঙ্গম ভূতাদির সৃষ্টি এই মায়াংশ সাপেক্ষ। যে যেই যোনিজনক কর্মের বাসনা করেন, সে সেই যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রত্ব যোনিজনক বাসনা নিবন্ধন ব্যাঘ্রযোনি লাভ করে।

৪৫। চৌদ্দ মনুর নাম যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। মনুস্মৃতিতে (১ম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে) প্রজাপতিগণের নাম এইরূপে উল্লিখিত।

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ॥

এই দশ প্রজাপতি আছেন। যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ। এই দশ প্রজাপতি বহু ভূত সৃষ্টি করেন।

মামুদ্ধরন্তি ভুবনে যজ্ঞাধ্যয়নসৎক্রিয়াঃ।
মাং প্রসেবন্তি শংসন্তি তপোদানক্রিয়াস্বিহ॥ ৯
স্মরন্ত্যামোদয়ন্ত্যেব নান্যে দেবাদয়স্তথা।
ব্রাহ্মণা বেদবক্তারো বেদামেমূর্ত্তয়ঃ* পরা॥ ১০
তস্মাদিমে ব্রাহ্মণজাস্তৈঃ পুষ্টাস্ত্রিজগজ্জনাঃ।
জগন্তি মে শরীরাণি তৎ পোষে ব্রহ্মণো বরঃ॥ ১১

*বেদাত্মমূর্ত্তয়ঃ পরা ইতি বা পঠনীয়ম্।

শ্লোকার্থ। তাঁহারা যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও সৎকার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক আমাকে উদ্ধার করেন এবং তপস্যা, দান প্রভৃতি সমস্ত কার্যে আমার নাম কীর্তন করেন ও মৎ সেবায় রত থাকেন। ৯

বেদবক্তা ব্রাহ্মণগণ আমাকে যেরূপ স্মরণ করেন ও আমোদিত করেন, দেবতা বা অন্য কেহ সেইরূপ করিতে পারেন না। কারণ, বেদই আমার প্রধান মূর্তি, ঐ বেদ ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রকাশিত ও সংরক্ষিত হয়। ১০

ঐ বেদ হইতে মর্ত্তবাসী সমস্ত লোক রক্ষিত হইতেছে। সমস্ত লোক আমারই শরীর। সুতরাং আমার শরীর পোষণে ব্রাহ্মণই প্রধান রক্ষক। ১১

তেনাহং তান্ নমস্যামি শুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
ততো জগন্ময়ং পূর্ব্বং* মাং সেবন্তেঽখিলাশ্রয়াঃ॥ ১২

বিশাখযূপ উবাচ।

বিপ্রস্য লক্ষণং ব্রূহি ত্বদ্ভক্তিঃ কা চ তৎকৃতা।
যতস্তবানুগ্রহেণ বাগ্বাণা ব্রাহ্মণাঃ কৃতাঃ॥ ১৩

কল্কিরুবাচ।

বেদা মামীশ্বরং প্রাহুরব্যক্তং ব্যক্তিমৎ পরম্।
তে বেদা ব্রাহ্মণমুখে নানাধর্ম্মে প্রকাশিতাঃ॥ ১৪

যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্মম পুষ্কলা।
তয়াহং তোষিতঃ শ্রীশঃ সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ১৫

*ততো জগন্ময়ং পূর্ণম্ বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। এক্ষণে আমি শুদ্ধসত্ত্ব গুণাশ্রয়ে ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি। নিখিলাশ্রয় ব্রাহ্মণগণও আমাকে সম্যক জগন্ময় জানিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ১২

রাজা বিশাখযূপ বলিলেন, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আর ব্রাহ্মণগণ আপনার প্রতি কিরূপ ভক্তি করেন যে, আপনার অনুগ্রহে তাঁহাদের বাক্যই বাণস্বরূপ হইয়াছে! ১৩

ভগবান কল্কি বলিলেন, বেদে আমাকে চরাচর ব্যক্ত সমুদায় পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বররূপে নির্দেশ করে। সেই বেদ ব্রাহ্মণ মুখে থাকিয়া নানা ধর্মে প্রকাশিত হইতেছে। ১৪

ব্রাহ্মণগণের যে ধর্ম, তাহাই আমার প্রতি নির্মল ভক্তি বলিতে হইবে। আমি সেই ধর্মরূপ ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সহিত যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ১৫

ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং সূত্রং সধবানির্ম্মিতং শনৈঃ।
তন্তুত্রয়মধোবৃত্তং যজ্ঞসূত্রং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ১৬
ত্রিগুণং তদ্‌গ্রন্থিযুক্তং বেদপ্রবরসম্মিতম্।
শিরোধরাৎ নাভিমধ্যাৎ পৃষ্ঠার্দ্ধ-পরিমাণকম্॥ ১৭
যজুর্ব্বিদাং নাভিমিতং সামগানাময়ং বিধিঃ।
বামস্কন্ধেন বিধৃতং যজ্ঞসূত্রং বলপ্রদম্॥ ১৮
মৃদ্ভস্মচন্দনাদ্যৈস্তু ধারয়েৎ তিলকং দ্বিজঃ।
ভালে ত্রিপুণ্ড্রং কর্ম্মাঙ্গং কেশ পর্য্যন্তমুজ্জলম্॥ ১৯

শ্লোকার্থ। সধবা ব্রাহ্মণীগণ ত্রিগুণিত করিয়া যজ্ঞ সূত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই সূত্র ত্রিগুণ করিযা গ্রন্থি দিলে যজ্ঞোপবীত রচিত হইবে। ১৬

বেদ ও প্রবরানুযায়ী গ্রন্থিযুক্ত সেই যজ্ঞসূত্র ত্রিগুণিত আকারে ধারণ করিবে এবং উহা পৃষ্ঠদেশকে বিভক্ত করিয়া গলদেশ হইতে নাভিমধ্য পর্যন্ত লম্বমান থাকিবে। ১৭

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ এইরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসূত্র নাভিস্থল অতিক্রম করিবে। ইহাই তাঁহাদের পক্ষে বেদবিধি। বাম স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধৃত হইলে বলদায়ক হয়। ১৮

ব্রাহ্মণগণ মৃত্তিকা, ভস্ম ও চন্দন প্রভৃতি দ্বারা তিলক এবং ললাটদেশ হইতে শিখা পর্যন্ত ধর্ম কর্মের অঙ্গস্বরূপ উজ্জ্বল ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ৯

পুণ্ড্রমঙ্গুলিমানন্তু ত্রিপুণ্ড্রং তৎ ত্রিধা কৃতম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাবাসং দর্শনাৎ পাপনাশনম্॥ ২০
ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা বাচো বেদাঃ করে হরিঃ।
গাত্রে তীর্থানি রাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ॥ ২১
সাবিত্রী কণ্ঠকুহরা হৃদয়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তেষাং স্তনান্তরে ধর্ম্মঃ পৃষ্ঠোঽধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ২২

ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্! পূজ্যা বন্দ্যাঃ সদুক্তিভিঃ।
চতুরাশ্রম্যকুশলা মম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকাঃ॥ ২৩

শ্লোকার্থ। অঙ্গুলি পরিমিত পুণ্ড্র ত্রিগুণ করিলেই ত্রিপুণ্ড্র বলা হয়। এই ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাস স্বরূপ। ইহা দর্শনে পাপ নাশ হয়। ২০

ব্রাহ্মণগণের হস্তেই স্বর্গ আছে। কারণ, তাঁহাদের বাক্যে বেদ, হস্তে হব্য, গাত্রে সর্ব তীর্থ ও ধর্মানুরাগ এবং নাভিদেশে ত্রিগুণা-প্রকৃতি[৪৬] বিদ্যমান। ২১

সাবিত্রী তাঁহাদের কণ্ঠহারস্বরূপ; তাঁহাদের অন্তঃকরণ ব্রহ্মময়। তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে ধর্ম ও পৃষ্ঠদেশে অধর্ম আছে। ২২

হে রাজন্, ব্রাহ্মণগণ ভূদেব সদৃশ। অতএব তাঁহাদের পূজা করা ও সদুক্তি দ্বারা সম্মানিত করা সকলেরই কর্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম চতুষ্টয়ে[৪৭] অবস্থিত থাকিয়া সদ্ধর্ম প্রচার করেন। ২৩

টিপ্পনী ৪৬। মিশ্রিত জল ও অন্ন (ক্ষিতি)-কে ত্রিবৃৎ প্রকৃতি বলে। উক্তমর্মে ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন, তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি।

৪৭। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস)—এই চারি আশ্রম হিন্দুসমাজে পুরাকাল হইতে প্রচলিত। বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম পালনে যথার্থ হিন্দুত্ব রক্ষিত হয়।

বালাশ্চাপি জ্ঞানবৃদ্ধাস্তপোবৃদ্ধা মম প্রিয়াঃ।
তেষাং বচঃ পালয়িতুম্ অবতারাঃ কৃতা ময়া॥ ২৪
মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
কলিদোষহরং শ্রুত্বা মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ॥ ২৫
ইতি কল্কিবচঃ শ্রুত্বা কলিদোষবিনাশনম্।
প্রণম্য তং শুদ্ধমনাঃ প্রযযৌ বৈষ্ণবাগ্রণীঃ॥ ২৬

গতে রাজানি সন্ধ্যায়াং শিবদত্ত শুকো বুধঃ।
চরিত্বা কল্কিপুরতঃ স্তুত্বাতং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ২৭

শ্লোকার্থ। দ্বিজগণের মধ্যে যাঁহারা বালক, তাঁহারাও জ্ঞান বিষয়ে বৃদ্ধ, তপস্যা বিষয়ে বৃদ্ধ এবং আমার প্রিয় ভক্ত। আমি তাঁহাদের বাক্য পালনার্থ ভূতলে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ২৮

যিনি ব্রাহ্মণগণের এই মহাভাগ্যের বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব পাপ নাশ হয় এবং তিনি কলিদোষ হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহার হৃদয়ে কোন ভয় থাকে না। ২৫

পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীকল্কির মুখে কলিদোষনাশক এই বাক্য শুনিয়া শুদ্ধচিত্তে নমস্কারপূর্বক প্রস্থান করিলেন। ২৬

অনন্তর রাজা বিশাখযূপ বিদায় গ্রহণ করিলে সন্ধ্যাকাল আসিল। তখন পরম পণ্ডিত শিবদত্ত শুকপক্ষী* সমস্ত দিন বিচরণ করিয়া কল্কির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তব করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ২৭

*কল্কিদেবের বার্তাবহ শুকপক্ষী এই যুগে ত্রিগুণ পক্ষী নামে অভিহিত হবে এবং নীলবর্ণ বৃহৎ পক্ষীরূপে তৎসহ বিরাজ করিবে। আমরা ধর্মচক্রে ত্রিগুণ পক্ষীকে কল্কিদেবের সন্নিধানে বহুবার দেখিয়াছি।

তং শুকংপ্রাহ কল্কিস্তু সস্মিতং স্তুতিপাঠকম্।
স্বাগতং ভবতা কস্মাৎ দেশাৎ কিং খাদিতং ততঃ। ২৮

শুক উবাচ।

শৃণুনাথ! বচো মহ্যং কৌতূহলসমন্বিতম্।
অহং গতশ্চ জলধের্মধ্যে সিংহলসংজ্ঞকে ॥ ২৯
যথাবৃত্তং দ্বীপগতং তচ্চিত্রং* শ্রবণপ্রিয়ম্।
বৃহদ্রথস্য নৃপতেঃ কন্যায়াশ্চরিতামৃতম্ ॥ ৩০

চরিত্রং শ্রবণপ্রিয়ম্—ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

কৌমুদ্যামিহ জাতায়া জগতাং পাপনাশনম্।
চরিতং সিংহলে দ্বীপে চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাবৃতে ।। ৩১

শ্লোকার্থ। কল্কি শুককে স্তুতিপাঠ করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, তোমার কুশল ত? তুমি কোন্ স্থানে কি আহার করিয়া আসিলে? ২৮

শুক বলিল, হে প্রভু, আমি একটি কৌতূহলের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি সাগরবেষ্টিত সিংহলদ্বীপে[৪৮] গিয়াছিলাম। ২৯

উক্ত দ্বীপের সমস্ত বৃত্তান্ত অতীব চমৎকার। বিশেষতঃ তদ্দ্বীপস্থ রাজা বৃহদ্রথের একটি গুণবতী কন্যা আছেন। এই রাজ-কন্যার চরিত্রামৃত অতিশয় শ্রবণ মধুর। ৩০

রাণী কৌমুদীর গর্ভে এই সুকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কন্যার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিলে জগতের পাপ দূর হয়। সিংহলদ্বীপ অতিশয় চমৎকার স্থান। তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয়ের[৪৯] বাস আছে। ৩১

টিপ্পনী ৪৮। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বর্তমান সিংহলদ্বীপকে লংকাদ্বীপ বলেন। কিন্তু উহা অনেকের সিদ্ধান্ত নহে। বাল্মীকিকৃত রামায়ণে আছে, মহাবীর হনুমান দক্ষিণ ভারত সীমান্তে অদূরে সমুদ্রমধ্যে মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হইয়া লম্ফ দ্বারা শতযোজন দীর্ঘ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুবেল পর্বতে গমন করেন। পরন্তু মহেন্দ্র পর্বত মাদ্রাজ প্রদেশের অনেক উত্তরে অবস্থিত। আর সিংহলদ্বীপ ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রমধ্যে বিদ্যমান। ইহাতে প্রতীত হয়, বর্তমান সিংহল দ্বীপ রামায়ণোক্ত লংকাদ্বীপ নহে। 'জ্যোতিষতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে আছে—

দক্ষিণেঽবন্তিমাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমূখকঃ।
চিত্রকূটমহারণ্যকাঞ্চীসিংহলকোঙ্কনাঃ ।।

দক্ষিণে অবন্তি (উজ্জয়িনী), মাহেন্দ্র, মলয়, ঋষ্যমূখ, চিত্রকূট, মহারণ্য (দণ্ডকারণ্য বা জানস্থান), কাঞ্চী, সিংহল ও কোংকন অবস্থিত।

ম্যাক্‌কিণ্ডল সাহেব বলেন, পূর্বে সিংহলদ্বীপের নাম লংকা ছিল। তৎপরে উহার নাম তাপ্রোবেণী বা তাম্রপর্ণা হয়। গ্রীসদেশীয় ভূগোলতত্ত্ববিদ্ ফিনিনেস্ট্রস লংকাদ্বীপকে অন্তিচ্‌থোনাস (Untich thonos) নামে অভিহিত করেন। গ্রীক্ অন্তিচ্‌থোনাস সংস্কৃতে অন্তস্থান হতে পারে। ইহার কারণ, ঐতিহাসিক প্লিনি সাহেব লংকায় উপস্থিত হইয়া বলেন, উহা পৃথিবীর বিপরীত অংশে, শেষ অংশে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীসের সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সময় উক্ত দ্বীপের অস্তিত্ব উত্তমরূপে বিজ্ঞাত ছিল। তখন উক্ত দ্বীপকে তাপ্রোবেণী বলা হইত। মেগাস্থিনিসের অভিমতেও লংকাদ্বীপের নাম তাপ্রোবেণী এবং উহা এক নদীদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় উহার নাম পলয়িগোনি (palaegoni) ছিল। তাঁহার মতে ভারত অপেক্ষা লংকায় প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমানিক্যাদি পাওয়া যাইত। মিশর দেশীয় ভূগোলবিদ্ টলেমির মতে লংকা দ্বীপের প্রাচীন নাম সিমৌন্দন (Simoundon) এবং পূর্ব নাম তাপ্রোবেণী। আর পেরীপ্লেস নামক গ্রন্থকারের মতে উহার পুরাতন নাম তাপ্রোবেণী। তৎকাল হইতে উহার নাম পলাইসিমৌন্দন (Palai Simoundon) ছিল। কিন্তু প্লিনির মতে উহা লংকাদ্বীপের রাজধানীর নাম এবং পলাইসমৌন্দন নদীতটে এই রাজধানী অবস্থিত ছিল। উক্ত কারণে পেরীপ্লেস নামক গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। যথাক্রমে এই দ্বীপের নাম সালিকী, সিরেন্দীবস, সিরলেদীব, সিরেন্দীব, জীলন ও সইলন হয় এবং সইলন হইতে বর্তমান সিলোন (ceylon) হয়। পিটোটেমী রচিত Ancient India (প্রাচীন ভারত) ২৫১-২৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লংকা দ্বীপে দুই বর্ষ অবস্থানকালে সিংহলী ভাষায় রচিত বিজয় সিংহ নামক নাটক পাঠে অবগত হয়েছি, বঙ্গদেশের নির্বাসিত রাজপুত্র বিজয় সিংহ লংকাদ্বীপে গমনপূর্বক রাজ্যস্থাপন করায় উহা সিংহল নামে পরিচিত হয়।

৪৯। *ঋগ্বেদ সংহিতায় (১০ মণ্ডল, ৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়, ৯০ সূক্ত, ১২ ঋকে) ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশঃ পদ্ভ্যাম্ শূদ্রোঽ জায়ত॥

এই প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। চতুর্বর্ণের এই উৎপত্তি বৃত্তান্ত অত্যন্ত প্রাচীন। আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। আপস্তম্ব তৃতীয় সূত্রে বলেন, চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ! মনু সংহিতায় (১ম অধ্যায়, ৩১ শ্লোক) আছে—

লোকানাং চ বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

প্রজাপতি লোক বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রবর্ণ সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী, ক্ষত্রিয় শস্ত্রজীবি ও বৈশ্য কৃষিজীবী এবং শূদ্রজাতি এই তিনবর্ণের সেবক ছিলেন। গীতাতে আছে, চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগয়োঃ। ইহার অর্থ, গুণ ও কর্মের বিভাগ দ্বারা আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।

প্রাসাদ-হর্ম্ম্য-সদন-পুর রাজি-বিরাজিতে।
রত্ন-স্ফটিক-কুড্যাদি-স্বর্লতাভি * ভূষিতে॥ ৩২
স্ত্রীভিরুত্তমবেশাভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমাবৃতে।
সরোভিঃ সারসৈর্হংসৈরুপকূলজলাকুলে॥ ৩৩
ভৃঙ্গরঙ্গপ্রসঙ্গাঢ্যে পদ্মৈঃ কহ্লারকুন্দকৈঃ †।
নানাম্বুজলতাজালবনোপবন মণ্ডিতে। ৩৪
দেশে বৃহদ্রথো রাজা মহাবলপরাক্রমঃ।
তস্য পদ্মাবতী কন্যা ধন্যা রেজে যশস্বিনী॥ ৩৫

শ্লোকার্থ। তথায় রমণীয় প্রাসাদ, রমণীয় হর্ম্য, রমণীয় গৃহ ও সুন্দর নগর বিরাজিত। কোথাও রত্নময়, কোথাও স্ফটিকময় কুড্য অবস্থিত। ৩২

প্রত্যেক স্থান দিব্যলতায় বিভূষিত। চতুর্দিকেই উজ্জ্বলবেশধারিণী পদ্মিনী[৫০] কামিনীগণ অবস্থান করিতেছে। স্থানে স্থানে সরোবর এবং সারস ও হংসগণ অগভীর জলে ক্রীড়ারত। ৩৩

পদ্ম, কহ্লার ও কুন্দপুষ্পে ভৃঙ্গগণ ক্রীড়ারত। চতুর্দিকে পদ্মবন, মনোহর লতাজাল, উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে। ৩৪

ঈদৃশ সুন্দর দেশে উক্ত মহাবল পরাক্রমী রাজা বৃহদ্রথ বাস করেন। তাঁহার পদ্মা নাম্নী যে এক ধন্যা যশস্বিনী কন্যা আছেন, তাদৃশ কন্যারত্ন ত্রিভুবনে সুদুর্লভ। ৩৫

* স্বর্লতাভির্বিরাজিতে ইত্যপরে পঠন্তি।

† কহ্লারহল্লকৈঃ ইতি বা পাঠ্যম্।

টিপ্পনী ৫০। কামশাস্ত্রে পদ্মিনীর লক্ষণ কথিত। ভক্তকবি জয়দেব কৃত "রতিমঞ্জরী" নামক পুস্তকে নবম শ্লোকে আছে—

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরলকুচযুগ্মা চারুকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচন সুশীলা গীতবাদ্যানুরক্তা
ভবতি কমলনেত্রা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥

পদ্মিনী ব্যতীত শংখিনী, চক্রিণী ও হস্তিনী লক্ষণযুক্তা নারীগণ দৃষ্ট হয়।

ভুবনে দুর্লভা লোকেঽপ্রতিমা বরবর্ণিনী।
কাম-মোহ-করী চারু-চরিত্রা চিত্রনির্মিতা॥ ৩৬
শিবসেবাপরা গৌরী যথা পূজ্যা সুসম্মতা।
সখীভিঃ কন্যকাভিশ্চ জপধ্যানপরায়ণা॥ ৩৭
জ্ঞাত্বা তাঞ্চ হরের্লক্ষ্মীং সমুদ্ভূতাং বরাঙ্গনাম্।*
হরঃ প্রাদুরভূৎ সাক্ষাৎ পার্ব্বত্যা সহ হর্ষিতঃ॥ ৩৮

সা তমালোক্য বরদং শিব গৌরীসমন্বিতম্।
লজ্জিতাধোমুখী কিঞ্চিন্নোবাচ পুরতঃ স্থিতা ॥ ৩৯

শ্লোকার্থ। তৎ সদৃশ অনুপম রমণীয় রূপমাধুরী কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার চরিত্র অতীব মধুর। বিধাতা তাঁহাকে আশ্চর্য্যরূপে সৃজন করিয়াছেন। ৩৬

তাঁহাকে দেখিলে মন্মথ মনোমোহিনী সাক্ষাৎ রতি তুল্যা মনে হয়। যেমন শিব-সেবা-পরায়ণা গৌরীদেবী সকলের পূজ্যা ও সম্মাননীয়া, তাঁহার মত এই রাজকন্যাও সখীগণ ও অন্যান্য কন্যাগণের সহিত জপ ও ধ্যানে নিযুক্তা আছেন। ৩৭

ইতিমধ্যে যখন মহাদেব জানিতে পারিলেন, নারীজাতির শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী অবতীর্ণা হইয়াছেন, তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে পার্বতীর সহিত তথায় আগমন করিলেন। ৩৮

গৌরীর সহিত চন্দ্রশেখরকে বরদানার্থ আবির্ভূত হইতে দেখিয়া পদ্মাবতী লজ্জায় অধোমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৩৯

*বরাননাম্ ইত্যপরে পঠন্তি।

হরস্তামাহ সুভগে! তব নারায়ণঃ পতিঃ।
পাণিং গৃহীষ্যতি মুদা নান্যো যোগ্যো নৃপাত্মজঃ ॥ ৪০
কামভাবেন ভুবনে যে ত্বাং পশ্যন্তি মানবাঃ।
তেনৈব বয়সা নার্য্যো ভবিষ্যন্ত্যপি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১
দেবাসুরাস্তথা নাগা-গন্ধর্ব্বাশ্চারণাদয়ঃ।
ত্বয়া রন্তুং যদাকালে ভবিষ্যন্তি কিল স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২
বিনা নারায়ণং দেবং ত্বৎপাণিগ্রহণার্থিনম্।
গৃহং যাহি তপস্ত্যক্ত্বা ভোগায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৩
মা ক্ষোভয়ে হরেঃ পত্নি কমলে বিমলং কুরু।
ইতি দত্ত্বা বরং সোমস্তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ ॥ ৪৪

শ্লোকার্থ। তখন ভূতনাথ তাঁহাকে বলিলেন, সুভগে, নারায়ণ তোমার পতি হইবেন ও হৃষ্টচিত্তে তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন, অন্য কোন রাজকুমার তোমার যোগ্য পতি নহে। ৪০

এই ভুবনের মধ্যে যে সকল মনুষ্য তোমাকে সকাম হৃদয়ে দেখিবে, তাহারা তৎকালেই নারীরূপ ধারণ করিবে। ৪১

দেবগণ, অসুরগণ, নাগগণ' গন্ধর্বগণ, চারণগণ ও অন্য অন্য যে সকল পুরুষ তোমার সহিত সংসর্গ করিতে অভিলাষ করিবে, তাহারা যথাসময়ে নারীরূপ প্রাপ্ত হইবে। ৪২

কিন্তু তোমার পাণিগ্রহণার্থী নারায়ণের প্রতি এই শাপ ফলিবে না। তাঁহা বিনা সকল ব্যক্তির প্রতিই এই শাপ ফলপ্রদ হইবে। সুতরাং তুমি এক্ষণে তপস্যা ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর। ৪৩

অশেষ সুখসম্ভোগের আয়তন এই সুকোমল শরীর ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট বা ক্ষীণ করিও না। হে হরিপ্রিয়ে, কমলে, এই শরীর যাহাতে নির্মল থাকে তাহা কর।৪৪

হর বরমিতি সা নিশম্য পদ্মা সমুচিতমাত্মমনোরথ প্রকাশম্।
বিকসিতবদনা প্রণম্য সোমং, নিজজনকালয়মাবিবেশরামা ॥ ৪৫

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে হর-বরপ্রদানং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। এইরূপ বরদান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর পদ্মা মহেশ্বর সমীপে নিজ মনোরথানুযায়ী সমুচিত বর প্রাপ্ত .হইয়া হৃষ্টচিত্তা ও স্মেরাননা হইলেন এবং বরদ শংকরকে নমস্কারান্তে স্বীয় পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন।৪৫

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে প্রথমাংশে
হর-বরপ্রদান নামক চতুর্থ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

প্রথম অংশ

পঞ্চম অধ্যায়

শুক উবাচ।

গতে বহুতিথে কালে পদ্মাং বীক্ষ্য বৃহদ্রথঃ।
নিরূঢ়যৌবনাং পুত্রীং বিস্মিতঃ পাপশঙ্কয়া ॥ ১
কৌমুদীং প্রাহ মহিষীং পদ্মোদ্বাহেঽত্র কংনৃপম্।
বরয়িষ্যামি সুভগে! কুলশীলসমন্বিতম্ ॥ ২
সা তমাহ পতিং দেবী শিবেন প্রতিভাষিতম্।
বিষ্ণুরস্যাঃ পতিরিতি ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥ ৩
ইতি তস্যাবচঃ শ্রুত্বা রাজাপ্রাহ কদেতিতাম্।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাবাসঃ পাণিমস্যা গ্রহীষ্যতি ॥ ৪

শ্লোকার্থ। শুক পক্ষী বলিল, অনন্তর বহুদিন গত হইলে, রাজা বৃহদ্রথ ীয় কন্যা পদ্মাকে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে দেখিয়া পাপাশংকায় [৫১] চন্তিত হইলেন।১

তিনি কৌমুদীনাম্নী মহিষীকে বলিলেন, সুভগে, কোন্ কুলশীল সমন্বিত াজাকে কন্যা দান করিয়া জামাতা করিব? ২

রাণী কৌমুদী পতিকে বলিলেন, নাথ, ভগবান শিব বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুই ্যার পতি হইবেন। ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩

রাজা মহিষীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, প্রিয়ে, ভগবান বিষ্ণু কতদিন রে ইহার পাণি গ্রহণ করিবেন? ৪

টিপ্পনী। ৫১। কন্যা বিবাহাভিলাষিনী হইয়া অবিবাহিতাবস্থায় যতবার ্তুমতী হয়, তাহার পিতামাতা ততবার জীবহত্যাপাতকে পাতকী হইয়া থাকে। **থা—"যাবত্ত কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যোঃ সকামামপি যাচ্যমানাম্। তাবন্তি**

ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্মবাদঃ ॥" রাজা বৃহদ্রথ পদ্মাবতীকে তারুণ্যমণ্ডিতা দেখিয়া উক্ত জীবহত্যা পাপের আশংকা করেন।

ন মে ভাগ্যোদয়ঃ কশ্চিদ্ যেন জামাতরং হরিম্।
বরয়িষ্যামি কন্যার্থে বেদবত্যা মুনের্যথা ॥ ৫
ইমাং স্বয়ম্বরাং পদ্মাং পদ্মামিব মহোদধেঃ।
মথনেঽসুরদেবানাং তথা বিষ্ণুর্গ্রহীষ্যতি ॥ ৬
ইতি ভূপগণান্ ভূপঃ সমাহূয় পুরস্কৃতান্।
গুণশীলবয়োরূপবিদ্যাদ্রবিণসংবৃতান্ ॥ ৭
স্বয়ংবরার্থং পদ্মায়াঃ সিংহলে বহুমঙ্গলে।
বিচার্য্য কারয়ামাস স্থানং ভূপনিবেশনম্ ॥ ৮

শ্লোকার্থ। আমার এমন কি সৌভগ্য আছে যে, শ্রীহরিকে কন্যা দান পূর্বক জামাতা করিব? অতএব মুনিকন্যা বেদবতীর ন্যায় কিংবা সুরাসুরগণ কর্তৃক সমুদ্রমন্থনকালে রত্নাকর হইতে সমুত্থিতা লক্ষ্মীতুল্যা আমার কন্যা পদ্মাকে আমি স্বয়ংবর[৫১](১) সভায় উপস্থিত করিব। তখন স্বয়ং বিষ্ণু পদ্মার পাণি গ্রহণ করিবেন। ৫-৬

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া গুণবান্ সুশীল কৃতবিদ্য ঐশ্বর্যশালী তরুণ রাজগণকে সাদরে আহ্বান করিলেন। ৭

তিনি স্বীয় কন্যার স্বয়ংবর নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আদেশ দিলেন। পরে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া রাজগণের সন্নিবেশার্থ যোগ্য স্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। ৮

টিপ্পনী। ৫১(১)। পুরাকালে আর্য্য রাজগণের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যার পরিণয়ার্থ প্রধান রাজগণকে স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রণ করিতেন। যে রাজগণ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইয়া রাজকন্যা তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিতেন। কন্যার সঙ্গীগণ উপস্থিত রাজগণের

গুণগান করিতেন। যে রাজার রূপগুণে কন্যা মুগ্ধা হইতেন, তাঁহার গলায় মাল্যদানপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য কামনা প্রকাশ করিতেন। তৎপরে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মনোনীত রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইত। দ্বিতীয় প্রকার বিবাহে কন্যার অভিভাবকগণ বরের নিকট গমন করিতেন। আর পূর্বোক্ত বিবাহে কন্যা স্বয়ং সুপাত্র মনোনীত করিতেন। উক্ত কারণে এই বিবাহের নাম স্বয়ংবর। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে স্বয়ংবর বিবাহের বহু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দ্রৌপদী ও ইন্দুমতী প্রভৃতির বিবাহ স্বয়ংবর প্রথা অনুসারে সম্পন্ন হয়েছিল। দময়ন্তীরও স্বয়ংবরের উদ্যোগ হয়েছিল। অন্য অন্য সমাজেও কখনও কখনও স্বয়ংবর সভার প্রচলন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কল্কিপুরাণে বেদবতীর বিবাহেও স্বয়ংবর সভা হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা আধুনিক কালে কান্যকুব্জের অধিপতি জয়চন্দ্র স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছিলেন। উক্ত সভায় মহিপতী পৃথ্বীরাজকে আমন্ত্রণ না করিয়া তাঁহার সুবর্ণমূর্তি রক্ষিত হয়েছিল। ইহাতে অপমানিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে হরণ করেন। উক্ত ঘটনার পরে হিন্দুস্থানে যবনগণের প্রবেশ-পথ পরিস্কৃত হয়। কখনও কখনও স্বয়ংবর সভায় রাজগণের মধ্যে কন্যালাভার্থ যুদ্ধ লাগিয়া যাইত। ইহার প্রমাণ মহাভারত ও রঘুবংশাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতীত হয়, যুদ্ধের ভয়েই স্বয়ংবর প্রথা লুপ্ত হয়।

তত্রায়াতা নৃপাঃ সর্ব্বে বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ।
নিজসৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ স্বর্ণরত্নবিভূষিতাঃ॥ ৯
রথান্ গজানশ্ববরান্ সমারূঢ়া মহাবলাঃ।
শ্বেতচ্ছত্রকৃতচ্ছায়াঃ শ্বেতচামরবীজিতাঃ॥ ১০
শস্ত্রাস্ত্রতেজসা দীপ্তা দেবাঃ সেন্দ্রা ইবাভবন্।
রুচিরাশ্বঃ সুকর্ম্মাচ মদিরাক্ষো দৃঢ়াশুগঃ॥ ১১
কৃষ্ণসারঃ পারদশ্চ জীমূতঃ ক্রূরমর্দ্দনঃ।
কাশঃ কুশাম্বুর্বসুমান্ কঙ্কঃ ক্রথনসৃঞ্জয়ৌ॥ ১২

গুরুমিত্রঃ প্রমাথীচ বিজৃম্ভঃ সৃঞ্জয়োঽক্ষমঃ ।*
এতে চান্যে চ বহবঃ সমায়তো মহাবলাঃ ॥ ১৩

*সঞ্জয়োঽক্ষমঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। অনন্তর বিবাহার্থী রাজগণ সুবর্ণ ও রত্নালংকারে[৫২] বিভূষি হইয়া স্ব স্ব সৈন্যগণ সহ সেইস্থানে সমাগত হইলেন।৯

ইহাদের মধ্যে কেহ রথে, কেহ বা গজে, কেহ বা শ্রেষ্ঠ অশ্বে আরোহ পূর্বক আসিলেন। এই সকল রাজকুমার মহাবল পরাক্রমী শ্বেতচ্ছত্র বিশিষ্ট শ্বেতচামরে উপবীজিত। ১০

অস্ত্রশস্ত্র-তেজে প্রদীপ্ত হওয়াতে রাজপুত্রগণ, দেবগণ-পরিবৃত দেবরাজের ন্যা শোভা পাইতে লাগিলেন। ইহাদের নাম যথা—রুচিরাশ্ব, সুকর্মা, মদিরাশ্ব দৃঢ়াশুগ, কৃষ্ণসার, পারদ, জীমূত, ক্রুরমর্দন, কাশ, কুশাম্বু, বসুমান, কংক, ক্রথ সঞ্জয়, গুরুমিত্র, প্রমাথী, বিজৃম্ভ, সৃঞ্জয় ও অক্ষম। এই সকল ভূপাল ও অন্যা বহুসংখ্যক মহাবীর রাজা আগমন করিয়াছিলেন।১১-১৩

টিপ্পনী। ৫২। পুরাকালে হিন্দুস্থানে চারুশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল উহার বিচার করিলে অলংকার গঠনের বৈচিত্র জানা যায়। 'রত্নরহস্য' নাম গ্রন্থে অলংকার নির্মাণের দুর্জ্ঞেয় কৌশল লিখিত। 'রত্নরহস্য' রচয়িতা এ বৃত্তান্ত 'হেমকোশ' এবং উহার টীকা অমরাধবেক, মানসোল্লাস প্রভৃতি প্রাচী সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত করেন। 'রত্নরহস্য' গ্রন্থের আলোকে নিম্নো অলংকারসমূহ উল্লিখিত। অষ্টবিধ শিরোভূষণ যথা—গর্ভক, ললামক, বাল্যপা পারিতথ্য, হংসতিলক, দণ্ডক (চূড়ামণ্ডন), চূড়িকা ও লম্বন। একাদশ প্রকা কর্ণভূষণ। যথা—মুক্তাকণ্টক, দ্বিরাজিক, ত্রিরাজিক, স্বর্ণমধ্য, বজ্রগ ভূরিমণ্ডল, কুণ্ডল, কর্ণপুর (কর্ণফুল), কর্ণিকা, শৃংখল ও কর্ণেন্দু। দ্বিবি ললাটভূষণ—পত্রশ্যামা ও ললাটিকা। চৌদ্দ প্রকার কণ্ঠভূষণ। যথা—লম্বন্তিক প্রালম্বিকা, উরঃসূত্রিকা, মুক্তাবলী, দেবচ্ছন্দ, গুচ্ছ, গুচ্ছার্দ্ধ, গোস্তন, অর্দ্ধহা মানবক, একাবলী, নক্ষত্রমালা, সবিকা ও বজ্রকংকলিকা। পদক ও বন্ধু

দ্বিবিধ উরোভূষণ। ছয় প্রকার বাহুভূষণ। যথা—কেয়ুর, অংগদ, পঞ্চকা, কটক, বলয় (খণ্ডুত্র) ও কংকণ। দশবিধ অঙ্গুলি ভূষণ। যথা—দ্বিহীরক, বজ্র, রবিমণ্ডল, নন্দ্যাবর্ত, নবরত্ন, বজ্রবেষ্টিত, বিহীরক, শুক্তিমুদ্রিকা, অঙ্গুলি-মুদ্রিকা ও মুদ্রামুদ্রিকা। ষড়্‌বিধ কটিভূষণ। যথা—কাঞ্চী, মেখলা, রসনা, কলাপ, কাঞ্চীজল ও শৃংখল। ছয় প্রকার পাদভূষণ। যথা—পাদচূড়, পাদকটক, পাদ, পদ্মকিঙ্কিনি, পাদকণ্টক ও মুদ্রিকা। এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অন্যান্য অলংকারের নামাবলী লিখিত হইল না। যেখানে যে অলংকার উল্লিখিত হইবে, তথায় উহার বর্ণনা প্রদত্ত হইবে।

বিবিশুস্তে রঙ্গগতা স্ব স্ব স্থানেষু পূজিতাঃ।
বাদ্যতাণ্ডবসংহ্নাষ্টাশ্চিত্রমাল্যাম্বরাধরাঃ॥ ১৪†
নানাভোগসুখোদ্রিক্তাঃ কামরামাঃ রতিপ্রদাঃ।
তানালোক্য সিংহলেশঃ স্বাং কন্যাং বরবর্ণিনীম্॥ ১৫
গৌরীং চন্দ্রাননাং শ্যামাং তারহার বিভূষিতাম্।
মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ সর্ব্বাঙ্গালঙ্কৃতাম্ শুভাম্॥ ১৬

†চিত্রমাল্যাম্বরাধরাঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। এই নৃপতিগণ রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট ও যথাযোগ্য সৎকৃত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহাঁদের সন্তোষ বিধানার্থ চতুর্দিকে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। রাজগণের চিত্রবিচিত্র মাল্য ও বসনে স্বয়ংবরসভা অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। ১৪

নানা ভোগ-সুখে আসক্ত রাজগণকে দেখিয়া দর্শকবৃন্দের নয়ন-মন প্রফুল্লিত হইল। এইসকল রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহলেশ্বর স্বীয় নিরূপমা, রূপবতী কন্যাকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। ১৫

এই কন্যা গৌরাঙ্গী, চন্দ্রমুখী, শ্যামলী, সুলক্ষণা ও রমণীয় রত্নহারে ভূষিতা। মণিমুক্তা ও প্রবাল দ্বারা ইঁহার সর্বাঙ্গ সুশোভিতা। ১৬

কিং মায়াং মহাজননীং কিংবা কামপ্রিয়াং ভুবি।
রূপলাবণ্যসম্পন্না ন চান্যামিহ দৃষ্টবান্॥ ১৭
স্বর্গে ক্ষিতৌ বা পাতালেঽপ্যহং সর্ব্বত্রগো যদি।
পশ্চাদ্দাসীগণাকীর্ণাং সখীভিঃ পরিবারিতাম্॥ ১৮
দৌবারিকৈর্বেত্রহস্তৈঃ শাসিতান্তঃ পুরাদ্বহিঃ।
পুরোবন্দিগণাকীর্ণাং প্রাপয়ামাস তাং শনৈঃ॥ ১৯
নূপুরৈঃ কিঙ্কিণীভিশ্চ ক্বণন্তীং জনমোহিনীম্।
স্বাগতানাং নৃপাণাঞ্চ কুলশীলগুণান্ বহূন্॥ ২০
শৃন্বন্তী হংসগমনা রত্নমালাকরগ্রহা।
রুচিরাপাঙ্গভঙ্গেন প্রেক্ষন্তী লোলকুণ্ডলা॥ ২১

শ্লোকার্থ। সেই নিরুপমা রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, এই কন্যা কি মোহজননী সাক্ষাৎ মায়া? অথবা মন্মথ-প্রণয়িনী সাক্ষাৎ রতি কি ভূতলে অবতীর্ণা? ১৭

আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও সেই কন্যাসমা রূপলাবণ্যবতী আর কাহাকেও দেখি নাই। যখন এই কন্যারত্ন বহির্গতা হইলেন, তখন শত শত সখী তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া চলিল, দাসীগণ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ১৮

বেত্রহস্ত দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পদ্মাদেবী অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন। রাজকীয় বন্দিগণ[৩৩] অগ্রে চলিল। এইরূপে রাজকন্যা ক্রমশঃ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯

নূপুর-কিঙ্কিণীধ্বনিতে সভায় অপূর্ব কর্ণমোহন মৃদু শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। যে সকল রাজা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কুল, শীল ও গুণগ্রাম শ্রবণ করিতে করিতে লোলকুণ্ডলা ও মরালগমনা রাজকন্যা রত্নমালা হস্তে লইয়া অপূর্ব কটাক্ষ বিক্ষেপে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ২০-২১

টিপ্পনী। ৫৩। বৈশ্য পুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয় নারীর গর্ভে যাহার জন্ম হয়, তাহাকে মাগধ জাতি বলে। উক্তমর্মে মনুসংহিতায় (১০ অধ্যায়ে, ১১ শ্লোকে) আছে—

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাংগণসুতৌ॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তানকে সূতজাতি বলে। বৈশ্যপুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয় নারীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান মাগধ জাতি এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে বৈদেহ জাতি বলে।

বন্দিগণ এই মাগধজাতির অন্তর্ভূক্ত। ইহারা যুদ্ধকালে, উৎসব সময়ে এবং রাজসভায় রাজগণের যশোগান করিত। রাজস্থানের চারণগণ কোন বর্ণভুক্ত নহে। বন্দিগণ ইহাদের সমপর্যায়ভুক্ত। বন্দিগণ রাজা, আমীর ও ওমরাহগণের স্তুতিগান করিয়া যে ধনলাভ করিত, তাহাতে জীবিকা নির্বাহ হইত। অধুনা শ্রাদ্ধকালে যে পাত্রান্ন ভোজন করে, নিয়ত দান গ্রহণ করে ও বংশগৌরব বর্ণনা করে, তাহাকে মাগধ জাতিভুক্ত বলা যায়। বর্তমানকালে চলিত ভাষায় ইহাদিগকে ভাট বলে।

নৃত্যৎ কুন্তল সোপান গণ্ড-মণ্ডল মণ্ডিতা।
কিঞ্চিৎ স্মেরোল্লসদ্‌বক্ত্র্‌দশনদ্যোতদীপিতা॥ ২২
বেদীমধ্যারুণক্ষৌমবসনা কোকিলস্বনা।
রূপলাবণ্য পণ্যেন ক্রেতুকামা জগত্রয়ম্॥ ২৩
সমাগতাং তাং প্রসমীক্ষ্য ভূপাঃ, সংমোহিনীং কামবিমূঢ়চিত্তাঃ।
পেতুঃ ক্ষিতৌ বিস্মৃতবস্ত্রশস্ত্রাঃ রথাশ্বমত্তদ্বিপবাহনাস্তে॥ ২৪

শ্লোকার্থ। চূর্ণ কুন্তল দোদুল্যমান হওয়ায় তাঁহার গণ্ডস্থল দিব্য কান্তি ধারণ করিল। ঈষৎ হাস্য দ্বারা বদনকমল উল্লসিত হওয়ায় তদীয়া দশনকান্তি শোভা পাইতে লাগিল। ২২

এই কন্যারত্নের মধ্যস্থল বেদীবৎ ক্ষীণ। ইনি অরুণবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিহিতা। ইঁহার কণ্ঠস্বর অবিকল কোকিলের কণ্ঠস্বর সদৃশ। এই সকল দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন শ্রী-লাবণ্যরূপ মহামূল্য দ্বারা ত্রিলোক ক্রয় করিবার জন্য আসিয়াছেন। ২৩

সেই মনোহরা রাজকন্যাকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া রথবাহন, অশ্ববাহন ও মত্তদ্বিপবাহন রাজগণ মদনমোহে বস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বিস্মরণপূর্বক ভূপতিত হইতে লাগিলেন। ২৪

তস্যাঃ স্মরক্ষোভ নিরীক্ষণেন স্ত্রিয়ো বভূবুঃ কমনীয়রূপাঃ।
বৃহন্নিতম্বস্তনভারনম্রাঃ সুমধ্যমাস্তৎস্মৃতিজাত রূপাঃ ॥ ২৫
বিলাসহাস ব্যসনাতিচিত্রাঃ কান্তাননাঃ শোণ সরোজনেত্রাঃ।
স্ত্রীরূপমাত্মানমবেক্ষ্য ভূপাস্তামন্বগচ্ছন্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ২৬
অহং বটস্থঃ পরিধর্ষিতাত্মা পদ্মাবিবাহোৎসবদর্শনাকুলঃ।
তস্যা বচোঽন্তর্হৃদিতুঃখতায়াঃ শ্রোতুং স্থিতঃ স্ত্রীত্বমিতেষু তেষু ॥২৭
জানীহি কল্কে কমলাবিলাপং শ্রুতং বিচিত্রং জগতামধীশ।
গতে বিবাহোৎসব মঙ্গলে সা শিবং শরণ্যং হৃদয়ে নিধায় ॥ ২৮
তান্ দৃষ্ট্বা নৃপতীন্ গজাশ্বরথিভিস্তক্তান্ সখিত্বং গতান্।*
স্ত্রীভাবেন সমন্বিতানন্নুগতান্ পদ্মাং বিলোক্যান্তিকে ॥
দীনা তক্তবিভূষণা বিলিখতি পাদঙ্গুলৈঃ কামিনী।
ঈশং কর্ত্তুং নিজনাথমীশ্বর বচস্তথ্যং হরিং সাঽস্মরৎ ॥ ২৯

*গজাশ্বরথিস্ত্যক্তা সখিত্বং গতান্ ইতি পাঠান্তরম্।

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে
প্রথমাংশে ভূপতীনাং স্ত্রীত্ব কথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। সকাম হইয়া কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করায় রাজগণ সকলেই

নারীমূর্তি ধরিলেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণে যেন কামিনীর অবয়ব অংকিত হইল। তৎক্ষণে তাঁহাদেরও অবয়ব কামিনী সদৃশ হইল। তাঁহাদের কটিদেশ সুন্দর ও ক্ষীণ হইয়া গেল। তাঁহারা অলৌকিক রূপলাবণ্য লাভ করিলেন। বিপুল নিতম্ব ও স্তনভরে তাঁহাদের শরীর ঈষৎ নত হইল। ২৫

তাঁহারা বিলাস হাস্য ও নৃতগীতাদিতে সুনিপুণ হইলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল নারীতুল্য কমনীয় কান্তি ধারণ করিল। চক্ষুও পদ্মতুল্য সুন্দর হইল। ২৬

রাজগণ নারীরূপে পরিণত হইয়া পদ্মার অনুবর্তিনী হইলেন। আমি পদ্মার বিবাহোৎসব দর্শনার্থ বটবৃক্ষে বসিয়াছিলাম। এই সমস্ত রহস্যময় ব্যাপার সন্দর্শনে আমার অন্তরাত্মা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। রাজগণকে নারীরূপী দেখিয়া, পদ্মা দুঃখিতান্তঃকরণে খেদ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণার্থ তৎপরে সে স্থানে আমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। ২৭

শ্লোকার্থ। হে কল্কিদেব, আপনি জগতের অধীশ্বর মহাবিষ্ণু, আপনার নিকট বলিতেছি, মাঙ্গলিক বিবাহোৎসব সমাপ্ত হইলে আপনার পদ্মাদেবী শরণ্য শিবকে হৃদয়ে ধান করিয়া যে সকল বিচিত্র বিলাপ করেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। সেই সকল এক্ষণে আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৮

যখন পদ্মাদেবী দেখিলেন, তাঁহার পাণিগ্রহনার্থী রাজগণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া গজ, অশ্ব ও রথি সহ সৈন্য সামন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার সখীভাব অবলম্বনপূর্বক অনুগত ও নিকটস্থ হইয়াছেন, তখন তিনি দুঃখিত হৃদয়ে ভূষণাদি পরিত্যাগ সহকারে পাদাঙ্গুষ্ঠ[৫৪] দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। পরে তিনি শিববাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত হৃদয়েশ্বর শ্রীহরির চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ২৯

টিপ্পণী। ৫৪। পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতে লেখা অনুরাগিনী নায়িকার অনুরাগের লক্ষণ। উক্তমর্মে 'সাহিত্যদর্পণে' তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ লিখতি সকটাক্ষং নিরীক্ষতে।
দশতি স্বাধরং চাপিব্রূতে প্রিয়মধোমুখী ॥

অর্থাৎ অনুরাগিনী নায়িকা অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমিতে লিখিয়া কটাক্ষের সহিত তাহা দেখেন, অধর দংশন করেন ও অধোমুখে প্রিয়জনের সহিত বাক্যালাপ করেন। ইহাতে পদ্মাবতীর অনুরাগের লক্ষণ প্রকটিত।

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে প্রথমাংশে
পদ্মাস্বয়ংবরে ভূপতিগণের স্ত্রীরূপ প্রাপ্তি কথন নামক
পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

প্রথম অংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

শুক উবাচ।

ততঃ সা বিস্মিতমুখী পদ্মা নিজ জনৈর্বৃতা।

হরিং পতিং চিন্তয়ন্তী প্রোবাচ বিমলাং স্থিতাম্ ॥ ১

পদ্মোবাচ।

বিমলে! কিং কৃতং ধাত্রা ললাটে লিখনং মম।

দর্শনাদপি লোকানাং পুংসাং স্ত্রীভাবকারকম্ ॥ ২

মমাপি মন্দভাগ্যায়াঃ* পাপিষ্ঠাঃ শিবসেবনম্।

বিফলত্বমনুপ্রাপ্তং বীজমুপ্তং যথোপরে ॥ ৩

হরির্লক্ষ্মীপতিঃ সর্ব্বজগতামধিপঃ প্রভুঃ।

মৎকৃতেঽপ্যভিলাষং কিং করিষ্যতি জগৎপতিঃ ॥ ৪

*মন্দভাগ্যয়া ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। শুকপক্ষী বলিল, অনন্তর পরিজন-পরিবৃতা পদ্মাদেবী বিস্মিতা হইয়া স্বীয় পতি শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে সমীপস্থ বিমলা নাম্নী সখীকে বলিলেন। ১

পদ্মাদেবী বলিলেন, বিমলে, বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে ইহা লিখিয়াছিলেন যে, আমাকে দেখিলেই পুরুষ স্ত্রীরূপ ধারণ করিবে! ২

আমি মন্দভাগ্য ও পাপীয়সী। মরুভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় আমার শিব-আরাধনা বৃথা হইল! ৩

জগতের অধীশ্বর মহাপ্রভু লক্ষ্মীপতি হরি কি আমাতে অভিলাষী হইবেন? ৪

যদি শম্ভোর্বচো মিথ্যা যদি বিষ্ণুর্ন মাং স্মরেৎ।

তদাহমনলে দেহং*১ ত্যজামি করিভাবিতা*২ ॥ ৫

ক চাহং মানুষী দীনা ক্বাস্তে দেবো জনার্দ্দনঃ।
নিগৃহীতা বিধাত্রাহং শিবেন পরিবঞ্চিতা ॥ ৬
বিষ্ণুনা *৩চ পরিত্যক্তা মদন্যা কাত্র *৪ জীবতি ॥ ৭
ইতি নানাবিলাপিন্যা বচনং শোচনাশ্রয়ম্।
পদ্মায়াশ্চারুচেষ্টায়াঃ *৫ শ্রুত্বায়ানস্তবান্তিকে ॥ ৮

*১ তক্ষ্যামি ইতি বা পাঠঃ।

*২ হরিভাবিতা ইত্যপরে পঠন্তি।

*৩ বিষ্ণো চ ইতি বা পাঠঃ।

*৪ নাত্র জীবতি ইতি বা পাঠঃ।

*৫ পদ্মায়াশ্চরুচেষ্টায়া ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। যদি শূলপাণির বাক্য মিথ্যা হয়, যদি বিষ্ণু আমাকে স্মরণ না করেন, তাহা হইলে আমি হরিকে ধ্যান করিতে করিতে জলন্ত অনলে দেহ ত্যাগ করিব। ৫

আমি অতিদীনা মানবী বা কোথায়, আর সেই দেবাদিদেব নারায়ণই বা কোথায়? বিধাতা মৎ প্রতি বিমুখ, নতুবা চন্দ্রশেখর আমাকে বঞ্চনা করিলেন কেন? ৬

বিষ্ণু কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আমি জীবনধারণ করিতেছি। এইরূপ অবস্থায় আমি ব্যতীত অন্য কেহ জীবনধারণ করিতে পারে না। ৭

আমি (শুক) সুচরিতা পদ্মাদেবীর এরূপ নানা প্রকার শোকজনক বিলাপ শুনিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। ৮

শুকস্য বচনং শ্রুত্বা কল্কিঃ পরমবিস্মিতঃ।
তং জগাদ পুনর্যাহি পদ্মাং বোধয়িতুং প্রিয়াম্ ॥ ৯
মৎসন্দেশহরো* ভূত্বা যদ্রূপগুণকীর্ত্তনম্।
শ্রাবয়িত্বা পুনঃ কীর! সমায়াস্যসি বান্ধব ॥ ১০

সা মে প্রিয়া পতিরহং তস্যা দেব বিনির্ম্মিতঃ।
মধ্যস্থেন ত্বয়া যোগমাবয়োশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১১
সর্ব্বজ্ঞোঽসি বিধিজ্ঞোঽসি কালজ্ঞোঽপি কথামৃতৈঃ।
তামাশ্বাস্য মমাশ্বাসকথাস্তস্যাং সমাহর ॥ ১২

* মৎসন্দেশবহো ইতি পাঠান্তরঃ।

শ্লোকার্থ। শুকের কথা শুনিয়া কল্কি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি প্রিয়তমা পদ্মাকে সান্ত্বনা দানার্থ পুনর্বার সেখানে যাও। ৯

তুমি আমার বন্ধু। অদ্য তুমি আমার বার্তাবহ রূপে পদ্মার নিকট যাইবে এবং তাঁহাকে আমার গুণাবলী শুনাইয়া পুনরায় এখানে আসিবে। ১০

প্রিয়া পদ্মা আমার প্রণয়িণী ও আমি তার প্রিয় পতি, বিধাতা ইহা স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন। তুমি মধ্যস্থ হইয়া আমাদের পরস্পর মিলন ঘটাইবে। ১১

তুমি সর্বজ্ঞ, বিধিজ্ঞ ও কালজ্ঞ। অতএব তুমি বাক্যরূপ অমৃত বর্ষণে পদ্মাকে আশ্বাসিত করিয়া আমার নিকট তাঁহার আশ্বাসবাক্য লইয়া আসিবে। ১২

ইতি কল্কের্বচঃ শ্রুত্বা শুকঃ পরমহর্ষিতঃ।
প্রণম্য তং প্রীতমনাঃ প্রযযৌ সিংহলং ত্বরম্ ॥ ১৩
খগঃ সমুদ্রপারেণ স্নাত্বা পীত্বামৃতংপয়ঃ।
বীজপূরফলাহারো যযৌ রাজনিবেশনম্ ॥ ১৪
তত্র কন্যাপুরং গত্বা বৃক্ষে নাগেশ্বরে বসন্।
পদ্মামালোক্য তাং প্রাহ শুকো মানুষভাষয়া ॥ ১৫
কুশলং তে বরারোহে! রূপযৌবনশালিনী।
ত্বাং লোলনয়নাং মন্যে লক্ষ্মীরূপামিবাপরাম্ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। কল্কির বাক্য শ্রবণে শুকপক্ষী পরম আহ্লাদিত হইল এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতমনে সত্বর সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিল। ১৩

অতঃপর সমুদ্রপারে গমন করিয়া শুক পক্ষী স্নান করিয়া অমৃতময় জল পানান্তে বীজপুর নামক ফল আহার করিল। ১৪

তৎপরে রাজসদনে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নাগকেশর পুষ্প বৃক্ষে উপবিষ্ট হইল। পদ্মাকে অবলোকন করিয়া শুক মনুষ্যবাক্যে বলিল। ১৫

হে বরারোহে, তুমি কুশলে আছো ত? আমি দেখিতেছি, তুমি নিরুপমা, রূপবতী ও পূর্ণযৌবনা। তোমার নয়নদ্বয় চঞ্চল। মনে হয় তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী। ১৬

পদ্মাননাং পদ্মগন্ধাং পদ্মনেত্রাং করাম্বুজে।
কমলং কলয়ন্তীং ত্বাং লক্ষয়ামি পরাং শ্রিয়ম্॥ ১৭
কিং ধাত্রা সর্ব্বজগতাং রূপলাবণ্য সম্পদাম্।
নির্ম্মিতাসি বরারোহে! জীবানাং মোহকারিণি॥ ১৮
ইতি ভাষিতমাকর্ণ্য কীরস্যামৃতমদ্ভুতম্*।
হসন্তী প্রাহ সা দেবী তং পদ্মা পদ্মমালিনী॥ ১৯
কস্তং কস্মাদাগতোঽসি কথং মাং শুকরূপধৃক্।
দেবো বা দানবো বা ত্বং আগতোঽসি দয়াপরঃ॥ ২০

* কীরস্যামিতমদ্ভুতম্ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। তোমার মুখমণ্ডল পদ্মসদৃশ, গাত্রে পদ্মগন্ধ এবং নয়নদ্বয় পদ্মতুল্য শোভমান। তোমার হস্ত পদ্ম সদৃশ এবং তোমার হস্তেও পদ্ম। এই সকল লক্ষণে আমার প্রত্যয জন্মে, তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী। ১৭

হে বরাননে, তুমি সকল জীবেরই মোহকারিণী। বোধ হয়, বিধাতা সমস্ত জগতের রূপ লাবণ্যরাশি সংগ্রহ করিয়া তোমাকে সৃজন করিয়া থাকিবেন। ১৮

পদ্মমাল্য বিভূষিতা পদ্মা, শুকপক্ষীর অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত কথা শুনিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি শুকরূপধারী দেবতা কি দানব? তুমি দয়া বশে আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছ? ১৯-২০

শুক উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞোঽহং কামগামী সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
দেবগন্ধর্ব্বভূপানাং সভাসু পরিপূজিতঃ ॥ ২১
চরামি স্বেচ্ছয়া খে ত্বাম্ ঈক্ষণার্থমিহাগতঃ।
ত্বামহং হৃদি সন্তপ্তাং ত্যক্তভোগাং মনস্বিনীম্ ॥ ২২
হাস্যালাপ-সখীসঙ্গ-দেহাভরণ-বর্জ্জিতাম্।
বিলোক্যাহং দীনচেতাঃ পৃচ্ছামি শ্রোতুমীরিতম্।
কোকিলালাপ-সন্তাপ-জনকং মধুরং মৃদু ॥ ২৩
তব দন্তৌষ্ঠ জিহ্বাগ্রলুলিতাক্ষরপঙ্‌ক্তয়ঃ।
যৎকর্ণকুহরে মগ্নাস্তেষাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ* ॥ ২৪

*ততঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। শুকপক্ষী কহিল, আমি সর্বজ্ঞ, সর্ব-শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ও দ্রুতগামী। যখন যেখানে ইচ্ছা বায়ুবেগে গমন করিতে পারি। দেব-গন্ধর্ব সভায় আমি সম্মানিত ও সমাদৃত। আমি আকাশমার্গে স্বেচ্ছায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। অধুনা তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তুমি প্রশস্তহৃদয়া হইয়াও এক্ষণে অতিশয় সন্তাপযুক্তা ও ভোগসুখে বিমুখী হইয়াছ। ২১-২২

হাস্য পরিহাস, কাহারও সহিত আলাপ, সখীসঙ্গ ও দেহাভরণ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছ। আমি তদীয় অবস্থা দেখিয়া দীনচেতা হইয়া তোমার কোকিল-কুজনাধিক মধুর মৃদুবাক্য শ্রবণার্থ তদীয় পরিতাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি।২৩

তোমার দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বাগ্র-নিঃসৃত অক্ষরপঙ্‌ক্তি যাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার পরম সৌভাগ্য।২৪

সৌকুমার্য্যং শিরীষস্য ক্ব কান্তির্বা নিশাকরে।
পীযুষং ক্ব বদন্ত্যেবানন্দং ব্রহ্মণি তে বুধাঃ*[১] ॥ ২৫

তব বাহুলতাবদ্ধা যে পাস্যন্তি *২ সুধাননম্।
তেষাং তপোদানজপৈর্ব্যর্থৈঃ কিং জনয়িষ্যতি॥ ২৬
তিলকালকসংমিশ্রং লোলকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
লোলেক্ষণোল্লসদ্বক্ত্রং*৩ পশ্যতাং ন পুনর্ভবঃ॥ ২৭
বৃহদ্রথসুতে! স্বাধিং বদ ভাবিনি যৎকৃতেণ।
তপঃ ক্ষীণামিব তনূং লক্ষয়ামি রুজং বিনা।
কণকপ্রতিমাণ যদ্বৎ পাংশুভির্মলিনীকৃতা॥ ২৮

শ্লোকার্থ। শিরীষপুষ্পের সৌকুমার্য ও নিশাকরের কান্তি তোমার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পণ্ডিতগণ অমৃতময় ব্রহ্মানন্দের প্রশংসা করেন, কিন্তু তোমার নিকট তাহাও অতি নগণ্য।২৫

যে পুণ্যাত্মা পুরুষ তোমার বাহুলতায় আবদ্ধ হইয়া তদীয় বদনামৃত পান করিবেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গপ্রদ তপ, জপ ও দানাদি ধর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই।২৬

যাঁহারা তোমার এই অলক-তিলক সংমিশ্র চঞ্চল-কুণ্ডল-মণ্ডিত বিলোল-লোচনালংকৃত মুখমণ্ডল দেখিবেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হইবে না।২৭

হে বৃহদ্রথতনয়ে, এক্ষণে তোমার মনোদুঃখের কারণ কি বল। হে ভাবিনি, অধুনা মানসিক দুঃখের জন্য তোমার এই শরীর-পীড়া ব্যতিরেকেও তোমাকে তপঃক্ষীণা সদৃশ দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ সুবর্ণপ্রতিমা পাংশু স্পর্শে মলিনীকৃত হইলে যেরূপ অসুন্দর দেখায়, তাহার ন্যায় দেখাইতেছে।২৮

*১ ব্রহ্মণি তেঽধুনাঃ ইতি বা পাঠঃ। *২ যে পশ্যন্তি ইতি বা পাঠঃ।
*৩ লোলেক্ষনোল্লসদ্বক্রনেত্রং ইতি বা পাঠঃ।
†বদ ভাবিনী যৎ কৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্।
‡কণক প্রতিমং তদ্বৎ ইত্যপরে পঠন্তি।

পদ্মোবাচ।

কিংরূপেণ কুলেনাপি ধনেনাভিজনেন বা।
সর্ব্বং নিষ্ফলতামেতি যস্য দৈবমদক্ষিণম্* ॥ ২৯

শৃণুকীর মমাখ্যানং যদি বা বিদিতং তব।
বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরে হরসেবাং করোম্যহম্॥ ৩০
তেন পূজাবিধানেন তুষ্টো ভূত্বা মহেশ্বরঃ।
বরং বরয় পদ্মে! ত্বমিত্যাহ প্রিয়য়া সহ॥ ৩১
* লজ্জয়াধোমুখীমগ্রে স্থিতাং মাং বীক্ষ্য শঙ্কর।
প্রাহ তে ভাবিতা স্বামী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥৩২

শ্লোকার্থ। পদ্মাদেবী বলিলেন, ভগবান বিষ্ণু যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন নহেন, তাহার পক্ষে রূপ, কুল, ধন ও উচ্চবংশে জন্ম সকলই নিষ্ফল।২৯

হে কীর, যদি আমার বৃত্তান্ত তোমার অবিদিত থাকে, তবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পৌগণ্ড[৫৫], বাল্য ও কৈশোর অবস্থায় আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।৩০

মহেশ্বর আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া পার্বতীর সহিত আসিয়া আমাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।৩১

অনন্তর তিনি আমাকে সম্মুখবর্তিনী ও লজ্জাভরে অধোমুখী দেখিয়া বলিলেন, প্রভু নারায়ণ তোমার স্বামী হইবেন।৩২

টিপ্পনী। ৫৫। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চমবর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স পৌগণ্ড। একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর। জন্মসাল হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব। ষষ্ঠ বর্ষ হইতে সাড়ে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য। সতের বর্ষ হইতে পঁয়ত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত যৌবন। ছত্রিশ বর্ষ হইতে পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রৌঢ় দশা। একান্ন বর্ষ হইতে সত্তর বর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধদশা। একাত্তর বর্ষ হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত অতিবৃদ্ধ দশা।

*দৈবমদক্ষিনম্ ইতি বা পাঠঃ।

*লজ্জয়েধোমুখীমগ্রে ইতি বা পাঠঃ।

দেবো বা দানবো বান্যো গন্ধর্ব্বো বা তবেক্ষণাৎ।
কামেন মনসা নারী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৩

ইতি দত্ত্বা বরং সোমঃপ্রাহ বিষ্ণ্বর্চনং যথা।
তথাহং তে প্রবক্ষ্যামি সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ৩৪
এতাঃ সখ্যো নৃপাঃ পূর্ব্বমাহৃতা যে স্বয়ংবরে।
পিত্রা ধর্ম্মার্থিনা দৃষ্ট্বা রম্যাং মাং যৌবনান্বিতম্* ॥ ৩৫
স্বাগতাস্তে সুখাসীনা বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ।
যুবানো গুণবন্তশ্চ রূপদ্রবিণসম্মতাঃ ॥ ৩৬
স্বয়ংবরগতাং মাং তে বিলোক্য রুচিরপ্রভাম্।
রত্নমালাশ্রিতকরাং নিপেতুঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৩৭

শ্লোকার্থ। দেব, দানব, গন্ধর্ব বা অন্য যে কেহ সকামহৃদয়ে তোমাকে দেখিবে, সে তৎক্ষণাৎ নারীরূপে পরিণত হইবে। ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ বরদান করিয়া যেরূপ বিষ্ণুপূজার প্রকরণ বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, সমাহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ৩৩-৩৪

এই যে আমার সখীগণকে দেখিতেছ, ইঁহারা সকলেই পূর্বে রাজা ছিলেন। আমার পিতা আমাকে যৌবনসীমায় উপনীতা ও রমণীয়াকৃতি দেখিয়া ধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত এই সকল রাজাকে আমার স্বয়ংবর সভায় সমবেত করাইয়া-ছিলেন। ৩৫

ইঁহারা তরুণ, গুণশীল, রূপবান্ ও অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং আমার পাণি-গ্রহণ কামনায় সুখে আগত ও স্বয়ংবর-সভায় সুখাসীন হইলে আমি হস্তে রত্নমালা লইয়া মনোহর প্রভা বিস্তার পূর্বক স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলাম। তখন রাজগণ আমাকে দেখিয়াই পঞ্চশরে জর্জরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ৩৬-৩৭

*যৌবনান্বিতাম্ ইতি বা পাঠঃ।

তত উত্থায় সংভ্রান্তাঃ সংপেক্ষ্য*[১] স্ত্রীত্বমাত্মনঃ।
স্তনভারনিতম্বেন গুরুণা পরিণামিতাঃ ॥ ৩৮

হ্রিয়া ভিয়া চ শত্রূণাং মিত্রাণামতিদুঃখদম্ ।
স্ত্রীভাবং মনসা ধ্যাত্বা মামেবানুগতাঃ*২ শুক ॥ ৩৯
পারিচর্য্যা হররতাঃ*৩ সখ্যঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ ।
ময়া সহ তপোধ্যান পূজাঃ কুর্ব্বান্তি সম্মতাঃ ॥ ৪০

তদুদিতমিতি সংনিশম্য কীরঃ শ্রবণসুখং নিজমানস প্রকাশম্ ।
সমুচিতবচনৈঃ প্রতীক্ষ্য* পদ্মাং মুরহরযজনং পুনঃ প্রচষ্টে ॥ ৪১

*১ সংপ্রেক্ষ্য ইতি বা পাঠঃ । *২ মামেবানগতাং ইতি বা পাঠঃ ।
*৩ হরেরেতাঃ ইতি বা পাঠঃ । *প্রতোষ্য ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ। পরে তাঁহারা সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের শরীরে স্ত্রীচিহ্ন সমস্ত পরিলক্ষিত এবং গুরুতর নিতম্ব ও পীন-পয়োধরদ্বয় শোভা পাইতেছে ।৩৮

হে শুক, অনন্তর তাঁহারা নিজ নিজ নারীরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া শত্রু বা মিত্র সকলেরই নিকট লজ্জা ও ভয় হেতু সাতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে কিয়ৎকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া পরিশেষে আমারই অনুগামী হইলেন ।৩৯

এক্ষণে ইঁহারা আমার সখী হইয়াছেন। ইঁহারা সর্বগুণে ভূষিত ও আমার প্রীতির পাত্র। ইঁহারা আমার সহিত বিষ্ণুর পূজা, পরিচর্যা, ধ্যান ও তপস্যা করিতেছেন ।৪০

পদ্মার নিকট শ্রুতিমধুর ও মনঃপ্রীতি-কর এই বাক্য শুনিয়া শুক সমুচিত বচনে তাঁহার পরিতোষ সম্পাদনপূর্বক বিষ্ণুপূজা-৫৬ বিষয়ক কথার প্রস্তাব করিলেন ।৪১

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে
শুকপদ্মাসংবাদং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।।

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে প্রথমাংশে
শুক-পদ্মা সংবাদ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

টিপ্পনী। ৫৬। যে দেবতা জগতে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি বিষ্ণু। যে দেবত জগৎকে পালন ও প্রসন্ন করেন, তিনি বিষ্ণু। সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণে আলোকে ধাত্বর্থ দ্বারা বিষ্ণু শব্দের নানা অর্থ করা যায়। ইহাতে কোন সন্দে নাই যে, অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর ভগবানের নামই বিষ্ণু। বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রলয়কালে বিশ্বজগৎ নারায়ণের শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। এই কারণে তাঁহা নাম বিষ্ণু হয়েছে। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে আছে।—

যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্বং তস্য শক্ত্য মহাত্মনঃ।
তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুঃ বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥

ঐ মহাত্মা বিষ্ণু দৈবশক্তিবলে এই বিশ্বে প্রবিষ্ট হন্। বিশ্ ধাতুর প্রবেশ রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (প্রকৃতি খণ্ড, ২৪ অধ্যায়) আছে।—

ন ক্ষীয়সে ন ক্ষরসে কল্পকোটিশতৈরপি।
তস্মাৎ ত্বমক্ষরত্বাৎ চ বিষ্ণুর্বেতি প্রকীর্ত্যসে॥

শতকোটি কল্পেও যিনি ক্ষয়প্রাপ্ত বা ক্ষরিত হন না, সেই অক্ষর পুরুষ বিষ্ণু নামে প্রকীর্তিত। ভগবান বিষ্ণু রজোগুণের প্রভাবে সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণে প্রাধান্যে পালন করেন ও তমোগুণের আধিক্যে সংহার করেন।

কূর্মপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক চতুষ্টয় দৃষ্ট হয়।

রজোগুণময়ং চাণ্যং রূপং তস্যৈব ধীমতঃ।
চতুর্মুখঃ স ভগবান্ জগৎ সৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে॥
সৃষ্টং চ পাতি সকলং বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
সত্ত্বং গুণমুপাশ্রিত্য বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্॥
অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ সর্বাত্মা পরমেশ্বরঃ।
তমোগুণং সমাশ্রিত্য রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ॥
একোঽপি সন্ মহাদেবস্ত্রিধাঽসৌ সমবস্থিতঃ।
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ॥

সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ রজোগুণের প্রভাবে ব্রহ্মরূপ পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন। বিশ্বেশ্বর শ্রীহরি স্বয়ং সত্বগুণ আশ্রয়ে বিশ্বমুখ বিশ্বাত্মা বিষ্ণুরূপে সর্বলোক পরিপালন করেন। অনন্তর প্রলয়কালে ঐ সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর তমোগুণাশ্রয়ে রুদ্ররূপে সমস্ত জগৎ সংহার করেন। ঐ নিরঞ্জন মহাদেব এক সত্বা হইয়াও ত্রিবিধ মূর্তিতে বিরাজমান হন এবং গুণত্রয়ের প্রভাবে তিন ভিন্নমূর্তি ধারণ পূর্বক সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। অগ্নিপুরাণে সর্গানুশাসন অধ্যায়ে আছে।—

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।
সন্ সংজ্ঞা যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে চৈব বিষ্ণুত্বে পাতি নিত্যশঃ।
রুদ্রত্বে চৈব সংহর্ত্তা একো দেবোত্রিধা স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ অদ্বিতীয় ভগবান্ জনার্দ্দনই তিনরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনরূপে তিন নাম প্রাপ্ত হন এবং যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। এখন ইহা নিশ্চিত হইল যে, পরমেশ্বরের সত্বগুণময়ী পালন শক্তি বিষ্ণু নামে আখ্যাত।

উক্ত মর্মে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদত্ত। আসমুদ্র হিমাচল বিষ্ণু ও শিবের পূজা সর্বত্র প্রচলিত কিন্তু ব্রহ্মার পূজা বহুল প্রচারিত নয়। উক্ত গ্রন্থে নারদের অভিশাপই ইহার কারণ রূপে বর্ণিত। ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে তাঁহার মানসপুত্র নারদ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা তাহাকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ দেন। কৃষ্ণগুণ গানে জীবন যাপনের ইচ্ছাই নারদ উক্ত আদেশ পালনে অসম্মত হওয়ায় ব্রহ্মা তাঁহাকে গন্ধর্বলোকে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দেন। ইহাতে নারদ ব্রহ্মাকে প্রতিশাপ দিলেন,—

তন্ত্র মন্ত্র কবচাদি যতেক তোমার।
বিলুপ্ত হইবে সব অবনী মাঝার॥
যজ্ঞাদিতে তব ভাগ দেবতারা লবে।
পূজাদিতে নাম মাত্র তোমার রহিবে॥

প্রথম অংশ

সপ্তম অধ্যায়

শুক উবাচ।

বিষ্ণ্বর্চ্চনং শিবেনোক্তং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং শুভে।

ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি শিবশিষ্যত্বমাগতা॥ ১

অহং ভাগ্যবশাদত্র সমাগম্য তবান্তিকম্।

শৃণোমি পরমাশ্চর্য্যং কীরাকার নিবারণম্॥ ২

ভগবদ্ভক্তি যোগঞ্চ জপধ্যান বিধিং মুদা।

পরমানন্দ-সন্দোহ-দান-দক্ষং শ্রুতি প্রিয়ম্॥ ৩

পদ্মোবাচ।

শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্।

যৎ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতস্য শ্রুতস্য গদিতস্য চ॥ ৪

সদ্যঃ পাপহরং পুংসাং গুরুগোব্রহ্মঘাতিনাম্।

সমাহিতেন মনসা শৃণু কীর মমোদিতম্*॥ ৫

শ্লোকার্থ। শুক পক্ষী বলিল, হে কল্যাণি, তুমি ধন্যা ও পুণ্যবতী। কারণ, তুমি মহেশ্বরের প্রিয় শিষ্যা হইয়াছ। আমি তোমার নিকট শিব-প্রোক্ত বিষ্ণুপূজার প্রকরণ শ্রবণের অভিলাষী। ১

অদৃষ্টক্রমে অদ্য আমি তবসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তোমার নিকট পরম আশ্চর্য বিষ্ণু-পূজা-বিবরণ শ্রবণ করিব। তাহা হইলে পুনর্বার আমাকে আর পক্ষীযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে না। ২

ঐ বিষ্ণু-পূজা-প্রকরণে যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তি হয় ও যেরূপে বিষ্ণুর ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিতে হয়, তাহার বিধি নির্দিষ্ট আছে। এই বিষ্ণুপূজাপ্রকরণ শ্রবণ-মধুর ও পরমানন্দ দায়ক।৩

পদ্মা দেবী বলিলেন, শিবকথিত বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি অতীব পবিত্র। শ্রদ্ধা ভরে উহা শ্রবণান্তে অনুষ্ঠান করিলে বা কহিলে মনুষ্য গোহত্যা, গুরুহত্যা ও ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাতক হইতে সদ্য মুক্ত হয়। হে বিহঙ্গম্, শিব যে বিষ্ণুপূজার বিধি বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, একাগ্র-হৃদয়ে শ্রবণ কর।৪-৫

*যথোদিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

কৃত্বা যথোক্ত কর্ম্মাণি পূর্ব্বাহ্নে স্নানকৃৎ শুচিঃ।
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ স্পৃষ্টাপঃ স্বাসনে বসেৎ॥ ৬
প্রাচীমুখঃ সংযতাত্মা সাঙ্গ ন্যাসং প্রকল্পয়েৎ।
ভূতশুদ্ধিং ততোঽর্ঘস্য স্থাপনং বিধিবচ্চরেৎ॥ ৭
ততঃ কেশবকৃত্ত্যাদিন্যাসেন তন্ময়ো ভবেৎ।
আত্মানং তন্ময়ং ধ্যাত্বা হৃদিস্থং স্বাসনে ন্যসেৎ॥ ৮

শ্লোকার্থ। মনুষ্য প্রাতঃকালে স্নান ও নিত্যকর্ম সমাধান করিয়া শুচি হইয়া হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্বক জলস্পর্শণান্তে[৫৭] স্বীয় আসনে[৫৮] উপবেশন করিবে। তদনন্তর সংযতাত্ম হইয়া পূর্বমুখে উপবেশনান্তে অঙ্গন্যাস,[৫৯] ভূতশুদ্ধি ও যথাবিধানে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৬-৭

তৎপর কেশবকৃত্যাদি ন্যাস দ্বারা তন্ময় হইয়া নিজেকে বিষ্ণুময় ভাবনা পূর্বক হৃদিস্থিত বিষ্ণুকে মনঃকল্পিত আসনে সংস্থাপিত করিবে। ৮

টিপ্পনী ৫৭। জল স্পর্শ করিয়া বলিলে বোঝা যায়, মস্তকাদি অঙ্গে জলের ছিটা দিয়া পবিত্র হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া। পদধৌত করার জন্য দিগ্‌নিরূপণ করিতে হয়। আহ্নিক-তত্ত্বে আছে—

প্রথমং প্রাঙ্‌মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ শনৈঃ।
উদঙ্‌মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ॥

প্রথমে পূর্বমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। উত্তরমুখে দৈবকর্ম ও দক্ষিণমুখে পিতৃকর্ম বিধেয়।

টিপ্পনী ৫৮। পূজার্থ উপবেশনের স্থানই আসন। মহানির্বাণতন্ত্রে নিম্নোক্ত পঞ্চশ্লোকে আসন নিরূপণ ব্যাখ্যাত।

ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতির্দৌভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্রনিম্বকদম্বানামাসনে সর্বনাশনম্॥

উপবিশ্যাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে।
রাঙ্কবে কম্বলে বাপি কাশাদৌ ব্যাঘ্রচর্মণি॥

ন কুর্য্যাদর্চনং বিষ্ণোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিষু।
কাষ্ঠাসনে বৃথা পূজা পাষাণে ব্রণসম্ভবঃ॥

ভূম্যাসনে গতির্নাস্তি বস্ত্রাসনে দরিদ্রতা।
কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা॥

কৃষ্ণাজিনে ধনী পুত্রী মোক্ষঃ স্যদ্ব্যাঘ্রচর্মণি।
মন্ত্রযোগং প্রকুর্বীত ভোগার্থে সুখমাসনে॥

মহানির্বাণ তন্ত্রে আসন পরিমাণ এইরূপে নিরূপিত।

নৈতদ্দ্বিহস্ততোদীর্ঘে সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতম্।
ন ... .পূজা কর্মণি সংগ্রহে॥
আসনং চ ততঃ কুর্যাৎ নাতিনীচং চ উচ্ছ্রিতম্॥

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে আসন রচনা বিবৃত।

পূজার আসনে পদরক্ষার বিধিও মহানির্বাণতন্ত্রে উল্লিখিত। যথা—

কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরঃসরম্।
স্মরন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ॥

আসনে উপবেশনের বিধি মহানির্বাণতন্ত্রমতে নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

আসনেভ্যঃ সমস্তেহভ্যঃ সাম্প্রতং দ্বয়মুচ্যতে।
একং সিদ্ধাসনং নাম দ্বিতীয়ং কমলাসনম্॥

বিবিধ বৈদিক ক্রিয়াকর্মে স্বস্তিকাসন ব্যবহৃত হয়। শিবসংহিতায় স্বস্তিকাসনের বিবরণ নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

জানূর্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

শিবসংহিতায় আসনে উপবেশনের দিক্ নিরূপণ এইভাবে নির্দেশিত।

অন্তর্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণতীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥

স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বাচান্তঃ পূর্বদিঙ্মুখঃ।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্বীত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্॥

নিম্নে আসনশুদ্ধির মন্ত্র উদ্ধৃত হইল—

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা।
ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥

আসন পূজার মন্ত্র—ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।

৫৯। পূজা জপাদির প্রারম্ভে ত্রিবিধ বিঘ্ননাশার্থ কর্তব্যবিশেষ বিহিত। অনন্তর ন্যাসাদি করিতে হয়। 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে মাতৃকান্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদি বর্ণিত। 'সঙ্গীত-সার সংগ্রহ' গ্রন্থোক্ত জহান্যাস শব্দের অর্থ আবৈতহা রাগরাগিণীর স্বর বুঝিতে হইবে। যথা—

ন্যাসঃ স্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীত সমাপকঃ।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ।
যথোপচারৈঃ সংপূজ্য মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ॥ ৯

ধ্যায়েৎ পাদাদি কেশান্তং হৃদয়াম্বুজমধ্যগম্।
প্রসন্ন বদনং দেবং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্॥ ১০

ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা।

যোগেন সিদ্ধ* বিবুধৈঃ পরিভাব্যমানং
লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকাঞ্চিত ভক্তভৃঙ্গম্।
প্রোত্তুঙ্গরক্তনখরাঙ্গুলি পত্রচিত্রং
গঙ্গারসং হরিপদাম্বুজমাশ্রয়েঽহম্॥ ১১

শ্লোকার্থ। অনন্তর দেশিক[৬০] মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচারে পূজাপূর্বক

হৃৎপদ্ম মধ্যগত প্রসন্নবদন ভক্তাভীষ্টফলদায়ক সেই পূজ্য দেবকে পাদপদ্ম অবধি কেশ পর্যন্ত ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে।৯-১০

পরে 'ওঁ নারায়ণায় স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিম্নলিখিত স্তুতিপাঠ করিবে। যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীর আশ্রয়, যাঁহার ভক্তরূপ ভৃঙ্গবৃন্দ তুলসী দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, যাঁহার রক্তবর্ণ-নখযুক্ত অঙ্গুলিরূপ পত্র দ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত রহিয়াছে, ঈদৃশ হরিপাদপদ্মের আশ্রয় লইলাম। ১১

টিপ্পনী ৬০। দেশিক অর্থে উপদেশক, পুরোহিত। এই সম্বন্ধে যিনি মন্ত্র উপদেশ (উচ্চারণ) করেন তিনি দেশিক। দেশিক ভাবার্থপূজক।

* সিদ্ধিবিবুধৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

গুম্ফন্মনি প্রচয় ঘট্টিতরাজহংসং সিঞ্জৎ সুনূপুরযুতং পদপদ্মবৃন্তম্।

পীতাম্বরাঞ্চলবিলোলবলৎ পতাকং
স্বর্ণত্রিবক্ত্র বলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি॥ ১২

জঙ্ঘে সুপর্ণগলনীলমণি প্রবৃদ্ধে:
শোভাস্পদারুণমণিদ্যুতি চঞ্চু মধ্যে।
আরক্ত পাদতললম্বন শোভমানে
লোকে ক্ষণোৎসবকরে চ হরেঃ স্মরামি॥ ১৩

তে জানুনী মখপতের্ভুজমূল সঙ্গরঙ্গোৎ
সবাবৃতত‌ড়িদ্বসনে বিচিত্রে।
চঞ্চৎ পতত্র মুখনির্গত সামগীতঃ
বিস্তারিতাত্মযশসীচ হরেঃ স্মরামি॥ ১৪

শ্লোকার্থ। বিষ্ণুর যে চরণ-কমলবৃন্ত গুম্ফিত মণিগণ দ্বারা শোভিত ও রাজহংসের ন্যায় শব্দায়মান শোভন নূপুরে সজ্জিত রহিয়াছে, যাহা পীত বসনের চঞ্চল অঞ্চল দ্বারা চালিত পতাকাবৎ শোভা পাইতেছে, যাহাতে স্বর্ণনির্মিত ত্রিবক্ত বলয় দীপ্তি বিস্তার করিতেছে, সেই চরণকমলবৃন্ত স্মরণ করি। ১২

যাহা গরুড়ের গলদেশস্থিত নীলকান্তমণি সদৃশ, যাহার মধ্যস্থলে বিনতানন্দনের অরুণবরণমণিতুল্য চঞ্চুদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার নিম্নে লম্বমান ঈষৎ রক্তবর্ণ পদতল শোভিত হইতেছে, যাহা ভক্তবৃন্দের নয়নের আনন্দদায়ক, শ্রীহরির সেই জঙ্ঘাদ্বয় স্মরণ করি। ১৩

উৎসবার্থ স্কন্ধদেশে অর্পিত বিদ্যুৎসদৃশ পীতবস্ত্র পতিত হওয়ায় যাহা বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গরুড় মুখে বিনির্গত সামগান দ্বারা যাঁহার মাহাত্ম্য সুবিস্তৃত হইতেছে, শ্রীবিষ্ণুর সেই জানুদ্বয় স্মরণ করি। ১৪

বিষ্ণোঃ কটিং বিধিকৃতান্ত মনোজভূমিং
জীবাণ্ডকোষগণ সঙ্গ দুকূল মধ্যমাম্*।
নানাগুণ প্রকৃতি পীত বিচিত্র বস্ত্রাং ধ্যায়েন্নিবদ্ধবসনাং
খগপৃষ্ঠ সংস্থাম্॥ ১৫

শতোদরং ভগবতস্ত্রিবলি প্রকাশম্, আবর্ত্তনাভিবিকসদ্বিধিজন্ম
পদ্মম্*[২]।
নাড়ীনদীগণরসোত্থসিতান্ত্র সিন্ধুং
ধ্যায়েঽণ্ডকোষনিলয়ং তনুলোমরেখম্॥ ১৬

বক্ষঃ পয়োধিতনয়াকুচকুঙ্কুমেনহারেণ কৌস্তুভমণিপ্রভয়া
বিভাতম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মী-হরিচন্দনজ প্রসূন
*৩ মালোচিতং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি॥ ১৭

শ্লোকার্থ। যাহা বিধাতা, যম ও কন্দর্পের আধার[৬১] এবং যেখানে ত্রিগুণা প্রকৃতি পীত ও বিচিত্র বসনরূপে অবস্থিত, যে স্থলে জীবগণের বীজের আধারসংযুক্ত দুকূল শোভা পাইতেছে, সেই খগপৃষ্ঠস্থিত শ্রীবিষ্ণুর কটিদেশ ধ্যান করি। ১৫

যাহাতে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্ততুল্য নাভিসরোবরে ব্রহ্মার জন্মস্থানরূপ—পদ্ম[৬২] বিকসিত, যে স্থানে নাড়ীরূপ নদীগণের রস

দ্বারা অম্বররূপ সিন্ধু উল্লসিত, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, যাহাতে সূক্ষ্মরোম-রাজি শোভিত, ভগবানের তাদৃশ ক্ষীণ উদর স্মরণ করি। ১৬

লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুম, হার ও কৌস্তুভমণির[৬৩] প্রভা দ্বারা বিরাজমান, শ্রীবৎসচিহ্নিত[৬৪] হরিচন্দনজাত[৬৫] কুসুমমালা দ্বারা বিভূষিত এবং পরম রমণীয় ভগবানের বক্ষঃস্থল স্মরণ করি। ১৭

*১ মধ্যাম্ ইতি পাঠান্তরম।

*২ শাতোদরংভগবতস্ত্রিবলিপ্রকাশভাবর্ত্তনাভিবিকর্ণদ্বিধিজন্মপদ্মম্ ইতি পাঠান্তরম্।

*৩ হরসংবরণ প্রসূনমালাচিতম্ ইতি পাঠান্তরম।

টিপ্পনী। ৬১। বিষ্ণুর কটিদেশ কন্দর্প (কামদেব), যম (মৃত্যুপতি) ও ধাতা (ব্রহ্মা) এই তিন দেবতাব মূলাধার বা বাসস্থান। ইহার বিশদার্থ এই যে, কটিদেশ বীর্য্যস্থান, বলাধার। প্রথমে এই স্থানে কামোদ্ভব হয়। পরে ব্রহ্মাদ্বারা উক্ত বীর্য্যে জীব সৃষ্টির বীজ সৃষ্ট হয়। বীর্য্য অর্থে প্রজনন শক্তি। তখন উক্ত বীর্য্য নারীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়, জীবের জন্ম হয়। পশ্চাতে যমরাজ বা মৃত্যুপতি দ্বাবা জীবের নাশ হয়। বীর্য্যপূর্ণ কটিদেশ সর্বজীবের আদি বাসস্থান।

৬২। প্রলয়ান্তে পৃথিবী জলময় হইয়াছিল, কার্য্য কারণসলিলে পরিণত হইয়াছিল। ভগবান নারায়ণ ঐ কারণসলিলে অনন্ত শয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার নাভিতে কমল উৎপন্ন হয়। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা জাত হন। এই কারণে ব্রহ্মাকে পদ্মযোনি বলা হয়। ব্রহ্মা জন্মগ্রহণান্তে চারিদিক্ দেখিতে ইচ্ছা করেন। তিনি যে দিকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, সেইদিকে তাঁহার একটি মুখ সৃষ্ট হইল। এইরূপে তাঁহার চারিমুখ সৃষ্ট হয়। এই হেতু ব্রহ্মা চতুর্মুখ নামে অভিহিত। সংস্কৃত শাস্ত্রে উল্লিখিত উপাখ্যান পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩ অধ্যায় ২ শ্লোকে) আছে—

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মাবিশ্বসৃজাং পতিঃ॥

এখানে নাভিপদ্মের যে বর্ণনা প্রদত্ত, তাহা নিঃসন্দেহে কল্কিপুরাণের আলোচ্যস্থলে সূচিত।

৬৩। দেবগণ অমৃত প্রাপ্তির আশায় সমুদ্র মন্থন করেন। সমুদ্র মন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। তৎপরে লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উৎপন্না হন। উক্ত মর্মে মহাভারতে (আদিপর্বে, ১৫ অধ্যায়ে, ৩৭ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়।—

কৌস্তুভস্ত মণির্দিব্য উৎপন্ন ঘৃতসম্ভবঃ।
মরীচি বিকচঃ শ্রীমান্নারায়ণ উরোগতঃ॥

ইহাতে ঘৃতসম্ভব শ্রীসম্পন্ন দিব্য কৌস্তুভ মণির উৎপত্তি হয়। ঐ কৌস্তুভ মণি হইতে সতত কিরণ নির্গত হইতেছিল। নারায়ণের বক্ষস্থলে কৌস্তুভ বিলম্বিত হয়। কৌস্তুভের পর অনেক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এইরূপে কৌস্তুভের জন্ম হয়। ইহা অতি বিখ্যাত দিব্য রত্ন। 'শব্দকল্পদ্রুমে' ভাগবতামৃতের এই শ্লোক উদ্ধৃত আছে।—

কৌস্তুভস্ত মহাতেজাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ।
ইদং কিমুত বক্তব্য প্রদীপাদ্দীপ্তিমানিতি॥

কৌস্তুভমণি অতিশয় তেজময়, কোটিসূর্য্যসমান প্রভাময় ও প্রদীপ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিময়। ইহার অধিক আর কি বলা যায়? এই হেতু কৌস্তুভ বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু শুধু এই কারণে কৌস্তুভের গৌরব অধিক নহে। নারায়ণ সযত্নে এই মণি বক্ষে ধারণ করেন। উক্ত কারণেই সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে কৌস্তুভের এত প্রশংসা কীর্তিত।

৬৪। শ্রীবৎস মাঙ্গলিক চিহ্ন বিশেষ। কোষকার হেমচন্দ্র বলেন, উহা বিষ্ণুদেবের চিহ্ন বিশেষ। উহা বিষ্ণুবক্ষঃস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী। কোন পণ্ডিতের মতে কৌস্তুভতুল্য রত্নবিশেষের নাম শ্রীবৎস।

৬৫। ইহা দেব বৃক্ষ বিশেষ। স্বর্গস্থিত নন্দন কাননে পঞ্চ মনোহর দেববৃক্ষ অবস্থিত। তন্মধ্যে এক বৃক্ষের নাম হরিচন্দন। অমরকোষে, স্বর্গবর্গে উক্ত পঞ্চ দেব বৃক্ষের নাম উল্লিখিত।—

পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্॥

পঞ্চ দেবতরুর নাম যথা —মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, পুংসি বা হরিচন্দন। এই সকল বৃক্ষ দেবতরু নামে অভিহিত। এই হরিচন্দনকে বৃক্ষরাজ বলা চলে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেববৃক্ষের প্রভূত মহিমা কীর্তিত। কোন দেবানুগৃহীত পুরুষ কোন প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম করিলে বৈদেহীগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করেন। সন্তান দেবতরু কৈলাসেও বিরাজিত।

বাহূ সুবেশসদনৌ বলয়াঙ্গদাদিশোভাস্পদৌ দুরিতদৈত্য বিনাশদক্ষৌ।
তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাসুনাভ
তেজোজ্জিতৌ সুললিতৌ মনসা স্মরামি ॥১৮
বামৌ ভূজৌ মুররিপোর্ধৃতপদ্মশঙ্খৌ
শ্যামৌ কারীন্দ্র* কর বন্মণিভূষণাঢ্যৌ।
রক্তাঙ্গুলি প্রচয়চুম্বিতজানুমধ্যৌ
পদ্মালয়া প্রিয়করৌ রুচিরৌ স্মরামি ॥১৯

কণ্ঠং মৃনালমমলং মুখপঙ্কজস্য লেখাত্রয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্ ।
কিংবা‡ বিমুক্তি বসমন্ত্রকসৎফলস্য
বৃন্তে চিরং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি ॥২০

শ্লোকার্থ। যে বাহুদ্বয় সুবেশ-নিলয় ও বলয়-অঙ্গদাদি[৬৬] অলংকার দ্বারা শোভমান, যে বাহুদ্বয় গদা[৬৭] দ্বারা দুর্দান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছে, যে বাহুদ্বয় গদা ও সুদর্শন চক্রের[৬৮] প্রভাবে সকলকে অভিভব করিতেছে, ভগবানের সেই সুললিত দক্ষিণ বাহুদ্বয় হৃদয়ে স্মরণ করি।১৮

মুররিপুর যে বামভুজদ্বয় করিকর সদৃশ শ্যামবর্ণ ও শংখপদ্মধারী, যাহাতে মণিময় ভূষণ শোভা পাইতেছে, যাহার রক্তবর্ণ অঙ্গুলিদল জানু স্পর্শ করিয়াছে, পদ্মাদেবীর অতি প্রিয় সেই মনোহর করযুগল স্মরণ করি।১৯

মুখপদ্মের মৃণালস্বরূপ নির্মল রেখাত্রয়-যুত বনমালা ভূষিত ও মুক্তাবস্থায় অবস্থিতির মন্ত্ররূপ রমণীয় ফলের বৃন্তস্বরূপ পরম সুন্দর ভগবানের কণ্ঠদেশ নিরন্তর ধ্যান করি।২০

*করীন্দ্র কর ইতি বা পাঠঃ।

†নিবতম্ ইতি বা পাঠঃ।

‡মুক্তবসমন্তক ইতি পাঠঃ।

টিপ্পনী ৬৬। রত্নখচিত সিংহমুখাকার লম্বনযুক্ত বাহুভূষণের নাম কেয়ূর বা অংগদ। কনুইয়ের উপরে যে তাবিজ বা বাজু ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পুরাকালে কেয়ুর বলিত। অধুনা ইহাকে বাহুবট বা বাজুবন্ধ বলে। রেখাযুক্ত না হইলে ইহাকে অংগদও বলে। এই অংগদ অনন্ত নামক ভূষণ সদৃশ। প্রথমে উহা মোতি খচিত হইত। 'রত্নরহস্য' গ্রন্থে আছে,

সুবর্ণমণিবিন্যস্তমুক্তাজালকমঙ্গদম্।

৬৭। বিষ্ণুর গদার নাম কৌমোদকী।

৬৮। বিষ্ণুচক্রের নাম সুদর্শন। অমরকোষে স্বর্গবর্গে আছে—

শংখো লক্ষ্মীপতেঃ পাঞ্চজন্যশ্চক্রং সুদর্শনম্।
কৌমোদকী গদা খড়্গো নন্দকঃ কৌস্তুভো মণিঃ॥

লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর শংখের নাম পাঞ্চজন্য, চক্রের নাম সুদর্শন, গদার নাম কৌমোদকী, খড়্গের নাম নন্দক ও মণির নাম কৌস্তুভ।

রক্তাম্বুজং দশনহাসবিকাশরম্যং রক্তাধরৌষ্ঠবরকোমল বাক্সুধাঢ্যম্।
সন্মানসোদ্ভবচলেক্ষণপত্রচিত্রং লোকাভিরামমমলঞ্চ হরেঃ স্মরামি॥২১
শুকাঙ্গজাবসথগন্ধামদং সুনাশং ভ্রূপল্লবং স্থিতিলয়োদয়কর্মদক্ষম্॥

কামোৎসবঞ্চ কমলাহৃদয়-প্রকাশং
সংচিন্তয়ামি হরিবক্ত্র বিলাসদক্ষম্*॥ ২২
কর্ণৌল্লসন্মকর-কুণ্ডলগণ্ডলোলৌ
নানাদিশাঞ্চ-নভসশ্চ-বিকাসগেহৌ।
লোলালকপ্রচয়চুম্বনকুঞ্চিতাগ্রৌ
লগ্নৌ হরের্মণিকিরীটতটে †স্মরামি॥ ২৩

শ্লোকার্থ। রক্তপদ্মনিভ, রক্তাধরোষ্ঠ দ্বারা কমনীয়, হাস্য-কালে দশন-

বিকাশ নিমিত্ত পরম সুন্দর, বচনরূপ সুধাসম্পন্ন, মনঃপ্রীতিকর, চঞ্চল নয়নপত্রে চিত্রিত, সর্বলোকের মনোরঞ্জন শ্রীহরির বদন-কমল ধ্যান করি। ২১

যাহা হইতে যমালয়ের গন্ধও আঘ্রাণ করিতে হয় না, যাহার সন্নিধানে উত্তম নাসিকা শোভিত রহিয়াছে, যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় হয়, যাহা হইতে মদনমহোৎসব প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহা দর্শনে কমলার হৃদয় বিকশিত হয়, শ্রীহরির মুখপদ্মে যাহা শোভা পাইতেছে, সেই ভ্রূপল্লব স্মরণ করি। ২২

গণ্ডস্থলে চঞ্চল মকরাকার কুণ্ডল দ্বারা যাহা বিভূষিত, যাহা দ্বারা নানা দিক্ ও আকাশমণ্ডল প্রকাশিত, যাহার অগ্রভাগ চঞ্চল অলক-দল স্পর্শে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত সদৃশ প্রতীয়মান, যাহা মণিময় কিরীট-প্রান্তে সংলগ্ন, শ্রীহরির ঈদৃশ কর্ণদ্বয় স্মরণ করি।২৩

* হরিবক্রবিলাসদক্ষম্ ইতি বা পাঠঃ।

† হরের্মণিকিরীতটে ইতি বা পাঠঃ।

ভালং বিচিত্রতিলকং প্রিয়চারুগন্ধ

গোরোচনারচনয়া ললনাক্ষি সখ্যম্ ॥

ব্রহ্মৈকধামমনিকান্ত-কিরীট-জুস্টং ধ্যায়েন্মনোনয়নহারকমীশ্বরস্য ॥ ২৪

শ্রীবাসুদেবচিকুরং কুটিলং নিবদ্ধং নানাসুগন্ধি-কুসুমৈঃ

স্বজনাদরেন দীর্ঘং|রমাহৃদয় গাশমনং*ধূনন্তং

ধ্যায়েৎস্বুবাহরুচিরং হৃদয়াব্জমধ্যে ॥২৫

মেঘাকারং সোমসূর্য্যপ্রকাশং সুভ্রূন্নাসং চক্রচাপৈকমানম্।

লোকাতীতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং বিদ্যুচ্চৈলঞ্চাশ্রয়েৎহংত্বপূর্ব্বম্ ॥২৬

শ্লোকার্থ। যাহা বিচিত্র তিলকে[৬৯] বিভূষিত, প্রিয় ও মনোজ্ঞ-গন্ধ-বিশিষ্ট-গোরোচনারচিত পত্রাবলি দ্বারা যাহা কামিনীর নয়ন-সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, ব্রহ্মের যাহা একমাত্র আশ্রয়, যেখানে মণিময় রমণীয় কিরীট শোভিত, যাহা সকলেরই মন ও নয়ন হরণ করে, ঈশ্বর হরির তাদৃশ ললাট স্মরণ করি। ২৪

স্বজনগণ কর্তৃক সমাদর সহকারে ন না স্থগন্ধি কুসুম দ্বারা বদ্ধ, কুটিল, দীর্ঘ,
র মনোভবনিবারণকারী, বায়ু-কম্পিত, কৃষ্ণ-মেঘের ন্যায় রুচির শ্রীবিষ্ণুর
শদাম হৃৎপদ্মমধ্যে ধ্যান করি। ২৫

যাঁহার শরীর মেঘতুল্য, নয়নদ্বয় চন্দ্র ও সূর্যসদৃশ, ভ্রূযুগল ইন্দ্রধনুঃসদৃশ,
সিকা খগচঞ্চুবৎ সুদীর্ঘ, নয়নদ্বয় পদ্মতুল্য বিস্তৃত ও যাঁহার বসন বিদ্যুৎ সদৃশ,
শ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করি। ২৬

প্পণী। ৬৯। পূর্বকালে মস্তকে ও কপোলে চন্দন ও কুংকুমাদি
ান্ধিদ্রব্য দ্বারা অলকাসমূহ চিত্রিত হইত। মুখে ও গালে বিবিধ লতাপাতা
কিত হইত। এই চিত্রণদ্বারা মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত। অধুনা
ান কোন স্থানে বিবাহাদির সময় বরকন্যার মুখমণ্ডলে উক্ত প্রকার
াকাদি চিত্রিত হয়। ইহা পূর্ব প্রথার লুপ্ত চিহ্ন মাত্র।

*রমাঙ্গরয়গাশমনে ইতি বা পাঠঃ।

দীনং হীনং সেবয়া বেদবত্যা পাপৈস্তাপৈঃ পূরিতং মে শরীরম্।
লোভাক্রান্তং শোকমোহাধিবিদ্ধং
কৃপাদৃষ্ট্যা পাহি মাং বাসুদেব ॥২৭
যে ভক্ত্যাদ্যাং ধ্যায়মানাং মনোজ্ঞাং
ব্যক্তিং বিষ্ণোঃ ষোড়শশ্লোক কপুষ্পৈঃ* ।
স্তুত্বা নত্বা-পূজয়িত্বা বিধিজ্ঞাঃ শুদ্ধা মুক্তা ব্রহ্মসৌখ্যং প্রয়ান্তি ॥২৮
পদ্মেরিতমিদং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গং স্বস্ত্যয়নং পরম্ ॥২৯
পঠন্তি যে মহাভাগাস্তে মুচ্যন্তেঽহসোঽখিলাৎ
ধর্মার্থ কামমোক্ষাণাং পরত্রেহ ফল প্রদম্ ॥৩০

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে
প্রথমাংশে হরিভক্তি বিবরণং নাম সপ্তমোঽধ্যায় ॥
সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমাংশঃ

শ্লোকার্থ। আমি অতি দীন ও বেদোক্ত সেবারহিত। আমার শরী পাপতাপে প্রপূরিত, লোভাক্রান্ত এবং শোক মোহ ও মনোব্যাথা দ্বা প্রপীড়িত। অতএব হে ভগবন্, কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। ২৭

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুর এই মনোহর আত্ম মূর্তি ধ্যান কবি ষোড়শ-শ্লোক-রূপ পুষ্প দ্বারা স্তব, নমস্কার ও পূজা করিবে, সেই বিধি ব্যক্তিগণ শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিবে। ২৮

পদ্মাদেবী কর্তৃক কথিত শিবপ্রোক্ত এই স্তব পবিত্র, ধন্য, যশস্কর, আয়ুবর্দ্ধ স্বর্গপ্রদ ও পরম স্বস্ত্যয়ন। ২৯

এই স্তব পরলোকে ও ইহলোকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গদায়ক। যে সকল মহাত্মা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সর্বপ হইতে মুক্ত হইবেন। ৩০

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্যঅনুভাবতে প্রথমাংশে
হরিভক্তি বিবরণ নামক সপ্তম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

*ষোড়শ শ্লোকপুষ্পৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ৭০। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে চতুর্বর্গ বলে। ইহাই প পুরুষার্থ। ধর্মশাস্ত্রানুসারে আচার শাস্ত্রে উক্ত আছে, সৎকর্মের অনুষ্ঠানদ্ব যে শুভফল সঞ্চিত হয়, উহাকেই স্থূলদৃষ্টিতে ধর্ম বলে। প্রত্যেক মানুষের প অর্থ, ধন ও সম্পত্তিলাভ আবশ্যক। কাম অর্থে অভীষ্ট সিদ্ধি। মোক্ষের নির্বাণ বা মুক্তি। ধর্ম ও অর্থাদি পরস্পর সাপেক্ষ। ধর্মশাস্ত্র বলেন, প্রত্যে মানুষ এই চতুর্বর্গের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিবেন।

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম অধ্যায়

সূত উবাচ।

ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা কীরো ধীরং সতাং মতঃ।

কল্কিদূত সখীমধ্যে স্থিতাং পদ্মামথা ব্রবীৎ ॥ ১

বদ পদ্মে সাঙ্গ পূজাং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।

*যামাস্থায় বিধানেন চরামি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২

পদ্মোবাচ

এবং পাদাদি কেশান্তং ধ্যাত্বা তং জগদীশ্বরম্,

পূর্ণাত্মা দেশিকো মূলং মন্ত্রং জপতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৩

জপাদনন্তরং দণ্ড প্রণতিং মতিমাংশ্চরেৎ।

বিষ্বক্সেনাদিকানান্ত দত্বা বিষ্ণু নিবেদিতম্ ॥ ৪

তত উদ্বাস্য হৃদয়ে স্থাপয়েন্মনসা সহ

নৃত্যন্ গায়ন্ হরের্ণাম তাং পশ্যন্ সর্ব্বতঃ স্থিতম্ ॥ ৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, সাধুবৃন্দ সমাদৃত বিজ্ঞ কল্কিদূত, সখীগণপরিবৃতা দ্মার নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পদ্মে অদ্ভুতকর্মা শ্রীহরির জা অঙ্গের সহিত বর্ণন কর। আমি যথাবিধি তাহার অনুষ্ঠান পূর্বক ত্রিভুবন রিভ্রমণ করিব।১-২

পদ্মাদেবী বলিলেন, মন্ত্রজ্ঞ সাধক, জগদীশ্বর বিষ্ণুকে পূর্ণাত্মা জ্ঞান করিয়া ইরূপ আপাদমস্তক ধ্যানপূর্বক মূলমন্ত্র জপ করিবেন। মতিমান্ ভক্ত জপান্তে গুবৎ প্রণাম করিবেন। পরে বিষ্বক্সেন প্রভৃতিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য ভৃতি দান করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদিত বস্তু হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক মনোদ্বারা

সর্বব্যাপী বিষ্ণুদেবকে চিন্তা করিয়া মনে মনে নৃত্য, গান ও সংকীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।৩-৫

*যমাস্থায় ইতি বা পাঠঃ।

ততঃ শেষং মস্তকেন কৃত্বা নৈবেদ্যভুগ্ ভবেৎ।
ইত্যেতৎ কথিতং কীর! কমলানাথ সেবনম্॥ ৬
*সকামনাং কাম পূরমকামামৃত দায়কম্।
শ্রোত্রানন্দকরং দেব-গন্ধর্ব্ব-নর-হৃৎ-প্রিয়ম্॥ ৭

শুক উবাচ।

সমীরিতং শ্রুতং সাধ্বি ভগবদ্ভক্তিলক্ষণম্।
ত্বৎপ্রসাদাৎ পাপিনো মে কীরস্য ভুবি মুক্তিদম্॥ ৮

শ্লোকার্থ। অতঃপর নির্মাল্য-শেষ[৭১] মস্তকে ধারণান্তে নৈবেদ্য ভোজন করিবে। হে কীর, তোমার নিকট কমলাপতির এই পূজাবিধি কহিলাম।৬

এইরূপ পূজা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয়, নিষ্কাম ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। ইহা দেব, গন্ধর্ব[৭২] ও মনুষ্যগণের হৃদয়ানন্দদায়ক ও সর্বজনের শ্রবণসুখকর।৭

শুকপক্ষি বলিল, পতিব্রতে, তুমি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবিষয়ে যাহা কহিলে, তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পাপাত্মা পক্ষী হইয়াও আমি তোমার প্রসাদে মুক্তিপ্রাপ্ত হইব।৮

* সকামনাং কামপূরণকামামৃতদায়কম্ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী ৭১। শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদিত দ্রব্যের নাম নির্মাল্য। গরুড়পুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকে নির্মাল্যের সংজ্ঞা প্রদত্ত।

অর্বাক বিসর্জনাদ্ দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্বমুচ্যতে।
বিসর্জিতে জগন্নাথে নির্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ॥

বিসর্জনের (উৎসর্গের) পূর্বে নির্মাল্যকে নৈবেদ্য বলে। নৈবেদ্য বিসর্জিত,

নিবেদিত হইলে নির্মাল্য হয়। দুর্গাপূজায় বিজয়াকৃত্যে নির্মাল্যবাসিনীর পূজা বিহিত।

৭২। স্বর্গবাসী দেবযোনি বিশেষ। জটাধর বলেন—

হাহা হূহূশ্চিত্ররথো হংসো বিশ্বাবসুস্তথা।
গোমায়ুস্তুম্বুরুর্নন্দিরেবমাদ্যাশ্চ তে স্মৃতা॥

হাহা, হূহূ, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, গোমায়ু, তুম্বুরু ও নন্দি প্রভৃতি গন্ধর্বের নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়। একাদশ গন্ধর্ব-সম্প্রদায় আছে। অগ্নিপুরাণে গণভেদ অধ্যায়ে এই শ্লোক দেখা যায়।

অভ্রজোঽজ্যারিষ্টারী সূর্যবর্চ্চাস্তথা কৃধুঃ।
হস্তঃ সুহস্তঃ স্বাশ্চৈব মূর্দ্ধন্বাংশ্চ মহামনাঃ॥
বিশ্বাবসুঃ কৃশানুশ্চ গন্ধর্বৈকাদশাগণা॥

কিন্তু ত্বাং কাঞ্চনময়ীং প্রতিমাং রত্নভূষিতাম্।
সজীবামিব পশ্যামি দুর্লভাং রূপিণীং শ্রিয়ম্॥ ৯
নান্যাং পশ্যামি সদৃশীং রূপশীলগুণৈস্তব।
নান্যো যোগ্যো গুণী ভর্ত্তা ভুবনেঽপি ন দৃশ্যতে॥ ১
কিন্তু পারে সমুদ্রস্য পরমাশ্চর্য্যরূপ-বান্।
গুণ বানীশ্বরঃ সাক্ষাৎ কশ্চিদ্দৃষ্টোঽতি মানুষঃ॥ ১১
ন হি ধাতৃকৃতং মন্যে শরীরং সর্বসৌভগম্।
যস্য শ্রীবাসুদেবস্য নান্তরং ধ্যানযোগতঃ॥ ১২
ত্বয়া ধ্যাতং তু যদ্রূপং বিষ্ণোরমিত তেজসঃ।
তৎ সাক্ষাৎ কৃতমিত্যেব ন তত্র কিয়দন্তরম্॥ ১৩

শ্লোকার্থ। পরন্তু আমি তোমাকে রত্নালংকারে সুশোভিতা সচেতনা কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় দেখিতেছি। তোমার সুষমা ত্রিভুবনে দুর্লভ। ৯
তুমি নিশ্চয়ই মূর্তিমতী লক্ষ্মী হইবে। রূপ, গুণ ও স্বভাবে তোমার সদৃশ

অন্য রমণী দেখিতে পাই না এবং তোমার যোগ্য গুণবান্ স্বামীও ত্রিলোকের মধ্যে এক হরি ভিন্ন অন্য কাহাকে দেখি না। ১০

পরন্তু সমুদ্রপারে পরমাশ্চর্য রূপশালী, অলৌকিক সাক্ষাৎ ঈশ্বর কোন গুণবান পাত্র আমি দেখিয়াছি। ১১

তাঁহার সর্বাঙ্গসুন্দর শরীর বিধাতৃকৃত বলিয়া মনে হয় না। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান্ নারায়ণের সহিত তাঁহার কোন প্রভেদ নাই। ১২

তুমি অসীম-তেজ-সম্পন্ন শ্রীবিষ্ণুর যে মূর্তি ধ্যান করিয়া থাক, মনে হয়, সেই মূর্তিই সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি। তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। ১৩

পদ্মোবাচ

ব্রূহি তন্মম কিং কুত্র জাতঃ কীর পরাবরম্।
জানাসি তৎকৃতং কর্ম্ম বিস্তরেণাত্র বর্ণয়॥ ১৪
বৃক্ষাদাগচ্ছ পূজাং তে করোমি বিধিবোধিতম।
বীজপূর ফলাহারং কুরু সাধু পয়ঃপিব॥ ১৫
তব চঞ্চুযুগং পদ্মরাগাদরুণমুজ্জ্বলম্।
*রত্ন সংঘটিতমহং করোমি মনসঃ প্রিয়ম্॥ ১৬
কন্ধরং সূর্য্যকান্তেন মণিনা স্বর্ণমণ্ডিনা।
করোম্যাচ্ছাদনং চারু মুক্তাভিঃ পক্ষতিং তব॥ ১৭

শ্লোকার্থ। পদ্মাদেবী কহিলেন, হে কীর, কি কহিলে? পুনরায় বল। শ্রীহরি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ১৪

তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর, আমি যথাবিধানে তোমার অতিথি সৎকার করি। এইখানে বীজপুর ফল আছে, তাহা ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ নির্মল জল পান কর। ১৫

তোমার চক্ষুদ্বয় পদ্মরাগমণি হতে অপেক্ষাও অরুণবৎ উজ্জ্বল। মনঃপূত রত্নদ্বারা আমি উহা খচিত করিব। ১৬

সুবর্ণযুক্ত সূর্যকান্ত[৭৪]মণি দ্বারা তোমার গলদেশ ভূষিত করিব। তোমার পক্ষদ্বয় মুক্তা[৭৫] দ্বারা আবৃত করিব। ১৭

* রত্নসংঘটিতমহং ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ৭৩। রত্নশাস্ত্রে পদ্মরাগমণির উৎপত্তি কাহিনী নিম্নোক্ত শ্লোকাবলীতে প্রদত্ত। অগস্তিমতম্, (পদ্মরাগ পরীক্ষা প্রকরণ, ১—৫ শ্লোক) নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ত্রৈলোক্যহিতকামাথং পুরেন্দ্রেণ হতোঽসুরঃ।
বিন্দুমাত্রমসৃক তস্য যাবন্ন পততে ভুবি॥
গৃহীত্বা তৎক্ষণাদ্ভানুস্তাবদ্ দৃষ্টো দশাননঃ।
তদ্ভয়াত্তেন বিক্ষিপ্তমসৃক তস্য মহীতলে॥
নদ্যাং রাবণ গঙ্গায়াং দেশে সিংহলকোদ্ভবে।
তটদ্বয়ে চ তন্মধ্যে বিক্ষিপ্তং রুধিরং তথা॥
রাত্রৌ তদম্ভসাং মধ্যে তীরদ্বয়সমাশ্রিতম্।
খদ্যোতবহ্নিবদ্দীপ্তং মূর্ধ্নি বহ্নি প্রকাশিতম্॥
পদ্মরাগং সমুদ্ভূতং ত্রিধা ভেদৈকজাতয়ঃ।
সুগন্ধি কুরুবিন্দশ্চ পদ্মারাগমনুত্তমম্॥

মহাদেব ত্রিলোকের মঙ্গল কামনায় অসুর বিনাশ করেন। অসুরের একবিন্দু রক্তও পৃথিবীতে পড়িলনা। সূর্য্যদেব অসুরের রক্তবিন্দুসমূহ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তথায় রাবণ আসিলেন। ইহা দর্শনে ভীত হইয়া সূর্য্যদেব অসুরের রুধির পৃথিবীতে ঢালিয়া দেন। ঐ রুধির সিংহলদ্বীপে রাবণগঙ্গা নাম্নী নদীর তীরে ও জলে পতিত হয়। রাত্রিকালে উক্ত নদীর জলে ও উভয়তটে বিক্ষিপ্ত রুধির হইতে খদ্যোত দ্যুতিতুল্য কান্তিমান্ প্রভাজালে প্রদীপ্ত পদ্মরাগ উৎপন্ন হয়। সুগন্ধি, কুরুবিন্দ ও পদ্মরাগ—এই ত্রিবিধ পদ্মরাগ দৃষ্ট হয়। পদ্মরাগ তত ভাল মণি নহে। পূর্বোক্ত প্রকারে পদ্মরাগ উৎপন্ন হয়। অগাস্তমতে ৪০ শ্লোকে সুগন্ধি পদ্মরাগের পরিচয় প্রদত্ত।—

ঈষন্নীলং সুরক্তং চ জ্ঞেয়ং সৌগন্ধিকং বুধৈঃ।
লাক্ষারসনিভং চৈব হিঙ্গুল কুমকুমপ্রভম্॥

উক্ত গ্রন্থে ৩৯ শ্লোকে কুরুবিন্দের বর্ণ বর্ণিত।—

শশাস্কৃলোধ্রসিন্দুরগুঞ্জাবন্ধুককিংশুকৈঃ।
অতিরিক্তং সুপীতং চ কুরুবিন্দমুদাহৃতম্॥

উক্ত গ্রন্থে পদ্মরাগমণির বর্ণ নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে প্রদত্ত।—

পদ্মিনীপুষ্পসংকাশঃ খদ্যোতাগ্নি সমপ্রভঃ।
কোকিলাক্ষনিভো যশ্চ সারসাক্ষিসমপ্রভঃ॥
চকোর নেত্র সম্ভাসঃ সপ্তবর্ণ সমন্বিতঃ।
পদ্মরাগ স বিজ্ঞেয়শ্ছায়া ভেদেন লক্ষ্যতে॥

পদ্মরাগের বর্ণ পদ্মপুষ্পতুল্য, প্রভা পটব্যজনের দীপ্তিতুল্য, কোকিল ও সারসের নেত্রতুল্য দীপ্তিমান এবং বর্ণ চকোরের নেত্রতুল্য। ছায়াভেদে পদ্মরাগ সপ্তবর্ণ সমন্বিত দেখা যায়। 'শুক্রনীতি' পুস্তকে (৪ অ. ২ প্র. ৪৪ শ্লোক), পদ্মরাগমণির পর্য্যায় ভুক্ত শব্দাবলী দৃষ্ট হয়। পদ্মরাগের অন্য নাম পুষ্পরাগ (পুষ্পরাজ)।

স্বর্ণচ্ছবিঃ পুষ্পরাগঃ পীতবর্ণো গুরুপ্রিয়ঃ।
অত্যন্তবিশদং বজ্রং তাবকাভং কবেঃ প্রিয়ম্॥

পদ্মরাগের উক্ত লক্ষণ ও অগস্তিদত্ত লক্ষণের মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয়। অগস্তিমত রত্নশাস্ত্র ভুক্ত। এই কারণে উক্ত গ্রন্থে পদ্মরাগের লক্ষণ বিস্তৃতভাবে লিখিত। শুক্রনীতি গ্রন্থে সংক্ষেপে উক্তমণির লক্ষণ লিখিত। বৃহৎ সংহিতায় (৮২ অধ্যায় ১ শ্লোকে) পদ্মরাগের বৃত্তান্ত নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

সৌগন্ধিক কুরুবিন্দস্ফটিকেভ্যঃ পদ্মরাগ সম্ভূতিঃ।
সৌগন্ধিকজা ভ্রমরা হৃঞ্জনাব্জসদ্যুতয়ঃ॥

আচার্য্য বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতা প্রখ্যাত জ্যোতিষ গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থের মতে স্ফটিক হইতে পদ্মরাগ উৎপন্ন। অগস্তির মতে স্ফটিক ভিন্ন বস্তু।

৭৪। সূর্য্যকান্তমণিকে অতিশ (আতস) পাথর বলে। অগস্তিমতে (প্রকীর্ণক প্রকরণ, ১৭ শ্লোক) আছে।—

চন্দ্রকান্তোঽমৃতস্রাবী সূর্য্যকান্তোঽগ্নিকারকঃ।
জলকান্তো জলস্ফোটী হংসগর্ভো বিষাপহঃ॥

যে স্ফটিক হইতে অমৃত নির্গত হয়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত মণি বলে। যে স্ফটিক হইতে অগ্নি নির্গত হয়, তাহাকে সূর্য্যকান্ত মণি বলে। যে স্ফটিক হইতে জল নির্গত হয়, তাহাকে জলকান্ত মণি বলে। বিষস্রাবী স্ফটিককে হংসগর্ভ বলে।

৭৫। সংস্কৃত শাস্ত্রে মতিসমূহের বিশদ বর্ণনা প্রদত্ত। অগস্তি মতে (মুক্তাপরীক্ষা প্রকরণ, ৪-৫ শ্লোকে) মুক্তার উৎপত্তিস্থান কথিত।—

জীমূতকরি মৎস্যাহিবংশ শংখ-ববাহজাঃ।
শুক্ত্যুদ্ভবাশ্চ বিজ্ঞেয়া অষ্টৌ মৌক্তিক সংজ্ঞকাঃ॥
ইতি বিখ্যাতমুনয়ো লোকে মৌক্তিকহেতবঃ।
তেষামেকে মহার্ঘ্যাস্তু শুক্তিজা লোকবিশ্রুতাঃ॥

মেঘ, হস্তী, মৎস্য, সর্প, বাংস, শংখ, বরাহ ও সুক্তি (ঝিনুক) হইতে মতি উৎপন্ন হয়। এইরূপে অষ্টবিধ মতি দৃষ্ট হয়।

সুক্তিজাত মতি সর্বাপেক্ষা দুর্মূল্য ও প্রখ্যাত। বৃহৎসংহিতায় ৮১ অধ্যায়ে আছে—

দ্বিপভুজগশুক্তিশংখাভ্রবেণুতিমিশূকরপ্রসূতানি।
মুক্তা ফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥

হাতী, সাপ, শুক্তি, শংখ, মেঘ, বাংস, তিমি ও শূকর—এই অষ্টবস্তু হইতে মুক্তা জাত হয়। অগস্তি মত অনুসারে মৎস্যই মুক্তার আকর। বৃহৎ সংহিতায় তিমি মৎস্য মুক্তার আকররূপে কথিত।

পতত্রং কুঙ্কুমেনাংগং সৌরভেণাতিচিত্রিতম্।
করোমি নয়নানন্দদায়কং রূপমীদৃশম্॥ ১৮

পুচ্ছমচ্ছমণি ব্রাত-ঘর্ঘরেণাতিশব্দিতম্ ।
পাদয়োর্নূপুরালাপ-লাপিণং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ১৯
তবামৃত কথা ব্রাতস্ত্যক্তাধিং শাধি মামিহ ।
সখীভিঃ সংগীতাভিস্তে কিং করিষ্যামি তদ্বদ ॥ ২০
ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা তদস্তিকমুপাগতঃ ।
কীরো ধীরঃ প্রসন্নাত্মা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২১

শ্লোকার্থ। তোমার পালক ও শরীর সুরভি কুসুম দ্বারা চিত্রিত করিয়া তোমার সর্বাঙ্গ এমন সুন্দর করিব যে, তাহা দেখিলেই সকলের নয়ন মোহিত হইবে। ১৮

তোমার পুচ্ছে নির্মল মণি গাঁথিয়া দিব, তাহাতে ঝর ঝর শব্দ হইবে। তোমার পদদ্বয় এরূপভাবে বিভূষিত করিব যে, গমনকালে তাহাতে নূপুরধ্বনি হইবে। ১৯

তোমার কথামৃত শ্রবণে আমার সমুদায় মনোব্যথা দূর হইয়াছে। এক্ষণে আদেশ কর, আমি সখীগণের সহিত প্রস্তুত আছি। তোমার জন্য কি করিতে হইবে, বল। ২০

পদ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুকপক্ষী প্রসন্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল। ২১

কীর উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ শ্রীশো মহাকারুণিকো বিভো ।
শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে ধর্ম্ম*রিরাক্ষয়ুঃ ॥ ২২
চতুর্ভি ভ্রাতৃভির্জ্জাতি-গোত্রজৈঃ পরিবারিতঃ ।
কৃতোপনয়নো বেদমধীত্য রাম সন্নিধৌ ॥ ২৩
ধনুর্ব্বেদঞ্চ গান্ধর্ব্বং শিবাদশ্বমসিং শুকম্ ।
কবচঞ্চ বরং লব্ধ্বা শম্ভলং পুনরাগতঃ ॥ ২৪

বিশাখযূপভূপালং প্রাপ্য শিক্ষা বিশেষতঃ।
ধর্ম্মানাখ্যায় মতিমান্ অধর্ম্মাংশ্চ নিরাকরোৎ ॥ ২৫

শ্লোকার্থ। শুকপক্ষী বলিল, মহাকারুণিক লক্ষ্মীপতি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে ধর্মস্থাপনের অভিপ্রায়ে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। ২২

তদীয় চারি ভ্রাতা ও গোত্রজাত জ্ঞাতিগণ তাঁহার সহচররূপে আছেন। উপনয়ন হইলে পর তিনি পরশুরামের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ২৩

তিনি ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ববেদ [১৬] শিক্ষালাভান্তে শিতিকণ্ঠের নিকট অশ্ব, খড়্গ, শুক, কবচ এবং বরলাভ করিয়া শম্ভল গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। ২৪

পরে সেই মতিমান্ কল্কিদেব বিশাখযূপ নামক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষা বিশেষ দ্বারা ধর্ম প্রকাশপূর্বক অধর্ম নিরাকৃত করিয়াছেন। ২৫

*গৃহ ধর্মং ইতি বা পাঠঃ।

টীপ্পনী ১৬। গান্ধর্ববেদ সংগীতশাস্ত্র এবং গন্ধর্বগণের অধিকৃত। উক্ত কারণে উহা গন্ধর্ব বিদ্যানামে প্রখ্যাত। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়াদি সঙ্গীতবিদ্যার অন্তর্গত। অসংখ্য সঙ্গীত পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। নাট্যশাস্ত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের একটি প্রাচীন গ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ সামবেদ স্বরসংযোগে গীত হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুগ্রন্থ লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট নানা গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়।

ইতি পদ্মা তদাখ্যানং নিশম্যং মুদিতাননা।
প্রস্থাপয়ামাস শুকং কল্কেরানয়নাদৃতা ॥ ২৬
ভূষয়িত্বা স্বর্ণরত্নৈস্তামুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৭

পদ্মোবাচ।

নিবেদিতং তু জানাসি কিমন্যৎ কথয়াম্যহম্।
স্ত্রীভাববভয়ভীতাত্মা যদি নায়াতি স প্রভুঃ ॥ ২৮

তথাপি মে কর্ম্মদোষাৎ প্রণতিং কথয়িষ্যসি।
শিবেন যো বরো দত্তঃ স মে শাপোঽভবৎকিল॥ ২৯
পুংসাং মদ্দর্শনেনাপি স্ত্রীভাবং কমতঃ *শুক।
শ্রুত্বেতি পদ্মামামন্ত্র্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩০
উড্ডীয় প্রযযৌ কীরঃ শম্ভলং কল্কিপালিতম্।
তমাগতং সমাকর্ণ্য কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ৩১

শ্লোকার্থ। শুকের নিকট এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া পদ্মা পরিতুষ্টা ও বিকশিতমুখী হইলেন। পরে ভগবান কল্কিকে আনয়নের অভিপ্রায়ে সযত্নে শুককে পাঠাইলেন। ২৬

তিনি সুবর্ণ ও রত্ন দ্বারা শুক পক্ষীকে শোভিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৭

পদ্মাদেবী বলিলেন, আমার যাহা নিবেদন করিতে হইবে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তোমাকে আর বিশেষ কি বলিব; আমরা নারীসুলভ ভয়ে সর্বদাই শংকিত। প্রভু কল্কি যদিও না আসেন, তথাপি তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইয়া, কর্মদোষে আমার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বলিবে এবং নিবেদন করিবে, মহাদেব আমাকে যে বর দিয়াছেন, তাহা এখন শাপস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ২৮-২৯

যে পুরুষ আমাকে সকাম হৃদয়ে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ নারীদেহ প্রাপ্ত হয়। শুক এই কথা শুনিয়া পদ্মাকে সম্ভাষণ শেষে পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্বক উড্ডীন হইয়া কল্কিপালিত শম্ভল গ্রামে গমন করিল। ৩০-৩১

* কামতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ক্রোড়ে কৃত্বা তং দদর্শ স্বর্ণরত্নবিভূষিতম্।
সানন্দং পরমানন্দদায়কং প্রাহ তং তদা॥ ৩২
কল্কিঃ পরমতেজস্বী পরস্মিন্নমলং*শুকম্।
পূজয়িত্বা করে স্পৃষ্ট্বা পয়ঃ পানেন তর্পয়ন্॥ ৩৩

তন্মুখে স্বমুখং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ বিবিধাঃ কথাঃ।
কস্মাদ্দেশাচ্চরিত্বা ত্বং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং কিমাগতঃ॥ ৩৪

শ্লোকার্থ। পুরপুবঞ্জয় কল্কিদেব শুকের আগমনবার্তা শুনিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া দেখিলেন, সে সুবর্ণ ও রত্নে ভূষিত হইয়াছে। তখন তিনি আনন্দপূর্বক উহার কারণ জানিতে অভিলাষী হইলেন। ৩১ ৩২

পরম তেজস্বী কল্কি নির্মল শুককে প্রথমে বাম করে স্পর্শান্তে সংকারপূর্বক জলপানদ্বারা তর্পিত করিয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৩

তুমি অদ্য কোন্ দেশে বিচরণ করিয়া কি অপূর্ব বস্তু দেখিয়া আসিলে? এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? ৩৪

* তরাশ্বন্নমলং ইতি বা পাঠঃ।

কুত্রোষিতঃ কুতো লব্ধং মণিকাঞ্চনভূষণম্।
অহর্নিশং তন্মিলনং বাঞ্ছিতং মম সর্ব্বতঃ॥ ৩৫
তবানালোকনেনাপি ক্ষণং মে যুগবদ্ভবেৎ॥ ৩৬
ইতি কল্কের্বচ শ্রুত্বা প্রণিপত্য শুকো ভৃশম্।
কথয়ামাস পদ্মায়াঃ কথাঃ পূর্বোদিতা যথা॥ ৩৭
সংবাদমাত্মনস্তস্যা নিজালঙ্কার ধারণম্।
সর্বং তদ্বর্ণয়ামাস তস্যাঃ প্রণতিপূর্বকম্॥ ৩৮

শ্লোকার্থ। কোথা হইতেই বা মনিকাঞ্চনময় দুর্লভ ভূষণ লাভ করিয়াছ? দিবারাত্রি সর্বতোভাবে আমি তোমার সহিত মিলন কামনা করি। ৩৫

তোমাকে না দেখিলে একমুহূর্তও আমার নিকট যুগতুল্য দীর্ঘ বোধ হয়। ৩৬

ইত্যাদি বিবিধ কথা কল্কি শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন। কল্কির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক পুনঃ পুনঃ নমস্কারান্তে পূর্বে পদ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা এবং পদ্মা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পদ্মার সহিত যেরূপ

কথোপকথন হইয়াছে, যেরূপ অলংকার প্রদত্ত হইয়াছে, প্রণতিপূর্বক তৎসমুদয় বর্ণনা করিল। ৩৭-৩৮

শ্রুত্বেতি বচনং কল্কিঃ শুকেন সহিতো মুদা।
জগাম ত্বরিতোঽশ্বেন শিবদত্তেন তন্মনাঃ॥ ৩৯
সমুদ্রপারমমলং সিংহলং জনসংকুলম্।
নানা বিমান বহুলং ভাস্বরং মণিকাঞ্চনৈঃ॥ ৪০
প্রাসাদ সদনাগ্রেষু পতাকাতোরণাকুলম্।
শ্রেণীসভাপনাট্টাল পুরগোপুর মণ্ডিতম্॥ ৪১
পুরস্ত্রী পদ্মিনী-পদ্মগন্ধামোদ-দ্বিরেফিণীম্।
পুরীং কারুমতীং তত্র দদর্শ পুরতঃ স্থিতাম্॥ ৪২

শ্লোকার্থ। প্রভু কল্কি এই কথা শুনিয়া তন্মনা ভাবে শুকের সহিত শিবদত্ত দিব্য অশ্বে আরোহণ পূর্বক ত্বরান্বিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে সিংহল দ্বীপে যাত্রা করিলেন। ৩৯

এই সিংহলদ্বীপ সমুদ্রপারে বিদ্যমান, নির্মল-জল মধ্যস্থিত অসংখ্য জনগণে সমাবৃত, নানাবিধ আকাশযান শোভিত এবং মনিকাঞ্চনচয়ে দেদীপ্যমান। ৪০

এই দ্বীপে অসংখ্য অট্টালিকা ও গৃহসমূহের সম্মুখে পতাকা ও তোরণ থাকায় অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেণী অনুসারে সংস্থাপিত সভা-সমূহে, বিপণি রাশিতে, সৌধসমূহে, পুবনিকরে এবং গোপুর সমূহে এই নগর সুশোভিত। কল্কিদেব সিংহলদ্বীপে যাইয়া কারুমতী নামে পুরী দর্শন করিলেন। এই পুরীতে পুরস্ত্রীরূপ পদ্মিনীগণের পদ্মগন্ধে ভ্রমরনিকর আমোদিত হইতেছে। ৪১-৪২

মরাল-জাল-সঞ্চাল-বিলোলকমলান্তরাম্।
উন্মীলিতাব্জমালালিকলিকাকুলিতং *সরঃ॥ ৪৩
জলকুক্কুটদাত্যূহ-নাদিতং হংস সারসৈঃ।
দদর্শ স্বচ্ছপয়সাং লহরীলোলবীজিতম্॥ ৪৪

বনং কদম্বকুদ্দাল-শালতালাম্রকেশরৈঃ।
কপিত্থাশ্বত্থখর্জ্জুর-বীজপুর করঞ্জকৈঃ॥ ৪৫
পুন্নাগপনসৈর্নাগরঙ্গৈরর্জ্জুনশিংশপৈঃ।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ নানা বৃক্ষৈশ্চ শোভিতম্।
বনং দদর্শ রুচিরং ফলপুষ্পদলাবৃতম্॥ ৪৬

শ্লোকার্থ। এই পুরীর মধ্যে যে সকল জলাশয় বিদ্যমান, তাহার জল মরালকুলের সঞ্চলনে তরঙ্গায়িত। তিনি যে সকল সরোবর দেখিলেন, তৎসমুদয় প্রফুল্ল কমল দলস্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলীকৃত। ৪৩

তাহাদের চারিদিকে হংস, সারস, জলকুক্কুট ও দাত্যূহসমূহ শব্দ করিতেছে। স্বচ্ছ সলিলের চঞ্চল তরঙ্গ-সঙ্গী শীতল বায়ু দ্বারা সমীপস্থ বন উপবীজিত হইতেছে। ৪৪

ঐ সকল বন কদম্ব, কুদ্দাল, শাল, তাল, আম্র, বকুল, কপিত্থ, অশ্বত্থ, খর্জ্জুর, বীজপুর, করঞ্জক, পুন্নাগ, পনস, নাগরঙ্গ, অর্জুন, শিমুল, ক্রমুক ও নারিকেল প্রভৃতি নানা বৃক্ষে সুশোভিত। শ্রীকল্কিদেব ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহে বিভূষিত ঐ বন সন্দর্শন করিলেন। ৪৫-৪৬

* উন্মীলিতাব্জমালালিকলিতাকুলিতং সরঃ ইতি বা পাঠঃ।

† স্বচ্ছপথসাং ইতি বা পাঠঃ।

দৃষ্ট্বা হৃষ্টতনুঃ শুকং সকরুণঃ কল্কিঃ পুরান্তে বনে
প্রাহ প্রীতিকরং বচোঽত্র সরসি স্নাতব্যমিত্যাদৃতঃ।
তৎ শ্রুত্বা বিনয়ান্বিতঃ প্রভুমতং যামীতি পদ্মাশ্রমং
তৎ সন্দেশমিহ প্রয়াণমধুনাগত্বা স কীরোঽবদৎ॥ ৪৭

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে
অনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
কল্কেরাগমন বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। তিনি উক্ত পুরীর নিকটস্থ বনে দাঁড়াইয়া তৎসমুদায় দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া করুণাদ্র-হৃদয়ে শুককে সমাদরসহ প্রীতিকর বাক্যে বলিলেন, এই সরোবরে আমি স্নান করিব। শুক প্রভুর তাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সবিনয়ে কহিল, এক্ষণে আমি পদ্মার আলয়ে গমন করি। অনন্তর শুক পদ্মার নিকট উপনীত হইয়া কল্কির কথিত বাক্য ও আগমন বার্তা নিবেদন করিল। ৪৭

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্যঅনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে
কল্কির আগমন বর্ণনা নামক প্রথম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সোমবার শেষ রাত্রে আমি ধর্মচক্রে এই দিব্য স্বপ্ন দেখিলাম। আমি ও মহাগৌরী কোন নূতন স্থানে গিয়াছি। সেখানে একটি বৃহৎকায় নীল পক্ষী দেখিয়া আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটি কি পাখী? কার্ত্তিক বাহন ময়ুরেব বৃহৎ মূর্তি প্রতিদিন আমি কল্কি মন্দিরের ভিতরে বা বাহিবে দেখিতে পাই। এই পক্ষীতো তদ্রূপ নয়!" ইহাতে মহাগৌবী উত্তর দিলেন, "ইহাব নাম ত্রিগুণপক্ষী। ইহা কল্কিদেবের বার্তা বহ। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবহ শুকপক্ষী ছিল, তেমনই শ্রীকল্কিবার্তাবহ ত্রিগুণপক্ষী থাকিবে।" উহাকে আমরা পূর্বে দেখিলেও উহাব নাম অজ্ঞাত ছিল। অদ্য উহার নাম জানিলাম এবং প্রথম দর্শন পাইলাম। পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে চাপানেব সময় মহাগৌরীর আহ্বানে ত্রিগুণপক্ষী সম্মুখে আসিয়া শূন্যে বিরাজ করিলেন। উহার চঞ্চু লম্বা ও মাথায় সোনালী পালকের বড় ঝুঁটি এবং দেহ তিনচার হাত দীর্ঘ। প্রত্যহ আমি ও মহাগৌরী পূজারতির সময় ত্রিগুণপক্ষীকে দেখিতে পাই। মরিস মেটারলিঙ্ক রচিত The Blue Bird নামক ইংরেজী পুস্তক পড়িলে উহার স্বর্গীয় প্রকৃতি জানা যায়। এই ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'নীলপক্ষী' নামে শ্রীযামিনী কান্ত সোম কর্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় অংশ
দ্বিতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ

কল্কিঃ সরোবরাভ্যাসে জলাহরণবর্ত্মনি ।
স্বচ্ছস্ফটিক সোপানে প্রবালাচিত বেদিকে ॥ ১
সরোজসৌরভ ব্যগ্র ভ্রমদ্‌ভ্রমরনাদিতে ।
কদম্বপোলপত্রালি* বারিতাদিত্য দর্শনে ॥ ২
সমুবাসাসনে চিত্রে সদশ্বেনাবতারিতঃ ।
কল্কিঃ প্রস্থাপয়ামাস শুকং পদ্মাশ্রমং মুদা ॥ ৩
স নাগেশ্বরমধ্যস্থঃ শুকো গত্বা দদর্শ তাম্ ।
হর্ম্যস্থাং বিসিনীপত্রশায়িনীং সখীভির্বৃতাম্ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর কল্কিদেব মনোহর অশ্ব হইতে অবতরণান্তে সরোবরের সমীপবর্তী জলানয়ন-পথে স্বচ্ছ স্ফটিক[৭৭]-সোপান-সম্বলিত প্রবালালংকৃত বেদিকার উপর বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। ১

তখন সরসীস্থিত সরোজ সমূহের সৌরভে ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ শব্দে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। অনতিপ্রৌঢ় কদম্ব বৃক্ষসমূহের নবপল্লব-নিকরে সেই স্থানের আতপ নিবারিত হইতেছে। ২

অনন্তর তিনি প্রহৃষ্ট চিত্তে পদ্মার আলয়ে শুক পক্ষীকে প্রেরণ করিলেন। ৩

শুক পক্ষী পদ্মার আলয়ে উপস্থিত হইয়া নাগকেশর পুষ্প বৃক্ষে উপবেশনান্তে দেখিল, পদ্মাদেবী অট্টালিকার উপর পদ্মপত্রের শয্যায় শায়িতা আছেন। সখীগণ তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৪

* কদম্বপোত পত্রালি ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১১। রত্নবিশেষ। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই রত্নের বহুল বর্ণনা পাওয়া যায়। রত্নরহস্য পুস্তকে লিখিত আছে, বলদেব নিহত দানবের মেদ লইয়া কাবেরী নদীতীর সমীপে বিন্ধ্যাচলের নিকট যবনদেশে ও নেপালদেশে ফেলিয়া দেন। ঐ আকাশতুল্য তৈলাখ্য মেদ হইতে স্ফটিক উৎপন্ন হয়। অগস্তিমত নামক রত্ন শাস্ত্রে (প্রকীর্ণক প্রকরণে, ৫ শ্লোকে) আছে।—

রত্নমেকাশং প্রোক্তং সর্বৈঃ স্ফটিক সংগকম্।

সম্রাট আকবরের জীবন চরিতে লিখিত আছে, তিনি সূর্যকিরণ দ্বারা সূর্যকান্ত স্ফটিক মণি হইতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিজ ব্যবহারার্থ ভোজন প্রস্তুত করাইতেন এবং রাত্রিকালে বাসগৃহে প্রদীপ জ্বালাইতেন। চন্দ্রকান্ত মণি দ্বারা তিনি পূর্ণিমা রাত্রিতে চন্দ্রামৃত গ্রহণ করিতেন। চন্দ্রকান্ত মণিতে চন্দ্রসুধার নির্মল বিন্দুসম বিন্দু উঠিত। যে লোক চন্দ্র ও চকোরের চন্দ্রমা (জ্যোৎস্না) হইতে অমৃত (সুধা) পান করেন, এবং কবি কল্পনার আলোকে ঊর্ধ্বমুখে দৃষ্টিপাত করিতেন, তিনি কি বলিতেন? কোন কোন রত্নজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, পদ্মরাগমণি স্ফটিক হইতে উৎপন্ন। যদিও উভয়ে রূপে ও গুণে পৃথক মনে হয়, তথাপি স্ফটিক ও পদ্মরাগের মধ্যে পদার্থগত পার্থক্য নাই। আর রত্নশাস্ত্রে পদ্মরাগের উৎপত্তির স্বতন্ত্র বর্ণনা, লক্ষণ, গুণ ও মূল্যাদি নির্ণীত। স্ফটিক ও পদ্মরাগ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শোনা যায়, কাশ্মীরে চিরতুষারে আবৃত তুষার খণ্ড স্ফটিকে পরিণত হয়।

নিঃশ্বাস বাত তাপেন ম্লায়তীং বদনাম্বুজম্।
উৎক্ষিপন্তীং সখীদত্ত কমলং চন্দনোক্ষিতম্॥ ৫

রেবাবারি পরিস্নাতং পরাগাস্যং সমাগতম্।
ধুতনীরং রস গতং নিন্দন্তীং পবনং প্রিয়ম্॥ ৬

শুকঃ সকরুণঃ সাধু বচনৈস্তামতোষয়ৎ।
সা, ত্বমেহোহি, তে স্বাস্তি স্বাগতং? স্বস্তি মে শুভে!॥ ৭

গতে ত্বয্যাতিব্যগ্রাহং শান্তিস্তেঽস্তু রসায়ণাৎ।
রসায়নং দুর্লভং মে, সুলভং তে শিবাশ্রমে* ॥ ৮

শ্লোকার্থ। তাঁহার বদনকমল সন্তপ্ত নিঃশ্বাস বায়ুতে ম্লান হইতেছে। তিনি সখীদত্ত চন্দনচর্চিত প্রফুল্ল কমল হস্তদ্বয় দ্বারা সঞ্চালন করিতেছেন। ৫

রেবাসলিল পারশীলিত জলগর্ভ দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত সরসবায়ু সকলের প্রিয় হইলেও তিনি তাঁহার নিন্দা করিতেছেন। ৬

অনন্তর শুক করুণ অন্তরে প্রিয়বাক্য দ্বারা পদ্মার পরিতোষ সম্পাদন করিল। পদ্মা বলিলেন, হে শুক, তোমার মঙ্গল হউক, নিকটে আইস। তোমার কুশল ত? শুক বলিল, হে শোভনে, আমার সমস্তই কুশল। পদ্মা বলিলেন. হে শুক, তুমি চলিয়া যাইবার পর হইতেই আমি ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। ৭

শুক বলিল, এক্ষণে রসায়ণ ৭৮ দ্বারা তোমার সকল সন্তাপ শীতল হউক্। পদ্মা বলিলেন, হে শুক, আমার পক্ষে রসায়ণ অতি দুর্লভ। শুক বলিল, হে শিবাশ্রিতে, রসায়ণ তোমার পক্ষে দুর্লভ নহে ; অতীব সুলভ। ৮

* শিবাশ্রয়ে ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী ৭৮। বৈদ্যশাস্ত্র অনুসারে দ্রব্যগুণদ্বারা জরা ও ব্যাধি নাশ করা যায়। জরা ও ব্যাধি নাশক দ্রব্যকে আয়ুর্বেদে রসায়ন বলে। 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে আছে, রসায়নং তু তৎ জ্ঞেয়ং যজ্জরা ব্যাধি নাশনং।
যথাঽমৃতা রুদন্তী চ গুগ্‌গুলুশ্চ হরিতকী ॥

যে দ্রব্য দ্বারা মানুষের জরা ও ব্যাধি নাশ হয়, তাহাকে রসায়ণ বলে। যেমন অমৃতা (গুরুচ), রুদন্তী, গুগ্‌গুল, হরিতকী ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য জরা ও ব্যাধি নাশক গুণযুক্ত ছিল। যেমন রসায়ন দ্বারা মানুষের জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখ দূর হয়, তেমনি রসায়নদ্বারা নায়ক নায়িকার বিরহাদি দুঃখ দূর হয়। উক্তভাবে এখানে রসায়ন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। রসায়ন ঔষধি বিশেষ। ঐ ওষধী উপলক্ষ্য করিয়া শুক পক্ষী বলিল, 'হে পদ্মাবতি, তুমি কাতর হইয়াছ। তোমার রসায়ন বা অভীষ্ট প্রাপ্তি সন্নিকট।'

ক্ক মে ভাগ্যবিহীনায়া ইহৈব বরবর্ণিনি।
দেবি! তং সরসস্তীরে প্রতিষ্ঠাপ্যাগতা বয়ম্ ॥ ৯

এবমন্যোন্যসংবাদ-মুদিতাত্ম মনোরথে।
মুখং মুখেন নয়নং নয়নে সাদৃতা দদৌ ॥ ১০

বিমলা মালিনী লোলা কমলা কাম কন্দলা।
বিলাসিনী চারুমতী কুমুদেত্যষ্টনায়িকাঃ ॥ ১১

সখ্য এতা মতাস্তাভির্জলক্রীড়ার্থমুদ্যতাঃ।
পদ্মা প্রাহ, সরস্তীরমায়ান্তু সাময়া স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২

শ্লোকার্থ। পদ্মা বলিলেন, হে শুক, আমার ভাগ্য মন্দ। কিরূপে কোথায় আমার অভীষ্ট সুলভ হইবে। শুক বলিল, হে বরবর্ণিনি, এই স্থানেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। হে দেবি, আমি তাঁহাকে এই স্থানেই সরোবর তীরে রাখিয়া আসিয়াছি। ৯

এইরূপ কথোপকথন হইলে পদ্মা স্বীয় মনোরথসিদ্ধির আশায় আহ্লাদিতা হইলেন। পরে তিনি সমাদরপূর্বক শুকমুখ আপন মুখে ও শুকনয়ন আপন নয়নে অর্পণ করিলেন। ১০

বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী, চারুমতী ও কুমুদা এই অষ্টনায়িকা *তাঁহার প্রিয়সখী ছিল। ১১

তিনি এই অষ্ট নায়িকার সহিত জলক্রীড়া করিতে উদ্যতা হইয়া কহিলেন, অয়ি অষ্ট সখি, আমার সহিত সরোবর তীরে আগমন কর। ১২

* ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ও ১লা মে শুক্রবার ১৯৭০ সাল দুই দিন সহরা কল্কি মন্দিরে পদ্মাদেবীর মর্মর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে মহাগৌরী ও আমি উভয়ে দেখিয়াছি, কল্কিপত্নী পদ্মাদেবী ইহলোকে অষ্টসখী পরিবৃতা থাকিবেন। সান্ধ্য আরতির সময় অষ্ট সখীসহ পদ্মাদেবী কল্কি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যাখ্যায়াশু শিবিকামারুহ্য পরিবাবিতা।
সখীভিশ্চারু বেশাভির্ভূত্বা স্বান্তঃ পুরাদ্বহিঃ
প্রযযৌ ত্বরিতং দ্রষ্টুং ভৈষ্মী যদুপতিং যথা॥ ১৩
জনাঃ পুমাংসঃ পথি যে পুরস্থাঃ প্রদুবুঃ*স্ত্রীত্বভয়াদ দিগন্তরম্।
শৃঙ্গাটকে বা বিপণিস্থিতা যে নিজাঙ্গগা স্থাপিত পুণ্যকার্য্যাঃ*১॥ ১৪
নিবারিতাং তাং শিবিকাং বহন্ত্যঃ নার্য্যোঽতিমত্তা বলবত্তবাশ্চ।
পদ্মা শুকোক্ত্যা তদুপর্য্যপস্থা জগাম তাভিঃ পরিবারিতাভিঃ॥ ১৫
সরোজলং সারসহংসনাদিতং প্রফুল্ল পদ্মোদ্ভবরেণুবাসিতম্।
চেরুর্ব্বিগাহ্যাশু সুধাকবালসাঃ কুমুদ্বতীনামুদয়ায় শোভনাঃ॥ ১৬

*প্রদুদ্রবুঃ ইতি বা পাঠঃ।

*১ নিজাঙ্গস্থাপিত পুণ্যকার্য্যাঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। পদ্মাদেবী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সজ্জিতা শিবিকাতে আরোহণ পূর্বক উজ্জলবেশে সখীগণ পবিবৃতা হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন এবং রুক্মিণী[৭৯] যেমন যদুপতিব দর্শনার্থ বহির্গতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি কল্কিকে দর্শন করিতে অতি শীঘ্র তথায় গমন করিলেন। ১৩

পথিমধ্যে চতুষ্পথে বা বিপণিতে যে সকল পুরবাসী ছিল, তাহারা নারীরূপ প্রাপ্তির ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তাহাদের পত্নীগণ স্ব স্ব স্বামীকে নিরাপদে আসিতে দেখিয়া দেবপূজা প্রভৃতি পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে পথে কোন পুরুষ রহিল না। ১৪

মদমত্তা বলবতী রমণীগণ শিবিকা বহন করিতে লাগিল। পদ্মা শুকের বাক্যানুসারে সেই শিবিকায় আরোহণ পূর্বক সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ১৫

অনন্তর সেই সুধাকরালসা সুশোভনা ললনাগণ সারস ও হংস-সমূহের সুমধুর ধ্বনিযুত, প্রফুল্লকমলসম্ভূত রেণুদ্বারা সুবাসিত সরোবর সলিলে অবগাহন

পূর্বক কুমুদ্বতীকে বিকশিত করিবার অভিপ্রায়ে কুমুদ্বান্ধবের প্রত্যাশায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬

টিপ্পনী। ৭৯। ইনি বিদর্ভ (বর্তমানে বেরার) প্রদেশের রাজা ভীষ্মকের কন্যা ছিলেন। রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চাহিয়াছিলেন, চেদি দেশের (অধুনা বুন্দেলখণ্ড ও জব্বলপুর) রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ হয়। কিন্তু রুক্মিণী উক্ত বিবাহে অপ্রসন্না হন এবং দ্বারকানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি কামনায় একটি ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ইহার ফলে শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে বিদর্ভ রাজ্যে আগমন করেন এবং রুক্মিণীকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় লইয়া যান এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিবাহ করেন। রুক্মিণীর বিস্তৃত কাহিনী মহাভারতে লিখিত। বিদর্ভ রাজবংশের রাজকন্যা রেণুকা মহর্ষি জমদগ্নির সহিত বিবাহিতা হন। তাঁহাদের পুত্ররূপে ভগবান পরশুরাম ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হন।

তাসাং মুখামোদ মদান্ধ ভৃঙ্গা বিহায় পদ্মানি মুখারবিন্দে।
লগ্নাঃ সুগন্ধাধিকমাকলয্য নিবারিতাশ্চাপি ন তত্যজুস্তে॥১৭
হাসোপহাসৈঃ সরসপ্রকাশৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ জলে বিহারৈঃ।
করগ্রহৈস্তা জলযোধনাদ্যৈশ্চকর্ষ তাভির্বনিতাভিরুচ্চৈঃ॥ ১৮
সা কামতপ্তা মনসা শুকোক্তিং বিবিচ্য পদ্মা সখিভিঃ সমেতা।
জলাৎ সমুত্থায় মহার্হভূষা জগাম নির্দ্দিষ্টকদম্বষণ্ডম্॥ ১৯
সুখে শয়ানং মণিবেদিকাগতং কল্কিং পুরস্তাদতিসূর্য্যবর্চ্চসম্।
মহামণিব্রাত বিভূষণাচিতং, শুকেন সার্দ্ধং তমুদৈক্ষতেশম্॥ ২০

শ্লোকার্থ। ভ্রমরগণ তাহাদের বদনকমলের সৌরভে অন্ধ হইয়া প্রফুল্ল কমল পরিহার পূর্বক সেই মুখপদ্মেই বসিতে লাগিল। সীমন্তিনীগণ বারবার তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেও তাহারা মুখপদ্মের সৌরভাতিশয় দেখিয়া ত্যাগ করিল না। পদ্মা রসযুক্ত হাস্যপরিহাস এবং বাদ্য, নৃত্য, করগ্রহ ও অন্যান্য

নানাপ্রকার জলবিহার দ্বারা জলযোধন বিষযে মত্ত সখীগণের মনোহরণ করিলেন। প্রিয় সখীগণও তাঁহার মন হরণ করিল। ১৭-১৮

অনন্তর কন্দর্পসন্তপ্তচিত্তা পদ্মা মনে মনে শুকবাক্য বিচার পূর্বক সখীগণে পরিবৃতা হইয়া জল হইতে উত্থিতা হইলেন। পরে তিনি মহামূল্য ভূষণ পরিধানান্তে শুকোক্ত কদম্ব তরুতলে গমন করিলেন। ১৯

তিনি শুকের সহিত কদম্বমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখস্থ মণি-বেদিকায় ভগবান কল্কিদেব শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ আদিত্যতেজকে পরাভূত করিয়াছে এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ মহামণিগণে বিভূষিত রহিয়াছে। ২০

তমালনীলং কমলাপতিং প্রভুং পীতাম্বরং চারুসরোজ লোচনম্।
আজানুবাহুং পৃথুপীনবক্ষসং শ্রীবৎসকৌস্তুভকান্তিরাজিতম॥ ২১

তদদ্ভুতং রূপমবেক্ষ্য পদ্মা সংস্তম্ভিতাবিস্মিতসৎক্রিয়ার্থা।
সুপ্তং তু সংবোধয়িতুং প্রবৃত্তং নিবারয়ামাবিশঙ্কিতাত্মা॥ ২২

কদাচিদেষোঽতিবলোঽতিরূপী মর্দ্দর্শনাৎ স্ত্রীত্বমুপৈতি সাক্ষাৎ।
তদাত্র কিং মে ভবিতা ভবস্য বরেণ শাপপ্রতিমেন লোকে॥ ২৩

চরাচরাত্মা জগতামধীশঃ প্রবোধিতস্তদ্ধৃদয়ং বিবিচ্য।
দদর্শ পদ্মাং প্রিয়রূপশোভাং যথা রমা শ্রীমধুসূদনাগ্রে॥ ২৪

শ্লোকার্থ। সেই পুরুষোত্তম কমলাপতি তমালতুল্য নীলবর্ণ, পীতবসন, রমণীয় পদ্মপলাশলোচন, আজানুলম্বিত বাহু, পৃথু ও পীন বক্ষঃস্থলযুত, শ্রীবৎস চিহ্নে চিহ্নিত ও কৌস্তুভমণির কান্তি দ্বারা বিরাজমান। ২১

পদ্মাদেবী এই অদ্ভুত দিব্য রূপ দেখিয়া স্তম্ভিতা ও বিস্মিতা হইয়া যথোপযুক্ত সৎকার করিলেন। শুক কল্কিকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পদ্মা শংকিত হৃদয়ে তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, এই কমনীয়-কান্তি মহাপুরুষ যদি আমাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকের অবয়ব প্রাপ্ত হন, তাহা

হইলে মহাদেবের বরে আমার কি লাভ হইল; তাঁহার বর আমার অভিশাপতুল্য হইতেছে। ২২-২৩

অনন্তর চরাচর জগতের অন্তরাত্মা পরমেশ্বর কল্কিদেব পদ্মার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিয়া জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন, মধুসূদনের [৮০] সম্মুখে যেমন লক্ষ্মী অবস্থান করেন, সেইরূপ পরমরূপবতী সুলোচনা পদ্মা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ২৪

টিপ্পনী ৮০। মধু নামক দৈত্য নাশের জন্য বিষ্ণু মধুসূদন নামে অভিহিত হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১১০ অধ্যায়) আছে।—

সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্॥
মধু ক্লীবং চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম শুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্মণাং চৈব সূদনং মধুসূদনঃ॥
পরিণামাশুভং কর্ম ভ্রান্তানাং মধুবং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥

সংবীক্ষ্য মায়ামিব মোহিনীং তাং জগাদ কামাকুলিতঃ স কল্কিঃ।
সখীভিরীশাং সমুপাগতাং তাং *কটাক্ষবিক্ষেপবিনামিতাস্যাম্॥ ২৫
ইহৈহি সুস্বাগতমস্তু ভাগ্যাৎ সমাগমস্তে কুশলায় মে স্যাৎ।
তবাননেন্দুঃ কিল কামপুরতাপাপনোদায় সুখায় কান্তে॥ ২৬
লোলাক্ষি! লাবণ্য-রসামৃতং তে কামাহিদষ্টস্য বিধাতুরস্য।
তনোতু শান্তিং সুকৃতেন কৃত্যা সুদুর্লভাং জীবনমাশ্রিতস্য॥ ২৭
বাহূ তবৈতৌ কুরুতাং মনোজ্ঞৌ হৃদিস্থিতং কামমুদন্তবাসম্।
চার্ব্বায়তৌ চারুনখাঙ্কুশেন দ্বিপং যথা সাদিবিদীর্ণকুম্ভম্॥ ২৮

*কটাক্ষবিক্ষেপবিনামিতাস্যম্ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। সখীগণের সহিত সমুপস্থিতা ও কটাক্ষ-বিক্ষেপমাত্রে বিনম্র-মুখী সাক্ষাৎ মায়ার ন্যায় সম্মোহনজননী রাজকুমারী পদ্মাদেবীকে দেখিয়া

কামাক্রান্ত হৃদয়ে কল্কিদেব বলিলেন, হে কান্তে, নিকটে আগমন কর। তোমার আগমন আমার মঙ্গলের কারণ হউক্। তোমার সহিত আমার মহামিলন হইল। তোমার বদনেন্দু হইতে আমার স্মরতাপাপনোদন ও সুখবর্দ্ধন হউক। ২৫-২৬

হে চপলাক্ষি, আমি জগতের বিধাতা হইলেও মন্মথরূপ কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে। এখন তোমার লাবণ্যরূপ অমৃত ব্যতীত তাহার শান্তির উপায় নাই। এই শান্তি বহু পুণ্য বা পুরুষার্থ-দ্বারাও দুর্লভ এবং ইহা আশ্রিত ব্যক্তির প্রাণতুল্য। ২৭

যন্তা (মাহুত) যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ বিদারণ করে, সেইরূপ তোমার এই মনোহর রমণীয় ও আয়ত বাহুদ্বয় চারুনখরূপ অংকুশদ্বারা আমার হৃদয়স্থিত মদনরূপ মত্তমাতঙ্গকে ক্ষত বিক্ষত ও নির্বাসিত করুক। ২৮

স্তনাবিমাবুত্থিত মস্তকৌ তে কামপ্রতোদাবিব বাসসাক্তৌ।
মমোরসা ভিন্ননিজাভিমানৌ সুবর্ত্তুলৌ ব্যাদিশতাং প্রিয়ং মে ॥ ২৯
কান্তস্য সোপানমিদং বলিত্রয়ং সূত্রেণ লোমাবলিলেখলক্ষিতম্।
বিভাজিতং বেদিবিলগ্নমধ্যমে ! কামস্য দুর্গাশ্রয়মস্তু মে প্রিয়ম্ ॥৩০
রম্ভোরু ! সম্ভোগসুখায় মে স্যাৎ নিতম্ববিম্বং পুলিনোপমং তে।
তন্বঙ্গি ! তন্বংশুকসঙ্গশোভং প্রমত্তকামা বিমদোদ্যমালম্ ॥ ৩১
পাদাম্বুজং তেঽঙ্গুলিপত্রচিত্রিতং বরং মরালক্বণনূপুরাবৃতম্।
কামাহিদষ্টস্য মমাস্তু শান্তয়ে হৃদিস্থিতং পদ্মঘনে সুশোভনে ॥ ৩২

শ্লোকার্থ। তোমার এই রসনাবৃত সুবর্ত্তুল স্তনযুগল, মদনের প্রতোদ সদৃশ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। ইহারা আমার বক্ষঃস্থল পেষণে খর্বীকৃত হইয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুক। ২৯

অয়ি প্রিয়তমে, তোমার মধ্যদেশ যজ্ঞবেদির মধ্যদেশ তুল্য ক্ষীণ। সূত্রদ্বারা বিভক্ত রোমাবলী চিহ্নযুক্ত এই বলিত্রয় মদনের সোপান ও অবস্থানের দুর্গ-সদৃশ হইতেছে। অধুনা ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হউক। ৩০

অয়ি রম্ভোরু, তোমার এই নিতম্ব হইতে মদনমত্ত ব্যক্তির মদন মদকৃত উত্তম হ্রাস পায়। এক্ষণে ইহা আমার সম্ভোগসুখের হেতু হউক্। আমার হৃদয়রূপ নির্মল সলিলে অবস্থিত, অঙ্গুলিরূপ পত্রদ্বারা চিত্রিত মরালসদৃশ নিনাদকারী নূপুর দ্বারা শোভিত পরম রমণীয় ত্বদীয় পদপংকজযুগল হইতে মদীয় মদন-রূপ-বিষধর-দংশন-জনিত বিষের উপশম হউক। ৩১-৩২

শ্রুত্বৈতদ্বচনামৃতং কলিকুলধ্বংসস্য কল্কেরলং
দৃষ্ট্বা সৎপুরুষত্বমস্যমুদিতা পদ্মা সখীভির্বৃতা।
কান্তং ক্লান্তমনাঃ কৃতাঞ্জলিপুটা প্রোবাচ তৎ সাদরং
ধীরং ধীরপুরস্কৃতং নিজপতিং নত্বা নমৎকন্ধরা॥ ৩৩

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে পদ্মাকল্কি সাক্ষাৎ সংবাদোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। অনন্তর পদ্মাদেবী কলি-কুলধ্বংসকারী কল্কিদেবের এই অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুরুষত্ব অক্ষত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। পরে তাঁহার মন কল্কি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তিনি সখীগণের সহিত অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরজন-সমাদৃত নিজপতি কল্কিকে সাদরে ধীরে ধীরে কহিলেন। ৩৩

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে
পদ্মা-কল্কি সাক্ষাৎ সংবাদ নামক দ্বিতীয়
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অংশ
তৃতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ।

সা পদ্মা তং হরিং মত্বা প্রেমগদ্গদভাষিণী।
তুষ্টাব ব্রীড়িতা দেবী করুণাবরুণালয়ম্॥ ১

প্রসীদ জগতাং নাথ! ধর্মবর্ম্মন্! রমাপতে!
বিদিতোঽসি বিশুদ্ধাত্মন্! বশগাং ত্রাহিমাং প্রভো॥ ২

শ্লোকার্থ। সূত মুনি কহিলেন, অনন্তর পদ্মাদেবী সেই করুণানিধি কল্কিদেবকে বিষ্ণু জ্ঞানে লজ্জিতা ও প্রেমগদ্গদ্ভাষিণী হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১

হে রমাপতে, আপনি জগন্নাথ ও ধর্মরক্ষক। হে বিশুদ্ধাত্মন্, আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। প্রভো, এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। ২

ধন্যাহং কৃতপুণ্যাহং তপোদানজপব্রতৈঃ।
ত্বাং প্রতোষ্য দুরারাধ্যং লব্ধং তব পদাম্বুজম্॥ ৩

আজ্ঞাং কুরু পদাম্ভোজং তব সংস্পৃশ্য শোভনম্।
ভবনং যামি রাজানমাখ্যাতুং স্বাগতং তব॥ ৪

ইতি পদ্মা রূপসদ্মা গত্বা স্বপিতরং নৃপম্।
প্রোবাচাগমনং কল্কের্বিষ্ণোরংশস্য দৌত্যকৈঃ॥ ৫

সখীমুখেন পদ্মায়াঃ পাণিগ্রহণকাম্যয়া।
হরেরাগমনং শ্রুত্বা সহর্ষোঽভূদ্বৃহদ্রথঃ॥ ৬

পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ পাত্রৈর্মিত্রৈঃ সুমঙ্গলৈঃ।
বাদ্যতাণ্ডবগীতৈশ্চ পূজায়োজন পাণিভিঃ॥ ৭

শ্লোকার্থ। আমি ধন্যা ও পুণ্যবতী। আপনি দুরারাধ্য হইলেও আমি

তপস্যা, দান, জপ ও ব্রতদ্বারা আপনাকে পরিতুষ্ট করিয়া আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম। ৩

এক্ষণে আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার সুকোমল পাদপদ্মস্পর্শনান্ত গৃহে যাইয়া পিতৃ সমীপে আপনার শুভাগমন বার্তা নিবেদন করি। ৪

নিরুপম রূপবতী পদ্মাদেবী এই কথা বলিয়া পিতার নিকট গমন করিলে এবং দূত দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অবতার কল্কিদেবের আগমন বার্তা বলিলেন। ৫

যখন রাজা বৃহদ্রথ পদ্মার সখীর নিকট শুনিলেন যে, বিষ্ণু বিব হাথা হই আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। ৬

পরে তিনি পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পাত্র ও মিত্রগণের সহিত পূজার উপচারা সঙ্গে লইয়া মাঙ্গলিক নৃত্য, গীত ও বাদ্য শ্রবণ ও দর্শন করিতে করিতে ভগবা কল্কিকে আনয়নার্থ যাত্রা করিলেন। ৭

জগামানয়িতুং কল্কিং সার্দ্ধং নিজজনৈঃ প্রভুঃ।
মণ্ডয়িত্বা কারুমতীং পতাকাস্বর্ণতোরণৈঃ॥ ৮
ততো জলাশয়াভ্যাসং গত্বা বিষ্ণুযশঃসুতম্।
মণিবেদিকয়াসীনং ভুবনৈকগতিং পতিম্॥ ৯
ঘনাঘনোপবি যথা শোভন্তে রুচিবাণ্যহো।
বিদ্যুদিন্দ্রায়ুধাদীনি তথৈব ভূষণান্যুত॥ ১০
শরীরে পীতবাসাগ্রঘোরভাসা বিভূষিতম্।
রূপলাবণ্যসদনে মদনোদ্যমনাশনে॥ ১১
দদর্শ পুরতো রাজা রূপশীলগুণাকরম্।
সাশ্রুঃ সপুলকঃ শ্রীশং দৃষ্ট্বা সাধু তমর্চ্চয়ৎ॥ ১২

শ্লোকার্থ। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার অনুগামী হইলেন বিচিত্র পতাকা ও সুবর্ণময় তোরণ সমূহে কারুমতী নগর বিভূষিতা হইল। ৮

অনন্তর রাজা বৃহদ্রথ জলাশয়ের নিকট যাইয়া দেখিলেন, বিষ্ণুযশার পুত্রব অগতির গতি জগৎপতি বিষ্ণু মণিবেদিকার উপর সমাসীন আছেন। ৯

যেমন জলবর্ষণকারী কালোমেঘের উপর মনোহর বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি শোভা পায়, সেইরূপ কল্কির কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গে বিবিধ ভুষণরাজি বিরাজ করিতেছে। ১০

রূপলাবণ্যের আলয় মদন-পরাজয়কারী তদীয় শরীর পীতবসনের অগ্রভাগস্থিত ঘোর কান্তিদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে। ১১

অনন্তর রাজা রূপবান্, গুণসম্পন্ন সুশীল শ্রীপতি কল্কিকে সম্মুখে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া বলিলেন। ১২

জ্ঞানাগোচরমেতন্মে তবাগমনীশ্বর!।
যথা মান্ধাতৃপুত্রস্য যদুনাথেন কাননে॥ ১৩
ইত্যুক্ত্বা তং পূজয়িত্বা সমানীয় নিজাশ্রমে।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদ সংবাধে স্থাপয়িত্বা দদৌ সুতাম্॥ ১৪
পদ্মাং পদ্মপলাশাক্ষীং পদ্মনেত্রায় পদ্মিনীম্।
পদ্মজাদেশতঃ পদ্মনাভায়াদাদ্ যথাক্রমম্॥ ১৫
কল্কির্লব্ধ্বা প্রিয়াং ভার্য্যাং সিংহলে সাধুসৎকৃতঃ।
সমুবাস বিশেষজ্ঞঃ সমীক্ষ্য দ্বীপমুত্তমম্॥ ১৬

শ্লোকার্থ। হে জগদীশ্বর, যেমন যদুনাথ কানন মধ্যে মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ এখানে আপনার আগমন আমার স্বপ্নেরও অগোচর। ১৩

রাজা এই কথা কহিয়া পূজান্তে কল্কিদেবকে হর্ম্য ও প্রাসাদমালায় সুশোভিত নিজ ভবনে আনাইয়া সযত্নে রাখিয়া কন্যাদান করিলেন। ১৪

তিনি পদ্মযোনির আদেশমত পদ্মপলাশলোচন পদ্মনাভ কল্কির নিকট পদ্মপলাশনয়না পদ্মিনী পদ্মাকে যথাবিধি সমর্পণ করিলেন। ১৫

বিশেষজ্ঞ কল্কিদেব প্রিয়তমা পত্নীকে লাভ করিয়া সাধুগণ কর্তৃক উত্তমরূপে সৎকৃত হইয়া সিংহল দ্বীপস্থ শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ দেখিয়া কিছুদিন সেখানে বাস করিলেন। ১৬

রাজানঃ স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ পদ্মায়াঃ সখিতাং গতাঃ।
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ কল্কিং বিষ্ণুং জগৎপতিম্॥ ১৭
তাঃ স্ত্রিয়োঽপি তমালোক্য সংস্পৃশ্য চরণাম্বুজম্।
পুনঃ পুংস্ত্বং সমাপন্না রেবাস্নানাত্তদাজ্ঞয়া॥ ১৮
পদ্মাকল্কী গৌরকৃষ্ণৌ বিপরীতান্তরাবুভৌ।
বহিঃস্ফুটৌ নীলপীত-বাসোব্যাজেন পশ্যতু॥ ১৯
দৃষ্ট্বা প্রভাবং কল্কেস্তু রাজানঃ পরমাদ্ভুতম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টুবুঃ শরণার্থিনঃ॥ ২০

শ্লোকার্থ। যে সকল রাজা নারীর অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার সখীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা জগৎপতি কল্কিকে দেখিবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া আসিলেন। ১৭

ভগবান্ কল্কিদেবকে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার চরণ কমলস্পর্শ করিলেন এবং তাঁহার আদেশমত রেবা নদীতে স্নান করিবামাত্র নারীরূপ পরিহার পূর্ব্বক পুনরায় পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮

পদ্মা গৌরবর্ণা ও কল্কি কৃষ্ণবর্ণ। এই উভয়ে পরস্পর বিপরীত রূপপ্রাপ্ত। এই জন্যই যেন পদ্মার নীলাম্বর ও কল্কির পীতাম্বর রূপে বাহ্যবর্ণ বিকশিত হইয়া সকলকে পরস্পর দিব্য রূপের সমন্বয় দেখাইতেছে। ১৯

রাজাগণ কল্কির অদ্ভুত পরম প্রভাব দেখিয়া শরণাপন্ন হইলেন এবং বিপুল ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ২০

জয় জয় নিজমায়য়া কল্পিতাশেষ কল্পনাপরিণাম।
জলাপ্লুত লোকত্রয়োপকরণমাকলয্য মনুমনিশম্য
পূরিতমবিজনাবির্ভূতমহামীনশরীর!
ত্বং নিজকৃতধর্ম্মসেতুসংরক্ষণকৃতাবতারঃ॥ ২১

পুনরিহ দিতিজবল-পরিলঙ্ঘিত-বাসব-সূদনাদৃত-জিত-ত্রিভুবন-পরাক্রম

হিরণ্যাক্ষ-নিধন-পৃথিব্যুদ্ধরণ সংকল্পাভিনিবেশ ধৃত-
কোলাবতারঃ পাহিনঃ ॥ ২২

পুনরিহ জলধিমথনদৃত-দেবদানবগণ মন্দরাচলানয়নব্যাকুলিতানাং
সাহায্যেনাদৃতচিত্তঃ

পর্ব্বতোদ্ধরণামৃত প্রাশন রচনাবতারঃ-কূর্ম্মাকারঃ
প্রসীদ পরেশাত্বং দীননৃপাণাম্ ॥ ২৩

শ্লোকার্থ। রাজাগণ বলিলেন, হে কল্কিদেব, আপনার জয় হোক। আপনি স্বীয় মায়ায় জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য কল্পনা করিতেছেন এবং আপনার মায়াবলেই তাহার পরিণাম ঘটিতেছে। আপনি ত্রিভুবনের উপকরণসমূহ জলপ্লাবিত হইয়াছে দেখিয়া ও বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে না শুনিয়া পক্ষী ও জনপ্রাণীশূন্য বিজন স্থানে মহামীন অবতাররূপে[৮১] সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। নিজকৃত ধর্মরূপ সেতুরক্ষার নিমিত্তই আপনি ঈদৃশ মীনরূপে অবতীর্ণ হন। ২১

যখন দানবসেনাগণ দেবরাজকে পরাজয় করিতে লাগিল, ত্রিভুবনজয়ী পরাক্রমী হিরণ্যাক্ষ ঐ দেবরাজকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার বিনাশ জন্য ও পৃথিবীর উদ্ধার-সাধন-সংকল্পে আপনি মহাবরাহ[৮২] অবতার হইয়াছিলেন। এখন আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন। ২২

পূর্বে যখন দেবগণ ও দানবগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থনার্থ মন্দরাচল স্থাপনের স্থান না পাওয়ায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাদের সাহায্যদানে কৃতসংকল্প হইয়া কূর্মাবতাররূপে পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্বত ধারণ করেন। দেবতাগণের অমৃতপান নিষ্পাদনের অভিপ্রায়েই আপনি কূর্মমূর্তি[৮৩] পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হে পরমেশ্বর, অধুনা আপনি এই দীন হীন রাজগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৩

টিপ্পনী ৮১। যখন প্রলয়প্লাবনে পৃথিবী জলমগ্ন হইয়াছিল, তখন ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপে কারণ সলিলে অবতীর্ণ হন। মৎস্য পুরাণে (১ম অধ্যায়, ১৩-১৪ শ্লোকে) আছে।—

পুরা রাজা মনুর্নাম চীর্ণবান্ বিপুলং তপঃ।
পুত্রে রাজ্য সমারোপ্য ক্ষমাবান্ রবি নন্দনঃ॥
বভুব বরদশ্চাস্য বর্ষাযুত শতে গতে।
বরং বৃণীষ্ব প্রোবাচ প্রীত স কমলাসনঃ॥

পুরাকালে সূর্যবংশীয় রাজা মনু পুত্রের স্কন্ধে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক কঠোর তপস্যা করেন। শতবর্ষ অতীত হইলে ভগবান তাঁহাকে বরদানের অভিলাষে জিজ্ঞাসা করেন, "বর চাও, তোমার কি অভিলাষ বল।" ইহাতে রাজা মনু বলেন (মৎস্যপুরাণ ম অধ্যায়, ১৬ শ্লোক —

ভূতগ্রামস্য সর্বস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।
ভবেয়ং রক্ষণায়ালং প্রলয়ে সমুপস্থিতে॥

হে ভগবন্, যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বর দিন, প্রলয় হইলে স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতকে যেন রক্ষা করিতে পারি। ভগবান্ 'তথাস্তু' (তাহাই হউক) বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণ (১ম অধ্যায়, ১৮-২৯ শ্লোক) বলেন—

কদাচিদাশ্রমে তস্য কুর্বতঃ পিতৃতর্পণম্।
পপাত পাণ্যোরুপরি সফরী জলসংযুতা॥
দৃষ্ট্বা তচ্ছফরীরূপং স দয়ালুর্মহীপতিঃ।
রক্ষণায়া করোদ্যত্নং স তস্মিন্ করকোদরে॥
অহোরাত্রেণ চৈকেন ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃতঃ।
সোঽভবন্মৎস্যরূপেণ পাহি পাহীতি চাব্রবীৎ॥

একদিন রাজা মনু আশ্রমে পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার হাতের উপর একটি ক্ষুদ্র মৎস্য লাফিয়ে পড়ে। ঐ মৎস্যকে দেখিয়া মনুর দয়া হইল। মৎস্যের প্রাণরক্ষার অভিপ্রায়ে রাজা মনু উহাকে নিজ কমণ্ডলুর মধ্যে রাখেন। দিনে রাতে ঐ ক্ষুদ্র মৎস্যের দেহ ষোল আঙ্গুল বাড়িয়া গেল। কমণ্ডলুর সংকীর্ণ স্থানে প্রাণনাশের ভয়ে সে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিতে লাগিল।

তব স তমাদায় মণিকে প্রাক্ষিপজ্জলচারিণম্।
তত্রাপি চৈকরাত্রেণ হস্তত্রয়মবর্দ্ধত ॥
পুনঃ প্রাহার্ত্তনাদেন সহস্র কিরণাত্মজম্।
স মৎস্য পাহি পাহীতি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥
ততঃ স কূপে তং মৎস্যং প্রাহিণোদ্রবিনন্দনঃ।
যদা ন ভাতি তত্রাপি কূপে মৎস্য সরোবরে ॥
ক্ষিপ্তোঽসৌ পৃথুতামাগাৎ পুনর্যোজন সম্মিতাম্।
তত্রা প্যাহ পুনর্দীনঃ পাহি পাহি নৃপোত্তম্ ॥
ততঃ স মনুনা ক্ষিপ্তো গংগায়ামপ্যবর্দ্ধত।
যদা তদা সমুদ্রে তং প্রাক্ষিপন্মেদিনী পতিঃ ॥
যদা সমুদ্রমখিলং ব্যাপ্যাসৌ সমুপস্থিতঃ।
তদা প্রাহ মনুর্ভীতিঃ কোঽসি ত্বমসুরেতরঃ ॥
অথবা বাসুদেবস্ত্বমন্য ঈদৃক কথং ভবেৎ।
যোজনাযুতবিংশত্যা কস্যতুল্যং ভবেদ্বপুঃ ॥
জ্ঞাতস্ত্বং মৎস্যরূপেন মাং খেদয়সি কেশব।
হৃষীকেশ জগন্নাথ জগদ্ধাম নমোঽস্তুতে ॥
এবমুক্তঃ স ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ।
সাধুসাধ্বিতি চোবাচ সম্যগ্ জ্ঞাতস্ত্বয়ানঘ ॥

রাজা মনু এই সফরীকে লইয়া জলপূর্ণ মৃন্ময় কলসে নিক্ষেপ করেন। তথায় একরাত্রি মধ্যে উহা তিন হাত দীর্ঘ হয় ও আর্তনাদ করিতে থাকে। তখন রাজর্ষি উহাকে কুপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন। কূপমধ্যে উহা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সরোবরে নিক্ষিপ্ত হয়। সরোবরে সেই মৎস্য যোজন পর্যন্ত সুদীর্ঘ হইল এবং কাতর বচনে বলিতে লাগিল, 'হে রাজর্ষি, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।' তখন মনু উহাকে গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করেন। যখন গঙ্গানদীতেও উহার বৃহদ্দেহ ধরিল না, তখন উহা বিশাল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। সমুদ্রে পতিত হইয়া সেই দিব্য মৎস্য সমুদ্রকে ব্যাপ্ত করিল। উহার

অদ্ভুৎ শক্তি দেখিয়া মনু ভীত হইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে মীন, তুমি কোন্ দেবতা বলো? অথবা তুমি কি স্বরূপত নারায়ণ? শ্রীহরি ব্যতীত এরূপ দিব্যলীলা কে করিতে পারেন? কাহার শরীর পরিমাণে দুই লক্ষ যোজন বিস্তৃত হইতে পারে? হে হরি, মৎস্যরূপে আমাকে আর ছলনা করিও না। আমি তোমার স্বরূপ জানিয়াছি। তখন মৎস্যরূপী ভগবান বলেন, আহো! তুমি যথার্থ বিষয় জানিয়াছ। হে রাজর্ষে, শীঘ্রই প্রলয় হইবে। তখন পর্বত ও অরণ্যাদি সমন্বিত পৃথিবী কারণ-সলিলে নিমগ্ন হইবে। তৎকালে যাহাতে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, সেই অভিলাষে সমস্ত দেবতা এই নৌকা নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত মর্মে মৎস্য পুরাণের ১ম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে আছে—

স্বেদাণ্ডজোদ্ভিজ্জা যে যে চ জীবা জরায়ুজাঃ।
অস্যাং নিধায় সর্বাংস্তাননাথান পাহি সুব্রত॥

স্বেদজ মক্ষী ও যূক আদি, অণ্ডজ মৎস্য ও সরীসৃপ এবং পক্ষী প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষ-লতাদি এবং জরায়ুজ মানুষ, বানর, অশ্ব আদি সবজীব নৌকাতে রক্ষা কর। তাহাদের রক্ষক তুমি ব্যতীত অন্য কেহ নাই। যখন প্রলয় পবনের হিল্লোলে নৌকা টলমল করিবে, তখন আমার মৎস্যদেহের শৃঙ্গে ঐ নৌকা বাঁধিয়া রাখিও। মনু উক্তরূপে সৃষ্টির বীজসমূহ সংগ্রহ পূর্বক সংসারের সৃষ্টি প্রবাহের বীজ রক্ষা করেন। উক্ত মর্মে শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায় ১৫ শ্লোকে) আছে—

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥

এই কারণে উক্তরূপে ভগবান মৎস্যাবতার হন। বামন পুরাণে (৯০ অধ্যায় প্রথম শ্লোক) আছে—

আদ্যং হি মৎস্যরূপং মে সংস্থিতং মানসে হ্রদে।
সর্বপাপক্ষয়করং কীর্তনস্পর্শনাদিভিঃ॥

আমার আদ্যরূপ মৎস্য মানসহ্রদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার কীর্তন ও স্পর্শনাদি করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়।

৮২। যখন পৃথিবী প্রলয় সলিলে নিমগ্না হন, তখন ভগবান বরাহমূর্তি ধারণ পূর্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ও পৃথ্বীকে উদ্ধার করেন। হরিবংশে :০৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

পুরা একার্ণবে ঘোরে শ্রূয়তে মেদিনীত্বিয়ম্।
পাতালস্য তলে মগ্না বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥
বরাহং রূপমাস্থায় উদ্ধৃতা জগদাদিনা।
হিরণ্যাক্ষস্তু দৈত্যেন্দ্রো ববাহেণ নিপাতিতঃ॥

এই প্রবাদ শুনা যায়, পুরাকালে একার্ণব হইলে পৃথিবী পাতালের তলে নিমগ্না হন। তথন জগতের আদিকারণ বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক পৃথিবী উদ্ধার করেন। বরাহরূপী অবতার দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের প্রাণ সংহার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়) আছে—

দ্বিতীয়ে তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাধত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥

এই বিশ্বের উৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধার কামনায় শূকর শরীব ধাবণ করেন।

যে স্থানে ভগবান বরাহ দেহ ধারণপূর্বক দৈত্যবীর হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন, সেই স্থান বরাহতীর্থ বা শূকরতীর্থ নামে প্রখ্যাত; উত্তর প্রদেশে বেরেলী শহরের ৪৭ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদীর প্রাচীন প্রবাহ সমীপে উক্ত তীর্থ অবস্থিত। উহার অন্য নাম শূরণ বা শূকর ক্ষেত্র। সন্ত তুলসীদাস তৎকৃত হিন্দী রামায়ণে উক্ত তীর্থের উল্লেখ করেন।

৮৩। দেবগণ অমৃত প্রাপ্তির নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন করিতে মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড করিতে ইচ্ছুক হন। (বিহার প্রদেশে ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁও নামক স্থানের অদূরে মন্দর পর্বত অবস্থিত। তথায় কহোল বা কহোড় মুনির প্রাচীন আশ্রম আছে)। কোন দেবতা বা দৈত্য ঐ মহাপর্বতকে উক্তস্থান হইতে তুলিতে পারেননি। তথন ব্রহ্মাদি দেবগণ নিরুপায় হইয়া নারায়ণের শরণাগত হন। তাঁহার আদেশে শেষনাগ মন্দর পর্বতকে তুলিয়া

লইয়া যান, কিন্তু ক্ষীরসাগরে মন্দরপর্বত স্থাপনের কোন আধার ছিল না। নারায়ণ শক্তিশালী আধারের অভাব দেখিয়া স্বয়ং কূর্মরূপে উহাকে স্বপৃষ্ঠে ধারণ করেন। তখন কূর্মরূপী ভগবানের পৃষ্ঠদেশে মন্দররূপ মন্থন দণ্ড স্থাপনান্তে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন চলিল। মহাভারতে (আদিপর্ব, ১৫ অধ্যায়, ১২ শ্লোক) উক্ত আছে—কূর্মেণ তু তথেত্যুক্ত্বা পৃষ্ঠমস্য সমর্পিতম্।

তং শৈলং তস্য পৃষ্ঠস্থং যন্ত্রেণেন্দ্রোঽভ্যপাতয়ত ॥

উক্তরূপে সমুদ্র মন্থন হইল। শ্রীমদ্ভাগবতেও সমুদ্র মন্থনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়, ১৬ শ্লোক) আছে—

সুরা সুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥

যখন দেবগণ ও দৈত্যগণ একাদশ অবতারে মন্দর পর্বতদ্বারা সমুদ্রমন্থন করিতেছিলেন, তখন ভগবান কচ্ছপমূর্তি ধারণপূর্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্বত স্থাপন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে কচ্ছপমূর্তি নারায়ণের একাদশ অবতার।

বামনপুরাণে (৯০ অধ্যায়, ২য় শ্লোকে) আছে, কৌর্মমস্তং সন্নিধানে কৌশিক্যাঃ পাপনাশনম্। ইহার অর্থ, আমার পাপনাশক কৌর্মরূপ কৌশিকী নদীতীরস্থ সন্নিধানতীর্থে অবস্থিত।

পুনরিহ ত্রিভুবনজয়িনো মহাবলপরাক্রমস্য হিরণ্যকশিপো-র্বন্দিতানাং দেববরাণাং ভয়ভীতানাং কল্যাণায় দিতিসুতবধপ্রেপ্সু র্ব্রহ্মণো বরদানাদবধ্যস্য ন শস্ত্রাস্ত্র রাত্রিদিবাস্বর্গমর্ত্ত্যপাতালতলে দেবগন্ধর্ব্ব-কিন্নরনাগৈরিতি বিচিন্ত্য নরহরিরূপেণ নখাগ্রভিন্নোরুং দষ্টদন্তচ্ছদং ত্যক্তাসুং কৃতবানসি ॥২৪

পুনরিহ ত্রিজগজ্জয়িনো বলেঃ সত্রে শক্রানুজো বটুবামনো দৈত্য-সংমোহনায় ত্রিপদভূমিযাচ্ঞাচ্ছলেন বিশ্বকায়স্তদুৎসৃষ্ট—জল সংস্পর্শ-বিবৃদ্ধ মনোঽভিলাষস্ত্ব ভূতলে বলের্দৌবারিকত্বমঙ্গীকৃতমুচিতং দান-ফলম্ ॥২৫

পুনরিহ হৈহয়াদিনৃপাণামমিতবলপরাক্রমাণাং নানামদোল্লঙ্ঘিত-মর্যাদাবর্ত্মনাং নিধনায় ভৃগুবংশজো জামদগ্ন্যঃ পিতৃহোমধেনুহরণ-প্রবৃদ্ধমন্যুবশাৎ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নিঃক্ষত্রিয়াং পৃথিবীং কৃতবানসি পরশুরামাবতারঃ ॥২৬

শ্লোকার্থ। যখন মহাবল পরাক্রমশালী ত্রিভুবনজয়ী হিরণ্যকশিপু প্রধান প্রধান দেবগণকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল, দেবতাবৃন্দও যখন ঐ দৈত্যভয়ে অতীব ভীত হইলেন, তখন আপনি তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য সেই দৈত্যবধে কৃতসংকল্প হন। পরন্তু উক্ত দৈত্যরাজকে ব্রহ্মার বরে অবধ্য জানিয়া আপনি নরসিংহমূর্তি[৮৪] ধারণ করিলেন। দৈত্যরাজ আপনাকে দেখিয়াই ক্রোধে দন্তদ্বারা অধর দংশনপূর্বক যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইল। আপনি নখাগ্র দ্বারা তাহার মর্ম ভেদ করিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ২৪

পুনর্বার আপনি ত্রিভুবনজয়ী বলি রাজের যজ্ঞে দেবরাজের অনুজ হইয়া বামনমূর্তি[৮৫] ধারণান্তে উক্ত দৈত্যরাজকে মোহিত করিবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে উৎসর্গার্থ জল পরিত্যাগ করিবামাত্র আপনার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় আপনি বলিকে পাতাল পুরীতে প্রেরণ করিয়া ত্রিলোকদানের ফলস্বরূপ তাহার দৌবারিক হইয়া রহিলেন। ২৫

তদনন্তর অতুল-বল-পরাক্রমশালী হৈহয় প্রভৃতি ভূপালগণ অহংকারে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক বধ বিধানের মর্যাদা অতিক্রম করিলে, তাহাদের নিধনের নিমিত্ত পুনর্বার আপনি ভৃগুবংশাবতংস পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পর আপনি পরশুরাম[৮৬] অবতারে পিতা জমদগ্নির হোমধেনু হরণ হেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। ২৬

টিপ্পনী। ৮৪। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক বীর দৈত্য ছিলেন। তিনি অতীব বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার প্রহ্লাদ নামক পুত্র হরিভক্ত ও সশ্চরিত্র ছিলেন। প্রহ্লাদ সদৃশ দৃঢ়বিশ্বাসী ভক্তের বৃত্তান্ত পড়িলে জানা যায়, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও প্রেমিক ছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রিয় পুত্রের

মধ্যে হরিভক্তির বিপুল প্রকাশ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন এবং নারায়ণ নাম বর্জনার্থ প্রিয় পুত্রকে অনেক উপদেশ দেন। ইহাতে বালক প্রহ্লাদের হরিভক্তি বিচলিত হইল না। তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সংহার করিবার আদেশ দেন। কিন্তু বিষপ্রদানে, অস্ত্রপ্রহারে এবং হস্তীপদে দলিত হইয়াও প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না। তৎপরে রাজসভায় ডাকিয়া পিতা পুত্রকে বলেন, তোমার নারায়ণ কোথায়? আমি এইক্ষণে তোমার প্রাণনাশ করিব। যদি নারায়ণ সমর্থ হন, তিনি তোমায় রক্ষা করুন। ইহাতে সজল নয়নে প্রহ্লাদ নারায়ণকে কাতর প্রার্থনা করিলেন। তপোবলে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বর লাভে দেব, দৈত্য, মানুষ ও গন্ধর্বের দুর্জেয় হন। পৃথিবীতে, আকাশে ও পাতালে শস্ত্র ও অস্ত্রাঘাতদ্বারা তাঁহার প্রাণনাশের আশংকা ছিল না। এই কারণে রাজসভায় স্ফটিকস্তম্ভ বিদারণ পূর্বক নারায়ণ নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হন। নরসিংহ মূর্তি অর্ধভাগ নর ও অর্ধভাগ সিংহরূপে প্রকটিত ছিল। উহাতে একপ্রকার অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার বাক্যও ব্যর্থ হইল না। নৃসিংহরূপী নারায়ণ তীক্ষ্ণ নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করেন। মহাভারতে এবং হরি বংশে (১০৬ অধ্যায়ে) আছে—

হিরণ্যকশিপুশ্চৈব মহাবল পরাক্রমঃ।
অবধ্যোঽহমরদৈত্যানামৃষি গন্ধর্বকিন্নরৈঃ ॥
যক্ষরাক্ষসনাগানাং নাকাশে নাবনী স্থলে।
ন চাভ্যন্তররাত্ত্যা হ্নৌ নর্ শুষ্কেণার্দ্রকেণ চ ॥
অবধ্য স্ত্রিষুলোকেষু দৈতেন্দ্রো হ্যপরাজিতঃ।
নারসিংহেন রূপেণ নিহতো বিষ্ণুনা পুরা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়, ১৮ শ্লোকে) লিখিত আছে—

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদৈতেন্দ্রমূর্জিতম্।
দদার করজৈর্বক্ষস্যেরকাং কটকৃত্তথা ॥

উক্ত কারণে নারায়ণের নরসিংহ অবতার হইয়াছিল। ভাগবত মতে নরসিংহ

ভগবানের চতুর্দ্দশ অবতার। বিষ্ণুপুরাণেও এই অবতারের বৃত্তান্ত লিখিত। অগ্নিপুরাণে আছে :—

সিংহস্য কৃত্বা বদনং মুরারি সদা করালং
চ সুরক্তনেত্রম্।
অৰ্দ্ধং বপুর্দ্বৈ মনুজস্য কৃত্বা যযৌ সভাং
দৈত্যপতেঃ পুরস্তাৎ॥

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে প্রাচীন গৌড়ের আদি রাজা চন্দ্রবর্ম্মা নরসিংহদেবের পাষাণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা অদ্যাপি সুরক্ষিত।

৮৫। নারায়ণ দেবগণের মঙ্গলার্থ বামনরূপে অবতীর্ণ হন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বামন অবতারের উপাখ্যান লিখিত আছে। ভক্তবর প্রহ্লাদের বিরোচন নামে এক পুত্র ছিল। বিরোচনের পুত্র বলী। বলীরাজ অত্যন্ত ধার্মিক, বিশুদ্ধ-চরিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও হরিভক্ত ছিলেন। তিনি দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন। দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগণ দৈত্যপতি বলীর ভৃত্যরূপে পরিণত হন। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে আদিত্যাদি দেবগণের জন্ম হয়। কশ্যপ ও অদিতি নিজ সন্তানগণের দুর্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখ মোচনার্থ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন্। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে সহস্র বৎসর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া নারায়ণ সম্মুখে প্রকটিত হইয়া বলেন, "হে কশ্যপ্, আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হয়েছি। যে বর লইতে ইচ্ছা হয়, তাহা প্রার্থনা কর।" কশ্যপ ও অদিতি নিবেদন করিলেন, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমাদের পুত্ররূপে ইন্দ্রের কনিষ্ঠরূপে আপনি উপেন্দ্রনাম ধারণ পূর্বক পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হউন্ এবং মায়াবলে বলিকে জয় করিয়া ইন্দ্রকে ত্রিলোকের অধিপতি করুন। ভগবান্ 'তথাস্তু' (তাহাই হউক) বলিয়া অন্তর্হিত হন্। কালক্রমে দেবমাতা অদিতি গর্ভবতী হন্। সহস্র বৎসরে তাঁহার গর্ভ পূর্ণ হয়। এক সহস্র বৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থানান্তে ভগবান্ বামনরূপে ভূমিষ্ঠ হন্। তৎপূর্বে প্রহ্লাদ ধ্যানযোগে দেখিলেন, নারায়ণ বৈকুণ্ঠে নাই, মাতৃগর্ভে বামনরূপে লুক্কায়িত।

বামনপুরাণে (২৮ অধ্যায়, ১০ শ্লোক) আছে —

কৃতঃ প্রসাদো হি ময়া তব দেবি যথেপ্সিতং।
স্বাংশেন চৈব তে গর্ভে সংভবিষ্যামি কশ্যপাৎ॥

হে দেবি (অদিতি), আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। আমি কশ্যপের ঔরসে ত্বদীয় গর্ভে স্বীয় অংশে উৎপন্ন হইব।

পদ্মপুরাণে বামনরূপের বর্ণনা নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত।

…… সর্বলোক মহেশ্বরম্।
অদিতির্জনয়ামাস বামনং বিষ্ণুমচ্যুতম্॥
শ্রীবৎসকৌস্তভোবক্ষং পূর্ণেন্দুসদৃশদ্যুতিম্।
সুন্দরং পুণ্ডবাকাক্ষমতি খর্বতরং হরিম্॥
বটুবেশ ধরং দেবং সববেদান্ত গোচরম্।
মেখলাজিনদণ্ডাদিচিহ্নৈন্য কৃতমীশ্বরম্॥

এই সময় দেবগণ বামনসমীপে যাইয়া নিবেদন করেন, রাজা বলী যজ্ঞ করিতেছেন। এই অবসরে আপনি ভিক্ষার ছলে ত্রিলোক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন্। বামনদেব 'তথাস্তু' (তাহাই হউক) বলিয়া কুরুক্ষেত্রে বলীরাজের যজ্ঞগৃহে গমন করেন। দৈত্যরাজ বলী তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন বামনদেব যাহা বলেন, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে কথিত। —

মম ত্রিবিক্রমং পাদং মহীং সংদাতুমর্হসি।
এতদল্পমহীং দাতুং মা বিশঙ্ক মহীপতে॥
জগৎত্রয় প্রদানং তু মম ভূপ ভবিষ্যতি॥

হে রাজন্, আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান কর। এই অল্প ভূমি দান করিতে তুমি শংকিত হইও না। আমার জন্য ইহা ত্রিভুবনের দান সদৃশ হইবে।

বলি ভূমি দানার্থ প্রস্তুত হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বহু বাধা দিলেন ও বলিলেন, ইহাতে তুমি নিঃস্ব হবে, এইরূপ দান করিও না। বলিরাজা

গুরুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বামনরূপী নারায়ণকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন। এই সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের শ্লোকদ্বয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

পাদেনৈকেন পুরুষো বিক্রম্য মধুসূদনঃ।
উবাচ তং দৈত্যরাজং কি করোমীতি শাবতম্॥
অথ সর্বেশ্বরো বিষ্ণুর্দ্বিতীয়ং পদমব্যয়ম্।
ঊর্দ্ধং প্রসারয়ামাস ব্রহ্মলোকাস্মমচ্যুতঃ।

এইরূপে বামন অবতার হন। বামনপুরাণোক্ত বৃত্তান্তের সহিত এই বৃত্তান্তের ভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দে, ২০ অধ্যায়ে, ২০ ও ৩৪ শ্লোকে) আছে—

যজমানং স্বয়ং তস্য শ্রীমৎপাদযুগং মুদা।
অবনিজ্যাবহন্মূর্দ্ধি তদপো বিশ্বপাবনীঃ॥
ক্রমতোগাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খং চ কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দে, ৩য় অধ্যায়ে) আছে,

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাহগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিবিষ্টপম্॥

বামনদেব পঞ্চদশ অবতার এবং ত্রিবিষ্টপ (স্বর্গধাম) প্রাপ্তির অভিলাষে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষার্থ কুরুক্ষেত্রে রাজা বলির যজ্ঞশালায় গমন করেন। হরিবংশে ১০৬ অধ্যায়ে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

বামনেন তু রূপেণ কশ্যপস্যাত্মজো বলী।
অদিত্যা গর্ভ সম্ভূতো বলির্বদ্ধোহসুরত্তমঃ।
সত্যরজ্জুময়ৈঃ পাশৈঃ কৃতঃ পাতাল সংশ্রয়॥

ভগবান্ নারায়ণ কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে বামনরূপে অবতীর্ণ হন এবং প্রতিজ্ঞারূপ রজ্জুময় পাশদ্বারা দৈত্যপতি বলীকে বাঁধিয়া পাতালে প্রেরণ করেন।

৮৬। ভগবান পাপিষ্ঠ রাজগণের বিনাশার্থ মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে ও রেণুকার গর্ভে পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হন। হরিবংশে, ১০৬ অধ্যায়ে আছে—

কার্তবীর্যো মহাবীর্যঃ সহস্রভুজবিগ্রহঃ।
দত্তাত্রেয় প্রসাদেন মত্তো বরমদেন চ ॥
জামদগ্ন্যো মহাতেজা রেণুকা গর্ভসম্ভবঃ।
ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রাম শস্ত্রভৃতাংবরঃ ॥
পর্শুনা বজ্রকল্পেন সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ।
নিহতো বিষ্ণুনা ভূয়শ্ছদ্মরূপেণ হৈহয়ঃ ॥

মহাবীর কার্তবীর্য্য দত্তাত্রেয় প্রসাদে শক্তিশালী ও বলোন্মত্ত হন। ভগবান্ পরশুরাম মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে ও রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্বক মহা তেজস্বী হন। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে পরশুরাম অবতীর্ণ হন। উক্তকালে তৎতুল্য কেহ শস্ত্রধারী ছিলেন না। তিনি গুপ্তবেশে বজ্রকল্প পরশু প্রস্তুত করিয়া সপ্তদ্বীপের অধিপতি রাজা হৈহয়ের প্রাণ সংহার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়) বলেন—

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃ সপ্তকৃত্ব কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥

ষোড়শ অবতার পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজগণকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী দেখিয়া ক্রোধান্ধ হন এবং একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। আসামে পার্বত্য অঞ্চলে পরশুরাম তীর্থ বিদ্যমান।

পুনরিহ পুলস্ত্যবংশাবতংসস্য বিশ্বশ্রবসঃ পুত্রস্য নিশাচরস্য রাবণস্য লোকত্রয়তাপনস্য নিধনমুররীকৃত্য রবিকুলজাতদশরথাত্মজো বিশ্বামিত্রা-দস্ত্রাণ্যুপলভ্য বনে সীতাহরণবশাৎ প্রবৃদ্ধমন্যুনা অম্বুধিং বানরৈর্নিবধ্য সগণং দশকন্ধরং হতবানসি রামাবতারঃ ॥২৭

পুনরিহ যদুকুলজলধিকলানিধিঃ সকল সুরগণ সেবিতপাদারবিন্দ-

দ্বন্দঃ বিবিধ দানবদৈত্যদলন লোকত্রয়ত্বরিততাপনো বসুদেবাত্মজো রামাবতারো বলভদ্রস্ত্বমসি ॥২৮

পুনরিহ বিধিকৃত-বেদধর্ম্মানুষ্ঠান-বিহিত-নানাদর্শনসংঘৃণঃ সংসার-কর্ম্মত্যাগবিধিনা ব্রহ্মাভাসবিলাসচাতুরী প্রকৃতিবিমান নাম সম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্ত্বমসি ॥২৯

শ্লোকার্থ। অনন্তর পুলস্ত্যবংশাবতংস বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবণের[৮৭] প্রতাপে লোকত্রয় তাপিত হইলে, তাহার বধোদ্দেশে আপনি সূর্যবংশসম্ভূত রাজা দশরথের পুত্র রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া যখন আপনি বনে গমন করেন, তখন রাবণ সীতাহরণ করেন। তাহাতে আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া বানরসেনা সংগ্রহপূর্বক সাগর বন্ধন করিয়া রাবণকে সবংশে নিধন করেন। ২৭

পরে পুনরায় আপনি যদুকুলরূপ সাগরের চন্দ্রমাস্বরূপ বসুদেবসুত কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ দৈত্য-দানব দলন পূর্বক লোকত্রয় হইতে অধর্ম দূর করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণ সকলেই সেই কৃষ্ণ অবতারের পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। সেই সময় আপনি অংশতঃ বলরামরূপেও[৮৮] অবতীর্ণ হন। ২৮

পুনর্বার আপনিই বিধাতৃবিহিত বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে নানা-প্রকার ঘৃণা প্রদর্শনপূর্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ পরিহারার্থ উপদেশ প্রদান নিমিত্ত বুদ্ধ[৮৯] অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন [illegible]। ২৯

টিপ্পনী ৮৭। লংকাধিপতি রাবণ দুরাচারী হইয়া ত্রিলোক পীড়িত করেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মাকে লইয়া নারায়ণের নিকটে উপস্থিত হন এবং রাবণের অত্যাচার নিবেদন করেন। ভগবান্ তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় সূর্যবংশের রাজা দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে রামরূপে অবতীর্ণ হন। যৌবনে রাজ্যাভিষেকের পরিবর্তে পিতার আদেশে তিনি চৌদ্দ বৎসর বনবাস

করেন। তিনি মর্ত্যলোকে পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেমের অনুপম উদাহরণ প্রদর্শন করেন। দণ্ডকারণ্যে রাবণের সহোদরা শূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণের দিব্যরূপে বিমোহিতা হইয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহেন। সীতাপতি ভগবান্ রামচন্দ্র ইহাতে অসম্মত হন এবং লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক ও কান কাটিয়া ফেলেন। শূর্পণখার মুখে এই অপমান এবং জানকীর রূপলাবণ্য শ্রবণে রাবণ কামান্ধ হন। তিনি মারীচকে বলেন, তুমি মায়ামৃগরূপে সীতাকে ছলনা কর। মারীচ মায়ামৃগরূপে সীতার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। সীতাদেবী রামচন্দ্রকে ঐ মৃগ ধরিয়া আনিতে বলেন। অনুজ লক্ষ্মণকে আশ্রমের প্রহরীরূপে রাখিয়া রামচন্দ্র মায়ামৃগের পশ্চাতে গমন করেন। শ্রীরামের বাণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া মায়ামৃগ রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্বক আর্তনাদ করিল। সীতা উক্ত কাতর ক্রন্দন শ্রবণে রামের সন্ধানার্থে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করেন। লক্ষ্মণ আশ্রম ত্যাগ করিবার পর রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে আশ্রমে আসেন এবং সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই কারণে রাবণের সহিত রামের ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাবণ নিহত হন, ত্রিলোকের কণ্টক বিনষ্ট হয়। ইহাতে রামাবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। হরিবংশ (১০৬ অধ্যায়) বলেন—

ইক্ষাকুকুল সম্ভূতো রামো দাশরথিঃপুরা।
ত্রিলোকজয়িনং বীরং রাবণং বৈ ন্যপাতয়ৎ॥

পুরাকালে ত্রেতাবসানে ইক্ষ্বাকুকুলে রাজা দশরথের পুত্ররূপে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী রাবণকে সংহার করেন। বাল্মীকি কৃত সংস্কৃত রামায়ণ এবং তুলসীদাস কৃত হিন্দী রামায়ণ এবং কৃত্তিবাস কৃত বাংলা রামায়ণে রামলীলা বিস্তৃতভাবে লিখিত। তুলসীকৃত হিন্দী রামায়ণের নাম রামচরিত মানস।

৮৮। দ্বাপরের শেষে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সময় ভগবান্ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হণ। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণেও কৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়) বলেন —

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্যজন্মনি।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবান্ হরদ্ভরম্॥

বৃষ্ণিবংশে রাম ও কৃষ্ণরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ভূ-ভার হরণ করেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম।

৮৯। বৈদিক ধর্মের উদীয়মান অবস্থায় যজ্ঞাদির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। নরমেধ, গোমেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞে সহস্র প্রাণীর উষ্ণ রুধিরে পৃথিবী কলংকিত হইতে লাগিল। কালক্রমে বৈদিকধর্মে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। ধর্মানুষ্ঠানে প্রাণীবধের নৃশংসতায় দেশ ধ্বংস হইতে লাগিল। তৎকালে যজ্ঞীয় পশু ও মানুষের করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন। বৈদিক বিধান 'কোন প্রাণীকে হিংসা করিও না', এই নীতিধর্মকে তিনি উজ্জীবিত করেন। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' সারাদেশে প্রচারিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়) বলেন—

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

বিশাল ভারতে বৌদ্ধদেবের প্রভাব এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, এখনও বহু বৌদ্ধ নানা প্রদেশে বিদ্যমান। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অগণিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মে চতুর্বেদ অস্বীকৃত এবং অনাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ সমর্থিত। প্রাচীন বেদান্ত গ্রন্থসমূহে বৌদ্ধদর্শনের নাস্তিকতা খণ্ডিত। কল্কিপুরাণ বলেন, ম্লেচ্ছাদি নাস্তিকগণ ও অনাত্মবাদী বৌদ্ধগণকে সংহার করিতে ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। ক্রমবর্দ্ধমান বৌদ্ধসমাজকে হিন্দু ধর্মের অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে ভক্তকবি জয়দেব হংস স্থলে বুদ্ধকে অবতাররূপে গ্রহণ করেন। কল্কির সময় বুদ্ধদেব পুনরায় অবতীর্ণ হবেন এবং পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবেন।

অধুনা কলিকুলনাশাবতারো বৌদ্ধপাষণ্ডম্লেচ্ছাদীনাঞ্চ বেদধর্ম্ম-সেতুপরিপালনায় কৃতাবতারঃ কল্কিরূপেণাস্মান্ স্ত্রীত্বনিরয়াদুদ্ধৃতবানসি তবানুকম্পাং কিমিহ কথয়ামঃ॥ ৩০

ক্ক তে ব্রহ্মাদীনামবিদিত বিলাসাবতরণং
ক্ক নঃ কামা বামাকুলিতমৃগতৃষ্ণার্ত্তমনসাম্ ।
সুদুষ্প্রাপ্যং যুষ্মচ্চরণজলজালোকনমিদং
কৃপাপারাবারঃ প্রমুদিতদৃশাশ্বাসয় নিজান্ ॥৩১

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
নৃপাণাং স্তবো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। এক্ষণে আপনি কলিকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ পাষণ্ড ম্লেচ্ছ প্রভৃতির দমনের জন্য কল্কিরূপে[৯০] অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক ধর্মরূপ সেতু রক্ষা করিতেছেন। অদ্য আপনি আমাদিগকে স্ত্রীত্বরূপ নরক হইতে উদ্ধার করিলেন। অতএব আমরা আপনার অনুগ্রহের মহিমা কি বলিব ? ৩০

ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার লীলা অবগত নহেন, তাদৃশ আপনার দিব্যলীলা কিরূপে বুঝিব ? যাহারা কামিনীদর্শনে কামশরে জর্জরিত ও যাহাদের মন মৃগতৃষ্ণায় পীড়িত হয়, তাদৃশ আমরাই বা কোথায় ? আমাদের পক্ষে আপনার চরণকমল-দর্শন একান্ত দুর্লভ। আপনি কৃপাসিন্ধু। আমরা আপনার শরণাগত। আপনি সুদৃষ্টি দানে আমাদিগকে সম্যক্ আশ্বাসিত করুণ। ৩১

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্যঅনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে
নৃপগণের স্তব নামক তৃতীয় অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী ৯০। কল্কিঅবতার অদ্যাবধি অনাগত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়ে) কল্কি অবতার সম্বন্ধে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়। —

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যু প্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥

কলিযুগের সন্ধ্যাকালে যখন রাজগণ দস্যুতুল্য পরস্বাপহারী হইবে, তখন জগৎপতি কল্কিদেব বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। আমরা ব্যাসমুখে অবগত হইয়াছি, ১৩৯২ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অনাগত অবতার কল্কিদেব মথুরাধামে বিষ্ণুযশা ও মাতা বাসন্তীদেবীর পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইবেন। এই সম্বন্ধে মৎপ্রণীত 'কল্কিগীতা' দ্রষ্টব্য।

ভগবান কল্কিদেব ও পদ্মাদেবী

(সহরা কল্কি মন্দির)

দ্বিতীয় অংশ
চতুর্থ অধ্যায়

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা নৃপাণাং ভক্তানাং বচনং পুরুষোত্তমঃ।

ব্রাহ্মণক্ষত্র বিট্‌শূদ্রবর্ণানাং ধর্ম্মমাহ যৎ ॥ ১

প্রবৃত্তানাং নিবৃত্তানাং কর্ম্ম যৎ পরিকীর্ত্তিতম্‌।

সর্ব্বং সংশ্রাবযামাস বেদানামনুশাসনম্‌ ॥ ২

ইতি কল্কেঃ বচঃ শ্রুত্বা রাজানো বিষদাশয়াঃ।

প্রণিপত্য পুনঃ প্রাহুঃ পূর্ব্বাত্ত গতিমাত্মনঃ ॥ ৩

স্ত্রীত্বং বাপ্যথবা পুংস্ত্বং কস্য বা কেন বা কৃতম্‌।

জরাযৌবন বাল্যাদি সুখদুঃখাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪

*তস্মাৎ কুতো বা কস্মিন্‌ বা কিমেতদিতি বা বিভো।

অনির্ণীতান্যবিদিতান্যপি কর্ম্মাণি বর্ণয় ॥ ৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, পুরুষোত্তম কল্কিদেব ভক্ত ভূপতিগণের বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম কহিলেন। ১

সংসারাসক্ত ও বীতরাগ ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদবিহিত যে যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, তৎসমুদয়ও তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। ২

রাজগণ কল্কির উপদেশ শুনিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলেন। পরে তাঁহারা কল্কিকে পুনরায় নমস্কার পূর্বক স্ব স্ব অতীত অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ৩

কাহা হইতে কি কারণে মনুষ্যগণ স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বিভিন্ন হয়? বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য এবং সুখ-দুঃখ প্রভৃতিই বা কি কারণে কোথা হইতে হয়? ৪

ইহার কারণ আপনি আমাদিগকে বলুন এবং অন্যান্য যে যে বিষয় আমরা অপরিজ্ঞাত আছি, তাহাও ব্যাখ্যা করুন। ৫

---

* কস্মাৎ ইতি বা পাঠঃ।

(তদা তদাকর্ণ্য কল্কিরনন্তং মুনিমস্মরৎ)।
সোঽপ্যনন্তো মুনিবরোস্তীর্থ পাদো বৃহদ্‌ব্রতঃ ॥ ৬
কল্কের্দর্শনতো মুক্তিমাকলয্যা গতস্ত্বরন্।
সমাগত্য পুনঃ প্রাহ কিং করিষ্যামি কুত্র বা।
যাস্যামীতি বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ প্রাহ হসন্ মুনিম্ ॥ ৭
কৃতং দৃষ্টং ত্বয়া জ্ঞাতং সর্ব্ব যাহ্যনিবর্ত্তকম্।
অদৃষ্টমকৃতঞ্চেতি শ্রুত্বা হৃষ্টমনা মুনিঃ॥ ৮
গমনায়োদ্যতং তং তু দৃষ্ট্বা নৃপগণাস্ততঃ।
কল্কিং কমল পত্রাক্ষং প্রোচুর্বিস্মিত চেতসঃ ॥ ৯
রাজান ঊচুঃ।
কিমনেনাপি কথিতং ত্বয়া বা কিমুতান্যত।
সর্ব্বং তৎ শ্রোতুমিচ্ছামঃ কথোপকথনং দ্বয়োঃ ॥ ১০

শ্লোকার্থ। এই বাক্য শুনিয়া কল্কিদেব অনন্ত মুনিকে স্মরণ করিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তীর্থবাসী ব্রতধারী মুনিবর অনন্তও স্মৃত হইবামাত্র কল্কির দর্শনে মুক্তি হইবে ভাবিয়া সত্বর ব্যাকুলচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। কারণ তাঁহারও মুক্তি লাভের অন্য উপায় ছিলনা। ৬

তিনি কল্কির নিকট আসিয়া কহিলেন, আমাকে কি করিতে হইবে এবং কোথায়ই বা যাইতে হইবে আদেশ করুন। এই বাক্য শুনিয়া কল্কি হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, আমি যাহা করিযাছি, তাহা তুমি সমস্তই দেখিয়াছ ও বিজ্ঞাত আছ। অদৃষ্টলিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারেনা। কর্ম্ম না করিয়াও কেহ উহার ফল প্রাপ্ত হয় না। মহর্ষি অনন্ত কল্কিবাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। ৭-৮

তিনি গমনোদ্যত হইলে, রাজগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বিস্মিত বদনে পদ্মপলাশলোচন কল্কিকে কহিলেন। ৯

রাজগণ বলিলেন, এই মহর্ষি কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আপনিই বা

ার কি উত্তর দিলেন ? আপনাদের পরস্পর কোন্ বিষয়ে কথোপকথন
া, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১০

নৃপাণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা তানাহ মধুসূদনঃ।
পৃচ্ছতামুং মুনিং শান্তং কথোপকথনাদৃতাঃ॥ ১১
ইতি কল্কের্বচো ভূয়ঃ শ্রুত্বা তে নৃপসত্তমাঃ।
অনন্তমাহুঃ প্রণতাঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষবঃ॥ ১২
রাজান উচুঃ।
মুনে! কিমত্র কথনং কল্কিনা ধর্ম্মবর্ম্মণা।
দুর্ব্বোধঃ কেন বা জাগস্তত্ত্বং বর্ণয় নঃ প্রভো!॥ ১৩
মুনিরুবাচ।
পুরিকায়াং পুরি পুরা পিতা মে বেদপারগঃ।
বিদ্রুমো নাম ধর্ম্মজ্ঞঃ খ্যাতঃ পরহিতে রত॥ ১৪
সোমা মম বিভো! মাতা পতিধর্ম্মপরায়ণা।
তয়োর্ব্বয়ঃ পরিণতৌ কালে যণ্ডাকৃতিস্ত্বহম্॥ ১৫

শ্লোকার্থ। রাজগণের বাক্য শুনিয়া মধুসূদন কল্কিদেব বলিলেন, আমাদের
বিষয়ে আলোচনা হইল, তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই প্রশান্তচেতা
কে জিজ্ঞাসা কর। ১১

রাজগণ কল্কির কথা শুনিয়া প্রশ্নের মর্ম জানার অভিপ্রায়ে অনন্তকে
ামান্তে প্রশ্ন করিলেন। ১২

রাজগণ বলিলেন, মহর্ষে, ধর্মের বর্মস্বরূপ কল্কির সহিত আপনার যে
াপকথন হইল, তাহা অতীব দুর্বোধ্য, উহার কারণ কি ? আপনি আমাদের
িট উহার গূঢ় রহস্য বর্ণনা করুন। ১৩

মুনি বলিলেন, পূর্বকালে পুরিকা[২১] নাম্নী পুরীধামে বেদবেদাঙ্গবেত্তা, পরম
জ্ঞ, উদার, হিতৈষী কোন মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল বিদ্রুম।
নই আমার পিতা। ১৪

আমার মাতার নাম সোমা। তিনি পতিধর্মপরায়ণা ছিলেন। মদী পিতামাতার বয়স পরিণত হইলে আমর জন্ম হইল, কিন্তু আমি ক্লী হইলাম। ১৫

টিপ্পনী। ৯১। উড়িষ্যা প্রদেশের একটি প্রধান নগর। ইহা পুরুষো বা জগন্নাথ ক্ষেত্র নামে পরিচিত এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত। তথায় জগন্না দেবের প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান।

সঞ্জাতঃ শোকদঃ পিত্রোর্লোকানাং নিন্দিতাকৃতিঃ।
মামালোক্য পিতা ক্লীবং দুঃখশোকভয়াকুলঃ॥ ১৬
ত্যক্ত্বা গৃহং শিববনং গত্বা তুষ্টাব শঙ্করম্।
সংপূজ্যেশং বিধানেন ধূপদীপানুলেপনৈঃ॥ ১৭
বিক্রম উবাচ।
শিবং শান্তং সর্ব্বলোকৈকনাথং ভূতাবাসং বাসুকিকণ্ঠভূষণম্।
জটাজুটাবদ্ধগঙ্গাতরঙ্গং বন্দে সান্দ্রানন্দসন্দোহদক্ষম্॥ ১৮
ইত্যাদি বহুভিঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতঃ স শিবদঃ শিবঃ।
বৃষারূঢ়ঃ প্রসন্নাত্মা পিতরং প্রাহ মে বৃণু॥ ১৯
বিক্রমো মে পিতা প্রাহ মৎপুংস্ত্বং তাপতাপিতঃ।
হসন্ শিবো দদৌ পুংস্ত্বং পার্বত্যা প্রতিমোদিতঃ॥ ২০

শ্লোকার্থ। আমাকে ষণ্ডাকৃতি ক্লীব দেখিয়া সকলেই নিন্দা করি লাগিল। ইহাতে পিতামাতার হৃদয়ে শোক ও দুঃখের অবধি রহিল ন তাঁহারা শোক ও ভয়ে অভিভূত হইলেন। ১৬

আমার পিতামাতা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শিববনে[৯২] গমন করিলেন এ ধূপ, দীপ ও চন্দনাদি দ্বারা যথাবিধি শংকরের পূজান্তে স্তব কবি লাগিলেন। ১৭

বিক্রম বলিলেন, যিনি সবলোকের একমাত্র পরমেশ্বর, যিনি মঙ্গলদায়

ন সমুদয় প্রাণীর পরম আশ্রয়, বাসুকি যাঁহার কণ্ঠভূষণস্বরূপ ও গঙ্গাতরঙ্গ
ার জটাজুটে আবদ্ধ, সেই সান্দ্রানন্দসন্দোহদায়ক মহাদেবকে আমি
ার করি। ১৮

এইরূপ বহুবিধ স্তোত্রে শিবদ শংকর সন্তুষ্ট হইলেন এবং বৃষভারোহণে
রবদনে আমার পিতাকে বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। ১৯

পিতা বিক্রম বলিলেন, আমার পুত্র ক্লীব হইয়াছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত
প্ত হইয়াছি। মহাদেব হাস্য করিয়া আমাকে পুরুষ হইবার বর দিলেন।
ালে পার্বতীও সেই বর অনুমোদন করিলেন। ২০

টিপ্পনী। ৯২। ইহা হরিদ্বার অথবা হরিদ্বার তীর্থের কোন বন।

মম পুংস্ত্বং বরং লব্ধ্বা পিতায়াতঃ পুনর্গৃহম্।
পুরুষং মাং সমালোক্য সহর্ষঃ প্রিয়য়া সহ॥ ২১
ততঃ প্রবয়সৌ তৌ তু পিতরৌ দ্বাদশাব্দকে।
বিবাহং মে কারয়িত্বা বন্ধুভির্মুদমাপতুঃ॥ ২২
যজ্ঞরাতসুতাং পত্নীং মানিনীং রূপশালিনীম্।
প্রাপ্যাহং পরিতুষ্টাত্মা গৃহস্থঃ স্ত্রীবশোঽভবম্॥ ২৩
ততঃ কতিপয়ে কালে পিতরৌ মে মৃতৌ নৃপাঃ।
পারলৌকিককার্য্যাণি সুহৃদ্ভির্ব্রাহ্মণৈর্বৃতঃ॥ ২৪
তয়োঃ কৃত্বা বিধানেন ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্।
পিত্রোর্ব্বিয়োগতপ্তোঽহং বিষ্ণু সেবাপরোঽভবম্॥ ২৫

শ্লোকার্থ। অনন্তর আমার পিতৃদেব মদীয় পুরুষত্বরূপ বরলাভ করিয়া
ায় পুরুষোত্তমধামে[৯৩] স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আমাকে পুরুষাকার
খয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। ২১

অতঃপর আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে বৃদ্ধ পিতামাতা আমার বিবাহ
। বন্ধু-বান্ধবের সহিত পরম আহ্লাদিত হইলেন। ২২

রূপ যৌবন সম্পন্না যজ্ঞরাতনয়া মানিনীকে পত্নীরূপে পাইয়া আমি

পরিতুষ্টহৃদয়ে গৃহাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমি স্ত্রৈণ
উঠিলাম। ২৩

অনন্তর কিয়ৎকাল গত হইলে আমার পিতামাতা লোকান্তরিত হইে
আমি সুহৃদ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের পারলৌকিক কার্য স
করিলাম। ২৪

তারপর আমি পিতামাতার ঔর্ধ্বদেহিক কার্য সম্পাদনান্তে বহুসংখ্যক ব
ভোজন করাইলাম। পিতৃমাতৃবিয়োগহেতু সন্তপ্তহৃদয়ে আমি শ্রী
আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ২৫

টিপ্পনী। ৯৩। নীলাচলের অন্যনাম পুরুষোত্তম। ইহা দক্ষিণ সমুদ্র ত
উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিত এবং পুরী নামে খ্যাত। ইহা ঋষিকুল্যা ও বৈ
নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্বয়ং পুরুষোত্তম উক্ত তীর্থে বিরা
হওয়ায় ইহা পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুরুষে
নামে প্রসিদ্ধ।

তুষ্টো হরির্মে ভগবান্ জপপূজাদিকর্ম্মভিঃ।
স্বপ্নে মামাহ মায়েয়ং স্নেহমোহ বিনির্ম্মিতা॥ ২৬
অয়ং পিতেয়ং মাতেতি মমতাকুল চেতসাম্।
শোকদুঃখভয়োদ্বেগজরামৃত্যুবিধায়িকা॥ ২৭
শ্রুত্বেতি বচনং বিষ্ণোঃ প্রতিবাদার্থমুদ্যতম্।
মামালক্ষ্যান্তর্হিতঃ স বিনিদ্রোঽহং ততোঽভবম্॥ ২৮
সবিস্ময়ঃ সভার্য্যোঽহং ত্যক্ত্বা তাং পুরিকাং পুরীম্।
পুরুষোত্তমাখ্যং শ্রীবিষ্ণোবালয়ঞ্চাগমং নৃপাঃ॥ ২৯
তত্রৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নির্ম্মায়াশ্রমমুত্তমম্।
সভার্য্যঃ সানুগামাত্যঃ করোমি হরিসেবনম্॥ ৩০

শ্লোকার্থ। ভগবান হরি আমার জপ, পূজা প্রভৃতিতে পরিতুষ্ট হইে

এবং স্বপ্নে আমার নিকট বলিলেন, এই সংসারে স্নেহ-মমতাদি আমারই মায়া। ২৬

ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, এইরূপ মমতায় যাহাদের মন আবদ্ধ হয়, তাহারাই আমার মায়াতে শোক, দুঃখ, ভয়-উদ্বেগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির ক্লেশ ভোগ করে। ২৭

বিষ্ণুর বাক্য শুনিয়া আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিনি অন্তর্হিত হইলেন, আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ২৮

তৎপর আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুরিকা পুরী পরিত্যাগান্তে পত্নীর সহিত বিষ্ণুর আলয় পুরুষোত্তম ধামে আগমন করিলাম। ২৯

আমি সেই পুরুষোত্তমের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তম আশ্রম নির্মাণপূর্বক ভার্যা ও অনুচরবর্গের সহিত হরি সেবায় রত রহিলাম। ৩০

মায়াসন্দর্শমাকাঙ্ক্ষী হরিসদ্মনি সংস্থিতঃ।
গায়ন্ নৃত্যন জপন্নাম চিন্তয়ন্ শমনাপহম্॥ ৩১
এবং বৃত্তে দ্বাদশাব্দে দ্বাদশ্যাং পারণাদিনে।
স্নাতুকামঃ সমুদ্রেঽহং বন্ধুভিঃ সহিতো গতঃ॥ ৩২
তত্রমগ্নং জলনিধৌ লহরীলোলসঙ্কুলে।
সমুত্থাতুমশক্তং মাং প্রতুদন্তি জলেচরাঃ॥ ৩৩
নিমজ্জনো মজ্জনেন ব্যাকুলী কৃতচেতসম্।
জলহিল্লোল মিলনদলিতাঙ্গমচেতসম্॥ ৩৪
জলধের্দক্ষিণে কূলে পতিতং পবণোরতম্।
মাং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা বৃদ্ধশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩৫
সন্ধ্যামুপাস্য সঘৃণঃ স্বপুরং মাং সমানয়ৎ।
স বৃদ্ধশর্ম্মা ধর্ম্মাত্মা পুত্রদারধনান্বিতঃ।
কৃত্বারুগ্নন্তু মাং তত্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ৎ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। আমি শ্রীবিষ্ণুর আবাসে থাকিয়া তাঁহার মায়া সন্দর্শনার্থী

হইয়া নৃত্য, গান ও জপ দ্বারা শমন-ভয়নাশক হরিকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। ৩১

একদা দ্বাদশীর পারণ দিবসে আমি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া স্নানের ইচ্ছায় সমুদ্র কূলে উপস্থিত হইলাম। ৩২

অনন্তর যেইক্ষণে আমি সমুদ্রে মগ্ন হইলাম, তৎক্ষণাৎ ভীষণ তরঙ্গ মালায় আকুলীত হইলাম, আর উত্থিত হইতে পারিলাম না। মৎস্য প্রভৃতি জলচর জন্তুগণ আমাকে ঠোক্‌রাইতে লাগিল। ৩৩

একবার ডুবিয়া যাই, আবার ভাসিয়া উঠি। এইরূপে আমার চিত্ত চঞ্চল হইল। আমি তরঙ্গহিল্লোলে অচেতন হইয়া পড়িলাম। আমার সর্বাঙ্গ অবশ হইল। ৩৪

অনন্তর আমি বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ কূলে নিক্ষিপ্ত হইলাম। সেইখানে আমি মৃতপ্রায় পড়িয়া ছিলাম। এমন সময় বৃদ্ধ শর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া সকরুণ হৃদয়ে সন্ধ্যা উপাসনান্তে আমাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। স্ত্রীপুত্র ধনান্বিত ধর্মনিষ্ঠ বৃদ্ধশর্মা আমাকে নীরোগ করিলেন এবং পুত্রতুল্য পালন করিতে লাগিলেন। ৩৫-৩৬

অহন্তু তত্র দীনাত্মা দিগ্দেশাভিজ্ঞ এব ন।
দম্পতী তৌ স্বপিতরৌ মত্বা তত্রাবসং নৃপাঃ ॥ ৩৭
স মাং বিজ্ঞায় বহুধা বেদধর্ম্মেষ্বনুষ্ঠিতম্।
প্রদদৌ স্বাং দুহিতরং বিবাহে বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৮
লব্ধ্বা চামীকরাকারাং রূপশীলগুণান্বিতাম্।
নাম্না চারুমতীং তত্র মানিনীং বিস্মিতোঽভবম্ ॥ ৩৯
তয়াহং পরিতুষ্টাত্মা নানা ভোগসুখান্বিতঃ।
জনয়িত্বা পঞ্চ পুত্রান্ সংমদেনাবৃতোঽভবম্ ॥ ৪০

শ্লোকার্থ। হে রাজন্, আমি তথায় দিক্‌দেশ কিছুই বুঝিতে পারিলাম

না। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে উক্ত ব্রাহ্মণ দম্পতিকেই পিতামাতা জ্ঞান করিয়া সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলাম। ৩৭

সেই ব্রাহ্মণ আমাকে নানাভাবে দেখিলেন এবং আমাকে বেদবিহিত ধর্মে দীক্ষিত দেখিয়া বিনয়ান্বিত অন্তঃকরণে তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। ৩৮

এই ব্রাহ্মণ কন্যার নাম চারুমতী। ইহার গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ। ইনি রূপ, গুণ ও শীলে সুমণ্ডিতা, কোনগুণে ন্যূন নহেন। আমি এই উত্তমা পত্নী লাভ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। ৩৯

চারুমতী সতত সেবায় আমাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। আমি সেই গৃহে বিবিধ সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলাম। কালক্রমে আমার পঞ্চ পুত্র জন্মিল। আমি নিরন্তর আনন্দসাগরেই নিমগ্ন রহিলাম। ৪০

জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব কমলো বিমলস্তথা।
বুধ ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ বিদিতাস্তনয়া মম ॥ ৪১
স্বজনৈর্বন্ধুভিঃ পুত্রৈর্ধনৈর্নানাবিধৈরহম্।
বিদিতঃ পূজিতো লোকে দেবৈরিন্দ্রো যথা দিবি ॥ ৪২
বুধস্য জ্যেষ্ঠপুত্রস্য বিবাহার্থং সমুদ্যতম্।
দৃষ্ট্বা দ্বিজবরস্তুষ্টো ধর্মসারো নিজাং সুতাম্ ॥ ৪৩
দিৎসুঃ কর্ম্মাণি বেদজ্ঞশ্চকারাভ্যুদয়ানপি*।
বাদ্যৈর্গীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ স্ত্রীগণৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ ॥ ৪৪
অহঞ্চ পুত্রাভ্যুদয়ে পিতৃদেবর্ষিতর্পণম্।
কর্ত্তুং সমুদ্রবেলায়াং প্রবিষ্টঃ পরমাদরাৎ ॥ ৪৫

শ্লোকার্থ। আমার পঞ্চপুত্রের নাম জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ। আমার পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব অনেক এবং আমি নানারূপেধনশালী হওয়ায় দেবরাজ দেবলোকে যেমন দেবগণের পূজ্য হন, আমিও তেমনি সকলের পূজ্য ও সর্বত্র খ্যাত হইলাম। ৪১-৪২

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বুধ। আমি বুধের বিবাহের উদ্যোগ করিলাম। ধর্মসার নামে কোন ব্রাহ্মণ আমাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে উদ্যত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় কন্যাদান করিতে অভিলাষী হইলেন। ৪৩

তিনি স্বীয় কন্যার বিবাহার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা আভ্যুদয়িক[৯৪] শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। বিবিধ স্বর্ণালংকারে অলংকৃত কামিনীগণ বিবাহের আসরে নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল। সুমধুর বাদ্যধ্বনিতে সকলের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪৪

আমিও পুত্রের অভ্যুদয়ার্থ পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ সম্পাদনের অভিপ্রায়ে অতি যত্নে সমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইলাম। ৪৫

টিপ্পনী। ৯৪। অভ্যুদয় শব্দের অর্থ বিবাহাদি ইষ্টলাভ। ঐ অভ্যুদয় নিমিত্ত যে পিতৃশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত। গোভিল গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতিকার রঘুনন্দন কৃত শ্রাদ্ধতত্ত্বে আভ্যুদয়িক পিতৃশ্রাদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত। বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকর্মে সিদ্ধিলাভার্থ আভ্যুদয়িক পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

* বেদজ্ঞশ্চকারাভ্যুদয়ান্যপি ইতি বা পাঠঃ।

বেলালোলায়িততনুর্জ্জলাদুত্থায় সত্বরঃ।
তীরে সখীন্ স্নানসন্ধ্যা-পরান্ বীক্ষ্যাহমুন্মনাঃ॥ ৪৬
সদ্যঃ সমভবং ভূপাঃ! দ্বাদশ্যাং পারণাদৃতান্।
পুরুষোত্তম সংবাসান্ বিষ্ণুসেবার্থমুদ্যতান্॥ ৪৭
তেঽপি মামগ্রতঃ কৃত্বা তদ্রূপবয়সাং নিধিম্।
বিস্ময়াবিষ্টমনসং দৃষ্ট্বা মামব্রুবজ্জনাঃ॥ ৪৮
অনন্ত! বিষ্ণুভক্তোঽসি জলে কিং দৃষ্টবানিহ।
স্থলে বা ব্যগ্রমনসং লক্ষয়ামঃ কথং তব॥ ৪৯
পারণং কুরু তদ্ব্রূহি ত্যক্ত্বা বিস্ময়মাত্মনঃ।
তানব্রুবমহং নৈব কিঞ্চিদ্ দৃষ্টং শ্রুতং জনাঃ॥ ৫০

শ্লোকার্থ। অনন্তর সমুদ্রজলে তর্পণ ও স্নান সমাধাপূর্বক ত্বরান্বিত হইয়া জল হইতে উঠিয়া তীরাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। সম্মুখস্থ তীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থিত মদীয় পূর্ব বন্ধুগণ স্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছেন। আমি তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। ৪৬

হে ভূপালগণ, পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর সেবা ও দ্বাদশী পারণের আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া তদ্দণ্ডে আমার মনে যে কিরূপ বিস্ময় ও উদ্বেগ জন্মিল, তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে দ্বাদশীর পারণদিনে স্নানের সময় আমার যাদৃশ আকৃতি ও বয়স ছিল, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। ৪৭-৪৮

পুরুষোত্তমের অধিবাসিগণ সম্মুখে আমাকে তাদৃশাবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনন্ত, কি জন্য তোমাকে ব্যাকুল, বিস্মিত দেখিতেছি? তুমি পরম বৈষ্ণব। তুমি জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ? ৪৮-৪৯

যদি দেখিয়া থাক, তাহা বল এবং বিস্ময় বর্জন করিয়া পারণ কর। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, হে জনগণ, আমি কিছু দেখি নাই বা শুনি নাই। ৫০

কামাত্মা তৎ কৃপণধীর্মায়াসন্দর্শনাদৃতঃ।
তয়া হরের্মায়য়াহং মূঢো ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫১
ন শর্ম্ম বেদ্মি কুত্রাপি স্নেহমোহবশং গতঃ।
আত্মনো বিস্মৃতিরিয়ং কো বেদ বিদিতাং তু তাম্ ॥ ৫২
ইতি ভার্য্যাধনাগার—পুত্রোদ্বাহানুরক্তধীঃ।
অনন্তোঽহং দীনমনা ন জানে স্বাপসম্মিতম্* ॥ ৫৩
মাং বীক্ষ্যমানিনী ভার্য্যা বিবশং মূঢ়বৎ স্থিতম্।
ক্রন্দন্তী কিমহোঽকস্মাৎ আলপন্তী মমান্তিকে ॥ ৫৪
ইহ তাং বীক্ষ্য তাংস্তত্র স্মৃত্বা কাতরমানসম্।
হংসোঽপ্যেকো বোধয়িতুম্ আগতো মাং সদুক্তিভিঃ ॥ ৫৫

শ্লোকার্থ। পরন্তু আমি কামমোহিত ও আমার অন্তঃকরণ অতীব দুর্বল। আমি বৈষ্ণবী মায়া[২৫] সন্দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি

বিষ্ণুমায়া প্রভাবে কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। আমার ইন্দ্রিয়গণ ব্যাকুল হইতেছে। ৫১

আমি স্নেহে ও মোহে ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছি যে, কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। ফলতঃ আমি কতদূর যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি যে শ্রীহরির মায়াজালে পতিত হইয়াছি, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিল না। ৫২

এইরূপে স্ত্রীপুত্র, ধনাগার ও পুত্রের বিবাহাদি বিষয়ে অতিশয় অনুরক্ত হইয়া আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলাম। তৎকালে আমি অনন্ত বা অন্য কেহ, তাহাও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পুরুষোত্তমের ঘটনাবলী আমার নিকট স্বপ্নবৎ অলীক বোধ হইতে লাগিল। ৫৩

ইত্যবসরে মদীয় অভিমানিনী পত্নী আমাকে বিবশ ও বিমূঢ় দেখিয়া 'হায়! অকস্মাৎ কি হইল!' বলিয়া রোদন করিতে করিতে অস্থির চিত্তে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫৪

আমি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্বপত্নীকে দেখিয়া আমার সেই সমস্ত স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য প্রভৃতি স্মরণপূর্বক অতীব কাতর ও ব্যথিত হইতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে একজন পরমহংস সদুক্তি দ্বারা আমাকে প্রবোধ দানার্থ সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫৫

* স্বাপসম্মিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ৯৫। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাতে আছে, ভগবান বিষ্ণুর অবতারবৃন্দ যোগমায়া-সমাবৃত থাকেন। সেজন্য তিনি অভক্তের নিকট প্রকটিত হন না এবং মূঢ়গণ তাঁহার অব্যয় অক্ষর স্বরূপ জানিতে পারে না। মথুরাধামে যোগ-মায়া মন্দির অবস্থিত। যোগমায়া, বিষ্ণুমায়া, যোগনিদ্রা ও মহামায়া প্রভৃতি একার্থবাচক বলা চলে।

ধীরো বিদিতসর্ব্বার্থঃ পূর্ণঃ পরমধর্ম্ম বিৎ ॥ ৫৬

সূর্য্যাকারং তত্ত্বসারং প্রশান্তং, দান্তং শুদ্ধং লোকশোকক্ষয়িষ্ণুম্ ।
মমাগ্রে তং পুজয়িত্বা মদঙ্গাঃ পপ্রচ্ছু স্তেমৎশুভধ্যানকামাঃ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে অনন্তমায়া দর্শনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। এই পরমহংস সুধীর, সর্বজ্ঞ, পূর্ণ জ্ঞানী ও পরম ধার্মিক। ইনি সূর্যের স্থায় তপস্বী, সত্বগুণাশ্রয়ী, প্রশান্ত, বিশুদ্ধ ও সকলের শোক-দুঃখ প্রশমনকারী। আমার আত্মীয়গণ সম্মুখস্থ সেই পরমহংসের পূজা করিয়া কিরূপে আমার কুশল হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৫৬-৫৭

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য-অনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে অনন্ত-মায়া দর্শন নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

আমি ও মহাগৌরী ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ শুক্রবার প্রাতে বেলুড় বাজার হইতে বাসে উঠিয়া বালীবাজারে গেলাম। বাসে উঠিয়া আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে বাসের মধ্যে শ্বেতবর্ণ ত্রিগুণ পক্ষী আবির্ভূত। ইহা দেখিয়া আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কি কল্কিদেবের বার্তাবহ ত্রিগুণ পক্ষী? ইহাকে তো পূর্বে নীল বর্ণ দেখিতাম। মহাগৌরী তাহাকে দেখিয়া চিনিলেন ও বলিলেন, সেই নীলপক্ষীই এই শ্বেতপক্ষী রূপে উপস্থিত, উহার দীর্ঘতা, আকৃতি ও সোনালী চঞ্চু প্রভৃতি সমস্তই নীল পক্ষীতুল্য। প্রায় এক মিনিট শ্বেত পক্ষী ত্রিগুণ সম্মুখে থাকিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে জানা যায়, কল্কির বার্তাবহ ত্রিগুণ পক্ষী বহু বর্ণ ধারণে সমর্থ ও দিব্য শক্তিসম্পন্ন হবে। তবে ত্রিগুণ পক্ষীর শ্বেত মূর্তি বেশী দেখিতে পাই না। প্রায় চারি বর্ষ পরে নীল পক্ষী ত্রিগুণকে শ্বেতপক্ষীরূপে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

দ্বিতীয় অংশ

পঞ্চম অধ্যায়

সূত উবাচ।

উপবিষ্টে তদা হংসে ভিক্ষাং কৃত্বা যথোচিতাম্।

ততঃ প্রাহুরনন্তস্য শরীর রোগ্য কাম্যয়ো* ॥ ১

হংসস্তেষাং মতং জ্ঞাত্বা প্রাহ মাং পুরতঃ স্থিতম্।

তব চারুমতী ভার্য্যা পুত্রাঃ পঞ্চ বুধাদয়ঃ ॥ ২

ধনরত্নান্বিতং সদ্ম সংবাধং সৌধ সংকুলম্।

ত্যক্ত্বা কদাগতোঽসাহ পুত্রোদ্বাহদিনে ন তু ॥ ৩

সমুদ্রতীর সঞ্চারঃ পুরাদ্ ধর্ম্মজনাদৃতঃ।

নিমন্ত্র্য মামিহায়াতঃ শোক সংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। লোমহর্ষণ সূত বলিলেন, পরমহংস যথোপযুক্ত ভিক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পুরুষোত্তমস্থ বিপ্রগণ কি উপায়ে আমি আরোগ্যলাভ করি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

ত্রিকালজ্ঞ পরমহংস তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিয়া আমাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, হে অনন্ত, চারুমতী নামে তোমার স্ত্রী, বুধাদি পঞ্চপুত্র, সৌধমালা-সমন্বিত ও নানাবিধ ধন-রত্ন পূর্ণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট অপূর্ব গৃহ, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তুমি কবে এখানে আসিয়াছ? অদ্য ত তোমার পুত্রের বিবাহের দিন? ২-৩

অদ্যও তোমাকে সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। সেই স্থানের সমুদয় ধার্মিকলোকই তোমাকে সমাদর করেন। তুমি স্বীয়পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে আমাকেও আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছ। এক্ষণে স্বীয় পুরী হইতে এখানে আসিয়াছ, তোমার অন্তঃকরণ শোকাকুল দেখিতেছি। ৪

* শরীরারোগ্যকাময়া ইতি বা পাঠঃ।

ত্বঞ্চ সপ্ততিবর্ষীয়স্তত্র দৃষ্টো ময়া প্রভো।
ত্রিংশদ্বর্ষীয়বৎ কস্মাৎ ইতি মে সংভ্রমো মহান্ ॥৫
ইয়ং ভার্য্যা সহায়া তে ন তত্রালোকিতা ক্বচিৎ।
অহং বা কুতস্তস্মাৎ কথং বা কেন কাশিতঃ ॥৬
স এব বা ন বাপি ত্বং নাহং বা ভিক্ষুরেব সঃ।
আবয়োরিহ সংযোগশ্চেন্দ্রজাল ইবাভবৎ ॥৭
ত্বং গৃহস্থঃ স্বধর্ম্মজ্ঞো ভিক্ষুকোঽহং পরাত্মকঃ।
আবয়োরিহ সংবাদো বালকোন্মত্তযোরিব ॥৮

শ্লোকার্থ। হে প্রভো, আমি দেখিয়াছি, সেখানে তুমি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ। এখন তোমাকে এখানে দেখিতেছি, তুমি ত্রিংশৎবর্ষীয় তরুণ। ইহারই বা কারণ কি? এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় হইয়াছে। ৫

আমি দেখিতেছি এই নারী তোমার ভার্য্যা এবং জীবন সঙ্গিনী। ইঁহাকেও আমি সেখানে কখনও দেখি নাই। ইনিই বা কোথা হইতে কিরূপে আসিলেন, আমিই বা কোথা হইতে কিরূপে কোথায় আসিলাম, কেই বা আমাকে এখানে আনিল? ৬

তুমি কি সেই অনন্ত, অথবা অন্য কেহ? আমিও কি সেই সন্ন্যাসী, না আর কেহ? এই স্থানে তোমার ও আমার মিলন ইন্দ্রজাল তুল্য আশ্চর্যজনক মনে হইতেছে। ৭

তুমি স্বধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। আর আমি পরমার্থ-চিন্তা তৎপর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। এই স্থলে আমাদের উভয়ের কথোপকথন, বালক ও উন্মত্তের কথোপকথন সদৃশ অসম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। ৮

তস্মাদীশস্য মায়েয়ং ত্রিজগন্মোহকারিণী।
জ্ঞানা প্রাপ্যাদ্বৈতলভ্যা মন্যেঽহমিতি ভো দ্বিজ ॥ ৯
ইতি ভিক্ষুঃ সমাশ্রাব্য যদন্যৎ প্রাহ বিস্মিতঃ।
মার্কণ্ডেয়। মহাভাগ ভবিষ্যং কথয়ামি তে ॥১০

প্রলয়ে মা ত্বয়া দৃষ্টা পুরুষস্যোদরাম্ভসি।
সা মায়া মোহজনিকা পন্থানং গণিকা যথা॥১১
তমো হ্যনন্তসন্তাপা নোদনোগ্ধতমক্ষরী।
যয়েদমখিলং লোকমাবৃত্যাবস্থয়া স্থিতম্॥১২

শ্লোকার্থ। হে ব্রহ্মন্, আমার মনে হয়, ইহা জগদীশ্বর বিষ্ণুরই মায়া। ইহাতেই ত্রিলোকবাসী বিমুগ্ধ হইয়া আছে। অল্প জ্ঞানে ইহা জ্ঞাত হইতে পারা যায় না; অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিলে এই মায়িক রহস্য বুঝিতে পারা যায়। ৯

পরিব্রাজক পরমহংস আমাকে এই কথা বলিয়া বিস্মিত হৃদয়ে মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, হে মহামুনি, তোমার নিকট ভবিষ্যৎ কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শুনিয়া থাকিবে, প্রলয়কালে পরম পুরুষের উদরস্থ কারণ-সলিলে মায়া অবস্থান করে। সেই মায়াই সকলকে মুগ্ধ করে। যেমন বারবনিতা রাজপথে অবস্থান করে, তদ্রূপ এই মায়া ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ১০-১১

এই মায়া তমোগুণময়ী এবং সর্বপ্রাণীকে মিথ্যা সংসারে প্রবর্তিত করে। ইহা অশেষ সন্তাপের কারণ এবং কোনরূপেই নষ্ট হয় না। ১২

লয়ে লীন *ত্রিজগতি ব্রহ্মতন্মাত্রতাং গতঃ।
নিরুপাধৌ নিরালোকে সিসৃক্ষুরভবৎ পরঃ॥ ১৩
ব্রহ্মণ্যপি দ্বিধাভূতে পুরুষ প্রকৃতী স্বয়া।
ভাসা *সংজনয়ামাস মহান্তং কালযোগতঃ॥ ১৪
কালস্বভাবকর্ম্মাত্মা সোঽহঙ্কারস্ততোঽভবৎ।
ত্রিবৃদ্ বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্মময়ঃ সংসারকারণম্॥ ১৫
তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ জজ্ঞিরে গুণবন্তি চ।
মহাভূতান্যপি ততঃ প্রকৃতৌ ব্রহ্মসংশ্রয়াৎ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। যখন প্রলয়কালে ত্রিলোক বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং আলোক

অভাবে চতুর্দিক তিমিরাবৃত হয় এবং দিগেশকাল প্রভৃতির কোন চিহ্ন থাকে না, তখন পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া তন্মাত্ররূপে অবস্থান করেন। ১৩

প্রথমে ব্রহ্ম স্বীয় মহিমা দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অংশে বিভক্ত হন। অনন্তর কালের প্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হইলে মহত্তত্ত্ব[৯৫] উৎপন্ন হয়। কাল ও অদৃষ্ট সহকৃত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব উদ্ভূত হয়। অহংকারতত্ত্ব ত্রিগুণভেদে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে[৯৬] উৎপাদন করে। পরে এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অখিল জগৎ সৃজন করেন। ১৪-১৫

প্রথমে উক্ত অহংকারতত্ত্ব হইতে গুণত্রয়যুক্ত পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। পঞ্চ-তন্মাত্র[৯৭] হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে ঈদৃশ সৃষ্টি হয়। ১৬

*লয়ে লীনে ইতি বা পাঠঃ। *তস্যাঃ সংজনামাস ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ৯৫। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই নিত্য॥ পুরুষ কৈবল্য প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতি প্রলীন হন না। প্রলয়কালে পুরুষ নিরুপাধিক ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে থাকেন। পুরুষ চেতন স্বরূপ ও প্রকৃতি জড় স্বরূপা। সাংখ্য মতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ অনেক। প্রকৃতি স্বয়ং কোন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন না। পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি মহৎ ও অহংকারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদিগণ এইগুলিকে ২৪ তত্ত্ব বলেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। মন উভয়াত্মক অন্তরিন্দ্রিয়। এইরূপে একাদশ ইন্দ্রিয় বিদ্যমান। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এইগুলিকে পঞ্চ-তন্মাত্র বলে। এই সকল সৃষ্টিকর্মে কাল সহকারী হয়। ইহার অর্থ, সৃষ্টিকাল উপস্থিত না হইলে কোন তত্ত্ব বা বস্তু সৃষ্ট হয় না।

১৬। সত্ত্বঃ, রজঃ, ও তমোগুণ প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। রজোগুণের আশ্রয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে বিষ্ণু পালন ও তমোগুণের আধিক্যে শিব সংহার করেন।

১৭। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, রসতন্মাত্র হইতে জল ও গন্ধতন্মাত্র হইতে ক্ষিতি (পৃথ্বী) উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তির সময় ও পূর্বে পরমাণু ও দ্ব্যণুকাদি উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকাতে আছে, মূল প্রকৃতির বিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্তা ইত্যাদি। মূলা প্রকৃতিকে কেবলা প্রকৃতি বলে। উহা অন্য বস্তুর বিকৃতি (বিকার) নহে। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির বিকৃতি ও অহংকারের প্রকৃতি। অহংকার পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি (জননী) এবং মহত্তত্ত্বের বিকৃতি। পঞ্চতন্মাত্র ভৌতিক পরমাণু ও পঞ্চভূতের প্রকৃতি এবং অহংকারের বিকৃতি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে মহত্তত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রকৃতি নামেও অভিহিত হয়। এই কারণে এখানে প্রকৃতি অর্থে মূলা প্রকৃতি নহে। উহা দ্বারা অষ্টতত্ত্ব সংজ্ঞিত হয়। মনুসংহিতায় (প্রথম অধ্যায়ে) উক্ত বিষয় বিস্তৃত-রূপে ব্যাখ্যাত।

জাতা দেবাসুরনরা যে চান্যে জীব জাতয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডসংভার-জন্মনাশক্রিয়াত্মিকাঃ॥ ১৭
মায়য়া মায়য়া জীব-পুরুষঃ পরমাত্মনঃ।
সংসারশরণ ব্যগ্রো ন বেদাত্মগতিং কচিৎ॥ ১৮
অহো বলবতী মায়া ব্রহ্মাদ্যা যদ্বশে স্থিতাঃ।
গাবো যথা নসি প্রোতা গুণবদ্ধাঃ খগা ইব॥ ১৯
তাং মায়াং গুণময়ীং যে তিতীর্ষন্তি মুনীবরাঃ*।
*স্রবন্তীং বাসনানক্রাং ত এবার্থবিদো ভুবি॥ ২০

শ্লোকার্থ। অনন্তর দেব, অসুর, মনুষ্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে মুৎপন্ন ও বিনশ্বর অন্যান্য যে সকল জীব-জন্তু বা পদার্থ বিদ্যমান, তৎসমুদয় ৎপন্ন হয়। ১৭

এই সকল জীব পরমাত্মার মায়া দ্বারা সর্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত থাকে এবং ক্ত কারণে সংসারে লিপ্ত ও সাংসারিক কার্যেই ব্যগ্র হইয়া থাকে। স্বীয় দ্ধারের উপায় তাহারা আদৌ চিন্তা করে না। ১৮

কি আশ্চর্য! মায়া কি বলবতী! মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! ব্রহ্মাদি দবগণও এই মায়ার বশবর্তী থাকিয়া নালিকায় বিদ্ধ বলীবর্দ সদৃশ, রজ্জুবদ্ধ ক্ষীর ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন। ১৯

যে মহর্ষিগণ ঈদৃশ বাসনারূপ নক্র-চক্র-জননী মহাপ্রবাহবতী গুণময়ী মায়ারূপ হানদী পার হইতে অভিলাষ করেন, পৃথিবীমধ্যে তাঁহারাই সার্থকজন্মা ও ত্বপিপাসু। ২০

* মুনীশ্বরাঃ ইতি বা পাঠঃ।

* স্রবন্তীং ইতি বা পাঠঃ।

শৌনক উবাচ।

মার্কণ্ডেয়ো বশিষ্ঠশ্চ—বামদেবাদয়োঽপরে।
শ্রুত্বা গুরুবচো ভূয়ঃ কিমাহুঃ শ্রবণাদৃতাঃ॥ ২১
রাজানোঽনন্তবচনমিতি শ্রুত্বা সুধোপমম্।
কিংবা প্রাহুরহো সূতা ভবিষ্যমিহ বর্ণয়॥ ২২
ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য সূতঃ সৎকৃত্য তং পুনঃ।
কথয়ামাস কার্ৎস্ন্যেন শোকমোহবিঘাতকম্॥ ২৩

সূত উবাচ

তত্রানন্তো ভূপগণৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ কৃতাদরঃ।
তপসা মোহনিধনমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহম্॥ ২৪

শ্লোকার্থ। শৌনক বলিলেন, হে মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ বামদেব ও অন্য ঋষিগণ, এই আশ্চর্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন ? ২১

অনন্তোপাখ্যান শ্রবণেচ্ছু রাজগণ অনন্তমুখে সুধাসম এই বাক্য শুনিয়া বা কি বলিলেন ? ২২

হে সূত, এই সকল ভবিষ্য কথা বর্ণনা কর। সূত এই কথা শুনিয়া শৌনকে প্রশংসা করিয়া শোক-মোহ-নাশক সেই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের কথা পুনরায় বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ২৩

সূত বলিলেন, অনন্তর রাজগণ সমাদর সহকারে অনন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনন্ত তাঁহাদের নিকটে তপস্যা দ্বারা মায়া পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের সদুপায় বলিলেন। ২৪

অনন্ত উবাচ

অতোঽহং বনমাসাদ্য তপঃ কৃত্বা বিধানতঃ।
নেন্দ্রিয়াণাং ন মনসো নিগ্রহোঽভূৎ কদাচন॥ ২৫
বনে ব্রহ্ম ধ্যায়তো মে ভার্য্যাপুত্রধনাদিকম্।
বিষয়শ্চান্তরা শশ্বৎ সংস্মারয়তি মে মনঃ॥ ২৬
তেষাং স্মরণ মাত্রেণ দুঃখশোকভয়াদয়ঃ।
প্রতুদন্তি মম প্রাণান্ ধারণা-ধ্যান নাশকাঃ॥ ২৭
ততোঽহং নিশ্চিতমতিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঘাতনে।
মনসো নিগ্রহস্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২৮

শ্লোকার্থ। মুনি অনন্ত বলিলেন, পরে আমি সুদৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তপস্যা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিতে পারিলাম না। ২৫

যখন আমি অরণ্যে বসিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করি, তখন নিরন্তর পত্নী, পুত্র, ধন ও অন্যান্য বিষয়সমূহ আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। ২৬

আমার অন্তঃকরণে স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি উপনীত হইবা মাত্র দুঃখ, ক, ভয়াদি আবির্ভূত হয় এবং তাহাতে আমার অন্তরাত্মা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তে থাকে। ইহাতে ধ্যান-ধারণায় বিপুল ব্যাঘাত জন্মে। ২৭

অনন্তর আমি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। ভাবিলাম, ইন্দ্রিয় করিলেই মনকে নিশ্চয় বশীভূত করিতে পারিব। ২৮

অতো মামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহব্যগ্রচেতসম্।
তদধিষ্ঠাতৃদেবাশ্চ দৃষ্ট্বা মামীয়ুরঞ্জসা॥ ২৯
রূপিণো *মমথোচুস্তে ভোঽনন্ত! ইতি তে দশ।
দিগ্ বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বি বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ॥ ৩০
ইন্দ্রিয়াণাং বয়ং দেবাস্তব দেহে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নখাগ্রকাণ্ডসংভিন্নান্ নাস্মান্ কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ৩১
ন শ্রেয়ো হি তবানন্ত! মনোনিগ্রহ কর্ম্মণি।
ছেদনে ভেদনেঽস্মাকং ভিন্নমর্ম্মা মরিষ্যসি॥ ৩২

শ্লোকার্থ। এইরূপ সংকল্প করিয়া যখন আমি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে প্রবৃত্ত লাম, তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ সহসা উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি পাত করিলেন। ২৯

সেই দশ ইন্দ্রিয়ের দশ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্ব স্ব মূর্তি ধারণপূর্বক আসিয়া- লেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন, ওহে অনন্ত, আমরা দিক্, বাত, অর্ক, চতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র। ৩০

আমরা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তোমার শরীরে আমরা প্রতিষ্ঠিত ছি। আমাদিগকে নখাগ্র দ্বারা ছিন্ন ও নষ্ট করা তোমার উচিত নয়। ৩১

বিশেষতঃ তদ্দ্বারা তোমার যে কোন মঙ্গল হইবে ও তাহাতে যে তুমি মন যত করিতে পারিবে, তাহাও নহে। অধিকন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ ছিন্ন হইলে তুমিই -ব্যথা পাইয়া মরিয়া যাইবে। ৩২

* মামথোচুস্তে—ইতি বা পাঠঃ।

অন্ধানাং বধিরাণাঞ্চ বিকলেন্দ্রিয়জীবিনাম্ ।
বনেঽপি বিষয় ব্যগ্রং মানসং লক্ষয়ামহে ॥ ৩৩
জীবস্যাপি গৃহস্থস্য দেহো গেহং মনোঽনুগঃ ।
বুদ্ধির্ভার্য্যা তদনুগা বয়মিত্যবধারয় ॥ ৩৪
কর্ম্মায়ত্তস্য জীবস্য মনো বন্ধবিমুক্তিকৃৎ ।
সংসারয়তি লুব্ধস্য ব্রহ্মণো যস্য মায়য়া ॥ ৩৫
তস্মান্মনোনিগ্রহার্থং বিষ্ণু ভক্তিং সমাচর* ।
সুখমোক্ষ প্রদা নিত্যং দাহিকা সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। আমরা দেখিতেছি, যখন অন্ধ, বধির ও বিকলেন্দ্রিয় জীবগণ বিজন বনে বাস করে, তখনও তাহাদের মন বিষয়ভোগ লালসায় লোলুপ হইয়া থাকে। ৩৩

এই শরীর গৃহস্বরূপ, আত্মা গৃহস্থস্বরূপ, বুদ্ধি গৃহিণীস্বরূপিণী ও মন পরিচারকস্বরূপ। আমরাও সুবুদ্ধি ভার্যার অনুগত জানিবে। ৩৪

জীবগণ স্ব স্ব কর্মের অধীন, মনই মুক্তি লাভ ও সংসার-বন্ধনের কারণ। জগদীশ্বরের মায়া অনুসারে মনই লুব্ধ ব্যক্তিকে সংসারচক্রে ভ্রামিত করে। অতএব তুমি মনকে বশে আনার জন্য ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা কর। সুবিমলা বিষ্ণুভক্তি নিরন্তর সর্ব কর্ম ক্ষয় করে এবং বিষ্ণুভক্তি হইতেই সুখ বা মোক্ষ লাভ করা যায়। ৩৫-৩৬

* সমাচরা ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ৯৮। পাপ-পুণ্য কর্ম সম্পাদন করিলে উহার শুভাশুভ ভোগার্থ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পাপ-পুণ্য রূপ কর্মক্ষয় না হইলে মোক্ষজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।' ইহার অর্থ. হে অর্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্বকর্ম ভস্মীভূত করে। সর্বকর্ম ব্রহ্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত

পাপও পুণ্য ধ্বংস হয়। আর কোন কর্ম দ্বারা জ্ঞানী পাপে বা পুণ্যে লিপ্ত হন না। উক্ত কারণে সংসার বন্ধনের মূল পাপ-পুণ্য না থাকায় পুনর্জন্ম হয় না।

দ্বৈতাদ্বৈত প্রদানন্দ* সন্দোহা হরিভক্তিকা।
হরিভক্ত্যা জীবকোষ বিনাশোহন্তে* মহামতে ॥ ৩৭
পরং প্রাপ্স্যসি নির্ব্বাণং কল্কেরালোকনাৎ ত্বয়া।
ইত্যহং বোধতস্তেন* [১]ভক্ত্যা সংপূজ্য কেশবম্ ॥ ৩৮
কল্কিং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কৃষ্ণং কলিকুলান্তকম্। ৩৯
দৃষ্টং রূপমরূপস্য স্পৃষ্টস্তৎ পদপল্লবঃ।
অপদস্য শ্রুতং বাক্যম্ অবাচ্যস্য পরাত্মনঃ ॥ ৪০
ইত্যনন্তঃ প্রমুদিতঃ পদ্মানাথং নিজেশ্বরম্।
কল্কিং কমলপত্রাক্ষং নমস্কৃত্য যযৌ মুনিঃ ॥ ৪১

শ্লোকার্থ। হরিভক্তি পরিপক্ক হইলে দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে। সুতরাং হরিভক্তিই আনন্দসন্দোহদায়িনী। হে মহামতে, হরিভক্তি দ্বারাই লিঙ্গশরীর[৯৯] (সূক্ষ্মদেহ) ধ্বংস হইবে। ৩৭

এক্ষণে তুমি ভগবান কল্কিদেবকে দর্শন কর, ত্বৎ কৃপায় ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিবে। পরমহংস আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি ভক্তি ভরে কেশবের পূজা করিয়া কলিকুলনাশক ভগবান কল্কির সন্দর্শনার্থ এইস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে রূপহীন ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিলাম।

পদহীন ব্রহ্মের পাদপল্লব স্পর্শে কৃতার্থ হইলাম। যিনি বাক্যের অগোচর, সেই জগৎপতির বাক্যও শুনিলাম। ৩৮-৪০

অনন্তমুনি এই কথা বলিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে স্বীয় ঈশ্বর পদ্মপলাশলোচন পদ্মনাথ কল্কিকে প্রণামপূর্বক চলিয়া গেলেন। ৪১

* দ্বৈতাদ্বৈত প্রদানদন্ সন্দোহা হরি ভক্তিকা ইতি বা পাঠঃ।
* বিনাশান্তে ইতি বা পাঠঃ। * ১ বোধিত স্তেন ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ৯৯। কোন শাস্ত্রে আছে—

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয় সমম্বিতম্।
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥

লিঙ্গদেহ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু এবং মন, বুদ্ধি, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অঙ্গ সমম্বিত। স্থূল দেহমধ্যে অপঞ্চীকৃত বা অমিশ্রিত ভোগসাধন সূক্ষ্মদেহ অবস্থিত। এই সূক্ষ্মশরীরকে পুরুষ বলে। মৃত্যুকালে স্থূলদেহ বিনিষ্ট হইলেও সূক্ষ্মদেহ অবশিষ্ট থাকে। এর সূক্ষ্মদেহই পরলোকে গমন বা নবদেহে প্রবেশপূর্বক সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের কর্মফল ভোগ করে।

মোক্ষকালে এই সূক্ষ্মশরীরও লয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত কারণে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকেনা।

রাজানো মুনিবাক্যেন নির্ব্বাণপদবীং গতাঃ।
কল্কিমভ্যর্চ্চ্য পদ্মাঞ্চ নমস্কৃত্য মুনিব্রতাঃ॥ ৪২

শুক-উবাচ।

অনন্তস্য কথামেতামজ্ঞানধ্বান্তনাশিনীম্।
মায়ানিয়ন্ত্রীং প্রপঠন্ শৃণ্বন্ বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥ ৪৩
সংসারাব্ধি-বিলাসলালসমতিঃ শ্রীবিষ্ণুসেবাদরো
ভক্ত্যাখ্যানমিদং স্বভেদ-রহিতং নির্ম্মায় ধর্ম্মাত্মনা।
জ্ঞানোল্লাস-নিশাত-খড়্গমুদিতঃ সম্ভক্তি দুর্গাশ্রয়ঃ
ষড়্বর্গং জয়তাদশেষজগতামাত্মস্থিতং বৈষ্ণবঃ॥ ৪৪

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভাবষ্যে দ্বিতীয়াংশে
অনন্ত মায়ানিরসং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

শ্লোকার্থ। রাজগণ এইরূপ মুনিবাক্য শুনিয়া মুনিগণের ন্যায় ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং কল্কি ও পদ্মার পূজা করিয়া মুক্তিপথের পথিক হইলেন। ৪২

শুক বলিল, অনন্তের এই উপদেশ পাঠ বা শ্রবণ করিলে সংসারের মায়া দূরীভূত হয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অপগত হয় ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। ৪৩

যে ধর্মাত্মা বৈষ্ণব বিষ্ণুসেবা পরায়ণ হইয়াও সংসার সাগরে বিলাস করিতে বাসনা করেন, তিনি এই আখ্যান শ্রবণে জগতের অভেদ-জ্ঞান রূপ উন্মুক্ত নিশিত খড়্গ ধারণ করিয়া উত্থানপূর্বক ভক্তিরূপ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণান্তে শরীরস্থিত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ছয় রিপুকে পরাজয় করেন। ৪৪

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্যঅনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে
অনন্তমুনির মায়ানিরসন নামক
পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিগত ১২ই জানুয়ারী ১৯৭৩ শুক্রবার সকালে আমি ও মহাগৌরী দুই ঘণ্টা কল্কিপুরাণের প্রুফ দেখিয়া ক্লান্ত হইলাম। ইহাতে আমার রক্তচাপ বাড়িল ও মাথা ভারী হইল। সেজন্য অল্পক্ষণ ভ্রমনান্তে আমি পুরাণ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আরাম চেয়ারে দক্ষিণ মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিলাম এবং ১০টায় তন্দ্রিতনয়নে দিব্যচক্ষুতে দেখিলাম, কল্কিপুরাণের প্রকৃত রচয়িতা বাৎস্যায়ন আমার সম্মুখে আসিয়া পদ্মাসনে বসিলেন এবং পার্শ্বস্থ কল্কিদেব ও মদীয় বক্ষঃস্থিত পদ্মাদেবীর উদ্দেশ্যে দিব্যদীপ জ্বালিলেন। উক্ত দীপশিখা আমি স্পষ্টভাবে দেখিলাম এবং গৌরবর্ণ খর্বকায় বাৎসায়নের পূর্ণ মূর্তি দর্শনে কৃতার্থ হইলাম। অল্পক্ষণ পরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বাৎসায়ণ অন্তহিত হইলেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, বাৎসায়ণ কল্কিপুরাণের যথার্থ রচয়িতা, ব্যাসদেব নহেন। সিদ্ধযোগী ভক্তকবি বাৎসায়ণ ব্যাসদেবের পরবর্তীকালে দ্বাপর যুগের শেষে অবতীর্ণ হন। তিনি কামশাস্ত্রের রচয়িতা ও ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকার। কল্কিপুরাণের পুরাতন অনুবাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের মতেও বেদব্যাসের পরবর্তীকালে তদীয় কোন প্রশিষ্য কর্তৃক এই উপপুরাণ বিরচিত এবং যুগগুরু ব্যাসদেবের নামে প্রচারিত। কল্কিপুরাণে বাৎসায়ণের নাম উল্লিখিত।

দ্বিতীয় অংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থত উবাচ।

গতে নৃপগণে কল্কিঃ পদ্মযা সহ সিংহলাৎ।

শম্ভলগ্রামগমনে মতিং চক্রে স্বসেনয়া ॥১

ততঃ কল্কেরভিপ্রায়ং বিদিত্বা বাসবস্ত্বরন্।

বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২

ইন্দ্র উবাচ।

বিশ্বকর্ম্মন্! শম্ভলে ত্বং গৃহোদ্যানাট্ট-ঘট্টিতম্।

প্রাসাদহর্ম্ম্য-সংবাধং রচয় স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ ॥৩

রত্নস্ফটিক-বৈদুর্য্যনানামণি-বিনির্ম্মিতৈঃ।

তত্রৈব শিল্পনৈপুণ্যং তব যচ্চাস্তি তৎ কুরু ॥৪

স্থত বলিলেন, অনন্তর ভূপালগণ বিদায় লইলে পদ্মার সহিত কল্কি সিংহলদ্বীপ হইতে শম্ভলগ্রামে আসিতে অভিলাষী হইলেন। ১

তখন দেবরাজ ইন্দ্র কল্কির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে বিশ্বকর্মাকে[১০০] আহ্বান করিয়া কহিলেন। ২

ইন্দ্রদেব কহিলেন, হে বিশ্বকর্মন্, তুমি শম্ভলগ্রামে যাইয়া কেবল সুবর্ণ দ্বারা প্রাসাদ, হর্ম্য, অট্টালিকা, গৃহ, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ কর।

রত্ন, স্ফটিক, বৈদূর্য[১০১] প্রভৃতি নানা মণি দ্বারা শিল্পবিদ্যাতে তোমার যতদূর নৈপুণ্য আছে, তাহা প্রকাশ করিও। ৪

টিপ্পনী। ১০০। ঋগ্বেদ সংহিতায় বিশ্বকর্মার নাম ত্বষ্টা। তাঁহার কন্যার নাম সরন্যু বা সংজ্ঞা। সূর্যের সহিত সংজ্ঞার বিবাহ হয় এবং তাঁদের পুত্ররূপে অশ্বিনীকুমার যুগল জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা সুরশিল্পী। তাঁহার পিতা প্রভাস বায়ু ও মাতা যোগসিদ্ধা এবং পুত্রের নাম বৃত্র।

১০১। মণিবিশেষ। কেহ কেহ মন্তব্য করেন, বিদুরদেশীয় পর্বতে উৎপন্ন হওয়ায় এই মণির নাম বৈদূর্য হয়েছে। এই মণির ব্যবহার পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি চলিতেছে। মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও বৈদূর্য মণির নাম উল্লিখিত। ব্যবহার্য প্রিয় বস্তু বলিয়া উহার অনেক সংস্কৃত নাম পাওয়া যায়। জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের কোষগ্রন্থে এই মণির দুই নাম বৈদূর্য ও বালবায়জম্। আর রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি পুস্তকে ইহা কেতুরত্ন, কৈতব, প্রাবৃষ্য, অভ্ররোহ, খরাব্দাংকুর বিদূরত্ন ও বিদূরজ ইত্যাদি নামে অভিহিত। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কৃত শুক্রনীতি গ্রন্থে (৪ অধ্যায়, ২ প্রকরণ, ৪৬ শ্লোকে) আছে, ঔত্বক্ষ্যাভশ্চলত্তন্তু বৈদূর্যঃ কেতু প্রীতিকৃৎ। এই উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে বৈদূর্য মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত মণি। 'রাজনির্ঘণ্টু' গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোকে বৈদূর্যমণির কান্তি বর্ণিত।

একং বেণুপলাশকোমলরুচামায়ুর কণ্ঠত্বিষা
মার্জ্জারেক্ষণপিংগলচ্ছবিজুষা জ্ঞেয়ং ত্রিধা চ্ছায়য়া।
যদ্গাত্রং গুরুতাং দধাতি নিতরাং স্নিগ্ধং তু দোষোজ্ঝিতং
বৈদূর্যং বিশদং বদন্তি সুধিয়ঃ স্বচ্ছং তু তচ্ছোভনম্॥

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আছে, বৈদূর্য দূরজং রত্নং স্যাক্কেতুগ্রহবল্লভম্। বৈদূর্য দূরদেশে উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালে গৃহশান্তির জন্য নানাবিধ রত্ন ব্যবহৃত হইত। তৎকালে কেতুগ্রহশান্তির নিমিত্ত বৈদূর্য মণি ধারণ প্রচলিত ছিল। এই হেতু বৈদূর্যমণি কেতুপ্রিয় নামে বিশেষিত।

শ্রুত্বা হরের্বচো বিশ্বকর্ম্মা শর্ম্ম নিজং স্মরন্।
শম্ভলে কমলেশস্য স্বস্ত্যাদি-প্রমুখান্ গৃহান্ ॥৫
হংস-সিংহ সুপর্ণাদি-মুখাংশ্চক্রে স বিশ্বকৃৎ।
উপর্য্যুপরি তাপঘ্ন-বাতায়ন-মনোহরান্ ॥৬
নানাবনলতোদ্যানসরোবাপী-সুশোভিতঃ।
শম্ভলশ্চাভবৎ কল্কের্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥৭

কল্কিস্তু সিংহলাদ্ দ্বীপাদ্‌বহিঃ সেনাগণৈর্বৃতঃ।
ত্যক্ত্বা কারুমতীং কূলে পাথোধের করোৎস্থিতম্ ॥৮

শ্লোকার্থ। তখন বিশ্বকর্মা দেবরাজের কথা শুনিয়া স্বকীয় মঙ্গল কামনায় শম্ভল* গ্রামে লক্ষ্মীপতির নিমিত্ত স্বস্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার গৃহ নির্মাণ করিলেন। ৫

কোন গৃহ হংসমুখ, কোন গৃহ সিংহমুখ, কোন গৃহ গরুড়মুখ ইত্যাদি নানা গৃহ নির্মিত হইল। গৃহগুলি দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি উপর্য্যুপরি নির্মিত হইতে লাগিল এবং গ্রীষ্মনিবারণের জন্য অসংখ্য বাতায়ন প্রস্তুত হইল।৬

নানাপ্রকার বন, লতা, উদ্যান, সরোবর, দীর্ঘিকা প্রভৃতি দ্বারা কল্কির শম্ভল গ্রাম ইন্দ্রের অমরাবতী সদৃশ্য অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।৭

এদিকে সিংহলদ্বীপে কল্কি সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া কারুমতী নগর হইতে নির্গত হইলেন। পরে তিনি সমুদ্র-কূলে সেনা সন্নিবেশ করিয়া সেই দিন অতিবাহিত করিলেন।৮

* অধুনা উত্তর প্রদেশে মোরাদাবাদ জেলায় প্রাচীন শম্ভলগ্রাম অবস্থিত। তথায় কল্কি বিষ্ণু মন্দিরে কল্কিদেবের ৩॥ ফুট উচ্চ কাল কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি এবং উহা অপেক্ষা এক ইঞ্চি ছোট পদ্মাদেবীর শ্বেতপাথরের দ্বিভুজ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মন্দিরের দেওয়ালে দশ অবতারের সুন্দর আলেখ্য অংকিত। এই মন্দিরে পুরাকাল হইতে কল্কিপূজা প্রচলিত। কল্কি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উহার নাম কল্কি বিষ্ণু মন্দির। শম্ভল মাহাত্ম্য নামক প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে ঐ কল্কি তীর্থের বিশদ বর্ণনা প্রদত্ত। শম্ভল গ্রামে বর্ষাঋতুতে কল্কিজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। তথায় ৬৮ তীর্থ এবং ১৯ কূপ বিদ্যমান। অধিকাংশ তীর্থ কূপাকারে দৃষ্ট হয়। শম্ভল কল্কি মণ্ডলের উদ্যোগে দিল্লী, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে কল্কিজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বোক্ত মন্দিরের পুরোহিত এই দৈববাণী পেয়েছিলেন, 'জয় কল্কি জয় জগৎপতে, পদ্মাপতি জয় রমাপতে'—এই কল্কি কীর্তন প্রচার করো। তদানুসারে উক্ত কীর্তন শম্ভল প্রমুখ নানাস্থানে গীত হয়। শম্ভল মাহাত্ম্য পুস্তকে

আছে, "মাহাত্ম্যং শম্ভল স্যেদং কলৌ গুপ্ত ভবিষ্যতি।" ইহার অর্থ, কলিযুগে শম্ভল তীর্থের মহিমা গুপ্ত থাকিবে।. শম্ভল মাহাত্ম্য পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক শম্ভলে কল্কি বিষ্ণু মন্দির নির্মিত ও তন্মধ্যে কল্কি ও পদ্মার মূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লী কল্কিমণ্ডল কর্তৃক কল্কিজয়ন্তী অনুষ্ঠানকালে ২॥ ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত কল্কিমূর্তি লইয়া শোভাযাত্রা করা হয়। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে শম্ভল উল্লিখিত এবং নরসিংহপুরাণে মহাগ্রাম নামে উহা বিশেষিত।

বৃহদ্রথস্তু কৌমুদ্যা সহিতঃ স্নেহকাতরঃ।
পদ্ময়া সহিতায়াস্মৈ পদ্মনাথায় বিষ্ণবে ॥৯
দদৌ গজানামযুতং লক্ষং মুখ্যঞ্চ বাজিনাম্।
রথানাঞ্চ দ্বিসহস্রং দাসীনাং দ্বে শতে মুদা ॥১০
দত্ত্বা বাসাংসি রত্নানি ভক্তিস্নেহাশ্রুলোচনঃ।
তয়োর্মুখালোকনেন নাশকৎ কিঞ্চিদীরিতুম্ ॥১১
মহাবিষ্ণু দম্পতী তৌ প্রস্থাপ্য পুনরাগতৌ।
পূজিতৌ কল্কিপদ্মাভ্যাং নিজকারুমতীংপুরীম ॥১২

শ্লোকার্থ। রাজা বৃহদ্রথ কন্যাস্নেহে কাতর হইয়া কৌমুদী নাম্নী মহিষীর সহিত সমুদ্রকূল পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে পদ্মাকে ও পদ্মানাথ বিষ্ণুকে দশসহস্র গজ, লক্ষ উত্তম অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও দুই শত দাসী দান করিলেন। ৯-১০

তিনি বিবিধ বস্ত্র ও নানাপ্রকার রত্ন দান করিয়া ভক্তিপূত ও স্নেহপূর্ণ নয়নে জামাতা ও কন্যার বদনকমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।১১

পরে কন্যা ও জামাতারূপ মহাবিষ্ণু দম্পতীকে বিদায় দিয়া তিনি তাহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বীয় নগরী কারুমতীতে প্রত্যাগত হইলেন।১২

কল্কিস্তু জলধেরন্তো বিগাহ্য পৃতনাগণৈঃ।
পারং জিগমিষুং দৃষ্ট্বা জম্বুকং স্তম্ভিতোঽভবৎ ॥১৩
জলস্তম্ভমথালোক্য কল্কিঃ সবলবাহনঃ।
প্রযযৌ পয়সাং রাশেরুপরি শ্রীনিকেতনঃ ॥১৪
গত্বা পারং শুকং প্রাহ যাহি মে শম্ভলালয়ম্ ॥১৫
বিশ্বকর্ম্মকৃতং যত্র দেবরাজাজ্ঞয়া বহু।
সদ্মসংবাধমমলং মৎপ্রিয়ার্থং সুশোভনম্ ॥১৬
তত্রাপি পিত্রোর্জ্ঞাতীনাং স্বস্তি ব্রূয়া যথোচিতম্।
যদত্রাঙ্গ! বিবাহাদি সর্ব্বং বক্তুং ত্বমর্হসি ।১৭

শ্লোকার্থ। অনন্তর কল্কিদেব সৈন্যসমূহের সহিত সাগরসলিলে অবগাহন করিয়া দেখিলেন, একটি শৃগাল জলের উপর দিয়া পর-পারে যাইতেছে। তখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন।১৩

তৎপরে জলস্তম্ভ হইয়াছে দেখিয়া সেই লক্ষ্মীপতি কল্কিদেব সৈন্য ও বাহনগণ সহিত সাগরের উপর দিয়া চলিলেন।১৪

তিনি সমুদ্র পার হইয়া শম্ভলগ্রামে নিজ আলয়ে যাইবার জন্য শুককে বলিলেন।১৫

সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বিশ্বকর্ম্মা আমার প্রিয়-কার্য-সাধনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সুশোভন সুনির্মল প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছেন।১৬

তুমি সেখানে অগ্রে যাইয়া আমার পিতা, মাতা ও জ্ঞাতিগণের নিকট যথারীতি আমার কুশল সংবাদ প্রদান কর। পরে আমার বিবাহাদি সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বলিবে।১৭

পশ্চাদ্‌যামি বৃতস্ত্বৈতৈরত্বমাদৌ* যাহি শম্ভলম্ ॥ ১৮
কল্কের্বচনমাকর্ণ্য কীরো ধীরস্ততো যযৌ।
আকাশগামী সর্ব্বজ্ঞঃ শম্ভলং সুরপূজিতম্ ॥ ১৯

সপ্তযোজনবিস্তীর্ণং চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকুলম্।
সূর্য্যরশ্মিপ্রতীকাশং প্রাসাদশতশোভিতম্ ।২০
সর্ব্বর্ত্তু সুখদং রম্যং শম্ভলং বিহ্বলোঽবিশৎ ।২১
গৃহাদ্ গৃহান্তরং দৃষ্টা প্রাসাদপি*১ চাম্বরম্।
বনাদ্‌বনান্তরং তত্র বৃক্ষাদ্‌বৃক্ষান্তরং ব্রজন্ ।।২২

শ্লোকার্থ। পশ্চাৎ আমি সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া যাইতেছি। তুমি অগ্রে শম্ভলগ্রামে যাও। সুধীর সর্বজ্ঞ পক্ষী কল্কির বাক্য শুনিয়া আকাশপথে উড্‌ডীন হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই সুরপূজিত শম্ভলগ্রামে উপনীত হইল ।১৮-১৯

এই শম্ভলগ্রাম সপ্ত-যোজন বিস্তীর্ণ। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের লোক বাস করে। সূর্যরশ্মিসদৃশ ধবল ও তেজঃসম্পন্ন শত শত সৌধ চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে। এই নগর এরূপভাবে নির্মিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, কোন ঋতুতেই কষ্টানুভব হয় না ।২০-২১

শুকপক্ষী এই নগরের স্বগীয় শোভা দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। সে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে, এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে, কখনও বা প্রাসাদের অগ্রভাগ হইতে আকাশে, কখনও বা আকাশ হইতে উদ্যানে, উদ্যান হইতে বৃক্ষে এবং এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যাইতে লাগিল ।২২

* বৃতস্তৈস্তৈস্ত্বমাদৌ—ইতি বা পাঠঃ। বৃতস্ত্বেকেস্ত্বমাদৌ—ইতি বা পাঠঃ।
*১ প্রাসাদাদপি—ইতি বা পাঠঃ।

শুকঃ স বিষ্ণুযশসঃ সদনং মুদিতোঽব্রজৎ।
তং গত্বা রুচিরালাপৈঃ কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ ।।২৩
কল্কেরাগমনং প্রাহ সিংহলাৎ পদ্মরা সহ ।।২৪
ততস্ত্বরন্ বিষ্ণুযশাঃ সমানার্য্য প্রজাজনান্।
বিশাখযূপভূপালং কথয়ামাস হর্ষিতঃ ।।২৫

স রাজা কারয়ামাস পুর-গ্রামাদিমণ্ডিতম্।
স্বর্ণকুম্ভৈঃ সদম্ভোভিঃ পুরিতৈশ্চন্দনোক্ষিতৈ ।।২৬
কালাগুরুসুগন্ধাঢ্যৈর্দীপলাজাঙ্কুরাক্ষতৈঃ।
কুসুমৈঃ সুকুমারৈশ্চ রম্ভা-পূগফলান্বিতৈঃ ॥
শুশুভে শম্ভলগ্রামো বিবুধানাং মনোহরঃ ॥ ২৭

শ্লোকার্থ। শুক এইরূপে প্রমুদিতমানসে বিষ্ণুযশার গৃহে উপস্থিত হইল। পরে বিষ্ণুযশার নিকট গমনপূর্বক সুমিষ্ট আলাপে নানাবিধ প্রিয় বাক্য বলিয়া সিংহল দ্বীপ হইতে পদ্মার সহিত কল্কির আগমনবার্তা ব্যক্ত করিল।২৩-২৪

অনন্তর বিষ্ণুযশা ত্বরান্বিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজা বিশাখযূপ এবং গণ্যমান্য ও প্রধান প্রধান প্রজাগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।২৫

রাজা বিশাখযূপ সস্ত্রীক কল্কির আগমনবার্তা শুনিয়া চন্দনচর্চিত সলিলপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ দ্বারা গ্রাম ও নগর সুসজ্জিত করিলেন।২৬

দেবগণের মনোহর শম্ভলগ্রাম অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যে, আলোকমালায়, সুগন্ধ সুদৃশ্য কুসুম মালায়, রম্ভা-পুগ প্রভৃতি ফলে এবং খৈ,: আতপ চাউল নব-পল্লব প্রভৃতি দ্বারা দিব্য শ্রী ধারণ করিল।২৭

তং কল্কিঃ প্রাবিশদ্ভীম সেনাগনবিলক্ষণঃ।
কামিনীনয়নান্দমন্দিরাঙ্গঃ কৃপানিধি ।।২৮
পদ্ময়া সহিতঃ পিত্রোঃ পদয়োঃ প্রণতোঽপতৎ।
সুমতির্মুদিতা পুত্রং স্নুষাং শক্রং শচীমিব।
দদৃশে ত্বমরাবত্যাং পূর্ণকামাদিতিঃ সতী।। ২৯
শম্ভলগ্রামনগরী পতাকাধ্বজ-শালিনী।
অবরোধসুজঘনা প্রাসাদবিপুলস্তনী।
ময়ুরচুচুকা হংস-সংঘহারমনোহরা।। ৩০
পট্টবাসোদগতধূমবসনা কোকিলস্বনা।
সহাসগোপুরমুখী বামনেত্রা যথাঙ্গনা।
কল্কিং পতিং গুণবতী প্রাপ্য রেজে তমীশ্বরম্ ।।৩১

শ্লোকার্থ। কামিনী নয়নের-আনন্দ মন্দির-স্বরূপ পরম সুন্দর কৃপানিধি কল্কিদেব সুসজ্জিত সেনাগণে পরিবৃত হইয়া সেই নগরে প্রবেশ করিলেন।২৮

পদ্মার সহিত তিনি একত্রে পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। যেমন দেবলোকে মাতা অদিতি ইন্দ্র ও শচীকে দেখিয়া পূর্ণকামা ও আনন্দিতা হইয়াছিলেন, জননী সুমতি সেইরূপ পুত্র কল্কিকে এবং পুত্রবধূ পদ্মাকে দেখিয়া অনান্দিতা ও পূর্ণ-মনোরথা হইলেন।২৯

পতাকাধ্বজমালিণী শম্ভল নগরীরূপ রমণীও ঈশ্বর কল্কিকে পতিরূপে পাইয়া পুলকিতা হইল। অন্তঃপুর তাঁহার জঘনস্বরূপ, প্রাসাদ পীনস্তন-স্বরূপ, ময়ুর চুকস্বরূপ, হংসমালা মনোহর মুক্তাহারস্বরূপ, বিবিধ গন্ধদ্রব্যের ধূপ পটল বসন স্বরূপ, কোকিলস্বর বাক্যস্বরূপ এবং গোপুর তাহার সহাস্য বদনস্বরূপ। সুতরাং সেই শম্ভলনগরী সুনয়না গুণবতী অঙ্গনা সদৃশ সুদৃশ্য দেখাইল। ৩০-৩১

স রেমে পদ্ময়া তত্র বর্ষপূগানজাশ্রয়ঃ।
শম্ভলে বিহ্বলাচারঃ* কল্কিঃ কল্কবিনাশনঃ।।৩২
কবেঃ পত্নী কামকলা সুষুবে পরমেষ্ঠিনৌ।
বৃহৎকীর্তিবৃহদ্বাহূ মহাবল পরাক্রমৌ।।৩৩
প্রাজ্ঞস্য সন্নতির্ভার্য্যা তস্যাং*১ পুত্রৌ বভূবতুঃ।
যজ্ঞবিজ্ঞৌ সর্বলোকপূজিতৌ বিজিতেন্দ্রিয়ৌ।।৩৪
সুমন্ত্রকস্তু মালিন্যাং জনয়ামাস শাসনম্।
বেগবন্তঞ্চ সাধূনাং দ্বাবেতাবুপকারকৌ।।৩৫

শ্লোকার্থ। জন্মরহিত সর্বাশ্রয় পাপহারী কল্কিদেব আত্ম-কার্য বিস্মৃত হইয়া সেই শম্ভল নগরে পদ্মার সহিত আমোদ-প্রমোদে বহুবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। ৩২ (কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্রক তিনজন কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।)

কিছুকাল পরে কবির কামকলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বৃহৎকীর্তি ও বৃহদ্বাহু নামে মহাবল বিক্রমশালী পরম ধার্মিক দুই পুত্র জন্মিল।৩৩

প্রাজ্ঞের পত্নী সন্নতিও দুই পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রদ্বয়ের নাম যজ্ঞ ও বিজ্ঞ। ইহারা জিতেন্দ্রিয় ও লোকপূজ্য।৩৪

সুমন্ত্রকের পত্নী মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগবান্ নামে দুই পুত্র জন্মিল এই পুত্রদ্বয় সাধুগণের হিতকারী। ৩৫

* বিহ্বলাকারঃ—ইতি বা পাঠঃ।

*১ তস্যাঃ—ইতি বা পাঠঃ।

ততঃ* কল্কিশ্চ পদ্মায়াং জয়ো বিজয় এব চ।
দ্বৌ পুত্রৌ জনয়ামাস লোকখ্যাতৌ মহাবলৌ ॥৩৬
এতৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈঃ সর্বসম্পৎসমন্বিতৌ।
বাজিমেধবিধানার্থমুদ্যতং পিতরং প্রভুঃ ॥৩৭
সমীক্ষ্য কল্কিঃ প্রোবাচ পিতামহমিবেশ্বরঃ।
দিশাং পালান্ বিজিত্যাহং ধনান্যাহৃত্য ইত্যুত ॥৩৮
কারয়িষ্যাম্যশ্বমেধং যামি দিগ্বিজয়ায় ভোঃ। ৩৯
ইতি প্রণম্য তং প্রীত্যা কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।*১
সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ প্রযযৌ কীকটং পুরম্।৪০

শ্লোকার্থ। তারপর কল্কির ঔরসে পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামক দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। এই পুত্রদ্বয় ভুবন বিখ্যাত ও মহাবলপরাক্রান্ত।৩৬

প্রভু কল্কি এই সমস্ত পরিবারে পরিবৃত ও সর্ব-সম্পৎ-সম্পন্ন হইলেন। তিনি পিতামহবৎ পিতাকে অশ্বমেধ[১০২] যজ্ঞানুষ্ঠানে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, আমি দিক্পালগণকে পরাজয় করিব, ধন সংগ্রহ করিব এবং আপনা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব। এক্ষণে আমি দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিব।৩৭-৩৯।

পরপুরঞ্জয় কল্কিদেব এই কথা বলিয়া প্রীতি ভরে পিতাকে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রথমে কীকটপুর জয়ার্থ বাহির হইলেন।৪০

* তদ্বোতঃ ইতি বা পাঠঃ।

*১ পটপুরঞ্জয়ঃ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১০২। অশ্বমেধ প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞ। ঋগ্বেদেও অশ্বমেধ যজ্ঞের র্ণনা ও বিধি প্রদত্ত। শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞ বিস্তৃতরূপে র্ণিত। রাজা ব্যতীত অন্য কেহ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অধিকারী ছিলেন না। এই যজ্ঞে পশু বধের আবশ্যক হইত। অশ্বই প্রধান পশু। ছাগলাদি পশু নাবশ্যক না হইলেও প্রাধান্য লাভ করিত না। যজ্ঞার্থ একুশ খম্ভ নির্মিত ইত। মধ্যস্থ খম্ভে যজ্ঞাশ্বকে বাঁধিয়া সংস্কার করা হইত। পরে রাজার াদেশে এই যজ্ঞাশ্ব দিগ্বিজয়ার্থ নানাদেশে ভ্রমণ করিত। রাজকুমারগণ ম্যমাণ যজ্ঞাশ্ব রক্ষা করিতেন এবং যদি কোন রাজা সংকল্পিত যজ্ঞে বাধা নার্থ যজ্ঞাশ্ব হরণ করিতেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিতেন। ইরূপে ভ্রমণান্তে যজ্ঞাশ্বকে যজ্ঞক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা হইত। এক বর্ষব্যাপী অশ্ব-মণের বিধি ছিল। ঐ সংস্কৃত প্রত্যাগত যজ্ঞাশ্বকে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বধ রিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। যজ্ঞান্তে দক্ষিণাদান ও অবভৃথ স্নান হইত। অশ্বমেধ জ্ঞানুষ্ঠানের ফলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি বা ইন্দ্রতুল্য দৈবশক্তি লাভ হইত। অশ্বমেধ জ্ঞাশ্ব লইয়া যজমান রাজা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বাপহারক রাজার মধ্যে ঘোর যুদ্ধ ইত। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই প্রবাদ প্রচলিত, ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব হানির ভয়ে যজমান রাজার শ্ব অপহরণ করিতেন। ইন্দ্রদেব রাজা সগরের যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছিলেন। রঘুর ক্রর আড়ালে ইন্দ্র দিলীপের যজ্ঞাশ্ব হরণপূর্বক পলায়ন করেন। এইরূপ অনেক াখ্যান সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম রিয়া কোন কোন অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত। বড় বড় রাজ রাজন্য এই জ্ঞর অনুষ্ঠান করিতেন।

বুদ্ধালয়ং সুবিপুলং বেদধর্ম্মবহিষ্কৃতম্।
পিতৃদেবার্চ্চনাহীনং পরলোকবিলোপকম্॥ ৪১
দেহাত্মবাদবহুলং কুলজাতিবিবর্জ্জিতম্।
ধনৈঃ স্ত্রীভির্ভক্ষ্যাভোজ্যৈঃ স্বপরাভেদদর্শিনম্॥ ৪২
নানাজনৈঃ পরিবৃতং পানভোজনতৎপরৈঃ॥ ৪৩

শ্রুত্বা জিনো নিজগণৈঃ কল্কেরাগমনং ক্রুধা।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সহিতং সংবভূব পুরাদ্‌বহিঃ ॥৪৪

গজরথতুরগৈঃ সমাচিতা ভূঃ কনকবিভূষনভূষিতৈর্বরাঙ্গৈ. .
শতশতরথিভির্ধৃতাস্ত্রশস্ত্রৈঃ ধ্বজপটরাজি-নিবারিতাতপৈর্বভৌ সা ॥৪

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঅনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে বুদ্ধনিগ্রহে
কীকটপুর গমনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। এই কীকটপুর অতীব বিস্তীর্ণ নগর। ইহা বৌদ্ধগণের প্রধা আলয়। এই দেশে বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান বিলুপ্ত। উক্ত স্থানের অধিবাসী পিতৃ-অর্চনা বা দেব-অর্চনা করে না এবং পরলোকেরও চিন্তা করে না।৪১

এই দেশে অনেকেই শরীরে আত্মাভিমান করে। তাহারা দৃশ্যমান দে ভিন্ন অন্য আত্মা স্বীকার করে না। তাহাদের কুলাভিমান বা জাত্যাভিমা নাই। তাহারা ধন সম্বন্ধে; স্ত্রীপরিগ্রহ বিষয়ে বা ভোজনব্যাপারে সকলকে সমান জ্ঞান করে। কাহাকেও উচ্চ বা নীচ জ্ঞান করে না। এই দেশে নানাবি অধিবাসী আছে। তাহারা সকলেই পান-ভোজনাদিতে আসক্ত দেহাত্মবাদী।৪২-৪৩

অনন্তর যখন জিন শ্রবণ করিলেন যে, কল্কি অনুচরবর্গে পরিবৃত হই যুদ্ধার্থ আসিয়াছেন, তখন তিনি দুই অক্ষৌহিণী[১০৩] সেনা সমভিব্যাহা সংগ্রাম করিবার জন্য নগর হইতে নির্গত হইলেন।৪৪

শত শত তুরগ, শত শত রথ, শত শত হস্তী ও সুবর্ণ শোভিত শত শত রথ এবং অস্ত্রশস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য সমূহ দ্বারা বিশাল ভূতল সমাচ্ছাদিত হইল সৈন্যগণের পতাকাসমূহে সৌর তাপ নিবারিত হইতে লাগিল। তৎকা যুদ্ধাথাবৃন্দ অভূতপূর্ব দুর্দর্শনীয় হইল।৪৫

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে বুদ্ধনিগ্রহনিমিত্ত
কীকটপুরগমন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী। ১০৩। সৈন্যসংখ্যার একটি বিশেষ নাম। ২১৮৭০ হাতী, ১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ ঘোড়া এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক সৈন্য, মোট ২১৮৭০০ ংখ্যায় এক অক্ষৌহিণী হয়। কোষকার অমরসিংহ কৃত অমরকোষে স্বর্গবর্গ ৮০-৮১ শ্লোকে) আছে—

একেভৈকরথ্যা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্॥
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানী কিন্ত্বক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি॥

এক পত্তিতে ১ রথ, ১ হাতী, ৩ ঘোড়া ও ৫ পদাতিক, মোট ১০ থাকে। ক সেনামুখে ৩ রথ, ৩ হাতী, ৯ ঘোড়া ও ১৫ পদাতিক, মোট ৩০ থাকে। ক গুল্মে ৯ রথ, ৯ হাতী, ২৭ ঘোড়া ও ৪৫ পদাতিক, মোট ৯০ থাকে। ক গণে ২৭ রথ, ২৭ হাতী, ৮১ ঘোড়া ও ১৩৫ পদাতিক, মোট ২৭০ থাকে। ক বাহিনীতে ৮১ রথ, ৮১ হাতী, ২৪৩ ঘোড়া ও ৪০৫ পদাতিক, মোট ৮১০ কে। এক পৃতনাতে ২৪৩ রথ, ২৪৩ হাতী, ৭২৯ ঘোড়া ও ১২১৫ পদাতিক, াট ২৪৩০ থাকে। এক চমূতে ৭২৯ রথ, ৭২৯ হাতী, ২১৮৭ ঘোড়া ও ৩৬৪৫ দাতিক, মোট ৭২৯০ থাকে। এক অনীকিনীতে ২১৮৭ রথ, ২১৮৭ হাতী, ৬১ ঘোড়া ও ১০৯৩৫ পদাতিক, মোট ২১৮৭০ থাকে। এক অক্ষৌহিণীতে ১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হাতী, ৬৫৬১০ ঘোড়া ও ১০৯৩৫০ পদাতিক, মোট ১৮৭০০ থাকে। ইহাই সৈন্যসংখ্যার প্রাচীন গণনা পদ্ধতি। যেমন শ্চাত্যে রেজিমেণ্ট, ব্রিগেড ও ব্যাটেলিয়ান প্রভৃতি সৈন্য গণনার পদ্ধতি চলিত, তেমনি প্রাচীন ভারতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সৈন্য গণনা করা হইত।

দ্বিতীয় অংশ

সপ্তম অধ্যায়

সূত উবাচ।

ততো বিষ্ণুঃ সর্বজিষ্ণুঃ কল্কিঃ কল্কবিনাশনঃ।
কালয়ামাস তাং সেনাং করিণীমিব কেশরী ॥১

সেনাঙ্গনাং তাং রতিসঙ্গরক্ষতীং রক্তাক্তবস্ত্রাং বিবৃতোরুমধ্যাম্।
পলায়তীং চারুবিকীর্ণ কেশাং বিকূজতীং প্রাহ স কল্কিনায়কঃ ॥ ২

রে বৌদ্ধা! মা পলায়ধ্বং নিবর্ত্তধ্বং রণাঙ্গনে।
যুধ্যধ্বং পৌরুষং সাধু দর্শয়ধ্বং পুনর্মম ॥ ৩

জিনো হীনবলঃ কোপাৎ কল্কেরাকর্ণ্য তদ্বচঃ।
প্রতিযোদ্ধুং বৃষারূঢ়ঃ খড়্গ চর্ম্ম ধরো যযৌ ।৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর মৃগেন্দ্র যেমন করিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ পাপনাশী সর্বজয়ী বিষ্ণু কল্কি সেই বৌদ্ধ সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিলেন।১

লোকগুরু সেনানায়ক কল্কি দেবরতি যুদ্ধসদৃশ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতা রক্তাক্তবসনা অগুপ্তমধ্যদেশা পলায়মানা বিকীর্ণকেশা চীৎকারকারিণী সৈন্যরূপা অঙ্গনাকে বলিলেন।২

রে বৌদ্ধগণ, তোমরা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিও না, অগ্রসর হও ও যুদ্ধ কর। তোমাদের যত পৌরুষ আছে, তাহা দেখাও।৩

জিন[১০৪] প্রথমে হীনবল হইয়াছিলেন। তিনি কল্কির বাক্য শুনিয়া ক্রোধভরে খড়্গ ও চর্ম লইয়া বৃষভারোহণে যুদ্ধ করিতে কল্কির প্রতি ধাবমান হইলেন।৪

টিপ্পনী। ১০৪। বুদ্ধ অর্থে অর্হৎ। জৈন ধর্মে জ্ঞানীকে জিন বলা হইত। জিন শব্দ হইতে জৈন শব্দ নিষ্পন্ন। বুদ্ধ বা অর্হৎ জয়শীল হইলে বা সিদ্ধিলাভ করিলে জিন নামে অভিহিত হইতেন। এখানে জিন কল্কির সময় এক

জৈন ধর্মাবলম্বী রাজা ও জৈনসম্প্রদায়ের নেতারূপে পরিগণিত। স্বয়ং বুদ্ধ ব্যতীত যে লোক বৌদ্ধধর্মে পারদর্শী হইতেন, তিনি অর্হৎ বা জিন আখ্যা পাইতেন। সূত্রনিপাত নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, ঋষি ভরদ্বাজ ও সুন্দরিক ভরদ্বাজ দুই বৈদিক ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে গুরুরূপে গ্রহণপূর্বক অর্হৎ আখ্যা প্রাপ্ত হন।

নানা প্রহরনো পেতো নানাযুধবিশারদঃ।
কল্কিনা যুযুধে ধীরো দেবানাং বিস্ময়াবহঃ॥ ৫
শূলেন তুরগং বিদ্ধা কল্কিং বাণেন মোহয়ন্।
ক্রোড়ীকৃত্য দ্রুতং ভূমের্ণাশকৎ তোলনাদৃতঃ॥ ৬
জিনো বিশ্বম্ভরং জ্ঞাত্বা ক্রোধাকুলিতলোচনঃ।
চিচ্ছেদাস্য তনুত্রাণং কল্কেঃ শস্ত্রঞ্চ দাসবৎ॥ ৭
বিশাখযূপোঽপি তথা নিহত্য গদয়া জিনম্।
মূর্চ্ছিতং কল্কিমাদায় লীলয়া রথমারুহৎ॥ ৮

শ্লোকার্থ। তিনি নানাবিধ অস্ত্রে সংগ্রাম করিতে দক্ষ ছিলেন। সুতরাং বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি কল্কির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সংগ্রামনিপুণ জিন এরূপ ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে দেবগণও বিস্মিত হইলেন।৫

তিনি শূল দ্বারা অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া শিলীমুখ দ্বারা কল্কিকে মোহিত ও মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার জন্য ক্রোড়ে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই তাঁহাকে তুলিতে পারিলেন না।৬

তখন জিন কল্কিকে বিশ্বম্ভর নারায়ণ বুঝিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইলেন। পরে তিনি কল্কিকে বন্দীর তুল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার তনুত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্র ছেদন করিলেন।৭

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া রাজা বিশাখযূপ জিনকে গদাঘাতে আহত

করিলেন এবং অবলীলাক্রমে মূর্চ্ছিত কল্কিকে তুলিয়া লইয়া স্বীয় রথে আরূঢ় হইলেন।৮

লব্ধসংজ্ঞস্তথা কল্কিঃ সেবকোৎসাহদায়কঃ।
সমুৎপত্য রথাত্তস্য নৃপস্য জিনমাযযৌ॥ ৯
শূলব্যথাং বিহায়াজৌ মহাসত্ত্বস্তুরঙ্গমঃ।
রিঙ্গণৈর্ভ্রমণৈঃ পাদবিক্ষেপহননৈর্মুহুঃ॥ ১০
দন্তাঘাতৈঃ সটাক্ষেপৈ বৌদ্ধসেনাগণান্তরে।
*নিজধান রিপূন্ কোপাৎ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১১
নিশ্বাসবাতৈরুড্ডীয় কেচিদ্বীপান্তরেঽপতন্।*১
*২ হরত্যাশ্বরথ সংবাধাঃ পতিতা রনমূর্দ্ধনি॥ ১২

শ্লোকার্থ। কল্কিও সংজ্ঞা লাভ করিয়া অনুচরবর্গকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। পরে তিনি রাজা বিশাখযূপের রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক জিনের প্রতি ধাবমান হইলেন।৯

মহাসত্ত্ব কল্কিবাহনও শূলব্যথা পরিহার করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া লম্ফপ্রদানে, ভ্রমণে, পদাঘাতে, দন্তাঘাতে ও কেশরবিক্ষেপে বৌদ্ধসৈন্যদলের মধ্যস্থিত শত শত সহস্র সহস্র শত্রুকে ক্রোধ ভরে বিনাশ করিল।১০—১১

কোন কোন বেগবান যোদ্ধা নিশ্বাস বায়ু দ্বারা উড্ডীন হইয়া দীপান্তরে নিক্ষিপ্ত হইল। কেহ বা ঐ নিশ্বাস-বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র হস্তী, রথ ও অশ্বাদি দ্বারা প্রতিহত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল।১২

* নিজঘান ইতি বা পাঠঃ।
*১ ঽপতৎ ইতি বা পাঠঃ।
*২ হস্ত্যশ্বরথসংবাধাঃ ইতি বা পাঠঃ।

*গার্গ্যো জঘ্নঃ ষষ্টিশতং ভর্গ্যাঃ কোটিশতাযুতম।
বিশালস্তু সহস্রাণাং পঞ্চবিংশং রণে ত্বরন্॥ ১৩

অযুতে দ্বে জঘানাজৌ পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কবিঃ।
দশলক্ষং তথা প্রাজ্ঞঃ পঞ্চলক্ষং সুমন্ত্রকঃ ॥ ১৪
জিনং প্রাহ হসন্ কল্কিস্তিষ্ঠাগ্রে মম দুর্ম্মতে।।
দৈবং মাং বিদ্ধি সর্ব্বত্র শুভাশুভ ফলপ্রদম্ ॥ ১৫
মদ্‌বাণ জালভিন্নাঙ্গো নিঃসঙ্গো যাস্যসি ক্ষয়ম্।
ন যাবৎ পশ্য তাবৎ ত্বং বন্ধুনাং ললিতং মুখম্ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। গর্গ্য ও তদীয় অনুচরবর্গ অল্পসময়ের মধ্যে ছয় হাজার বৌদ্ধসেনা বিনাশ করিলেন। সসৈন্য ভর্গ্যও এক কোটি এক নিযুত বৌদ্ধ সৈন্য সংহার করেন। বিশাল ও তদীয় সৈন্যগণ পঞ্চবিংশতি সহস্র বৌদ্ধসেনা বিনাশ করিলেন।১৩

কবি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে দুই অযুত বিপক্ষসৈন্য সংহার করেন। এইরূপে প্রাজ্ঞ দশ লক্ষ ও সুমন্ত্রক পঞ্চ লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করিয়া রণশায়ী করিলেন।১৪

অনন্তর কল্কি হাস্য করিয়া জিনকে বলিলেন, রে দুর্মতে, পলায়ন করিও না, সম্মুখে আইস। আমাকে সর্বত্র শুভাশুভ ফলদাতা অদৃষ্টস্বরূপ বিবেচনা করিবে।১৫

এখনই তুমি আমার শরাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পরলোকে গমন করিবে। কেহই তখন তোমার সহগামী হইবে না। অতএব ইতিমধ্যে তুমি বন্ধুবান্ধবগণের সুন্দর মুখ দেখিয়া লও।১৬

*গার্গ্যা জঘ্নুঃ ষষ্ঠিশতং ভর্গ্যো কোটিশতাযুতম্ ইতি বা পাঠঃ।

কল্কেরিতীরিতং শ্রুত্বা জিনঃ প্রাহ হসন্ বলী।
দৈবং ত্বদৃশ্যং শাস্ত্রে তে বধোহয়মুররীকৃতঃ।
প্রত্যক্ষবাদিনো বৌদ্ধা বয়ং যুয়ং বৃথা শ্রমাঃ ॥ ১৭
যদি বা দৈবরূপস্ত্বং তথাপ্যগ্রে স্থিতা বয়ম্।
যদি ভেত্তাসি বাণৌঘৈস্তদা বৌদ্ধৈঃ কিমত্র তে ॥ ১৮

সোপালম্ভং ত্বয়া খ্যাতং ত্বয্যেবাস্তু স্থিরো ভব।
ইতি * ক্রোধাদ্‌বাণজালৈঃ কল্কিং ঘোরৈঃ সমাবৃণোৎ ॥ ১৯
স তু বাণময়ং বর্ষং ক্ষয়ং নিন্যেঽর্কবহ্নিমম্ ॥ ২০

শ্লোকার্থ। বলবান্ জিন কল্কির এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, অদৃষ্ট কখনই প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য বস্তু স্বীকার করি না। বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত আছে, অদৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় মাত্রই আমরা অগ্রাহ্য করি। অতএব তোমরা বৃথা পরিশ্রম করিতেছ।১৭

যদিও তুমি দৈব বলে বলীয়ান্ হও, তথাপি আমরা সম্মুখ সংগ্রামে দাঁড়াইলাম। যদি তুমি আমাকে বাণবিদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে বৌদ্ধগণ কি তোমাকে ক্ষমা করিবে?১৮

তুমি আমার প্রতি যে তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহা তোমার উপরই পাতিত হউক্, স্থির হও। এই কথা কহিয়া জিন সুতীক্ষ্ণ শরজালে কল্কিকে সমাচ্ছাদিত করিলেন।১৯

যেমন সূর্য দর্শনে হিমবর্ষ ক্ষয় পায়, তদ্রূপ কল্কি-প্রভায় সেই বাণসমূহ ক্ষয় পাইতে লাগিল।২০

*ক্রোধাদ্বাদ্বাজালৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মং বায়ব্যমাগ্নেয়ং পার্জ্জন্যং চান্যদায়ুধম্।
কল্কেদর্শনমাত্রেণ নিষ্ফলান্যভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ২১
* যথোষরে বীজমুপ্তং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা।
যথা বিষ্ণৌ সতাং দ্বেষাদ্ ভক্তির্যেন কৃতপ্যহো ॥ ২২
কল্কিস্তু তং বৃষারূঢ়মবপ্লুত্য কচেঽগ্রহীৎ।
ততস্তৌ পেততুর্ভূমৌ তাম্রচূড়াবিব ক্রুধা ॥ ২৩
পতিত্বা স কল্কিকচং জগ্রাহ তৎ করং করে। ২৪
ততঃ সমুত্থিতৌ ব্যগ্রৌ যথা চাণূরকেশবৌ।

ধৃতহস্তৌ ধৃতকচৌ ঋক্ষাবিব মহাবলৌ।
যুযুধাতে মহাবীরৌ জিন কল্কী নিরায়ুধৌ॥ ২৫

*যথোপরে ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, পার্জন্যাস্ত্র ও অন্যান্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কল্কির দৃষ্টি মাত্রই ক্ষণকাল মধ্যে নিষ্ফল হইল।২১

মরুভূমিতে উপ্ত বীজ তুল্য, অপাত্রে দত্ত বস্তুর ন্যায়, সাধুলোকের প্রতি দ্বেষ করিয়া বিষ্ণুতে অর্পিত ভক্তির ন্যায়, জিনের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইতে লাগিল।২২

অনন্তর কল্কিদেব লম্ফ দিয়া বৃষারূঢ় জিনের কেশ গ্রহণ করিলেন। তখন তাম্রচূড় পক্ষীর ন্যায় উভয়েই ভূমিতে পতিত হইয়া ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।২৩

জিন ভূপতিত হইয়া এক হস্তে কল্কির কেশ ও অন্য হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।২৪

পরে চাণূর[১০৫] নামক দৈত্য ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উভয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর কেশ ও হস্ত ধারণ করিলেন। এই দুই মহাবীর নিরায়ুধ হইয়া মহাবল ভল্লুকদ্বয়ের ন্যায় মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।২৫

টীপ্পনী ১০৫। চাণূর মথুরাপতি কংসানুচর। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে চাণূর কংসের নিকটে ধনুর্যজ্ঞে যান। তথায় শ্রীকৃষ্ণ চাণূর ও মুষ্টিক মল্লদ্বয়কে বধ করেন। চাণূর অন্ধ্র দেশবাসী যোদ্ধা ছিলেন। হরিবংশ অনুসারে হায়দরাবাদের দক্ষিণে প্রাচীন অন্ধ্রদেশ অবস্থিত ছিল। ইহাতে জ্ঞাত হয়, চাণূর দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাচীন নাম ত্রিকলিঙ্গ, তৈলংগ। এই কারণে চাণূরকে ত্রৈলংগীও বলা হয়।

ততঃ কল্কি মহাযোগী পদাঘাতেন তৎকটিম্।
বিভজ্য পাতয়ামাস তালং মত্তগজো যথা॥ ২৬
জিনং নিপতিতং দৃষ্ট্বা বৌদ্ধা হাহেতি চুক্রুশুঃ।
কল্কেঃ সেনাগণা বিপ্রা জহৃষুর্নিহতারয়ঃ॥ ২৭

জিনে নিপতিতে ভ্রাতা তস্য শুদ্ধোদনো বলী।
পাদচারী গদাপাণিঃ কল্কিং হন্তুং দ্রুতং যযৌ ॥ ২৮
কবিস্তু তং বাণবর্ষৈঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
জগর্জ্জ পরবীরঘ্নো গজমাবৃত্য সিংহবৎ ॥ ২৯

শ্লোকার্থ। অনন্তর মত্ত হস্তী যেমন তালগাছ ভগ্ন করে, মহাযোদ্ধা কল্কি সেইরূপ গদাঘাতে জিনের কটিদেশ ভগ্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন।২৬

জিনকে পতিত দেখিয়া বৌদ্ধসৈন্যগণ হা হা রবে চীৎকার করিতে লাগিল। হে ব্রাহ্মণগণ, শত্রু নিপতিত হওয়ায় কল্কিসৈন্যবাহিনীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না।২৭

এইরূপে জিন সংগ্রামে নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মহাবল শুদ্ধোদন[১০৬] গদাহস্তে পাদচারী হইয়া কল্কিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইল ২৮

অনন্তর গজপৃষ্ঠে সমারূঢ় শত্রু-বীর-সংহারক কবি বাণবর্ষণে শুদ্ধোদনকে সমাচ্ছাদিত করিয়া সিংহতুল্য গর্জন করিতে লাগিলেন।২৯

টীপ্পনী। ১০৬। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের পিতা ছিলেন শুদ্ধোদন। মহাবংশ ও ললিতবিস্তর গ্রন্থদ্বয় অনুসারে বুদ্ধকে শৌদ্ধদন বা শৌদ্ধদনি বলা হয়।

গদাহস্তং তমালোক্য পণ্ডিং স ধর্ম্মবিৎ কবিঃ।
পদাতিগো গদাপাণিস্তস্থৌ শুদ্ধোদনাগ্রতঃ ॥ ৩০
স তু শুদ্ধোদনস্তেন যুযুধে ভীমবিক্রমঃ।
গজঃ প্রতিগজেনেব দন্তাভ্যাং সগদাবুভৌ ॥ ৩১
যুযুধাতে মহাবীরৌ গদাযুদ্ধ বিশারদৌ।
কৃতপ্রতিকৃতৌ মত্তৌ নদন্তৌ ভৈরবান্ রাবান্ ॥ ৩২
কবিস্তু গদয়া গুর্ব্ব্যা শুদ্ধোদন গদাং নদন্।
করদপাস্যাশু তয়া স্বয়া বক্ষস্য তাড়য়ৎ ॥ ৩৩

শ্লোকার্থ। ধর্মজ্ঞ কবি শুদ্ধোদনকে গদাপানি ও পাদচারী দেখিয়া নিজেও পাদচারী হইয়া গদা হস্তে শুদ্ধোদনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।৩০

ভীমবিক্রম শুদ্ধোদনও তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মাতঙ্গ শত্রুপক্ষীয় মাতঙ্গের সহিত দন্ত দ্বারা যুদ্ধ করে, সেইরূপ গদা যুদ্ধ বিশারদ মহাবীর কবি ও শুদ্ধোদন উভয়ে গদাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৩১

রণমত্ততা নিমিত্ত উভয়ে ভীষণ শব্দ আরম্ভ করিলেন এবং পরস্পর গদাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন।৩২

অনন্তর কবি সিংহনাদ করিয়া গুরুতর গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্ত হইতে গদা পাতিত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় গদা দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন।৩৩

গদাঘাতেন নিহতো বীরং শুদ্ধোদনো ভুবি।
পতিত্বা সহসোত্থায় তং জঘ্নে গদয়া পুনঃ॥ ৩৪
সং তাড়িতেন তেনাপি শিরসা স্তম্ভিতঃ কবিঃ।
ন পপাত স্থিতস্তত্র স্থাণুবদ্ বিহ্বলেন্দ্রিয়॥ ৩৫
শুদ্ধোদনস্তমালোক্য মহাসারং রথাযুতৈঃ।
প্রাবৃতং তরসা মায়া—দেবীমানেতুমাযযৌ। ৩৬
যস্যা দর্শনমাত্রেণ দেবাসুরনরাদয়ঃ।
নিঃসারাঃ প্রতিমাকারা ভবন্তি ভুবনত্রয়াঃ॥ ৩৭

শ্লোকার্থ। বৌদ্ধ বীর শুদ্ধোদন গদাঘাতে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। পরে তিনি অবিলম্বে উত্থিত হইয়া স্বীয় গদা গ্রহণপূর্বক তদ্বারা কবির মস্তকে প্রহার করিলেন। ৩৪

সেই গদাঘাতে কবি ভূমিতে পতিত না হইলেও বিকলেন্দ্রিয় ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়া স্থাণু তুল্য স্তব্ধ হইলেন। ৩৫

পরে শুদ্ধোদন তাঁহাকে মহাবল পরাক্রান্ত ও সহস্র সহস্র রথি কর্তৃক পরিবৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীকে[১০৭] রণস্থলে আনিতে গমন করিলেন। ৩৬

এই মায়াদেবীকে দর্শনমাত্র দেব, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী সমস্ত প্রাণীই নিস্তেজ ও প্রতিমা সদৃশ্য নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। ৩৭

টিপ্পনী। ১০৭। বৌদ্ধগণ মায়াবাদী। এইহেতু উহার অন্যনাম মায়া। যুদ্ধভূমিতে মায়াদেবীকে আনিলেন'—ইহার ভাবার্থ, কল্কিদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে অক্ষম হইয়া বৌদ্ধগণ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই মায়াযুদ্ধ শম্বরাসুর সৃষ্টি করেন। এই হেতু মায়ার অন্য নাম শম্বরী বা সাবরি। দৈত্যগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বহুপ্রকারে মায়াযুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্রজিৎ ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষস এবং চিত্র-সেনাদি গন্ধর্বগণ ও মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরগণ মায়াযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। কোন কোন মনুষ্য অসুরগণের নিকট মায়াযুদ্ধ শিক্ষা করেন। রাজা দুর্যোধনের মাতুল শকুনি পাণ্ডবগণের সহিত নানাবিধ মায়াযুদ্ধ করেন। মায়াযুদ্ধে অদ্ভুত বাক্যা-লাপ হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াবলে অকস্মাৎ সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, অগ্নি, জল, অন্ধকার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া শত্রুগণকে সন্ত্রস্থ ও বিভ্রান্ত করিত। এই কারণে মায়াকে অঘটন-ঘটনপটীয়সী ও বিসদৃশপ্রতীতি সাধনী শক্তি বলে। দেবীপুরাণে (৪৫ অধ্যায়ে) মায়াশক্তি নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত।

বিচিত্র কার্যকরণা অচিন্তিত ফলপ্রদা।
স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্তিতা॥

এই অর্থে মায়া ঐশী শক্তি। এইজন্য মায়াদেবী যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া কল্কি-দেহে প্রবেশপূর্বক অন্তর্হিতা হইলেন। প্রকৃতি, অবিদ্যা, অজ্ঞান, অজা প্রভৃতি নামে মায়া অভিহিতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ২৭ অধ্যায়) ভগবতী দুর্গাদেবীর মায়া নাম কথিত।—

দুর্গে শিবেঽভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি।
জয়ে মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্বমঙ্গলে॥
রাজশ্রীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণ বাচকঃ।
তাং প্রাপয়তি যা সদ্যঃ সা মায়া পরিকীর্তিতা॥
মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ।
তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্তিতা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭ম অধ্যায়, ১৪-১৫ শ্লোকে) মায়াবাদ ব্যাখ্যাত।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

মায়াবাদী হওয়ায় বৌদ্ধগণ নাস্তিক হইয়া পড়েন। বৌদ্ধ অর্হৎ জৈন-ধর্মাবলম্বিগণকে নাস্তিক বলা হয়। ললিত বিস্তর, মহাবংশ ও অমরকোষে এই মত অভিব্যক্ত। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের জননীর নাম মায়াদেবী। এই-হেতু বুদ্ধদেবকে মায়াসুত ও মায়াদেবীসুত বলা হয়। বৌদ্ধ বা সৌগত মতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন শরীরের সেবাই ধর্ম। অষ্টাদশ বিদ্যায় (১ম খণ্ডে) ইহা উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত নাস্তিকতা বৌদ্ধসমাজে প্রকটিত ছিল। পালিভাষায় লিখিত সুত্রনিপাত নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, ভগবান শাক্যসিংহ কাম বা মার জয় করিয়া কামজিৎ বা মারজিৎ হন্। তিনি কাম জয়ার্থ নারীগণকেও অনেক উপদেশ দিয়াছেন। যিনি কামভোগে ব্যর্থ হন্, তিনি ব্যর্থতার ফলে দুঃখিত হন। মনোগত বাসনা চরিতার্থ না হইলে মানুষ নানা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অতএব বাসনারাহিত্যই দুঃখ জয়ের প্রধান উপায়। ইহা সাংখ্যদর্শনেও উপদিষ্ট। সর্পোপরি পদস্থাপনতুল্য ইন্দ্রিয়সুখ দুঃখময়, বিপদসংকুল। অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিহার দ্বারা যথার্থ সুখ বা শান্তিলাভ হয়। দাস, দাসী, গাভী, ঘোড়া, রৌপ্য, স্বর্ণ, ভূমি বা বিবিধ ধনসম্পদ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু লাভের কামনা করিলে মানুষ দুঃখগ্রস্থ হয়। যেমন বাঁধ ভগ্ন হইলে জলস্রোত মহাবেগে প্রবাহিত হয়, তেমনি ভোগীব্যক্তি প্রবল দুঃখ স্রোতে বাহিত হয়। এইজন্য অপ্রমত্ত, অসংমূঢ় ও অকামহত ব্যক্তি দুঃখ জয় করেন।

বৌদ্ধা শৌদ্ধোদনাদ্যগ্রে কৃত্বা তামগ্রতঃ পুনঃ।
যোদ্ধুং সমাগতা ম্লেচ্ছ কোটি লক্ষশতৈর্বৃতাঃ॥ ৩৮

সিংহধ্বজোত্থিতরথাং ফেরু-কাক গণাবৃতাম্‌ ।
সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্র জননীং ষড়্‌বর্গপরিষেবিতাম্‌ ।। ৩৯
নানারূপাং বলবতীং ত্রিগুণব্যক্তি লক্ষিতাম্‌ ।
মায়াং নিরীক্ষ্য পুরতঃ কল্কিসেনা সমাপতৎ ।। ৪০
নিঃসারা প্রতিমাকারাঃ সমস্তাঃ শস্ত্র পাণয়ঃ ।। ৪১
কল্কিস্তনালোক্য নিজান্‌ ভ্রাতৃজ্ঞাতিসুহৃজ্জনান্‌ ।
মায়য়া জায়য়া জীর্ণান বিভুরাসীৎ তদগ্রতঃ ।। ৪২

শ্লোকার্থ। অনন্তর শুদ্ধোদন প্রভৃতি বৌদ্ধ ম্লেচ্ছগণ১০৮ সেহ মায়াদেবীকে সম্মুখে রাখিয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল।৩৮

মায়াদেবী সিংহধ্বজ শোভিত রথে আরূঢ়া হইয়া বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র প্রসব করিতে লাগিলেন। কাক ও শৃগালগণ তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য- এই ষড় রিপু তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।৩৯

কল্কির সৈন্যগণ নানারূপ ধারিণী বলবতী ত্রিগুণ স্বরূপা মায়াদেবীর সম্মুখে একে একে প্রায় সকলেই ভূতলে পতিত হইল।৪০

শস্ত্রধারী যোদ্ধৃবৃন্দ মৃতবৎ নিস্তেজ ও জড়বৎ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।৪১

পরে বিভু কল্কি, স্বীয় ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্‌গণে মায়ারূপ স্বীয় ভার্যা কর্তৃক অভিভূত ও জর্জরিত দেখিয়া তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন।৪২

টিপ্পনী। ১০৮। ম্লেচ্ছগণ অনার্য ও অহিন্দু। 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত' গ্রন্থে বোধায়ন গৃহ্যসূত্রের এই শ্লোক উদ্ধৃত।

গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ।।

যিনি গোমাংস ভক্ষণ করেন, বহু বেদ বিরুদ্ধ বাক্য বলেন ও সদাচার রহিত, তিনি ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত।

উক্ত মর্মে মনুস্মৃতি (১০ম অধ্যায়) বলেন—

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥
মুখবাহুরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়োবহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবস্মৃতাঃ॥

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খসাদি জাতি ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত। ভগবান কল্কিদেব ধূমকেতু সদৃশ ভীষণ মূর্তি ধারণপূর্বক খড়্গ হস্তে ম্লেচ্ছকুল নিধনার্থ অবতীর্ণ হইবেন। টীকাকার ভরতের মতে ম্লেচ্ছদেশ যথা—

চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্দেশে ন বিদ্যতে।
ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আর্যাবর্তস্ততঃ পরম্॥

যেমন আর্যাবর্তে চতুর্বর্ণের বিভাগ বর্তমান, তেমনি যে দেশে চতুর্বর্ণ অনাদৃত। উপেক্ষিত হয়, তাহাই ম্লেচ্ছদেশ।

তুর্বসু ও দ্রুহ্য দ্বারা ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি হয়। পিতার জরা গ্রহণ না করায় যযাতি পুত্রগণের প্রতি এই শাপ দেন, তোমাদের সন্তান সন্ততিগণ বেদদ্রোহী ম্লেচ্ছজাতি হইবে। ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদও দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ জগতের অহিতকারী মহাপাপী বেন রাজাকে শাপ প্রদানে বিনাশ করেন। পরে তাহার মৃতদেহ মথিত করেন। ইহার ফলে তাহার শরীর হইতে অঞ্জন তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হয়। উক্তমর্মে মৎস্যপুরাণে (১০ম অধ্যায়ে) নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ দৃষ্ট হয়।—

বংশে স্বায়ম্ভুবে হ্যাসীদঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।
মৃত্যোস্ত দুহিতা তেন পরিণীতাহতিদুর্মুখী॥
সুতীর্থা নাম তস্যাস্ত বেনো নাম সুতঃ পুরা।
অধর্ম নিরতঃ কামী বলবান্ বসুধাধিপঃ॥
লোকেঽপ্যধর্মকৃজ্জাতঃ পরভার্যাপহারকঃ।
ধর্মাচারপ্রসিদ্ধ্যর্থং জগতোঽস্য মহর্ষিভিঃ॥

অনুনীতোঽপি ন দদদনুজ্ঞাং স যদা ততঃ।
শাপেন মারয়িত্বৈনমরাজক ভয়ার্দ্দিতাঃ॥
মমন্থুঃ ব্রাহ্মণাস্তস্য বলাদ্দেহমকল্মষাঃ।
তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ॥
শরীরে মাতৃবংশেন কৃষ্ণাঞ্জন সমপ্রভা॥

ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা বা অভ্যাস করা আর্যগণের পক্ষে অনুচিত। উক্ত ম
কূর্মপুরাণ (উপবিভাগ, ২৫ অধ্যায়) বলেন—

ন পাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি বৈ ফলেন তু।
ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত নাকর্ষেচ্চ পদাসনম্॥

মহাভারতে আদি পর্বে ১৪৫ অধ্যায়ে উক্ত অভিমত সমর্থিত। কোন কে
আর্যজাতিভুক্ত লোকও ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিতন। যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রা
বারণাবত নগরে গমন করেন, তখন বুদ্ধিমান বিদুর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ
ভাষায় উপদেশ দেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহার উপদেশের অর্থবোধে সমর্থ হন
ব্যাসদেবও আর্যগণকে ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিতে নির্দেশ দেন এবং নিষেধ
করেন। ইহার নিগূঢ় কারণ ছিল। কোন কোন বস্তু বা বিষয় কোন সম
অনুকূল হয়, আবার অন্য সময় প্রতিকূলও হয়। যখন সর্বপ্রথমে কোন কে
সংখ্যালঘু ম্লেচ্ছজাতি ভারতে আসিয়া মিত্রতা স্থাপন করে, তখন মিত্র আর্যগ
ম্লেচ্ছদের ভাষা শিক্ষা করেন এবং ম্লেচ্ছগণকে আর্যভাষা শিক্ষা দেন। এইরূ
কালের প্রয়োজনে ম্লেচ্ছভাষা ভারতে প্রবর্তিত হয়।

সর্ব বিষয়ে আধিক্য গর্হিত। অনেক আর্য মিত্রভাবাপন্ন ম্লেচ্ছগণে
বশীভূত করিয়া আর্যভাষা ও আচার প্রভৃতি শিক্ষা দেন। যেমন আজক
অনেক হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া অখা
ভোজনাদি করেন, তেমনি ম্লেচ্ছদের সময়েও ঘটিয়াছিল। হিন্দু সমা
ম্লেচ্ছগণের প্রভাবে পাছে আর্যধর্ম বৈশিষ্ট হারায়, সেইজন্য মহাভারতা
ধর্মগ্রন্থ ম্লেচ্ছদের আগমন ও ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করেন। বিদে

হারায়। বাল্যে ও যৌবনে ধর্মনাশ ঘটিলে পরবর্ত্তী জীবনে স্বধর্মে অনাস্থা ঘটে। নব্য হিন্দুগণ প্রথম জীবনে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। ইহার ফলে ধর্মনাশ ঘটে ও হিন্দুত্বের দুর্বলতা দেখা যায়। শক, পহ্লব, পারদ, চীন, হূণ ও যবনাদি জাতিভুক্ত লোকগণ পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরে বাহুরাজার রাজ্য অপহৃত ও বাহু বনবাসে প্রেরিত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ সগর ঐ লোকগণকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন ঐ সকল ম্লেচ্ছ প্রাণভয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাগত হয়। বশিষ্ঠদেব রাজা সগরকে বলেন, 'শরণাগত ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিও না। আমি ইহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া দিতেছি। এইরূপ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা ও ইহাদের প্রাণ উভয়ই রক্ষা হইবে।" ইহা বলিয়া বশিষ্ঠদেব রাজা সগরের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইহাতে রাজা সগর এই ক্ষত্রিয়গণকে সনাতন আর্যধর্ম ও দ্বিজধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাদিগকে নানা চিহ্নে ভূষিত করেন। শকগণের অর্ধশির মুণ্ডিত হইল। যবন ও কম্বোজগণের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করা হইল। পারদ-গণকে মুক্তকেশ রাখিতে এবং দাড়ি ও গোঁফ ধারণ করিতে আদেশ দেন। অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) ও বষট্‌কার মন্ত্রাদি উচ্চারণ হইতে বঞ্চিত করেন। দণ্ডিত ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্মচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বর্জনপূর্বক ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপুরাণে (৪ অংশ, ৩ অধ্যায়) এই বিষয় আলোচিত। ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়, ভারতীয় বৌদ্ধগণ হিন্দু সমাজ হইতে ছিন্ন হইয়া মধ্য এশিয়া, চীন, কাবুল, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করে এবং অন্যান্য দেশের ক্ষত্রিয়াদি আর্যগণ স্বধর্ম বর্জন পূর্বক দেশত্যাগী হন এবং নির্বাসিত বৌদ্ধগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। উক্তকালে ভারতীয় আর্যগণ তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া ম্লেচ্ছ আখ্যা দেন। এই বিষয় অবলম্বনে পুরাণসমূহে সগর রাজা কর্তৃক শকগণকে দণ্ডদান ও ম্লেচ্ছত্ব প্রদান সম্বন্ধে উপাখ্যান রচিত হয়। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্বে বাল্মীকি কৃত রামায়ণ ও ব্যাসকৃত মহাভারত বিরচিত হয়। এইহেতু উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ নাই। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করেন,

রামায়ণ ও মহাভারত শাক্যসিংহের বহুপূর্বে উৎপন্ন হয়। তৎকৃত In
Aryans, vol 1, ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাল্মীকি কৃত রামায়ণে (অযোধ্যা কা
১০৯ সর্গে) ভগবান রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন, বেদদ্বেষী নাস্তি
গণকে তস্করতুল্য জ্ঞান করিবে ও দণ্ড দিবে।

তামালোক্য বরারোহাং শ্রীরূপাং হরিরীশ্বরঃ।
সা প্রিয়েব তমালোক্য প্রবিষ্টা তস্য বিগ্রহে ॥ ৪৩
তামনালোক্য তে বৌদ্ধা মাতরং কতিধা বরাঃ* ।
রুরুদুঃ সংঘশো দীনা হীনস্ববলপৌরুষাঃ।
বিস্ময়াবিষ্ট মনসঃ ক গতেয়মথাব্রুবন্ ॥ ৪৪
কল্কিঃ সমালোকনেন সমুত্থাপ্য নিজান্ জনান্।
নিশাতমসিমাদায় ম্লেচ্ছান্ হন্তুং মনো দধে ॥ ৪৫
সন্নদ্ধং তুরগারূঢ়ং দৃঢ় হস্তধৃতৎসরুম্ ॥ ৪৬
ধনুর্নিষঙ্গ মনিশং বাণজাল প্রকাশিতম্।
ধৃতহস্ততনুত্রাণগোধাঙ্গুলি বিরাজিতম্ ॥ ৪৭

শ্লোকার্থ। ঈশ্বর হরি শ্রীরূপা বরারোহা মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত ক
মাত্র সেই মায়াও প্রিয়তমা ভার্যার ন্যায় তাঁহার দেহে প্রবিষ্টা ও বিলী
হইলেন। ৪৩

প্রধান প্রধান বৌদ্ধগণ তাহাদের জননী সেই মায়াদেবীকে দেখিতে
পাইয়া বলচ্যুত ও পৌরুষহীন হইল। এইরূপ শত শত ব্যক্তি একত্র হই
পুনঃ পুনঃ আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহি
লাগিল, মা মায়াদেবী কোথায় গমন করিলেন! ৪৪

কল্কিদেবও এদিকে নিজ সেনাগণকে দৃষ্টিপাত দ্বারা উদ্বোধিত করিয়া সুতী
অসি লইয়া ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। ৪৫

তিনি অশ্বারূঢ় ও সন্নদ্ধ হইয়া দৃঢ় হস্তে খড়গ্ মুষ্টি ধারণ করিলেন।৪৬

শরসমূহ সুশোভিত তূণীর ও শরাসন সর্বত্র দৃষ্ট হইল। তাঁহার শরীরস্থ ত্রাণ ও অঙ্গুলিত্রাণ অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি করিল। ৪৭

*ক্বাপি-বিহ্বলাঃ ইতি বা পাঠঃ।

মেঘোপর্য্যুপ্তোতারাভং দংশনস্বর্ণবিন্দুকম্।
কিরীট কোটি বিন্যস্ত-মণিরাজি বিরাজিতম্ ॥ ৪৮

কামিণী নয়নানন্দ সন্দোহ রস মন্দিরম্।
বিপক্ষ পক্ষ বিক্ষেপ ক্ষিপ্তরুক্ষকটাক্ষকম্ ॥ ৪৯

নিজভক্ত জনোল্লাস-সংবাসচরণাম্বুজম্।
নিরীক্ষ্য কল্কিং তে বৌদ্ধাস্তত্র সুধর্ম্মনিন্দকাঃ ॥ ৫০

জহৃষুঃ সুরসংঘাঃ খে যাগাহুতি হুতাশনাঃ ॥ ৫১

সুবলামলন হর্ষং শত্রুনাশৈকহর্ষঃ
সমর বর বিলাসঃ সাধু সৎকারকাশঃ।
স্বজন দুরিতহর্ত্তা জীবজাতস্য ভর্ত্তা
রচয়তু কুশলং বঃ কামপূরাবতারঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে বৌদ্ধযুদ্ধো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়াংশঃ।

শ্লোকার্থ। তনুত্রাণের উপবিভাগে স্বর্ণ-বিন্দু খচিত থাকায় তাহা ঘোপরি বিন্যস্ত তারকাতুল্য সমুজ্জল দেখাইল। কিরীটের অগ্রভাগে বিন্যস্ত নাবিধ মনি মানিক্য শোভা পাইতে লাগিল।৪৮

তিনি শত্রুপক্ষকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য তাহাদের প্রতি রুক্ষ কটাক্ষ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাদপদ্মসন্দর্শনে ভক্তজনের মন উল্লসিত ল। ধর্মনিন্দক বৌদ্ধগণ কামিনীগণের নয়নানন্দ-ধারার রসমন্দির-স্বরূপ ল্কিদেবকে দেখিয়া মৃত্যু ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।৪৯-৫০

পুনর্বার যজ্ঞস্থলে হুতাশনে আহুতি প্রদত্ত হইবে ভাবিয়া স্বর্গস্থ দেবগণ পরম

প্রীত হইলেন। যিনি সুসজ্জিত-সৈন্যসমূহ-সমাগমে প্রহৃষ্ট হইয়া সমস্ত-শত্রুসংহারে অভিলাষী হইয়াছিলেন, যিনি মহাসংগ্রামে অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করেন, যিনি সাধুবৃন্দের সৎকার কামনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি আত্মীয়বর্গের দুরিত দূর করেন, যিনি সমস্ত জীবের ভর্তা, যিনি সাধুগণের কামনা পূরণার্থ ভূতলে আবির্ভূত, সেই কল্কিদেব তোমাদের মঙ্গল করুন। ৫১—৫২

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য-অনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে বৌদ্ধগণের যুদ্ধ নামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ * ॥ দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত ॥ * ॥

ভগবান কল্কিদেব ১৩৯২ বঙ্গাব্দে (১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে মোক্ষতীর্থ মথুরাধামে বিষ্ণুযশা ও বাসন্তীদেবীর পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইবেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা রামকৃষ্ণ ও লক্ষ্মণ এবং দুই ভগিনী সুভদ্রা ও সুপর্ণা হইবেন। কল্কির পিতৃ দত্ত নাম কালিকান্ত। কল্কিদেব যৌবনে সপ্ত প্রদেশের সপ্ত ব্রাহ্মণ কন্যার পানিগ্রহণ করিবেন। বৃন্দাবনের পদ্মাদেবী, গুজরাটের নারায়ণী, বঙ্গদেশের বিষ্ণুপ্রিয়া, উড়িষ্যার সুভদ্রা, বিহারের সাবিত্রী, পাঞ্জাবের কমলা ও হিমাচলের লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সপ্ত পত্নী হইবেন। কল্কিদেব শত পুত্র ও একমাত্র কন্যা শ্যামাঙ্গিনীর পিতা হবেন। রাবণ ভ্রাতা বিভীষণের পত্নী সরমা শ্যামাঙ্গিনী রূপে জন্মিবেন। ভাগবতোক্ত মাহপাল মুচুকুন্দ কলিকাতায় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ পূর্বক কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনীকে বিবাহ করিবেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ কুমারী সন্ন্যাসিনী কল্কির গুরুমাতা হইবেন। কল্কিদেব ১২৫ বৎসর নরদেহে থাকিয়া কলিহতজীবোদ্ধার করিবেন।

তৃতীয় অংশ

প্রথম অধ্যায়

স্থৃত উবাচ

ততঃ কল্কির্ম্লেচ্ছগণান্ করবালেন কালিতান্।
বাণৈঃ সন্তাড়িতানন্যান্ অনয়দ্ যমসাদনম্॥ ১
বিশাখযূপোঽপি তথা কবি প্রাজ্ঞসুমন্ত্রকাঃ।
গার্গ্যভর্গ্য বিশালাদ্যা ম্লেচ্ছান্ নিন্যুর্যমক্ষয়ম্* ॥ ২
কপোতরোমা কাকাক্ষঃ কাককৃষ্ণাদয়োঽপরে।
বৌদ্ধাঃ শৌদ্ধোদনা যাতা যুযুধুঃ কল্কিসৈনিকৈঃ॥ ৩
তেষাং যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং ভয়দং সর্ব্বদেহিনাম্।
ভূতেশানন্দজনকং রুধিরারুণকর্দ্দমম্॥ ৪

শ্লোকার্থ। সূত কহিলেন, অনন্তর কল্কি ম্লেচ্ছগণের মধ্যে কতকগুলিকে রনিকরে বিদ্ধ করিয়া এবং কতকগুলিকে করবালে ছেদন করিয়া যমালয়ে ঠাইলেন। ১

এইরূপে বিশাখযূপ, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্রক, গার্গ্য, ভর্গ্য ও বিশাল প্রভৃতি াদ্ধাও ঐ ম্লেচ্ছগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ২

কপোতরোমা, কাকাক্ষ, কাককৃষ্ণ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও শৌদ্ধদনগণ আসিয়া ল্কিসৈন্যের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল। ৩

উভয়পক্ষে এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল যে, তাহাতে সর্বপ্রাণীর মহা ভয় ন্মিল ও কল্কিদেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন। শোণিত প্রবাহে রক্তবর্ণ কর্দম ষ্ট হইল। ৪

* জঘ্নুরশেষতঃ ইতি বা পাঠঃ।

গজাশ্বরথ সঙ্ঘানাং পততাং রুধিরস্রবৈঃ।
স্রবন্তী কেশশৈবালা বাজিগ্রহা সুগাহিকা॥ ৫

ধনুস্তরঙ্গা দুষ্পারা গজরোধঃ প্রবাহিণী।
শিরঃ কূর্ম্মা রথতরিঃ পাণিমীনাসৃগাপগা॥ ৬
প্রবৃত্তা তত্র বহুধা হর্ষয়ন্তী মনস্বিনাম্।
দুন্দুভেয়রবা ফেরুশকুনানন্দদায়িনী॥ ৭
গজৈর্গজা নরৈরশ্বাঃ খরৈরুষ্ট্রা রথৈঃ রথাঃ।
নিপেতুর্বাণাভিন্নাঙ্গাঃ ছিন্নবাহ্বঙ্ঘ্রি কন্ধরাঃ॥ ৮

শ্লোকার্থ। যে সকল গজ, অশ্ব ও রথী ভূতলে পতিত হইল, তাহাদের শোণিত-স্রোতে একটি নদী বহিল। ঐ নদীতে কেশরাশি শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল। ৫

অশ্বরূপ গ্রাহকগণ স্রোত মধ্যে মগ্ন হইল। শরাসন সমূহ তরঙ্গতুল্য লক্ষিত হইল। হস্তিগণ এই দুষ্পার নদীর পুলিন সদৃশ শোভা ধারণ করিল। এই রক্ত নদীতে ছিন্ন মস্তক কূর্মের রথ, নৌকায় ছিন্ন বাহু মীনতুল্য এবং দুন্দুভিধ্বনি শব্দের ন্যায় প্রতীত হইল। ৬

এই শোণিত নদীতীরে শৃগাল ও শকুনের হর্ষধ্বনি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সাধুগণ প্রীত হইলেন। ৭

তখন গজারূঢ় যোদ্ধা গজারূঢ় যোদ্ধার সহিত, অশ্বারূঢ় যোদ্ধা অশ্বারূঢ় যোদ্ধার সহিত, উষ্ট্রারূঢ় যোদ্ধা উষ্ট্রারূঢ় যোদ্ধার সহিত এবং রথী রথীর সহিত সংগ্রাম করিয়া শরনিকরে বিদ্ধ ও ছিন্নশির হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ৮

ভস্মনা গুণ্ঠিতমুখা রক্তবস্ত্রা নিবারিতাঃ।*
বিকীর্ণকেশাঃ পরিতোতান্তি সন্ন্যাসিনো যথা॥ ৯
ব্যগ্রাঃ কেঽপি পলায়ন্তে যাচন্ত্যন্ন্য জলং পুনঃ;
কল্কিসেনাশুগক্ষুণ্ণা ম্লেচ্ছা নো শর্ম্ম লেভিরে॥ ১০
তেষাং স্ত্রিয়ো রথারূঢ়া গজারূঢ়া বিহঙ্গমাঃ।
সমারূঢ়া হয়ারূঢ়াঃ খরোষ্ট্রবৃষবাহনাঃ॥ ১১

যোদ্ধুং সমায়য়ুস্ত্যক্ত্বা পত্যাপত্য সুখাশ্রয়ান্।
রূপবত্যো যুবত্যোঽতি বলবত্যঃ পতিব্রতাঃ॥ ১২

শ্লোকার্থ। কতকগুলি যোদ্ধা রক্তবস্ত্র ও ভস্মাচ্ছাদিত বদন হইয়া আলুলায়িত-কেশে সন্ন্যাসী সদৃশ নিবারিত হইলেও দেশান্তরে গমন করিল।৯

কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইল, কেহ বা পুনঃপুনঃ জল ভিক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে কল্কি-সেনাগণের শর প্রহারে বিদ্ধ ম্লেচ্ছ-সেনাগণ কেহ কুশলে রহিল না। ১০

তাহাদের পত্নীগণ কেহ রথারূঢ়া হইয়া, কেহ গজারূঢ়া হইয়া, কেহ বিহঙ্গমারূঢা হইয়া, কেহ অশ্বারূঢ়া কেহ গর্দভারূঢ়া হইয়া, কেহ বা বৃষারূঢ়া হইয়া পতির সহিত যুদ্ধার্থ আসিল। ১১

ঐ সকল রূপবতী বলবতী পতিব্রতা তরুণী রমণীগণ সন্তানসুখ বা অপত্যের আশ্রয় কামনা করিল না। ১২

* নিবারতাঃ ইতি বা পাঠঃ।

নানা ভরণ ভূষাঢ্যাঃ সন্নদ্ধা বিশদপ্রভাঃ।
খড়্গশক্তি ধনুর্বাণ বলয়াক্তকরাম্বুজাঃ॥ ১৩
স্বৈরিণ্যোঽপ্যতিকামিন্যো পুংশ্চলাশ্চ পতিব্রতাঃ।
যযুর্যোদ্ধুং কল্কিসৈন্যৈঃ পতীনাং নিধনাতুরাঃ॥ ১৪
মৃদ্ভস্মকাষ্ঠচিত্রানাং প্রভূতাম্নায়শাসনাৎ।
সাক্ষাৎ পতীনাং নিধনং কিং যুবত্যোঽপি সেহিরে॥ ১৫
তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপতীন্ বাণভিন্নান্ ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ান্।
কৃত্বা পশ্চাদ্ যুযুধিরে কল্কিসৈন্যৈর্ধৃতায়ুধাঃ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। ঐ উজ্জলকান্তি কামিনীগণ নানাভরণে ভূষিতা এবং যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া খড়্গ, শক্তি, শরাসন ও বাণ ধারণ করিয়াছিল। উহাদের করকমলে অপূর্ব বলয় শোভিত ছিল। ১৩

এই সকল কমনীয়াকৃতি রমণীগণের মধ্যে কেহ বা স্বৈরিণী, কেহ বা

পতিব্রতা, কেহ বা বারবণিতা ছিল। ইহারা পতির নিধনে কাতর হইয়া কল্কি-সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিল। ১৪

শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, লোকে মৃত্তিকা, ভস্ম, কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তুর প্রভুত্ব রক্ষণার্থেও প্রাণপণ করে। যুবতীগণ প্রাণসম পতির মৃত্যু সহনে অক্ষম। ১৫

অনন্তর ম্লেচ্ছ নারীগণ স্ব স্ব ভর্ত্তাদিগকে বাণাঘাতে বিদ্ধ ও বিহ্বল দেখিয়া, তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া অস্ত্র লইয়া কল্কিসেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ১৬

তাঃ স্ত্রীরুদ্বীক্ষ্য তে সর্ব্বে বিস্ময়স্মিতমানসাঃ।
কল্কিমাগত্য তে যোধাঃ কথয়ামাসুরাদরাৎ॥ ১৭
স্ত্রীণামেব যুযুৎসুনাং কথাঃ শ্রুত্বা মহামতিঃ।
কল্কিং সমুদিতং* প্রায়াৎ স্বসৈন্যৈঃ সানুগোরথৈঃ॥ ১৮
তাঃ সমালোক্য পদ্মেশঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রধারিণীঃ।
নানাবাহন সংরূঢ়া কৃত ব্যূহা উবাচ সঃ॥ ১৯

কল্কিরুবাচ

রে স্ত্রিয়ঃ! শৃণুতাস্মাকং বচনং পথ্যমুত্তমম্।
স্ত্রিয়া যুদ্ধেন কিং পুংসাং ব্যবহারোঽত্র বিদ্যতে॥ ২০

শ্লোকার্থ। কল্কিসৈন্যগণ সেই সকল অবলাকে সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কল্কির নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ১৭

মহামতি কল্কিদেব যুদ্ধার্থিনী রমণীগণের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে রথারূঢ় সৈন্যগণ ও অনুচরবর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৮

নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা নানা বাহনারূঢ়া ব্যূহরচনাশ্রেণীবদ্ধা হইয়া অবস্থিতা সেই সকল ম্লেচ্ছনারীকে দেখিয়া পদ্মাপতি কল্কিদেব বলিতে লাগিলেন। ১৯

ভগবান কল্কি কহিলেন, হে অবলাগণ, আমি তোমাদিগকে শুভ ও শ্রেষ্ঠ

কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ করার নিয়ম নাই। ২০

* সমুদিতঃ ইতি বা পাঠঃ।

মুখেষু চন্দ্রবিম্বেষু রাজিতালকপংক্তিষু।
প্রহরিষ্যন্তি কে তত্র নয়নানন্দদায়িষু॥ ২১
বিভ্রান্ততারভ্রমরং নবকোকনদ প্রভম্।
দীর্ঘাপাঙ্গেক্ষণং যত্র তত্র কঃ প্রহরিষ্যতি॥ ২২
বক্ষোজশম্ভুসত্তার-হারব্যাল বিভূষিতৌ।
কন্দর্পদর্পদলনৌ তত্র কঃ প্রহরিষ্যতি॥ ২৩
লোললীলালকব্রাত চকোরাক্রান্ত চন্দ্রিকম্।
মুখচন্দ্রং চিহ্নহীনং কস্তং হন্তুমিহার্হতি॥ ২৪

শ্লোকার্থ। তোমাদের এই চন্দ্রোপম বদনে অলকারাজি বিরাজিত। ইহা দর্শনে সকলেরই মনে আনন্দ হয়। এখন কোন্ পুরুষ ইহাতে প্রহার করিবে? ২১

এই মুখচন্দ্রে দীর্ঘাপাঙ্গবিশিষ্ট প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ নয়নে তারারূপ ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে। কোন্ পুরুষ ঈদৃশ মুখমণ্ডলে আঘাত করিবে? ২২

তোমাদের কুচদ্বয়রূপ শম্ভু তার হাররূপ সর্পে বিভূষিত। ইহা দেখিয়া কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ হয়। অতএব কোন্ পুরুষ ঈদৃশ কোমলাঙ্গে প্রহার করিতে পারিবে? ২৩

চঞ্চল-অলক-রূপ চকোর দ্বারা যাহার চন্দ্রিকা আক্রান্ত হইয়াছে, ঈদৃশ কলংকহীন মুখচন্দ্রে কোন্ পুরুষ প্রহার করিতে পারে? ২৪

স্তনভার-ভারাক্রান্ত-নিতান্ত-ক্ষীণ-মধ্যমম্।
তনুলোমলতাকন্ধং কঃ পুমান্ প্রহরিষ্যতি॥ ২৫
নেত্রানন্দেন নেত্রেণ সমাবৃতমনিন্দিতম্।
জঘনং সুঘনং রম্যং বাণৈঃ কঃ প্রহরিষ্যতি॥ ২৬

ইতি কল্কের্বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য* প্রাহুরাদৃতাঃ।
অস্মাকং ত্বং পতীন্ হংসি তেন নষ্টা বয়ং বিভো।
ইত্যুং গতানামস্ত্রাণি করাণ্যেবাগতান্যুত ॥ ২৭
খড়্গ-শক্তি-ধনুর্বাণ-শূল-তোমর-যষ্টয়ঃ।
তাঃ প্রাহুঃ পুরতো মূর্ত্তাঃ কার্ত্তস্বর বিভূষণাঃ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ। তোমাদের স্তনভারাক্রান্ত নিতান্ত সূক্ষ্মলোমরাজি শোভিত উত্তম মধ্যদেশে কোন্ পুরুষ প্রহার করিতে পারিবে? ২৫

তোমাদের নয়নানন্দদায়ক অংশুকাবৃত দোষলেশ পরিশূন্য অতিশয় রমণীয় সুঘন জঘনমণ্ডলে কোন্ পুরুষ বাণাঘাত করিতে সমর্থ? ২৬

ম্লেচ্ছকামিনীগণ কল্কিদেবের প্রশংসা বাক্য শুনিয়া সহাস্য বদনে বলিল, মহাত্মন্, আপনি যখন আমাদের পতিগণকে বিনাশ করিয়াছেন, আমরা তখনই বিনষ্ট হইয়াছি। স্ত্রীগণ এই কথা বলিয়া কল্কিকে বধ করিতে উদ্যতা হইল। তাহারা যেসকল অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তৎসমুদয় তাহাদের হস্তেই আবদ্ধ রহিল। ২৭

অনন্তর খড়্গ, শক্তি [১০৯], ধনু, বাণ, শূল, তোমর[১১০], যষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র মূর্তিমান হইয়া সম্মুখে অবস্থানপূর্বক সুবর্ণ-ভূষিত সেই সকল ম্লেচ্ছকামিনীকে কহিল। ২৮

* প্রহর্ষ্য ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১০৯। প্রাচীন কালের অস্ত্রবিশেষ। পুরাকালে অস্ত্র ও শস্ত্র সম্বন্ধে শুক্রনীতি গ্রন্থে (৪ অধ্যায়, ৭ প্রকরণ, ১১১-১১২ শ্লোক) এই শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়।

অস্যতে ক্ষিপ্যতে যত্তু মন্ত্র যন্ত্রাগ্নিভিশ্চ তৎ।
অস্ত্রং তদন্যতঃ শস্ত্রমাসিকুন্তাদিকং চ যৎ ॥
অস্ত্রং তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা ॥

যাহা মন্ত্র, যন্ত্র বা অগ্নিদ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে অস্ত্র বলে। ইহা ব্যতীত

প্রহরণ আছে। কুন্ত, খড়্গ ও অসি প্রভৃতিকে শস্ত্র বলে। নালিক ও মান্ত্রিক দ্বিবিধ অস্ত্র দেখা যায়। শক্তিও অস্ত্র রূপে গণ্য। শুক্রনীতি গ্রন্থে শক্তির সংজ্ঞা নাই। শক্তির আকার বর্ণনা নিম্নোক্ত শ্লোকত্রয়ে লিখিত—

শক্তির্হস্তদ্বয়োচ্ছ্রেধা তির্যগগতিরনাকুলা।
তীক্ষ্ণজীহ্বাগ্রনখরা ঘণ্টানাদ ভয়ংকরী॥
ব্যাদিতাস্যাহতিলীলা চ শক্রশোণিতরঞ্জিতা।
অস্ত্রমালা পরিক্ষিপ্তা সিংহাস্যা ঘোরদর্শনা॥
বৃহত্তসরুদূরগমা পর্বতেন্দ্র বিদারিণী:
ভূজদ্বয় প্রেরণীয়া যুদ্ধে জয় বিধায়িনী॥

উক্ত বর্ণনায় শক্তির গঠন ও আকার পর্য্যাপ্ত নহে। শক্তি অস্ত্র প্রায় দুই হাত দীর্ঘ হয়, সিংহসম মুখ ও জিহ্বা অতি তীক্ষ্ণ হয় এবং নখও তীক্ষ্ণ হয়। উহার মুষ্টি বড় হয়, দেখিতে ভয়প্রদ, ঘণ্টানাদ করিলে ভয়ংকর এবং যাহার অঙ্গ শক্র রক্তে রঞ্জিত হয় ও অস্ত্রজালে জড়িত হইলে যাহার বর্ণ গাঢ় নীল হয়। শক্তি বৃহৎ, সরু ও দূরগামী অস্ত্র এবং বিশাল পর্বত বিদারক, হস্তদ্বয়ে প্রেরণীয় ও যুদ্ধজয় প্রদায়ক। এই সুদৃশ্য অস্ত্র ষড়বিধ ক্রিয়াশীল। উহার প্রথম ক্রিয়া উত্তোলন, দ্বিতীয় ক্রিয়া ভ্রামণ, তৃতীয় ক্রিয়া আস্ফালন, চতুর্থ ক্রিয়া নামন বা ঊর্ধ্বে আস্ফালিত করিয়া নিম্নে ধারণ, পঞ্চম ক্রিয়া মোচন বা লক্ষ্যমুখে ক্ষেপণ এবং ষষ্ঠ ক্রিয়া ভেদন বা লক্ষ্যবস্তুর অঙ্গভেদ। শক্তি অস্ত্রের উল্লিখিত ছয় ক্রিয়া বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদের নিম্নোক্ত শ্লোকে লিখিত।—

তোলনং ভ্রামণং চৈব বল্গনং নামনং তথা।
মোচনং ভেদনং চেতি ষণ্মার্গঃ শক্তি সংশ্রিতাঃ॥

ইহা ষন্মার্গ শক্ত্যস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনামাত্র। ইহাতে শক্তির রূপ পূর্ণরূপে জানা যায় না।

১১০। ডাঃ রামদাস প্রণীত ভারতরহস্য পুস্তকে তোমরের বর্ণনা প্রদত্ত। বৈশম্পায়ন কথিত ধনুর্বেদ অনুসারে ইহা একপ্রকার লৌহফলক ও কাষ্ঠখণ্ড যুক্ত তীর। শার্ঙ্গধর মতে ইহা ফলাযুক্ত শলাকার তীর। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদের

বাক্যানুসারে উহা সোজা পক্ষযুক্ত তীর। সকলের মতেই উহা ধনুকে চালনের তীর। ধনুর্বেদে নিম্নোক্ত শ্লোকে লিখিত আছে,—

তোমরঃ কাষ্ঠকায়ঃ স্যাল্লৌহশীর্ষঃ সুপুচ্ছবান্।
হস্তত্রয়োন্নতাংশশ্চ রক্তবর্ণস্ত্ববক্রগঃ॥

তোমর কাষ্ঠনির্মিত অস্ত্র। উহার ফলক লৌহময় হয়। উহা দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও পুচ্ছযুক্ত। উহার গতি সরল হয়। এই অর্থ বজায় রাখিয়া শার্ঙ্গধর একটি বাক্য বলেন; 'ফলবচ্ছীর্ষদেশঃ স্যাত্তোমরস্ত্বায়গস্তথা।' সর্পফণাতুল্য লৌহতীরের নাম তোমর। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদে উহার আকার ও গঠনের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু উহার সমস্ত ক্রিয়া বর্ণিত।

দৃষ্টিঘাতং ভুজাঘাতং পার্শ্বঘাতং দ্বিজোত্তম।
ঋজুপক্ষেষুণাপাতং তোমরস্য প্রকীর্তিতম্॥

তোমরাস্ত্রের ক্রিয়াও ত্রিবিধ। মহামুনি বৈশম্পায়ন বলেন—

উদ্ধানং বিনিযুক্তং চ বেধনং চেতি তত্ত্রিকম্।
বর্ণিতং শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি নরাধিপাঃ॥

শস্ত্রতত্ত্ববিদ্ রাজগণ মন্তব্য করেন, তোমরের কার্য্য তিন প্রকার। উহার প্রথম কার্য্য উদ্ধান (খাড়া করা), দ্বিতীয় কার্য্য বিনিযোগ বা প্রয়োগ এবং তৃতীয় কার্য্য বেধন বা লক্ষ্যভেদ। 'ভারত রহস্য' পুস্তকে আর্য্যজাতিগণের যুদ্ধাস্ত্র সমূহের বৃত্তান্ত প্রদত্ত।

শস্ত্রাণ্যূচুঃ।

সমাসাদ্য বয়ং নার্য্যো হিংসয়ামঃ স্বতেজসা।
তস্মাত্মানং সর্ব্বময়ং জানীত কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ২৯

তমীশমাত্মনা নার্য্যঃ! চরামো যদনুজ্ঞয়া।
যংকৃতা নামরূপাদিভেদেন বিদিতা বয়ম্॥ ৩০

রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দাদ্যা ভূত পঞ্চকাঃ।
চরন্তি যদধিষ্ঠানাৎ সোঽয়ং কল্কিঃ পরাত্মকঃ॥ ৩১

কাল-স্বভাব-সংস্কার-নামাদ্যা প্রকৃতিঃ পরা।
যস্যেক্ষয়া* সৃজত্যণ্ডং মহাহঙ্কারকাদিকান্॥ ৩২

শ্লোকার্থ। অস্ত্রসমূহ কহিল, হে নারীগণ, আমরা যাঁহা হইতে তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিহিংসা করিয়া থাকি, তাঁহাকে সেই পরমাত্মা **সর্বময় ঈশ্বর** বলিয়া জানিবে ও দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। ২৯

হে নারীগণ, আমরা এই ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে বিচরণ করি। ইহা হইতেই আমরা নাম-রূপ প্রাপ্ত ও বিখ্যাত হইয়াছি। ৩০

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ নামক পঞ্চ গুণাধার পঞ্চভূত ইহা দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করিতেছে। এই কল্কিই সেই ঈশ্বর। ৩১

তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই কাল, স্বভাব, সংস্কার ও নাম প্রভৃতির আদিভূত পরম প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্বাদি[১১১] সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড[১১২] সৃজন করিতেছে। ৩২

যস্যেচ্ছয়া ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১১১। মনুসংহিতায় (১ম অধ্যায়, ১৫ শ্লোকে) আছে—

মহান্তমেব চাত্মানং সর্বাণি ত্রিগুণানি চ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ॥

অহংকারতত্ত্বের পূর্বে মহত্তত্ত্ব স্ফুরিত হইয়াছিল এবং ক্রমে ‘**সত্ত্ব**, রজঃ, তমঃ’ ও ‘শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ’ পঞ্চবিষয়ের গ্রাহক ‘চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্’ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ‘বাক্য, পাদ, হস্ত, গুহ্য ও উপস্থ’ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন।

১১২। মনুসংহিতা (প্রথম অধ্যায়, ৮-৯ শ্লোক) বলেন,

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥

সেই পরমাত্মা স্বীয় দেহ হইতে নর ও তির্য্যগাদি বহুবিধ প্রজা সৃষ্টির

অভিলাষ করিয়া চিন্তামাত্রে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে উৎপাদক বীজ অর্পণ করিলেন। সমর্পিত সেই বীজ সুবর্ণ বর্ণ তুল্য সূর্যসম প্রভাযুক্ত একটি অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। উক্ত সংহিতায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

যন্মায়য়া জগদ্‌যাত্রা সর্গস্থিত্যন্ত সংজ্ঞিতা।
স এবাদ্যঃ স এবান্তে তস্যায়ং সোঽয়মীশ্বরঃ॥ ৩৩
অসৌ পতির্ম্মে ভার্য্যাঽহমস্য পুত্রাপ্ত বান্ধবাঃ।
স্বপ্নোপমাস্তু তন্নিষ্ঠা বিবিধাশ্চেন্দ্রজালবৎ॥ ৩৪
স্নেহ মোহনিবন্ধানাং যাতায়াতদৃশাং মতম্‌।
ন কল্কিসেবিনাং রাগদ্বেষ বিদ্বেষকারিণাম্‌॥ ৩৫
কুতঃ কালঃ কুতো মৃত্যুঃ ক্ক যমঃ ক্কাস্তিদেবতা।
স এব কল্কির্ভগবান্‌ মায়য়া বহুলীকৃতঃ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহার মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি জগতের আদি, তিনি জগতের অন্ত। তাঁহার শক্তিতে জগৎ যাত্রা চলিতেছে। ইনিই সেই ঈশ্বর। ৩৩

ইনি আমার পতি, পত্নী, পুত্র, আত্মীয় ও বন্ধু এই সমস্ত স্বপ্নসদৃশ বিবিধ ব্যবহার ইঁহার শক্তিতে ঘটিতেছে।

যাঁহারা স্নেহ ও মোহেরবশে জন্ম-মৃত্যুকে কেবল যাতায়াত মনে করেন, যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও হিংসাদির উচ্ছেদ করিয়াছেন, যাঁহারা কল্কিসেবী, তাঁহারা দৃশ্যজগতকে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। ৩৪-৩৫

কাল কোথা হইতে আসিল? মৃত্যু কোথা হইতে আসিতেছে? যম কে? দেবগণই বা কে? একমাত্র ভগবান্‌ কল্কিদেবই মায়াবলে বহুলীকৃত হইয়াছেন। ৩৬

ন শস্ত্রাণি বয়ং নার্য্যঃ সংপ্রহার্য্যা ন চ ক্বচিৎ।
শস্ত্রপ্রহর্ত্তৃভেদোঽয়মবিবেকঃ পরাত্মনঃ॥ ৩৭

কল্কিদাসস্যাপি বয়ং হন্তু নার্হাঃ কদাচন
হনিষ্যামো দৈত্যপতেঃ প্রহ্লাদস্য যথা হরিম্ ॥ ৩৮
ইত্যস্ত্রানাং বচঃ শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো বিস্মিতমানসাঃ।
স্নেহমোহবিনিমুক্তা স্তং কল্কিং শরণং যযুঃ ॥ ৩৯
তাঃ সমালোক্য পদ্মেশঃ প্রণতা জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
প্রোবাচ প্রহসন্ ভক্তি-যোগং কল্মষনাশনম্ ॥ ৪০

শ্লোকার্থ। হে নারীগণ, আমরা শস্ত্র নহি এবং কোন ব্যক্তি আমাদের দ্বারা প্রহৃত হইতে পারে না। ইনি শস্ত্র, ইনি প্রহর্তা। এই ভেদ পরমাত্মার মায়ামাত্র। ৩৭

দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রার্থনায় শ্রীহরি যখন নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেন, তখন তাঁহাকে যেমন আমরা আঘাত করিতে পারি নাই, কল্কিদাসগণকেও সেইরূপ আমরা কদাপি আঘাত করিতে পারি না। ৩৮

অস্ত্রসমূহের এই কথা শুনিয়া নারীগণ বিস্ময়াক্রান্ত হইল। তখন তাহারা স্নেহ ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া কল্কিদেবের শরণাপন্ন হইল। ৩৯

সেই সকল ম্লেচ্ছকামিনীগণকে জ্ঞান ও নিষ্ঠাভরে প্রণতা দেখিয়া পদ্মাপতি কল্কিদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া পাপপুঞ্জ বিনাশক ও মোক্ষপ্রদ ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করিলেন। ৪০

কর্ম্মযোগঞ্চাত্মনিষ্ঠং জ্ঞানযোগং ভিদাশ্রয়ম্।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণং তাসাং কথয়ামাস মাধবঃ ॥ ৪১
তাঃ স্ত্রিয়ঃ কল্কি-গদিত জ্ঞানেন বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভক্ত্যা পরমবাপুস্তদ্ যোগিনাং দুর্ল্লভং পদম্ ॥ ৪২
দত্ত্বা মোক্ষং ম্লেচ্ছ বৌদ্ধ স্ত্রিয়াণাং
কৃত্বা যুদ্ধং ভৈরবং ভীমকর্ম্মা।

হত্বা বৌদ্ধান্ ম্লেচ্ছ সংঘাংশ্চ কল্কিস্তেষাং

জ্যোতিঃ স্থানমাপূর্য্য রেজে ॥ ৪৩

যে শৃন্বন্তি বদন্তি বৌদ্ধনিধনং ম্লেচ্ছক্ষয়ং সাদরাল্লোকাঃ

শোকহরং সদা শুভকরং ভক্তিপ্রদং মাধবে।

তেষামেব পুনর্ন জন্মমরণং সর্ব্বার্থসম্পৎকরং।

মায়ামোহ বিনাশনং প্রতিদিনং সংসারতাপচ্ছিদম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে ম্লেচ্ছ বিনাশো না প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। পরে তিনি আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানযোগ ও ভেদজ্ঞানের কা কর্মযোগ এবং কি উপায়ে অদৃষ্টাধীন হইতে না হয়, সেই সমস্ত বিষয় নারীগণে নিকট বলিলেন। ৪১

ম্লেচ্ছ স্ত্রীগণ কল্কিবাক্যে জ্ঞানপ্রাপ্তা ও জিতেন্দ্রিয়া হইয়া ভক্তি ভ যোগিগণের সুদুর্লভ পরমপদ লাভ করিল। ৪২

এইরূপে ভীমকর্মা কল্কিদেব মহাযুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণকে বিন করিলেন। পরে তিনি তাহাদের নারীগণকে মুক্তিপ্রদান পূর্বক মৃত ম্লেচ ও বৌদ্ধগণকে জ্যোতির্ময় দিব্যলোকে প্রেরণ করিলেন। ৪৩

যাঁহারা এই ম্লেচ্ছক্ষয় বৌদ্ধনাশের বিষয় সাদরে কীর্তন বা শ্রবণ করিবেন তাঁহাদের সমস্ত শোক দূর হইবে। তাঁহারা সর্বদা কল্যাণভাজন হইবেন মাধবের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি জন্মিবে। সুতরাং তাঁহাদের পুনরায় জন্ম ব মৃত্যু হইবে না। এই বিষয় শ্রবণে সর্বসম্পদ লাভ হয়, মায়ামোহ অপসৃত হয় সংসারের পাপ-তাপ আর সহ্য করিতে হয় না। ৪৪

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য-অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে ম্লেচ্ছ বিনাশ
নামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ

ততো বৌদ্ধান ম্লেচ্ছগণান বিজিত্য সহ সৈনিকৈঃ।
ধনান্যাদায় বহূনি কীকটাৎ পুনরাব্রজৎ ॥১
কল্কিঃ পরমতেজস্বী ধর্ম্মাণাং পরিরক্ষকঃ।
চক্রতীর্থং সমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥২
ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্বহুভিঃ স্বজনৈর্বৃতঃ
সমাযাতান মুনীং স্তত্র দদৃশে দীনমানসান ॥৩
সমুদ্বিগ্নাগতাংস্তত্র পরিপাহি জগৎপতে।
ইত্যুক্তবন্তো বহুধা যে তানাহ হরিঃ পরঃ ॥৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর কল্কিদেব বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়া ধনরত্ন লইয়া সৈন্যগণের সঙ্গে কীকটনগর[১১৩] হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১

পরে মহাতেজস্বী ধর্মরক্ষক কল্কিদেব চক্রতীর্থে[১১৪] আসিয়া যথাবিধি স্নান করিলেন। ২

তিনি লোকপাল সদৃশ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং বহুসংখ্যক আত্মীয়গণে পরিবৃত ছেন, এমন সময় দেখিলেন, কতিপয় মহর্ষি দুঃখিত-হৃদয়ে সেখানে উপস্থিত হয় ছেন। ৩

তাঁহারা ভয়হেতু কল্কির নিকট গমনপূর্বক পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, জগৎপতে, রক্ষা কর। ৪

টিপ্পনী। ১১৩ প্রাচীন মগধরাজ্য। বর্তমান বিহারের দক্ষিণাংশে ধামের অংশীভূত ছিল।

১১৪। নৈমিষারণ্যের এক তীর্থ। লক্ষ্ণৌ সহরের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল

দূরে বাম দিকে নৈমিষারণ্য অবস্থিত। উহার বর্তমান নাম নীমসার। উহার প্রাচীন গৌরব বিলুপ্ত, কেবল চক্রতীর্থই বিদ্যমান। উক্ত স্থানে বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শীর্ণ হয়েছিল। চক্রতীর্থে একটি ষট্‌কোণ সরোবর অবস্থিত। এই সরোবরের চারিপাশে অনেক মন্দির বিদ্যমান। ঐ সরোবর ৮০ হাত বিস্তৃত।

উক্ত কুণ্ডের জল দক্ষিণ দিক দিয়া ১৪ হাত চওড়া গোদাবরী খাল দ্বারা বহির্গত হয়। উহার উত্তরে ১১০ ফুট চওড়া, ৪০০ ফুট লম্বা ও ৫০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি দুর্গ আছে।

বালখিল্যাদিকানল্পকায়ান্ চীরজটাধরান্।
বিনয়াবনতঃ কল্কিস্তানাহ কৃপণান্ ভয়াৎ ॥৫
কস্মাদ্ যূয়ং সমায়াতাঃ কেন বা ভীষিতা বত।
তমহং নিহনিষ্যামি যদি বা স্যাৎ পুরন্দরঃ ॥৬
ইত্যাশ্রুত্য কল্কিবাক্যং তেনোল্লাসিতমানসাঃ।
জগদুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং নিকুম্ভদুহিতুঃ কথাঃ ॥৭
মুনয় উচুঃ।
শৃণু বিষ্ণুযশঃপুত্র! কুম্ভকর্ণাত্মজাত্মজা।
কুথোদরীতি বিখ্যাতা গগনার্দ্ধা সমুত্থিতা ॥৮

শ্লোকার্থ। পরে শ্রীহরি তাঁহাদিগকে এবং বালখিল্য[১১৫] প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায়, জটাধারী, বল্কলপরিহিত যে সকল মহর্ষি কাতর হৃদয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও তিনি বিনয়াবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনারা কাহার দ্বারা ভীত হইয়াছেন? তিনি যদি দেবরাজ ইন্দ্রও হন, তথাপি আমি তাঁহাকে সংহার করিব।৫-৬

তাঁহারা পুণ্ডরীকাক্ষ কল্কিদেবের অভয় বাণী শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে রাক্ষসী নিকুম্ভদুহিতার কথা বলিতে লাগিলেন। ৭

মুনিগণ বলিলেন, হে বিষ্ণুযশস্তনয়, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুম্ভকর্ণের

পুত্র নিকুম্ভের একটি কন্যা আছে। সে আকাশমণ্ডলের অর্ধেক পর্যন্ত উচ্চ
াহার নাম কুথোদরী।৮

টিপ্পনী। ১১৫। এই মুনিগণের শরীর অঙ্গুষ্ঠমাত্র দীর্ঘ হয়। ইঁহাদের সংখ্যা ষাট হাজার। পুলস্ত্যের ঔরসে ক্রতুর গর্ভে এই শক্তিশালী মুনিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা লোকপতি ও ধর্মবিচারক। মহাভারতে কণ্বমুনির আশ্রম-বৃত্তান্ত যেখানে লিখিত, তথায় তাঁহারা যতি নামে উল্লিখিত। মহাভারতে আছে, 'যতিভির্বালখিল্যৈশ্চ বৃতং মুনিগণান্বিতম্।' ভাগবতেও বালখিল্য যতিগণের বিবরণ পাওয়া যায়। কল্কিপুরাণে বালখিল্যগণ মুনি নামে অভিহিত। মহাভারতে তাঁহারা যতি নামে সম্বোধিত। যতি ও মুনি এক নহে। যতিধর্ম ও মুনিধর্মের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীমৎ বিশ্বেশ্বর সরস্বতীকৃত 'যতিধর্ম সংগ্রহ' নামক সংস্কৃত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

কালকঞ্জস্য মহিষী বিকঞ্জ-জননী চ সা।
হিমালয়ে শিরঃ কৃত্বা পাদৌ চ নিষধাচলে॥
শেতে স্তনং পায়য়ন্তী বিকঞ্জং প্রস্নুতস্তনী* ॥৯
তস্যা নিঃশ্বাসবাতেন বিবশা বয়মাগতাঃ।
দৈবেনৈব সমানীতাঃ সম্প্রাপ্তাস্ত্বৎপদাস্পদম্॥
মুনয়ো রক্ষণীয়াস্তে রক্ষঃসু চ বিপৎসু চ॥১০
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
সেনাগণৈঃ পরিবৃতো জগাম হিমবদ্গিরিম্॥১১
উপত্যকাং সমাসাদ্য নিশামেকাং নিনায় সঃ
প্রাতর্জিগমিষুঃ সৈন্যৈর্দদৃশে ক্ষীরনিম্নগাম্॥১২

*প্রস্নুতণস্তনী ইতি বা, বিকঞ্জপ্রস্থিতস্তনী ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। সেই কুথোদরী কালকঞ্জ নামক রাক্ষসের মহিষী। উহার পুত্রের নাম বিকঞ্জ। ঐ রাক্ষসী হিমালয়ে[১১৬] মস্তক ও নিষধাচলে[১১৭] চরণ

স্থাপনপূর্বক বিকঞ্জের নিকট স্তন রাখিয়া শয়নান্তে তাহাকে স্তন পান করাইতেছে।৯

আমরা তাহার নিশ্বাসবায়ুতে বিবশ হইয়া এখানে আসিয়াছি। দৈবানুগ্রহে আমরা এখানে সমাগত। এখানে আমরা আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলাম। আপনার কর্তব্য কর্ম এই যে, বিপৎকালে রাক্ষস হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।১০

পরপুরঞ্জয় কল্কিদেব মুনিগণের প্রার্থনা শ্রবণে সেনাগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন।১১

তিনি হিমালয়ের উপত্যকায় উপনীত হইয়া একরাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রাতঃকালে সৈন্যগণের সহিত যাত্রা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এমন সময় একটি দুগ্ধের নদী দেখিতে পাইলেন।১২

টিপ্পনী। ১১৬। আর্য্যাবর্তের উত্তরে দেবতাত্মা হিমালয় পর্বত অবস্থিত; পুরাণ সমূহে উহা পর্বতরাজরূপে বর্ণিত। পিতৃগণের কন্যা মেনকা (মৈনা) ইঁহার পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মৈনাক এবং কন্যাদ্বয়ের নাম গঙ্গা ও গৌরী। গৌরীদেবী শিবপত্নী ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপত্নী। পুরাণ সমূহে লিখিত আছে, পুরাকালে পর্বতগণ পক্ষবান্ ছিলেন। এই কারণে তাঁহারা পক্ষীতুল্য আকাশে উড়িতে পারিতেন। ইহার ফলে প্রাণিগণের অনিষ্ট হইত। তখন ইন্দ্রদেব বজ্রাঘাতে সমস্ত পর্বতের পক্ষ কাটিয়া ফেলেন। হিমালয় পুত্র মৈনাক ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত থাকেন এবং স্পর্দ্ধাভরে বলেন, ইন্দ্র বজ্রদ্বারাও আমার পক্ষ ছিন্ন করতে পারেননি। কোন সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিত হয় যে, কোন সমুদ্রের মধ্যে একপ্রকার পর্বত আছে, যাহা অতিবেগে একস্থান হইতে অন্য দূর স্থানে চলিয়া যায়। এইরূপে অচল ও সচল দুই নামে পর্বত বিশেষিত হয়। পৌরাণিক ঋষিগণ বলিতেন, পর্বত গতিশীল। ইহা অসত্য প্রতীত হয় না। যদিও এক মৈনাক পর্বত সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত, তথাপি দুই মৈনাক পর্বত স্থলভাগে অবস্থিত। তন্মধ্যে এক মৈনাক শোণ নদীর উৎপত্তি স্থানে দেখা যায়। উক্ত কারণে শোণ

নদীর অন্য নাম.মৈনাক প্রভ। দ্বিতীয় মৈনাক চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। হিমালয় হইতে নিম্নলিখিত নদীসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। অলকানন্দা, গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কাবুল নদী, গোমতী, মহানন্দা, বিপাশা, সরযূ (ঘর্ঘরা), গণ্ডকী, কৌশিকী (কুসী), ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি।

১১৭। নিষধ পর্বত বিশেষ। ভাগবত (৫ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়) অনুসারে ইহা ইলাবৃত ও হরিবর্ষের সীমান্ত পর্বত। ইলাবৃতের দক্ষিণে নিষধাচল অবস্থিত।

শঙ্খেন্দুধবলাকারাং ফেনিলাং বৃহতীং দ্রুতম্।
চলন্তীং বীক্ষ্য তে সর্ব্বে স্তম্ভিতা বিস্ময়ান্বিতাঃ ॥১৩
সেনাগণগজাশ্বাদিরথযোধৈঃ সমাবৃতঃ।
কল্কিস্ত ভগবাংস্তত্র জ্ঞাতার্থোঽপি মুনীশ্বরান ॥১৪
পপ্রচ্ছ কা নদী চেয়ং কথং দুগ্ধবহাভবৎ।
তে কল্কেস্তু বচঃ শ্রুত্বা মুনয়ঃ প্রাহুরাদরাৎ ॥১৫
শৃণু কল্কে পয়স্বত্যাঃ প্রভবং হিমবদ্গিরৌ।
সমায়াতা কুথোদর্য্যাঃ স্তন প্রস্রবণাদিহ ॥১৬
ঘটিকাসপ্তকৈশ্চান্যা পয়ো যাস্যতি বেগিতম্।
হীনসারা তটাকারা ভবিষ্যতি মহামতে ॥১৭

শ্লোকার্থ। এই নদী শংখ ও চন্দ্রতুল্য ধবলবর্ণ ও বৃহৎ। ইহার চতুর্দিকে ফেনপুঞ্জ সর্বদা উত্থিত হইতেছে। এই নদীর দুগ্ধ দ্রুতবেগে বহিতেছে। ভগবান কল্কির অনুচরগণ সকলেই ঈদৃশ দুগ্ধনদী দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও স্তম্ভিত প্রায় হইল।১৩

যদিও ভগবান কল্কিদেব তাহার কারণ জানিতেন, তথাপি তিনি গজ, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রভৃতি যোদ্ধৃগণে পরিবৃত হইয়া মহর্ষিবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এই নদীর নাম কি? কি জন্যই বা ইহা দুগ্ধবহা হইয়াছে? মুনিগণ কল্কির প্রশ্ন শ্রবণে আদরপূর্বক কহিলেন।১৪-১৫

হে কল্কিদেব, এই দুগ্ধবতী নদীর উৎপত্তি-কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসীর একটি স্তনের দুগ্ধ এই হিমালয়ে পতিত হইয়াছিল। তাহাই দুগ্ধ নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে।১৬

অনন্তর সাত ঘটিকা পরে আর একটি দুগ্ধনদী প্রবাহিত হইবে। ভগবন্, অনন্তর এই নদী জলশূন্য ও তটতুল্য হইবে।১৭

ইতি শ্রুত্বা মুনীনান্তু বচনং সৈনিকৈঃ সহ।
অহো কিমস্যা রাক্ষস্যাঃ স্তনাদেকা ত্বিয়ং নদী ॥১৮
একং স্তনং পায়য়তি বিকঞ্জং পুত্রমাদরাৎ।
ন জানেঽস্যাঃ শরীরস্য প্রমাণং কতি বা ভবেৎ ॥১৯
বলং বাস্যা নিশাচর্য্যা ইত্যূচুর্বিস্ময়ান্বিতাঃ।
কল্কিঃ পরাত্মা সন্নহ্য সেনাভিঃ সহসা যযৌ ২০
মুনিদর্শিতমার্গেণ যত্রাস্তে সা নিশাচরী।
পুত্রং স্তনং পায়য়ন্তী গিরিমূর্দ্ধ্নি ঘনোপমা ॥২১

শ্লোকার্থ। মুনিগণের বাক্য শুনিয়া কল্কিদেব ও সেনাগণ কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য, এই রাক্ষসীর স্তন্যদুগ্ধে এত বড় নদী জন্মিয়াছে!১৮

এক স্তন সে বিকঞ্জকে সস্নেহে পান করায়। ইহার শরীরের পরিমাণ কত তাহা বুঝিতে পারা যায় না।১৯

এই রাক্ষসীর বলই বা কত? সকলে বিস্মিত হইয়া এইরূপ কহিলেন ভগবান কল্কিদেব সহসা সুসজ্জ হইয়া ও বহু সৈন্য লইয়া নিশাচরীর নিকট চলিলেন।২০

যে স্থানে নিশাচরী বাস করিতেছে, মুনিগণ তথায় গমনের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, মেঘতুল্যা রাক্ষসী গিরিশিখরে বসিয়া প্রিয় পুত্রকে স্তন্য পান করাইতেছে।২১

শ্বাসবাতাতিবাতেন দূরক্ষিপ্তবনদ্বিপাঃ।
যস্যাঃ কর্ণবিলাবাসং প্রসুপ্তাঃ সিংহসঙ্কুলাঃ ॥২২
পুত্রপৌত্র পরিবৃতা গিরিগহ্বরবিভ্রমাঃ।
কেশমূলমূপালম্ব্য হরিণাঃ শেরতে চিরম্ ॥২৩
যূকা ইব ন চ ব্যগ্রা লুব্ধজাতঙ্কয়া ভৃশম্।
তামালোক্য গিরেমূর্দ্ধ্নি, গিরিতৎ পরমাদ্ভুতাম্ ॥২৪
কল্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সর্ব্বাংস্তানাহ সৈনিকান্।
ভয়োদ্বিগ্নান্ বুদ্ধিহীনান্ ত্যক্তোদ্যমপরিচ্ছদান্ ॥২৫

শ্লোকার্থ। বন্য হস্তিগণ তাহার নিশ্বাসবায়ুতে আহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহার কর্ণকুহরে সিংহগণ নিদ্রা যাইতেছে।২২

হরিণগণ গিরিগুহা ভ্রমে পুত্রপৌত্রাদির সহিত তাহার লোমকূপে শায়িত রহিয়াছে।২৩

তাহারা ব্যাধ হইতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া যূকবৎ লগ্ন হইয়াছে। পদ্মনেত্র কল্কিদেব গিরিশিখরে দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় সেই রাক্ষসীকে দেখিয়া ভয়কাতর, হতবুদ্ধি ও অস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে উদ্যত সৈনিকগণকে কহিতে লাগিলেন।২৪-২৫

কল্কিরুবাচ

গিরিদুর্গে বহ্নিদুর্গং কৃত্বা তিষ্ঠন্তু মামকাঃ।
গজাশ্বরথযোধা যে সমায়ান্তু ময়াসহ ॥২৬
অহং স্বল্পেন সৈন্যেন যামাস্যাঃ সম্মুখং শনৈঃ।
প্রহর্ত্তুং বানসন্দোহৈঃ খড়্গশক্তি পরশ্বধৈঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বাস্থাপ্য পশ্চাৎ তান্ বানৈস্তাংসমহনদ্বলী।
সা ক্রুধোত্থায় সহসা ননর্দ্দ পরমাদ্ভুতম্ ॥২৮
তেন নাদেন মহতা বিত্রস্তাশ্চাভবন্ জনাঃ।
নিপেতুঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে মূর্চ্ছিতা ধরণীতলে ॥২৯

শ্লোকার্থ। ভগবান কল্কিদেব বলিলেন, এই গিরিদুর্গে তোমরা অগ্নি-দ্বারা দুর্গ রচনা কর এবং এখানেই অবস্থিত হও। গজারোহী ও রথারোহী যোদ্ধৃগণ আমার সহিত আসুক।২৬

আমি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাণসমূহ, খড়্গ, শক্তি ও পরশু অস্ত্রদ্বারা সহসা প্রহারার্থ ইহার সম্মুখে ধীবপদে গমন করিতেছি।২৭

কল্কিদেব এই কথা কহিয়া এবং তাহাদিগকে পশ্চাৎ রাখিযা তীক্ষ্ণ বাণনিক্ষেপে রাক্ষসীকে আঘাত করিতে লাগিলেন। আহত রাক্ষসীও ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া সহসা অতি বিকট গর্জন করিল।২৮

সেই মহা শব্দে সকলেই সন্ত্রস্ত হইল। সেনাপতিগণ মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।২৯

সা রথাংশ্চ গজাংশ্চাপি বিবৃতাস্যা ভয়ানকা।
জঘান প্রশ্বাসবাতৈঃ সমানীয় কুথোদরী ॥৩০
সেনাগণাস্তদুদরং প্রবিষ্টাঃ কল্কিনা সহ।
যথর্ক্ষমুখবাতেন প্রবিশন্তি পিপীলিকাঃ ॥৩১
তদ্দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্ব্বা হাহাকারং প্রচক্রিরে।
তত্রস্থা মুনয়ঃ শেপুর্জ্জেগুশ্চান্যে মহর্ষয়ঃ ॥৩২
নিপেতুরন্যে দুঃখার্ত্তা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
রুরুদুঃ শিষ্টযোধা যে জহৃষুস্তন্নিশাচরাঃ ॥৩৩

শ্লোকার্থ। তখন সেই ভয়ানক কুথোদরী মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক প্রশ্বাস দ্বারা হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল।৩০

যেরূপ ভল্লুক মুখবায়ু দ্বারা আকর্ষণ করিলে সম্মুখস্থ সমস্ত পিপীলিকা তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সেনাগণ কল্কির সহিত রাক্ষসীর বিশাল উদরে প্রবেশ করিল।৩১

তাহা দেখিয়া দেববৃন্দ ও গন্ধর্ব্বগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। মুনিগণ

শাপ প্রদান করিলেন এবং কোন কোন মহর্ষি কল্কির কুশল কামনায় মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।৩২

অন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মর্ম্মাহত হইয়া সেইস্থানে পতিত হইলেন। প্রভুভক্ত বান্ধবগণ রোদন করিতে লাগিল। নিশাচরগণ জয়ধ্বনি করিল।৩৩

জগতাং কদনংদৃষ্ট্বা সস্মারাত্মনমাত্মনা।
কল্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুবারাতিনিসূদনঃ ॥৩৪

বাণাগ্নিং চেলচর্ম্মাভ্যাং কর্ম্ম নৈর্য্যাণদারুভিঃ।
প্রজ্বাল্যোদরমধ্যেন করবালং সমাদদে ॥৩৫

তেন খড়্গেন মহতা দাক্ষ্যং নির্ভিদ্য বন্ধুভিঃ।
বলিভির্ভ্রাতৃভির্বাতৈর্বৃতঃ শস্ত্রাস্ত্রপাণিভিঃ ॥৩৬

বহির্বভূব সর্ব্বেশঃ কল্কিঃ কল্ক বিনাশনঃ।
সহস্রাক্ষো যথা বৃত্রকুক্ষিং দম্ভোলি-নেমিনা ॥৩৭

যোনিবক্রাদ্‌গজরথাশ্বরগাশ্চাভবন্ বহিঃ।
নাসিকাকর্ণবিবরাৎ কেঽপি তস্যা বিনির্গতাঃ ॥৩৮

শ্লোকার্থ। দেববৈবিনির্যাতক কল্কিদেব এরূপ জগতের দুঃখ দেখিয়া স্বকীয় বৈষ্ণব স্বরূপ স্মরণ করিলেন। তখন সেই অন্ধকারময় উদর মধ্যে বাণদ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র, চর্ম ও রথকাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিলেন এবং শানিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন।৩৪-৩৫

যেমন ইন্দ্রদেব বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের কক্ষদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন, সর্বেশ্বর পাপহন্তা কল্কি সেইরূপ তদীয় বৃহৎ খড়্গ দ্বারা রাক্ষসীর দক্ষিণ কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া বলবান্ অস্ত্রশস্ত্রধারী বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সহিত বহির্গত হইলেন। সেই রাক্ষসীর নিম্নদ্বার দিয়াও কতকগুলি হস্তী, ঘোটক, রথ ও পদাতিক নির্গত হইল।৩৬-৩৮

তে দুর্গতাস্ততস্তস্যাঃ সৈনিকা রুধিরোক্ষিতাঃ।
তাং বিব্যধুর্নিক্ষিপন্তীং তরসা চরণৌ করৌ ॥৩৯
মমার সা ভিন্নদেহা ভিন্নকুক্ষিশিরোধরা।
নাদয়ন্তীং দিশো দ্যোঃ খং চূর্ণয়ন্তী চ পর্ব্বতান্ ॥৪০
বিকঞ্জোঽপি তথা বীক্ষ্য মাতরং কাতরোঽভবৎ।
স বিকঞ্জঃ ক্রুধা ধাবন্ সেনামধ্যে নিরায়ুধঃ ॥৪১

শ্লোকার্থ। শোণিতাক্ত কলেবর সৈন্যগণ নির্গত হইয়া দেখিল, রাক্ষসী হস্ত ও পদ বিক্ষেপ করিতেছে। তখন তাহারা অবিলম্বে বাণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।৩৯

তাহার উদর, মস্তক প্রভৃতি সর্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইলে মহাশব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত ও আস্ফালনে পর্বত বিচূর্ণ করিয়া কুথোদরী প্রাণত্যাগ করিল।৪০

মাতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া বিকঞ্জ কাতর হইল এবং ক্রোধ ভরে বিনা অস্ত্রে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল।৪১

গজমালাকুলো বক্ষো বাজিরাজি বিভূষণঃ।
মহাসর্পকৃতোষ্ণীষঃ কেশরী মুদ্রিতাঙ্গুলিঃ ॥৪২
মমর্দ্দ কল্কিসেনাং তাং মাতৃব্যসন কর্ষিতঃ।
স কল্কিস্তং ব্রাহ্মমস্ত্রং রামদত্তং জিঘাংসয়া ॥৪৩
ধনুষা পঞ্চ বর্ষীয়ং রাক্ষসং শস্ত্রমাদদে।
তেনাস্ত্রেণ শিরস্তস্য ছিত্ত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥৪৪
রুধিরাক্তং ধাতুচিত্রং গিরিশৃঙ্গমিবদ্ভুতম্।
সপুত্রাং রাক্ষসীং হত্বা মুনীনাং বচনাদ্ বিভুঃ ॥৪৫

শ্লোকার্থ। তাহার বক্ষে হস্তিসমূহের মালা, সর্বাঙ্গে অশ্বশ্রেণীর আভরণ, মস্তকে অনেক বৃহৎ অজগরের উষ্ণীষ এবং করাঙ্গুলীতে সিংহসমূহ অঙ্গুরীয় সদৃশ অবস্থিত। ৪২

সে মাতৃশোকে কাতর হইয়া কল্কির সেনাগণকে মর্দন করিতে লাগিল।

কল্কিও সেই পঞ্চবর্ষীয় বালক নিশাচরকে বিনাশার্থ পরশুরামদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করিলেনঃ এবং সেই অস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন পূর্বক ভূপাতিত করিলেন। ৪৩-৪৪

মুনিগণের বাক্যে কল্কি গৈরিকাদি চিত্রিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অতি অদ্ভুত রুধিরলিপ্ত সপুত্র রাক্ষসীকে বিনাশ করিলেন। ৪৫

গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে নিবাসং সমকল্পয়ৎ।
দেবানাং কুসুমাসারৈর্মুনিস্তোত্রৈঃ সুপূজিতঃ ॥৪৬

নিনায় তাং নিশাং তত্র কল্কিঃ পরিজনাবৃতঃ।
প্রাতর্দদর্শ গঙ্গায়াস্তীরে মুনিগণান্ বহূন্।
তস্যাঃ স্নানব্যাজবিষ্ণোরাত্মনো দর্শনাকুলান্ ॥৪৭

হরিদ্বারে গঙ্গাতটনিকটপিণ্ডারকবনে
বসন্তং শ্রীমন্তং নিজগণবৃতং তং মুনিগণাঃ।
স্তবৈঃ স্তুত্বা স্তুত্বা বিধিবদুদিতৈর্জহ্নুতনয়াং।
প্রপশ্যন্তং কল্কিং মুনিজনগণা দ্রষ্টুমগমন্ ॥৪৮

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কুথোদরীবধানন্তরং মুনি দর্শনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও মুনিগণ স্তবগান করিতে লাগিলেন। অতঃপর কল্কিদেব তথা হইতে গমনপূর্বক হরিদ্বারস্থ[১১৮] গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। ৪৬

ভগবান বিষ্ণুর অবতার কল্কি পরিজনের সহিত সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন, মুনিগণ গঙ্গাস্নানচ্ছলে তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যাকুল অন্তরে আসিয়াছেন। ৪৭

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের অদূরে স্বজনের সহিত কল্কিদেব অবস্থানপূর্বক জহ্নু কন্যা জাহ্নবীকে দর্শন করিতেছেন। ইত্যবসরে মুনিগণ আসিয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্বক বিধিবোধিত স্তুতিবাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৮

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য-অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে কুথোদরী বধান্তর মুনিদর্শন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী। ১১৮। ইহা একটি মোক্ষতীর্থ। ইহা হরদ্বার বা গঙ্গাদ্বার বা মায়াপুর নামে অভিহিত। মায়াদেবীর আকৃতি তুল্য ইহার আকার হওয়ায় ইহাকে মায়াপুর বলে। হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে ইহা অবস্থিত। বিষ্ণু-পদঘাট সমীপে গঙ্গার বিস্তার ৬১০ হাত। উক্ত ঘাটের উপর অনেক মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এখানে মায়াদেবীর মন্দির প্রস্তর নির্মিত। তন্মধ্যে মায়াদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উহার দ্বারে নয় শত বর্ষ পূর্বে খোদিত প্রস্তরশোভিত আছে। মায়াদেবী দুর্গাদেবী রূপে নির্মিত, তাঁহার তিন মাথা ও চার হাত দেখা যায়। তাহার চারি হস্তে চক্র, ত্রিশূল ও মুণ্ডাদি শোভিত। ইহার দক্ষিণে মায়াপুরে বেন রাজার দুর্গ বিদ্যমান। হরিদ্বারের দক্ষিণে কনখল অবস্থিত। তথায় মহাদেব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেন। উক্ত স্থানে সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব বিদ্যমান। শীতকালে হরিদ্বারে বরফ পড়ে এবং গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে বরফতুল্য শীতল বোধ হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে স্নান-মেলা বসে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর যখন বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে প্রবেশ করেন, তখন এখানে কুম্ভমেলা বসে। কুম্ভমেলা ভারতের বৃহত্তম ধর্মমেলা এবং সমস্ত প্রদেশ হইতে শত শত সাধু ও ভক্ত এই মেলা দেখিতে ও স্নান করিতে আসেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা হইয়াছিল। তখন তথায় মেলা দর্শন ও গঙ্গাস্নানের সৌভাগ্যলাভ আমি করিয়াছিলাম। উক্ত বৎসর কুম্ভমেলায় পনের লক্ষ যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল। হরিদ্বারে বিল্বোদকেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। তথায় ব্রহ্মকুণ্ড, চণ্ডীপাহাড় ও নীলধারা প্রভৃতি দর্শনীয়।

তৃতীয় অংশ

তৃতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ।

সুখাগতান্ মুনীন্ দৃষ্ট্বা কল্কিঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
পূজয়িত্বা চ বিধিবৎ সুখাসীনানুবাচ তান্।॥ ১

কল্কিরুবাচ।

কে যূয়ং সূর্য্যসঙ্কাশা মম ভাগ্যাদুপস্থিতাঃ।
তীর্থাটনোৎসুকা লোকত্রয়াণামুপকারকাঃ॥ ২

বয়ং লোকে পুণ্যবন্তো ভাগ্যবন্তো যশস্বিনঃ।
যতঃ কৃপাকটাক্ষেণ যুষ্মাভিরবলোকিতাঃ॥ ৩

ততস্তে বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ।
পরাশরো নারদোঽশ্বত্থামা রামঃ কৃপস্ত্রিতঃ॥ ৪

* সুবাচতনান্ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, পরম ধার্মিক কল্কিদেব মুনিগণকে সুখাগত ও সুখাসীন দেখিয়া যথাবিধি অর্চনা করিয়া বলিলেন।১

কল্কি বলিলেন, সাক্ষাৎ সূর্যতুল্য তেজস্বী, তীর্থভ্রমণে উৎসুক, ত্রিলোকের হিতসাধনে রত আপনারা কে? অধুনা আমার ভাগ্যগুণে আপনারা এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।২

আপনারা অদ্য আমাদিগকে কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করায় আমরা লোকমধ্যে পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্ এবং যশস্বী হইলাম।৩

অনন্তর বামদেব, অত্রি,[১১৯] বশিষ্ঠ,[১২০] গালব,[১২১] ভৃগু,[১২২] পরাশর,[১২৩] নারদ,[১২৪] অশ্বত্থামা, পরশুরাম, কৃপাচার্য, ত্রিত, দুর্বাসা, দেবল, কণ্ব, বেদ ও মরু প্রভৃতি মুনিগণ কহিলেন।৪

টিপ্পনী। ১১৯। অত্রিমুনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকেন। ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রির জন্ম হয়। ব্রহ্মার ছায়ায় প্রজাপতি কর্দম উৎপন্ন হন। কর্দমের পত্নী ছিলেন দেবহূতি। কর্দমের ঔরসে ও দেবহূতির গর্ভে এক পুত্ররত্ন কপিলদেব এবং অনসূয়া ও কলা প্রভৃতি নয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মুনি কর্দমের কন্যা অনসূয়ার সহিত অত্রিমুনির বিবাহ হয়। মুনি অত্রির তিন পুত্র দত্ত, দুর্বাসা ও চন্দ্র জন্মে। ভাগবতে ইঁহাদের বৃত্তান্ত লিখিত।

১২০। ব্রহ্মার প্রাণ হইতে বশিষ্ঠের জন্ম হয়। কর্দম মুনির কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী হন। মিত্র ও বরুণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহাকে মৈত্রাবরুণি বলে। অগ্নিপুরাণে (মৃতধেনুবিধি অধ্যায়ে) এই দুই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ইতি পৃষ্টো নরেন্দ্রেন কথ্যতামিতি ভূপতে।
বশিষ্ঠং নোদয়ামাসুঃ সমস্তং তে তপোধনাঃ ॥
মুনিভিঃ প্রেরিতঃ সোঽপি যথাবস্তুতমানসঃ।
যোগমাস্থায় সুচিরং মৈত্রাবরুণিরাত্মবান্ ॥

উক্ত শ্লোকে মৈত্রাবরুণি শব্দের প্রয়োগ আছে। অগ্নিপুরাণ (বরাহ-প্রাদুর্ভাব অধ্যায়) বলেন—

মিত্রাবরুণয়োশ্চৈব কুম্ভিনো তে পরিশ্রুতাঃ।
একার্ষেয়াস্তথৈবান্যে বশিষ্ঠা নাম বিশ্রুতাঃ ॥

কূর্মপুরাণে (১২ অধ্যায়ে) সপ্তর্ষিগণ বসিষ্ঠের পুত্ররূপে উল্লিখিত।

বশিষ্ঠশ্চ তথোর্জ্জায়াং সপ্তপুত্রানজীজনৎ।
কন্যাং চ পুণ্ডরীকাক্ষাং সর্বশোভাসমন্বিতাম্ ॥
রজোগাত্রোর্ধ্ববাহুশ্চ মনবশ্চানবস্তথা।
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সপ্ত পুত্রা মহৌজসঃ ॥
সর্বে তপস্বিনঃ প্রোক্তাঃ সর্বযজ্ঞেষু ভাবিনঃ।
অগ্নিজ্ঞানশ্চ যজ্ঞানঃ পিতরৌ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥

কূর্মপুরাণের উদ্ধৃত শ্লোকে প্রমাণিত হয়, সপ্তর্ষিগণ বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন।

বশিষ্ঠদেব সূর্যবংশের কুলগুরু হন এবং ভগবান রামচন্দ্রকে ধর্মশিক্ষা দেন। বশিষ্ঠের কন্যার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ এবং বিষ্ণুর এক নাম পুণ্ডরীকাক্ষ।

১২১। ইনি তপস্বী মহাত্মা এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কযেক অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র গালবের উপাখ্যান প্রদত্ত।

১২২। ভৃগুমুনি ব্রহ্মার ত্বক্ (চর্ম) হইতে উৎপন্ন। ইহার সহিত কর্দম মুনির কন্যা খ্যাতির বিবাহ হয়। ভৃগুর কন্যার নাম শ্রী। ইহা ভাগবতের অভিমত। অগ্নিপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে অন্যমত প্রকাশিত।

কথিতস্তে যদা সর্গঃ পৃষ্টঃ সূত ত্বয়াঽনঘ।
ভৃগুসর্গাৎ প্রভৃত্যেষ সর্গো নঃ কথ্যতাং পুনঃ।
ভৃগোঃ খ্যাতাং সমুৎপন্না শ্রীস্বর্যমুদধেঃ পুনঃ॥
তথা ধাতা বিধাতা চ তস্যাং জাতৌ ভৃগোঃ সুতৌ॥
আযতির্নিয়তিশ্চৈব মেরুকন্যে মহাপ্রভো।
ধাতুর্বিধাতুস্তে ভার্যে যযোর্জাতৌ সুতাবুভৌ॥
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয় মৃকণ্ডুতঃ।
ততো বেদশিরা যজ্ঞে প্রাণস্য দ্যুতিমান্ সুতঃ।

ভৃগুর কন্যা লক্ষ্মী দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনে উৎপন্না হন। ভৃগুর পুত্রদ্বয়ের নাম ধাতা ও বিধাতা। মেরুর কন্যাদ্বয় আয়তি ও নিযতির সহিত ধাতা ও বিধাতার বিবাহ হয়। তাঁহাদের প্রাণ ও মৃকণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মে। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়, যাঁহার নামে মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণ হইয়াছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের পুত্র বেদশিরা এবং প্রাণের পুত্র দ্যুতিমান। ইহাই ভৃগুমুনির সংক্ষিপ্ত বংশাবলী।

১২৩। ইনি শক্তির পুত্র ও ব্যাসের পিতা। ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে পরিচিত। উক্ত মর্মে অগ্নিপুরাণে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

সুতং ত্বজনয়চ্ছক্তের্দৃশ্যন্তী পরাশরম্।
কালী পরাশরাজ্জজ্ঞে কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্॥

পরাশর মুনি মৎস্যজীবির কন্যা মৎস্যগন্ধার রূপে মুগ্ধ হন। মৎস্যগন্ধার গর্ভে কৃষ্ণবর্ণ ব্যাসের জন্ম হয়।

১২৪। দেবর্ষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে তিনি জাত হন। এই সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী পাওয়া যায়।—

কান্যকুব্জে চ দেশে চ দ্রুমিলো গোপরাজকঃ।
কলাবতী তস্য পত্নী বন্ধ্যাচাপি পতিব্রতা॥
স্বামীদোষেণ সা বন্ধ্যা কালে চ ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
উপস্থিতং বনে ঘোরে নারদং কাশ্যপং মুনিম্॥
ক্রোশমানং চ শ্রীকৃষ্ণং জ্বলন্তং ব্রহ্মবর্চসা।
তস্থৌ সুবেষং কৃত্বা সা ধ্যানাস্তং চ মুনেঃ পুরঃ॥
উবাচ বিনয়েনৈব কৃত্বা চ শ্রীহরিং হৃদি।
গোপিকাঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রুমিলস্য চ কামিনী॥
পুত্রার্থিনী চাগতাঽহং ত্বমূলং ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
বীর্যাধানং কুরু ময়ি স্ত্রী নোপেক্ষ্যা হ্যুপস্থিতা॥
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে সর্বভুজো যথা।
বৃষলী বচনং শ্রুত্বা চুকোপ মুনি পুঙ্গবঃ॥
বৃষলী তৎপুরস্তস্থৌ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
এতস্মিন্নন্তরে তেন পথা যাস্যতি মেনকা॥
তস্যা উরুস্থলং দৃষ্ট্বা মুনিবীর্যং পপাত হৈ।
ঋতুস্নাতা চ বৃষলী কৃত্বা তত্তক্ষণং মুদা॥
সা বিপ্রগেহে সাধ্বী চ সুষাব তনয়ং বরম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥

কান্যকুব্জ দেশে দ্রুমিল নামক এক গোপরাজ ছিলেন। তাঁহার ভার্যা কলাবতী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর দোষে ইনি বন্ধ্যা হন। নিকটস্থ গহন অরণ্যে কাশ্যপ নারদ তপোমগ্ন ছিলেন। পতির আজ্ঞা পাইয়া

তিনি নারদ সমীপে গমন করেন এবং মুনি ধ্যানমগ্ন হইবার পূর্বে মনোহর বেশ ধারণ পূর্বক কলাবতী তাঁহাকে বলেন, হে মুনে, আমাকে বীর্যাধান করো। ইহাতে নারদ ক্রুদ্ধ হন। সেই সময় দেবকামিনী (অপ্সরা) মেনকা ঐ পথে যাইতেছিলেন। নারদ তদীয় উরুদেশের সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হন এবং তাঁহার বীর্য্য স্খলন হয়। কলাবতী ঋতুস্নাতা ছিলেন এবং উক্ত বীর্য্য আনন্দে ভক্ষণ করেন। ইহার ফলে সাধ্বী কলাবতী কোন ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন এক শিশুর জননী হন। উক্ত শিশুই উত্তরকালে নারদ নামে প্রখ্যাত হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (ব্রহ্মখণ্ডে) আরও শ্লোকচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়।—

অনাবৃষ্ট্যবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।
নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥
দদাতি নারং জ্ঞানং চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।
জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥
বীর্যেণ নারদস্যৈব বভূব বালক মুনে।
মুনীন্দ্রস্য বরেণৈব তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥
কল্পান্তরে ব্রহ্মকণ্ঠাদ্বভূবু র্বহবো নরাঃ।
নরান্দদৌ তৎকণ্ঠং চ তেন তন্নারদঃ স্মৃতঃ ॥

অনাবৃষ্টির অন্তে নারদের জন্ম হয়। ইনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পৃথিবী বৃষ্টিপাতে শীতলা হন। এই কারণে তাঁহার নাম নারদ বা জলদাতা হয়। নারদ নামের নানা অর্থ দেখা যায়। পরে ব্রহ্মাও তাঁহার নাম নারদ রাখেন। বাল্যে নারদ ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করেন। তৎকালে চারি ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগৃহে আসেন। তন্মধ্যে একজন জানিলেন, নারদ ব্রাহ্মণ তনয় এবং তাঁহাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। বালক নারদ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন পূর্বক দিব্য সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তিনি ধ্যানকালে চক্রধারী চন্দনচর্চিত দ্বিভুজ দেববালক দর্শন করেন। ইষ্ট দর্শনের ফলে তিনি শোকমুক্ত হন। অনন্তর অশ্বত্থ মূলে পূর্বদৃষ্ট দিব্য বালককে দণ্ডায়মান না দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করেন। তখন দৈববাণী হইল, "একবার

গোবিন্দ দর্শন করেছ, আর উহার দর্শন পাবে না। মৃত্যুর পূর্বে পুনরায় ইষ্ট দর্শন পাবে।" বালক ঐ দৈববাণী শ্রবণে অত্যন্ত প্রসন্ন হন। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার দেহান্ত হয়। ইহাতে শাপমুক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মপদে লয় প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন। তৎপরে উক্ত কল্প সমাপ্ত হইলে যখন পুনঃ সৃষ্টি হইল, তখন নারদ মরীচি প্রমুখ মুনিগণের সহিত ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারদের কাহিনী লিখিত।

শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারদ-জননী সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে গোপরাজের রাণীর গর্ভে নারদের জন্ম হয়। আর ভাগবত মতে কোন ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে নারদের জন্ম হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ২৩ শ্লোকে) আছে, ব্যাস ও নারদের সাক্ষাৎ হইলে নারদ বলেন—

অহং পুরাঽতীতভবেঽভবং মুনে দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥

প্রথম বয়সেও নারদ ধর্মানুরাগী ছিলেন। মাতৃস্নেহে বশীভূত হইয়া তিনি স্বাভিলাষ পূরণে সমর্থ হন নাই। একদা তাঁহার জননী দুগ্ধ দোহনে ব্যাপৃতা ছিলেন। ঐ সময় একটি কালসর্পের দংশনে মাতা প্রাণত্যাগ করেন। তখন নারদ নিষ্কণ্টক হইয়া তপস্যায় নিমগ্ন হন। ইহার ফলে একদিন তিনি নারায়ণের দর্শন লাভ করেন। এই কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও উল্লিখিত। পুনরায় নারদ ব্রহ্মদেহে বিলীন হন। পুনরায় জগৎ সৃষ্ট হইলে তিনি দেহ ধারণ পূর্বক ত্রিভুবনে দেবদত্ত বীণা হস্তে বিচরণ করেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং হরিকৃপায় তাঁহার ত্রিলোকে অবাধ গতি ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্ধ, ৬ অধ্যায়, ৩২-৩৩ শ্লোকে) আছে—

অন্তর্বহিশ্চ লোকান্ স্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিত ব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ কাচিৎ॥
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বর ব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥

এইরূপে শ্রীহরির গুণগান করিতে করিতে তিনি ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করিতেন। দেবর্ষি নারদ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রবাদ আছে, নারদের বাহন ঢেঁকি।

দুর্ব্বাসা দেবলঃ কণ্বো বেদপ্রমিতিরঙ্গিরাঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৫
কৃত্বাগ্রে মরুদেবাপী চন্দ্র সূর্য্য কুলোদ্ভবৌ।
রাজানৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ তপস্যাভিরতৌ চিরম্॥ ৬
উচুঃ প্রহৃষ্টমনসঃ কল্কিং কল্কবিনাশনম্।
মহোদধেস্তীরগতং বিষ্ণুং সুরগণা যথা॥ ৭

মুনয়ঃ উচুঃ।

জয়াশেষ জগন্নাথ! বিদিতাখিল মানস।
সৃষ্টিস্থিতিলয়াধ্যক্ষ! পরমাত্মন প্রসীদ নঃ॥ ৮

শ্লোকার্থ। দুর্বাসা[১২৫], দেবল[১২৬], কণ্ব[১২৭], বেদপ্রমিতি ও অঙ্গিরা[১২৮] প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এবং অন্যান্য অসংখ্য ব্রতধারী মুনিগণ, চন্দ্রসূর্যবংশজ মহাবীর তপঃপরায়ণ মরুরাজা ও দেবাপিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাপহারী ভগবান্ কল্কিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপ সুরগণ পুলকিত চিত্ত হইয়া মহাসমুদ্রের কূলবর্ত্তী শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঋষিবৃন্দ কল্কিসমীপে বলিতে লাগিলেন। ৫-৭

মুনিগণ বলিলেন, হে সর্ববিজয়িন্, হে জগন্নাথ, তুমি সর্বভূতের অন্তর্যামী। হে পরাত্মন্, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৮

টিপ্পনী। ১২৫। ভাগবত অনুসারে দুর্বাসা অত্রি মুনির পুত্র। মহাদেবের অংশে তাঁহার জন্ম হয়। বিষ্ণুপুরাণেও তিনি মহাদেবের অংশভূতরূপে কীর্তিত। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দুর্বাসাঃ শংকরস্যাংশশ্চচার পৃথিবীমিমাম্। এই অর্ধশ্লোকে

উহা প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে ঔর্ব্যমুনির কন্যা কন্দলী তাঁহার পত্নী। দুর্বাসা শিবভক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ।

১২৬। দেবলমুনি ধর্মশাস্ত্রবক্তা ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, ইনি রম্ভা নাম্নী অপ্সরার শাপে অষ্টাবক্র নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবল-সংহিতা অদ্যাপি প্রচলিত। গীতাতেও দেবলের নাম উল্লিখিত।

১২৭। কণ্বমুনি পুরু বংশীয় ক্ষত্রিয় অপ্রতিরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। উক্তমর্মে ভাগবতে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ।
তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়॥

১২৮। ভাগবতে মহর্ষি অঙ্গিরার বৃত্তান্ত এইরূপে লিখিত। অঙ্গিরা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হন। কর্দম মুনির কন্যা শ্রদ্ধা অঙ্গিরার পত্নী হন। তাঁহার দুই পুত্র উতথ্য ও বৃহস্পতি এবং চারি কন্যা সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি ছিলেন।

কাল কর্ম্মগুণাবাস প্রসারিত নিজক্রিয়।।
ব্রহ্মাদিনুতপাদাব্জ। পদ্মানাথ প্রসীদ নঃ॥ ৯
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ প্রাহ জগৎপতিঃ।
কাবেতৌ ভবতামগ্রে মহাসত্ত্বৌ তপস্বিনৌ॥ ১০
কথমত্রাগতৌ স্তুত্বা গঙ্গাং মুদিতমানসৌ।
কা বা স্তুতিরতু * জাহ্নব্যা যুবয়োর্ণামনী চ কে॥ ১১
তয়োর্মরুঃ প্রমুদিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ কৃতী।
আদাবুবাদচ *১ বিনয়ী নিজবংশানু কীর্ত্তনম্॥ ১২

শ্লোকার্থ। হে পদ্মাপতে, তুমি সাক্ষাৎ কাল, বিশ্বের গুণকর্ম তোমাতেই অবস্থিত। ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দও ত্বদীয় পাদপদ্মের স্তুতিবাদ করেন। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৯

ঋষিগণের এই প্রকার স্তব শুনিয়া জগৎপতি কল্কিদেব কহিলেন, হে

মুনিবৃন্দ, তোমাদের অগ্রে বীর্যশালী তপোনিষ্ঠ মুনিদ্বয়কে নেত্রগোচর করিতেছি। ইহারা কাঁহারা? ১০

কিজন্য ইহাঁরা জাহ্নবীর স্তুতিবাদ করিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? ভগবান্ কল্কিদেব ইহা বলিয়া সেই দুই মুনির প্রতি নেত্রপাতপূর্বক কহিলেন, তোমরা গঙ্গাস্তব করিতেছ কেন? তোমরা কে, তোমাদের নামই বা কি? ১১

কল্কিদেবের প্রশ্ন শুনিয়া সেই দুই মুনির মধ্যে কার্যদক্ষ মরু প্রীত চিত্তে করজোড়ে দাঁড়াইয়া বিনয়গর্ভবাক্যে স্বীয় বংশানুকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২

* স্তুতিস্তু ইতি বা পাঠঃ।

*১ আদাবুবাচ ইতি বা পাঠঃ।

মরুরুবাচ।

সর্ব্বং বেৎসি পরাত্মাপি অন্তর্য্যামিন্ হৃদিস্থিত।*।
তবাজ্ঞয়া সর্ব্বমেতৎ কথয়ামি শৃণু প্রভো॥ ১৩
তব নাভেরভূদ্ ব্রহ্মা মরীচিস্তৎসুতোঽভবৎ।
ততো মনুস্তৎসুতোঽভূদিক্ষ্বাকুঃ সত্যবিক্রমঃ॥ ১৪
যুবনাশ্ব ইতি খ্যাতো মান্ধাতা তৎসুতোঽভবৎ।
পুরুকুত্সস্তৎসুতোঽভূদনরণ্যো মহামতিঃ॥ ১৫
ত্রসদ্দস্যুঃ পিতা তস্মাৎ হর্য্যশ্বস্ত্র্যরুণস্ততঃ।
ত্রিশঙ্কুস্তৎসুতো ধীমান্ হরিশ্চন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৬

শ্লোকার্থ। রাজা মরু কহিলেন, আপনি হৃদয়স্থ অন্তর্যামী। হে প্রভো, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনার আজ্ঞায় সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৩

আপনার নাভি পদ্মে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচি হইতে মনু, এবং মনু হইতে সত্যবিক্রম ইক্ষ্বাকু জন্মিয়াছিলেন। ১৪

ইক্ষ্বাকুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, এবং পুরুকুৎস হইতে মহামতি অনরণ্যের জন্ম হয়। ১৫

অনরণ্যের পুত্র ত্রসদস্যু, তাহা হইতে হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র ত্র্যরুণ, ত্র্যরুণের পুত্র ধীসম্পন্ন ত্রিশংকু এবং ত্রিশংকু হইতে প্রতাপশালী হরিশ্চন্দ্র [১২৯] জন্মগ্রহণ করেন। ১৬

টিপ্পনী। ১২৯। মহারাজা হরিশ্চন্দ্র অতিশয় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি সত্যরক্ষার্থ নিজরাজ্য, ধনসম্পদ, স্ত্রী ও পুত্রাদি ত্যাগ করেন এবং স্বীয় দেহ পর্যন্ত বিক্রয় করেন। তৎসম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একাধিক নাটক ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মহাভারত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত।

* অন্তর্য্যামিহৃদিস্থিতি ইতি বা পাঠঃ।

হরিতস্তৎসুতস্তস্মাদ্ ভরুকস্তৎসুতো বৃকঃ।
তৎসুতঃ সগরস্তস্মাদসমঞ্জাস্ততোহংশুমান্॥ ১৭
ততো দিলীপস্তৎপুত্রো ভগীরথ ইতি স্মৃতঃ।
যেনানীতা জাহ্নবীয়ং" খ্যাতা ভাগীরথী ভুবি।
স্তুতা নুতা পূজিতেয়ং তব পাদসমুদ্ভবা॥ ১৮
ভাগীরথাৎ সুতস্তস্মান্নাভস্তস্মাদভূদ্‌বলী।
সিন্ধুদ্বীপ সুতস্তস্মাদ্ অযুতায়ুস্ততোহভবৎ॥ ১৯
ঋতুপর্ণস্তৎসুতোহভূৎ সুদাসস্তৎসুতোহভবৎ।
সৌদাসস্তৎ সুতো ধীমানশ্মকস্তৎসুতো মতঃ॥ ২০
মূলকাৎ স দশরথস্তস্মাদেড়বিড়স্ততঃ।
রাজা বিশ্বসহস্তস্মাৎ খট্টাঙ্গো দীর্ঘবাহুকঃ॥ ২১

শ্লোকার্থ। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হরিত, তৎপুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র সগর, সগরের পুত্র অসমঞ্জা ও অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান জন্মিয়াছিলেন। ১৭

অংশুমানের পুত্র দিলীপ, তাঁহার পুত্র গঙ্গাভক্ত ভগীরথ। তদ্দ্বারা আনীত বলিয়া গঙ্গা ভাগীরথী নামে সুবিখ্যাত। হে কল্কিদেব, আপনার চরণসম্ভূত বলিয়া লোকে গঙ্গার স্তব, প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকে। ১৮

ভগীরথের পুত্র নাভ, নাভের পুত্র বলবান্ সিন্ধুদ্বীপ। সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতার জন্ম হয়। ১৯

অযুতার পুত্র ঋতুপর্ণ, তাঁহাব পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস। সৌদাস হইতে বুদ্ধিমান্ অশ্মক, অশ্মক হইতে মূলক ও মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র এড়বিড় জন্মগ্রহণ করেন। এড়বিডের পুত্র বিশ্বসহ, তাঁহার পুত্র খট্টাঙ্গ ও খট্টাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু জন্মিয়াছিলেন। ২০-২১

তেতো রঘুরাজস্তস্মাৎ সুতো দশরথঃ কৃতী।
তস্মাদ্রামো হরিঃ সাক্ষাদাবির্ভূতো জগৎপতিঃ॥ ২২
রামাবতারমাকর্ণ্য কল্কিঃ পরমহর্ষিতঃ।
মরুং প্রাহ বিস্তরেণ শ্রীরামচরিতং বদ॥ ২৩

মরুরুবাচ।

সীতাপতেঃ কর্ম্ম বক্তুং কঃ সমর্থোঽস্তি ভূতলে।
শেষঃ সহস্রবদনৈরপি লালায়িতো ভবেৎ॥ ২৪
তথাপি শেমুষী মেঽস্তি বর্ণয়ামি তবাজ্ঞয়া।
রামস্য চরিতং পুণ্যং পাপতাপপ্রমোচনম্॥ ২৫

শ্লোকার্থ। দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু, রঘু হইতে অজ, অজের পুত্র দশরথ এবং দশরথ হইতে সাক্ষাৎ জগৎপতি শ্রীহরি রামরূপে আবির্ভূত হন। ২২

ভগবান কল্কি রামাবতারের কথা শুনিয়া সমধিক হর্ষলাভ করিলেন এবং মরুকে পুণ্যশ্লোক রামচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে বলিলেন। ২৩

রাজা মরু বলিলেন, এই ভূতলে সীতাপতির কর্মসমূহ কেহই বলিতে সমর্থ হন না। এমনকি, সহস্রবদন অনন্তদেবও* এইবিষয়ে কুণ্ঠা বোধ করেন। ২৪

তথাপি আপনার আজ্ঞায় স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে সুপবিত্র রামচরিত বর্ণনা করিতেছি। ২৫

* অনন্তদেব বিষ্ণুর অংশভূত ও সহস্রবদন। প্রলয়কালে বিষ্ণু অনন্ত শয়নে যোগনিদ্রাগত হন। শ্রীবিষ্ণু অনন্তরূপে পৃথিবী ধারণ করেন। যখন

অন্ধকার মহানিশায বসুদেব সদ্যজাত শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া ঝড় বৃষ্টির মধ্যে গোকুলে গমনার্থ যমুনা পার হইতেছিলেন, তখন ভাগ্যবান বসুদেবের মস্তকোপরি অনন্তদেব সহস্র ফণা বিস্তাব কবেন।

অজাদিবিবুধার্থিতোঽজনি চতুর্ভিরংশৈঃ কুলে
রবেরজসুতাদজো জগতি যাতুধানক্ষয়ঃ।
শিশুঃ কুশিকজাধ্বরক্ষয়করক্ষয়ো যো বলাদ্
বলী ললিতকন্ধরো জয়তি জানকীবল্লভঃ॥ ২৬
মুনেরণু সহানুজো নিখিলশস্ত্র বিদ্যাতিগো
যযাবতিবল প্রভো জনকরাজরাজৎ সভাম্।
বিধায় জনমোহনদ্যুতিমতীব কামদ্রুহঃ
প্রচণ্ডকরচণ্ডিমা ভবন ভঞ্জনে জন্মনঃ॥ ২৭
তমঃপ্রতিমতেজসং দশরথাত্মজং সানুজং
মুনেরনু যথাবিধেঃ শশিবদাদিদেবং পরম্।
নিরীক্ষ্য জনকোমুদ্রা * ক্ষিতি সুতাপতিং সম্মতং
নিজোচিতপণক্ষমঃ মনসি ভর্ৎসয়ন্নাযযৌ॥ ২৮
স ভূপ পরিপূজিতো জনকজেক্ষিতৈরর্চ্চিতঃ
করালকঠিনং ধনুঃ করসরোরুহে সংহিতম্।
বিভজ্য বলবদ্দৃঢ়ং জয় রঘূদ্বহেত্যুচ্চকৈ—
র্ধ্বনিঃ ত্রিজগতীগতং পরিবিধায় রামো বভৌ॥ ২৯

শ্লোকার্থ। পূর্বে ব্রহ্মাদি দেবতার প্রার্থনায় সূর্যবংশে চতুরংশে দশরথ হইতে রাক্ষসান্তক সীতাপতি রামচন্দ্র অবতীর্ণ হন। তিনি শৈশবে কৌশিক যজ্ঞে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে সবলে নষ্ট করিয়া পরম উৎকর্ষ প্রকাশ করিলেন। ২৬

যাঁহার মহিমায় কামনাময় জগতে পুনর্জন্ম হয় না, যিনি অতিশয় বলশালী ও

াসম্পন্ন, তাদৃশ নিখিল শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী শ্রীরাম মনোমোহনরূপ ধারণ
য়া লক্ষ্মণসহ মহামুনি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে জনক রাজার সভায় উপস্থিত
লেন। ২৭

েমন বিধাতার পশ্চাতে চন্দ্র উপবেশন করেন, তেমনি সেই অপ্রতিমপ্রভাব
রূপ দাশরথি বিশ্বামিত্র মুনির পশ্চাতে যথাবিধি উপবিষ্ট হইলেন। সেই
দদেব পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিয়া জনক, জানকীর যোগ্যবর বিবেচনা
লেন এবং নিজকৃত পণকে অযোগ্যজ্ঞানে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার প্রদান
তে করিতে শ্রীরাম সকাশে উপস্থিত হইলেন। ২৮

পরে শ্রীরাম জনকের সমাদরে জানকীর কটাক্ষপাতে সংকৃত হইয়া সেই
ন্ত কঠিন ধনু করে লইয়া দুই খণ্ড করিলেন। তখন "রামের জয়" এই
ধ্বনি ত্রিলোকব্যাপ্ত করিল। তাহাতে রামের মহিমা ত্রিলোকে কীর্তিত
। ২৯

মুদা ইতি বা পাঠঃ।

ততো জনকভূপতির্দশরথাত্মজেভ্যো দদৌ
চতস্র উষতীর্মুদা বরচতুর্ভ্য উদ্বাহনে।
স্বলঙ্কৃতনিজাত্মজাঃ পথি ততো বলং ভার্গব-
শ্চকার উররীনিজং রঘুপতৌ মহোগ্রং ত্যজন্॥ ৩০
ততঃ স্বপুরমাগতো দশরথস্তু সীতাপতিং
নৃপং সচিবসংযুতো নিজ বিচিত্রসিংহাসনে।
বিধাতুমমলপ্রভং পরিজনৈঃ ক্রিয়াকারিভিঃ
সমুদ্যতমতিং তদা দ্রুতমবারয়ৎ কেকয়ী॥ ৩১
ততো গুরুনিদেশতো জনকরাজকন্যা যুতঃ
প্রয়াণমকরোৎ সুধীর্যদনুজগঃ সুমিত্রাসুতঃ।
বনং নিজগণং ত্যজন্ গুহগৃহে বসন্নাদরাৎ
বিসৃজ্য নৃপলাঞ্ছনং রঘুপতির্জটাচীরভৃক্॥* ৩২

প্রিয়ানুজযুতস্ততো মুনিমতো বনে পূজিতঃ
স পঞ্চবটিকাশ্রমে ভরতমাতুরং সঙ্গতম্।
নিবার্য্য মরণং পিত্ত্যঃ সমবধার্য্য দুঃখাতুর
স্তপোবনগতোঽবসদ্রঘুপতিস্ততস্তাঃ সমাঃ ॥ ৩৩

শ্লোকার্থ। অনন্তর রাজা জনক রাম প্রভৃতি চারি ভ্রাতাকে উদ্বাহবিধা বরণ করিয়া অলংকৃত এবং সুকন্যা চতুষ্টয় দানে অভিনন্দিত করিলেন। প পথিমধ্যে পরশুরাম রঘুপতির প্রতি নিজ উগ্র পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। ৩

অতঃপর রাজা দশরথ নিজ নগরী অযোধ্যাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মন্ত্রিগণ মন্ত্রণাপূর্বক মহাতেজা রামচন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে বাস করিলেন। তৎকালে কৈকেয়ী সহসা উপস্থিত হইয়া পরিজন পরিবৃত সমু দশরথকে কঠোর নিষেধ করিলেন। ৩১

তৎপরে পিতৃনির্দেশে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলে পুরবাসিগণ তাঁহার সহিত অল্পদূর অনুগমন করিল। শ্রীরামচন্দ্র তাহাদিগ পরিত্যাগ করিয়া গুহকালয়ে[১৩০] উপস্থিত হইলেন এবং রাজপরিচ্ছদ ব পূর্বক জটা ও বল্কল ধারণ করিলেন। ৩২

অনন্তর তিনি বনে পত্নী ও ভ্রাতার সহিত মুনিগণের ন্যায় আচরণ করি পূজিত হইয়াছিলেন। বনমধ্যে সকলেই তাঁহার সৎকার করিল। অবশে তিনি পঞ্চবটীতে[১৩১] কুটির নির্মাণপূর্বক অবস্থান করিলে ভরত বিষন্নমনে তথ উপস্থিত হইলেন। রাম তাঁহাকে নিষেধ পূর্বক ও পিতার মৃত্যু অবধা করিয়া শেষ বৎসরগুলি তপোবনে যাপিত করিলেন। ৩৩

*চীরভৃৎ ইতি বা পাঠঃ। চীরধৃক্ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৩০। গুহক অনার্য নিষাদ জাতির রাজা ছিলেন। তাঁহ সদ্গুণ দর্শনে ভগবান রামচন্দ্র স্বৎসহ মিত্রতা স্থাপন পূর্বক তাঁহাকে আলি করেন। গঙ্গানদীর উত্তর তীরে শৃঙ্গবের পুরে (বর্তমান সঙ্গরুর) তাঁহ রাজধানী ছিল।

১৩১। দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বন অবস্থিত। মহারাষ্ট্র ›ণকালে উক্ত পুণ্যতীর্থ আমি দর্শন করিয়াছি। 'উহার বর্তমান নাম নাসিক র্থ। নাসিক একটি পুণ্যতীর্থ এবং এখানে কুম্ভমেলা বসে। রাবণের ী শূর্পনখার নাসিকা এখানে লক্ষ্মণ কাটিয়া ফেলায় উহার নাম নাসিক য়াছে। এই স্থান হইতে বহুদূরে শ্রীরামচন্দ্র মারীচ বধ করেন। ত্র্যম্বকেশ্বর ৷তশিখরে গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান দর্শনার্থ যাত্রীগণ নাসিক হইতে যাত্রা রেন।

দশাননসহোদরাং বিষমবাণবেধাতুরাং
সমীক্ষ্য বররূপিণীং প্রহসতীং সতীং সুন্দরীম্।
নিজাশ্রয়মভীপ্সতীং জনকজাপতির্লক্ষ্মণাৎ
করালকরবালতঃ সমকরোদ্ বিরূপাং ততঃ ॥ ৩৪
সমাপ্য পথি দানবং খরশরৈঃ শনৈর্নাশয়ম্ *
চতুর্দ্দশ সহস্রকং সমহনৎ *১ খরং সানুগম্।
দশাননবশানুগং কনকচারুচঞ্চন্মৃগং
প্রিয়াপ্রিয়করো বনে সমবধীদ্ বলাদ্রাক্ষসম্ ॥ ৩৫
ততো দশমুখস্ত্বরংস্তমভিবীক্ষ্য রামং রুষাং
ব্রজন্তমনুলক্ষ্মনং জনকজাং জহারাশ্রমে।
ততো রঘুপতিঃ প্রিয়াং দলকুটীরসংস্থাপিতাং
ন বীক্ষ্য তু বিমূর্চ্ছিতো বহু বিলপ্য সীতেতিতাম্ ॥ ৩৬
বনে নিজগণাশ্রমে নগতলে জলে পল্বলে
বিচিত্য পতিতং খগং পথি দদর্শ সৌমিত্রিণা।
জটায়ু বচনাৎ ততো দশমুখাহৃতাং জানকীং
বিবিচ্য কৃতবান্ মৃতে পিতরি বহ্নিকৃত্যং প্রভুঃ ॥ ৩৭

শ্লোকার্থ। পরে কামবাণে পীড়িতা সুবেশা সুন্দরী হাস্যযুক্তা এবং তৎপ্রতি

সাভিলাষা রাবণ-ভগিনী সূর্পণখাকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত করিলে লক্ষ্মণ সুশাণিত করবাল দ্বারা রাক্ষসীর নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন।৩৪

তৎপরে ভগবান রামচন্দ্র পথিমধ্যে অনেক দানবসংহারপূর্বক চতুর্দশ স সৈন্যের অধিনায়ক রাবণের বশীভূত খর-দূষণকে বধ করিলেন। অবশে জানকীর প্রীতি সাধনার্থ তিনি চপলস্বর্ণরূপী মায়ামৃগকে সংহার করেন। ৩৫

অনন্তর পথে রাম ও লক্ষ্মণ যাইতেছেন দেখিয়া দশানন শীঘ্র তদীয় আ হইতে সীতাকে হরণ করিলেন। রামচন্দ্র পর্ণকুটীরে সীতাকে না দেখি 'হা সীতা' বলিয়া বহু বিলাপ করিয়া মূর্ছিত হইলেন।৩৬

পরে ঋষিগণের আশ্রমে, পর্বতগুহায়, জলে এবং গুহার সর্বত্র সীতা অন্বেষণ করিয়া পথিমধ্যে মৃতপ্রায় পতিত জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহ নিকট রাবণকর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া পিতৃতুল্য জটায়ুর মৃত্যু হই তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।৩৭

* শনৈর্নাশয়ন্ ইতি বা পাঠঃ।

*১ সমহনন্ ইতি বা পাঠঃ।

প্রিয়া বিরহকাতরোঽনুজপুর সরো রাঘবো
ধনুর্দ্ধরধুরন্ধরো হরিবলং নবালাপিনম্।
দদর্শ ঋষভাচলাগ্রবিজবালিরাজানুজ-
প্রিয়ং পবননন্দনং পরিণতং হিতং প্রেষিতম্॥ ৩৮
ততস্তদুদিতং মতং পবনপুত্র সুগ্রীবয়ো-
স্তৃণাধিপতিভেদনং নিজনৃপাসনস্থাপিতম্।
বিবিচ্য ব্যবসায়কৈর্নিজসখাপ্রিয়ং বালিনম্
নিহত্য হরি ভূপতিং নিজসখ্যং স রামোঽকরোৎ॥ ৩৯
অথোত্তরমিমাং হরির্জনকজাং সমন্বেষয়ন্
জটায়ুসহজোদিতৈর্জলনিধিং* তরন্ বায়ুজঃ।

দশাননপুরং বিশন্ জনকজাং সমানন্দয়-
ন্নশোকবনিকাশ্রমে রঘুপতিং পুনঃ প্রাযযৌ ॥ ৪০
ততো হনুমতা বলাদমিতরক্ষসাং নাশনং
জ্বলজ্জ্বলনসংকুলজ্বলিতদগ্ধলঙ্কাপুরম্ ।
বিবিচ্য রঘুনায়কো জলনিধিং রুষা শোষয়ন্
ববন্ধ হরিযূথপৈঃ পরিবৃতো নগৈরীশ্বরঃ ।
বভঞ্জ পুরপত্তনং বিবিধ সর্গদুর্গ ক্ষমম্ ।
নিশাচরপতেঃ ক্রুধা রঘুপতিঃ কৃতী সদ্গতিঃ ॥ ৪১

শ্লোকার্থ। সীতাবিয়োগ-কাতর ধনুর্দ্ধর-প্রবর সলক্ষ্ণ রাঘব নবপরিচিত বানরসৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সূর্যপুত্র ঋষভাচল রাজ [১৩২] বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের অমাত্য হনুমানকে দেখিতে পাইলেন। ৩৮

তৎপর সুগ্রীব ও হনুমানের প্রার্থনায় সপ্তপাতালভেদী শর দ্বারা বালিকে সংহারপূর্বক সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তাঁহার কৃপায় সুগ্রীব কপিরাজাধিরাজ হইলেন। ৩৯

অনন্তর বায়ুপুত্র হনুমান জানকীর অন্বেষণ পূর্বক জটায়ুর বাক্যানুসারে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্বক অশোকবনে সুসম্ভাষণে সীতাকে আনন্দিতা করিয়া পুনরায় রঘুপতির নিকট আসিলেন। ৪০

পরে রামচন্দ্র হনুমান কর্ত্তৃক বলপূর্বক রাক্ষস বিনাশ এবং লঙ্কাদাহন অবগত হইয়া সীতা উদ্ধারার্থ ক্রোধে পর্বতদ্বারা সমুদ্রবন্ধনপূর্বক বানরযূথের সহিত লঙ্কায় গমন করিলেন এবং রাক্ষসপতির পুর-প্রাচীর ও দুর্গাদি ধ্বংস করিলেন। ৪১

* জটায়ুবিহগোদিতৈর্জলনিধিং ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৩২। ইহা ঋষ্যমূক বা ঋষভ পর্বত নামে বাল্মীকি কৃত রামায়ণে উল্লিখিত। মাদ্রাজ প্রদেশে বিলারী হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে কিষ্কিন্ধ্যাদি পর্বত অবস্থিত। কিষ্কিন্ধ্যা হইতে চারি ক্রোশ দূরে ঋষ্যমূক পর্বত বিদ্যমান। ঋষ্যমূকের তরাই অঞ্চলে পম্পা সরোবর অবস্থিত। পম্পাকে নদী ও সরোবর

দুইই বলে। সরোবরের জল ছোট নদীতে মিলিত হইয়া পার্শ্বে প্রবাহিত তুঙ্গভদ্রা নদীতে পতিত হয়। মাতঙ্গ সরোবর পম্পার অংশমাত্র। পম্পা পশ্চিমে শবরীর আশ্রম অবস্থিত। নিকটস্থ সরোবরের সম্মুখে গুহা সুগ্রীবাদি চারি বানর থাকিতেন। কিষ্কিন্ধ্যার অন্যদিকে মাল্যবান্ পর্বত দেখ যায়। বর্ষাকালে শ্রীরামচন্দ্র এই পর্বতে আশ্রয় লইতেন। ঈশান কোণে উচ গুহায় শ্রীরামচন্দ্রের বাসস্থান ছিল। উহার নিম্নে পার্বত্য নদী প্রবাহিতা অদ্যাপিও উক্ত পর্বত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভিত। ইহা পূর্বঘাট ও নীলগিরি পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী। এই স্থান হইতে কাবেরী নদী উৎপন্ন হইয়াছে ভাগবত অনুসারে অনেক ঋষভ পর্বত আছে। (১) কৈলাসের নিকটবর্ত পর্বত। ইহা হিমালয়ের স্বর্ণশৃঙ্গ নামে বিদিত। ইহার পাশে রজতময় কৈলা পর্বত। এই দুই পর্বতের মধ্যস্থলে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সন্ধিনী ও সুবর্ণ করণী নামক ঔষধ লতা পাওয়া যায়। (২) দক্ষিণ সাগরের এক পর্বত ইহার উপর রোহিত নামক গন্ধর্ব থাকেন। বাল্মীকি কৃত রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ পর্ব, ৪১ সর্গ) অনুসারে শৈলুষ (বিভীষণের শ্বশুর), গ্রামণী, শিক্ষ, শুক বভ্রু এই পঞ্চ গন্ধর্ব রোহিতপতি। (৩) পূর্ব সাগরের একটি ধবল পর্বত। উক্ত পর্বতের উপর সুদর্শন নামক এক সরোবর অবস্থিত।

বনবাস কালে রাম ও লক্ষ্মণ কিছুকাল চিত্রকুট পর্বতে অবস্থান করেন ইহা পয়স্বিনী নদীর নিকটে অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের বান্দা নগর হইতে প্রা ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব কোণে চিত্রকুট বিদ্যমান। এই পুণ্যতীর্থে অনেক মন্দি দেখা যায়। তন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের মন্দির প্রধান। এখানে মহর্ষি বাল্মীকি আশ্রম আছে। এখানে মন্দাকিনী নামক একটি নদী প্রবাহিতা। ইহা চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। চিত্রকুট পর্বতের বনশো মনোহর।

নতোঽহমনুজযুতো যুধি প্রবলচণ্ডকোদণ্ড ভৃৎ
শরৈঃ খরতরৈঃ ক্রুধা গজরথাশ্বহংসাকুলে।

করালকরবাণতঃ প্রবলকালজিহ্বাগ্রতো
নিহত্য বররাক্ষসান্ নরপতির্বভৌ সানুগঃ ॥ ৪২
ততোঽতিবলবানরৈর্গিরিমহীরুহোচ্চৎকরৈঃ
করালতরতাড়নৈর্জ্জনকজারুষা নাশিতান
নিজঘ্নুরমরার্দ্দিনানতিবালান্ দশাস্যানুগান্
নলাঙ্গদহরীশ্বরাশুগসুতর্ক্ষরাজাদয়ঃ ॥ ৪৩
ততোঽতিবললক্ষ্মণস্ত্রিদশনাথশত্রুং রণে
জঘান ঘনঘোষণানুগগণৈরসৃক্প্রাশনৈঃ।
প্রহস্ত বিকটাদিকানপি নিশাচরান্ সঙ্গতান্
নিকুম্ভ মকরাক্ষকান্ নিশিত খড়্গপাতৈঃ ক্রুধা ॥ ৪৪
ততো দশমুখো রণে গজরথাশ্বপত্তীশ্বরৈ-
বলজ্ঘ্যগণকোটিভিঃ পরিবৃতো যুযোধায়ুধৈঃ।
কপীশ্বরচমূপতেঃ পতিমনন্তদিব্যায়ুধং
রঘূদ্বহঽমনিন্দিতং সপদি সঙ্গতো দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৪৫
দশাননমরিং ততো বিধিবরস্ময়াবর্দ্ধিতং
মহাবলপরাক্রমং গিরিমিবাচলং সংযুগে।
জঘান রঘুনায়কো নিশিতসায়কৈরুদ্ধতং
নিশাচরচমূপতিং প্রবলকুম্ভকর্ণং ততঃ ॥ ৪৬

শ্লোকার্থ। অতঃপর সলক্ষ্মণ রাজা রামচন্দ্র যুদ্ধে প্রবল অত্যুগ্র শরাসন ধারণ পূর্বক হস্তী, অশ্ব ও রথ-পরিবৃত হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ ও করাল-করবাল দ্বারা দুর্জয় রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া করাল কালের রসনাগ্রবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন।৪২

এদিকে নল, অঙ্গদ, কপিরাজ সুগ্রীব, মারুতি ও জাম্ববান্ এবং অন্যান্য মহাবীর কপিগণ তরু নিক্ষেপ, গিরি নিক্ষেপ ও ভীষণ আঘাত দ্বারা সীতার

রোষভরে ইতোপূর্বে নষ্টপ্রায় মহাবলিষ্ঠ সুরশত্রু রাবণানুচর রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন।৪৩

মহাবল লক্ষ্মণ অতিঘোর শব্দকারী শোণিতপায়ী অনুচরবর্গে পরিবৃত ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ সরোষে প্রহস্ত, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ ও বিকট প্রভৃতি রাক্ষসগণকে সুতীক্ষ্ণ অসিপ্রহারে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।৪৪

তদনন্তর দুর্দ্ধর্ষ রাবণ কোটি কোটি গজারূঢ়, রথারূঢ়, অশ্বারূঢ় ও পদাতিক অপরাজেয় সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামস্থলে বানরসেনার অধিপতি সুগ্রীবের প্রভু অসীম দিব্যাস্ত্রধারী যশস্বী রঘুপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৪৫

তখন রঘুবীর রামচন্দ্র ব্রহ্মার নিকট বরলাভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল পরাক্রম, রণভূমিতে অচলবৎ অটল উদ্ধত শত্রু রাক্ষসসেনার অধীশ্বর দশানন ও মহাবল কুম্ভকর্ণকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধ করিলেন। ৪৬

তয়োঃ খরতরৈঃ শরৈর্গগনমাচ্ছাদিতং
বভৌ ঘনঘটাসমং মুখরমত্তড়িদ্বহ্নিভিঃ।
ধনুর্গুণ মহাশনিধ্বনিরাবৃতং ভূতলং
ভয়ঙ্কর নিরন্তরং রঘুপতেশ্চ রক্ষঃপতেঃ॥ ৪৭
ততো ধরণিজারুষা বিবিধ রামবাণৌজসা
পপাত ভুবি রাবণ স্ত্রিদশনাথ বিদ্রাবণঃ।
ততোঽতিকুতুকী' হরির্জ্জ্বলনরক্ষিতাং জানকীং
সমর্প্য রঘুপুঙ্গবে নিজপুরীং যযৌ-হর্ষিতঃ॥ ৪৮
পুরন্দরকথাদরঃ সপদি তত্র রক্ষঃপতিং
বিভীষণমভীষণং সমকরোৎ ততো রাঘবঃ॥ ৪৯
হরীশ্বরগণাবৃতোঽবনিসুতাযুতঃ সানুজো
রথে শিবসখেরিতে সুবিমলে লসৎপুষ্পকে।

মুনীশ্বরগণার্চ্চিতো রঘুপতিস্ত্বযোধ্যাং যযৌ
বিবিচ্য মুনিলাঞ্ছনং গুহগৃহেঽতিসখ্যং স্মরন্॥ ৫০

শ্লোকার্থ। অনন্তর রামচন্দ্র ও দশাননের পরস্পরের খরতর শরনিকরে কাশ আচ্ছন্ন হইল। বোধ হইল, যেন ঘনঘটায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত য়াছে। বাণসমূহের পরস্পর আঘাতে সশব্দ আগ্নেয়স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া চাতে শব্দায়মান বিদ্যুৎ সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। বজ্রধ্বনি সদৃশ নশব্দ দ্বারা ধরাতল সমাচ্ছন্ন হইল। ইহার ফলে তখন রণভূমি মহাভীমমূর্তি রণ করিল। ৪৭

অবশেষে দেবরাজেরও ভয়াবহ দশানন সীতার কোপে ও রামের রতেজে নিহত হইলে, মারুতি প্রফুল্লচিত্তে বহ্নিশুদ্ধা সীতাদেবীকে রাঘব পাশে প্রদানপুর্বক নিজ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন। ৪৮

ইন্দ্রদেবের অনুরোধে রঘুনাথ বিভীষণকে লংকারাজ্যের অধিপতি রিলেন। ৪৯

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বানররাজগণে পরিবৃত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের হত পবন চালিত সুবিমল শোভমান পুষ্পক-রথে আরোহণ পূর্বক যোধ্যায়[১৩৩] গমন করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে বনপ্রবেশ কালীন নিজ নবেশ এবং গুহক চণ্ডালের সহিত সখ্যভাব স্মরণ করিতে লাগিলেন। গরে মুনিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন। ৫০

টিপ্পনী। ১৩৩। ইহা অন্যতম মোক্ষতীর্থ। সন্ত কবি তুলসীদাস যোধ্যাপুরীকে অবধপুরী নামে বর্ণনা করেন। অযোধ্যা উত্তর কোশলের জধানী। বৈবস্বত মনুর আজ্ঞায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সরযূ নদী তীরে যোধ্যাপুরী নির্মাণ করেন। প্রাচীন অযোধ্যা ৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ ও ১২ ক্রোশ স্ত ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল াবতী নগরে রাজত্ব করেন। কিন্তু অযোধ্যাধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাতর র্থনায় পুনরায় তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। কল্পদ্রুম কলিকা অনুসারে

অযোধ্যার অন্য নাম বিনীতা। ইহার ভগ্নাবস্থা দর্শনে মনে প্রবল বৈরাগ্য উ
হয়। এখন উহা দিল্লী হইতে ১৮০ ক্রোশ দূরবর্তী। চৈনিক পর্যটক উহা
অযুতো বা অযুদো আখ্যা দেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ (আরণ্যকাণ্ড, ভার্গববিজ
অনুসারে ইহার একনাম সাকেতপত্তন।

তত নিজগণাবৃতো ভরতমাতুর সান্ত্বয়ন্
স্বমাতৃগণবাক্যতঃ পিতৃনিজাসনে ভূপতিঃ।
বশিষ্ঠমুনিপুঙ্গবৈঃ কৃতনিজাভিষেকো বিভুঃ
সমস্ত জনপালকঃ সুরপতির্যথা সংবভৌ ॥ ৫১

নরা বহুধনাকরা দ্বিজবরাস্তপস্তৎপরাঃ
স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ স্বজনসঙ্গতা নির্ভয়াঃ।
ঘনাঃ সুবহুবর্ষিণো বসুমতী সদা হর্ষিতা
ভবত্যতিবলে নৃপে রঘুপতাবভূৎ সজ্জগৎ ॥ ৫২

গতা যুতসমাঃ প্রিয়ৈর্নিজগুণৈঃ প্রজা রঞ্জয়ন্
নিজাং রঘুপতিং প্রিয়াং নিজমনোভবৈর্মোহয়ন্।
মুনীন্দ্রগণসংযুতোঽপ্যযজদাদি দেবান্ মখৈ-
র্ধনৈর্ব্বিপুলদক্ষিণৈরতুলবাজিমেধৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৫৩

ততঃ কিমপি কারণং মনসি ভাবয়ন্ ভূপতি-
র্জ্জহৌ জনকজাং বনে রঘুবরস্তদা নির্ঘৃণ।
ততো নিজমতং স্মরন সমনয়ৎ প্রচেতঃ সুতো
নিজাশ্রমমুদারধী রঘুপতেঃ প্রিয়াং দুঃখিতাম্ ॥ ৫৪

শ্লোকার্থ। অনন্তর রঘুপতি প্রিয়জন পরিবৃত হইয়া মনোদুঃখে ক
ভরতকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি মাতৃগণের আজ্ঞানুসারে পি
সিংহাসনে উপবেশনান্তে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষি
তাঁহার অভিষেক করিলেন। তিনি ইন্দ্রতুল্য সমস্ত লোকের অধীশ্বর হই
শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫১

ক্রমে তাঁহার প্রজাপুঞ্জ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। বিপ্রগণ তপস্যায় নানিবেশ করিলেন। সকলেই আত্মীয়স্বজন সহ সমবেত হইয়া নির্ভয় হৃদয়ে নাচরণ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে জলদজাল বারিবর্ষণ করায় ধরাসতী লকিতা হইলেন। নিখিল ভুবন সৎপথে স্থাপিত হইল। ৫২

এইরূপে রঘুপতি দশসহস্র বর্ষ অবিরাম নিজ গুণগ্রাম দ্বারা প্রজারঞ্জন রিলেন। তিনি মনোরথ পূরণে প্রাণপ্রিয়া সীতাদেবীর মনোরঞ্জন করিয়া লেন। তিনি মহর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া বিপুল ধন দক্ষিণা প্রদানে বহু যজ্ঞ ও নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দেবগণকে সন্তর্পিত করিলেন। ৫৩

তৎপরে তিনি নির্দয় হইয়া কোন কারণে সীতাদেবীকে বনবাসে প্রেরণ রিলে উদারমনা বাল্মীকি[১৩৪] সীতাকে স্বকীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন।৫৪

টিপ্পনী। ১৩৪। রামায়ণের রচয়িতা মহর্ষি ও প্রচেতার পুত্র। প্রচেতা বরুণ এক মুনির দুই নাম। অনেক পুরাণে দশজন প্রচেতার নাম উল্লিখিত। বর্দ্ধানের ঔরসে ধিষণা নাম্নী পত্নীর গর্ভে জাত প্রাচীনবর্হির সহিত সমুদ্রের ন্যা সবর্ণার বিবাহ হয়। প্রাচীনবর্হির ঔরসে সবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন দশ পুত্রের ম দশ প্রচেতা। তাঁহারা পিতার আজ্ঞায় কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবের কট নারায়ণের মহিমা অবগত হন। যখন তাঁহারা দশহাজার বৎসর যাবৎ মুদ্রে শয়নপূর্বক নারায়ণের আরাধনা করেন, তখন কণ্ডুমুনির কন্যা রিষাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। এই উপাখ্যান ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, র্মপুরাণ ও গরুড়পুরাণে প্রদত্ত। মারিষা প্রথমে দশ রাক্ষস পুত্র লাভ করেন। ৎপরে দক্ষের জন্ম হয়। রামায়ণ, মহাভারত বা অনেক পুরাণে এই নার উল্লেখ নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বাল্মীকি প্রচেতার পুত্র ছিলেন। ল্মীকির পিতা প্রচেতা ভৃগুবংশীয় মুনি ছিলেন। এই কারণে বাল্মীকি র্গব নামে আখ্যাত। উক্ত মর্মে মৎস্যপুরাণে (১২ অধ্যায়ে) এই শ্লোক হয়।

রাবণান্তকরো রাজা রঘুনাং বংশবর্দ্ধনঃ।
বাল্মীকির্যস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ ॥

প্রথমে বাল্মীকির আশ্রম চিত্রকুট পর্বতে ছিল। বাল্মীকিকৃত রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৬ স্বর্গে) আছে, রামচন্দ্র বাল্মীকির আশ্রমে গমন করেন। রঘুনন্দন গোস্বামীর মতে চিত্রকুটের বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা নহেন। দ্বিতীয় বাল্মীকির আশ্রম প্রয়াগের অন্তর্গত তমসা নদীতীরে ছিল। এই তমসা নদী চিত্রকুটের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন ও পূর্বোত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়া প্রয়াগের অল্প দূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস তৎপ্রণীত রঘুবংশ মহাকাব্যে (১৪ সর্গ, ৫২ শ্লোকে) বলেন।—

রথাৎস যন্ত্রা নিগৃহীত বাহাত্তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য।
গঙ্গা নিষাদাহৃত নৌবিশেষস্ততার সন্ধামিব সত্যসন্ধঃ॥

সুমন্ত্র সারথীদ্বারা চালিত রথ হইতে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া সীতাকে নদীতীরে নামাইয়া দেন এবং নিষাদ কর্তৃক আনীত নৌকায় তুলিয়া লইয়া গঙ্গাপারে গমন করেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা রঘুবংশে (১৪ সর্গ, ৭৬ শ্লোকে) এই শ্লোকে বিবৃত।—

অশূন্যতীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোঽপহন্ত্রী তমসাং বগাহ্য।
তৎ সৈকতোৎসংগবলিক্রিয়াভিঃ সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ॥

বাল্মীকি সীতাকে বলিতেছেন, মুনিগণের কুটিরসমূহে পরিপূর্ণ পাপহারী তমসা নদীজলে স্নান এবং উহার তীরে ইষ্টদেবতার পূজা করিলে তুমি মানসিক প্রসন্নতা লাভ করিবে। মহর্ষি বাল্মীকি ও মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় জানা যায়, গঙ্গা ও তমসার সঙ্গমস্থলের অল্প দূরে তমসার বামদিকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। অযোধ্যাধামে সরযূ ও গোমতীর মধ্যস্থলে প্রবাহিত হইয়া উত্তর তমসা পুব দক্ষিণ দিকে আসিয়া প্রয়াগের অল্পদূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অনেকে মন্তব্য করেন, বর্তমান কানপুরের অল্পদূরে গঙ্গার নিকটে বিঠুর নামক স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হইয়া উক্ত আশ্রমে সীতাদেবীকে রাখিয়া আসেন। যাত্রিগণ উক্তস্থানকে বাল্মীকির আশ্রমরূপে নির্দেশ করেন। কিন্তু তথায় তমসা নামে কোন নদী নাই। পূর্বে কথিত হইয়াছে, উত্তর তমসাও বিঠুরের নিকটে গঙ্গার উত্তরে

প্রবাহিতা গোমতী নদীর উত্তরে অবস্থিতা। সেজন্য কেহ কেহ বলেন, বিঠুরে বাল্মীকির আশ্রম ছিল না। প্রয়াগের নিকটে গঙ্গাপারে দক্ষিণ তমসা তটে বাল্মীকির আশ্রম ছিল। লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গমনকালে অযোধ্যার দক্ষিণে আসিয়া শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গা পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। লক্ষ্মণও উক্ত পথে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে আনয়ন করেন। দক্ষিণ তমসা নদীতটে বাল্মীকির আশ্রম ও তপোবন ছিল। বাল্মীকির প্রধান শিষ্য ছিলেন ভরদ্বাজ। শ্রীরাম কর্তৃক রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধারের পরে মহর্ষি বাল্মীকি দক্ষিণ তমসা তটবর্তী তাঁহার আশ্রমে আদি কাব্য রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকি অনুষ্টুপ ছন্দের প্রবর্তক। তমসা নদীর নিকটে এক ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ পক্ষী তীরবিদ্ধ দেখিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনুষ্টুপ ছন্দের এই প্রথম শ্লোক নির্গত হয়।

মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

উক্ত শ্লোক পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড, ৯৪ অধ্যায়ে) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এইরূপ দেখা যায়।

মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাস্ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ পক্ষিণোরেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

প্রধানতঃ উক্ত অনুষ্টুপ ছন্দে রামায়ণ বিরচিত। ইহা ব্যতীত মালিনী প্রভৃতি ছন্দ প্রতি সর্গের অন্তে ব্যবহৃত। কেহ কেহ মন্তব্য করেন, রাম জন্মের ষাট হাজার বর্ষ পূর্বে রামায়ণ বিরচিত। কাহারও কাহারও মতে বাল্মীকি প্রথম জীবনে রত্নাকর দস্যু ছিলেন। তিনি বহুবর্ষ রাম নাম উল্টাভাবে মরা, মরা মন্ত্ররূপে জপ করিয়া সিদ্ধ হন। উঁহার শরীর বল্মীক (উঁইঢিবি) দ্বারা আবৃত হয়। রামনাম জপে পাপমুক্ত হইয়া ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে ডাকেন। সেই সময় তপোমগ্ন মহামুনি বল্মীক ভাঙ্গিয়া উত্থিত হন এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করেন এবং

রামায়ণ লিখিতে আদেশ দেন। মহর্ষির সর্বাঙ্গ বল্মীকে আবৃত হওয়ায় তিনি বাল্মীকি নাম প্রাপ্ত হন।

তত: কুশলবৌ সুতৌ প্রসুষুবে ধরিত্রীসুতা
মহাবলপরাক্রমৌ রঘুপতের্যশোগায়নৌ।
স তামপি সুতান্বিতাং মুনিবরস্তু রামান্তিকে
সমর্পয়দ নিন্দিতাং সুরবরৈঃ সদা বন্দিতাম্ ॥ ৫৫
ততো রঘুপতিস্তু তাং সুতযুতাং রুদন্তীং পুরো-
জগাদ দহনে পুনঃ প্রবিশ শোধনায়াত্মনঃ ॥
ইতীরিতমবেক্ষ্য সা রঘুপতেঃ পদাজে নতা
বিবেশ জননীযুতা মণিগণোজ্জ্বলং ভূতলম্ ॥ ৫৬
নিরীক্ষ্য রঘুনায়কো জনকজাপ্রয়াণং স্মরন্।
বশিষ্ঠগুরুযোগতোঽনুজযুতোঽগমৎ স্বং পদম্ ॥
পুরঃস্থিতজনৈঃ স্বকৈঃ পশুভিরীশ্বরঃ সংস্পৃশন্।
মুদা সরযূজীবনং রথবরৈঃ পরিতো বিভুঃ ॥ ৫৭
যে শৃণ্বন্তি রঘূদ্বহস্য চরিতং কর্ণামৃতং সাদরাৎ
সংসারার্ণবশোষণঞ্চ পঠতামামোদদং মোক্ষদম্।
রোগাণামিহ শান্তয়ে ধনজনস্বর্গোদি*সম্পত্তয়ে
বংশানামপি বৃদ্ধয়ে প্রভবতি শ্রীশঃ পরেশঃ প্রভুঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শ্রীরামচরিত বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। পরে ধরণী-নন্দিনী সীতাদেবী কুশ ও লব নামে দুই মহাবল-পরাক্রম পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ইঁহারা রঘুবীরের নিকট তদীয় যশোগান করেন। বাল্মীকি সপুত্রা সীতাকে রামসকাশে আনয়ন করিলে রঘুনাথ জানকীকে কহিলেন, "তুমি আত্মশুদ্ধ্যর্থ পুনর্ব্বার বহ্নিপ্রবেশ কর।" ভগবান

রামচন্দ্রের আদেশ শুনিয়া জানকী জননী বসুমতীর সহিত পাতালে প্রবিষ্টা হইলেন। ৫৫-৫৬

রঘুপতি এইরূপে জনকনন্দিনীর তিরোধান দর্শনে ও এই ব্যাপার স্মরণ করিতে করিতে গুরু বশিষ্ঠসহ অনুজবৃন্দ, পুরবাসী জনগণ ও পশুবর্গের সহিত প্রীতচিত্তে সরযু নদীর জল স্পর্শ করিয়া দিব্য বিমানারোহণে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন। ৫৭

যাঁহারা এই কর্ণামৃত শ্রীরাম চরিত সমাদরপূর্বক শ্রবণ করিবেন, পরমেশ মহাপ্রভু রামের কৃপায় তাঁহাদের অনায়াসে রোগ শান্তি হইবে, বংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ধনসম্পত্তি, জনবল ও স্বর্গাদি সুখ লাভ হইবে। ইহা পাঠ করিলে অন্তঃকরণ আনন্দিত হইবে, সংসারসাগর শুষ্ক হইবে এবং পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদ লাভ হইবে। ৫৮

* স্বর্গাদি ইতি বা পাঠঃ।

শ্রী কল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
শ্রীরাম চরিত বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ধর্মচক্রের একটি সেবিকা ১৯৭৩ এপ্রিল মাসে নিউমোনিয়া-জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রেরিত হয়। তাহার জ্বর ছাড়িল কিনা, জানার জন্য মহাগৌরী উদ্বিগ্না হইলেন এবং ২০ এপ্রিল শুক্রবার বৈকাল ২টায় ধর্মচক্রে স্ব-কক্ষে শুইয়া খোলা চোখে এই দিব্য দর্শন করিলেন। তিনি নাটমন্দিরে নামিয়া দেখিলেন, দুপুরে প্রখর রৌদ্রে চলিয়া ধর্মচক্রের ফটক দিয়া একটি ১০।১২—বৎসরের ঘোর কাল বালক আসিয়া নাট মন্দিরে ক্লান্ত দেহে টুলে বসিয়া আছে। বালকের গাত্রের নীলাভ দ্যুতি বাহিরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহার চক্ষু দুটি বেশ বড় ও উজ্জ্বল ও করুণার্দ্র, কাঁধে পৈতা, কোমরে সাদা কাপড় ও কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়ান। মহাগৌরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হাসপাতাল থেকে আসছ? ঐ সেবিকা কেমন আছে? উক্ত বালক মৃদু হাস্যে উত্তর দিল, তার জ্বর ছেড়েছে। ইহা শুনিয়া মহাগৌরী আশ্বস্তা হইলেন এবং দোতলায় উঠিয়া বুঝিলেন, এই দেব বালক নিশ্চই বালকল্কি ব্যতীত অন্য কেহ নহে। মহাগৌরীর উদ্বেগ দর্শনে কল্কিদেব ব্যথিত হইয়া হাসপাতালে যাইয়া রুগ্না সেবিকার সংবাদ আনিয়া মহাগৌরীকে দিলেন। এই রূপে ভগবান কল্কিদেব বাল মূর্তি ধরিয়া ধর্মচক্রে গুরুমাতার সহিত গুপ্ত লীলা করেন

তৃতীয় অংশ

চতুর্থ অধ্যায়

রামাৎ কুশোঽভূদতিথিস্ততোঽভূন্নিষধান্নভঃ।
তস্মাদভূৎ পুণ্ডরীকঃ ক্ষেমধন্বাভবৎ ততঃ ॥ ১
দেবানীকস্ততো হীনঃ পরিপাত্রোঽথ হীনতঃ।
বলাহকস্ততোঽর্কশ্চ রাজনাভস্ততোঽভবৎ ॥ ২
খগণাদ্বিধৃতস্তস্মাদ্ধিরণ্যনাভসংজ্ঞিতঃ।
ততঃ পুষ্পাদ্ধ্রুবস্তস্মাৎ স্যন্দনোঽথাগ্নিবর্ণকঃ ॥ ৩
তস্মাৎ শীঘ্রোঽভবৎ পুত্রঃ পিতা মেঽতুল বিক্রমঃ।
তস্মান্মরুং মাং কেঽপীহ বুধঞ্চাপি সুমিত্রকম্ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। মরু বলিলেন, রামের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি ও অতিথির পুত্র নিষধ। তাঁহার পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক ও পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। ১

ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র হীন, হীনের পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র বলাহক, বলাহকের পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র রাজনাভ। ২

রাজনাভের পুত্র খগণ, তৎপুত্র বিধৃত ও বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন এবং তাঁহার পুত্র অগ্নিবর্ণ। ৩

অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র। এই অতুলবিক্রম শীঘ্রই আমার পিতা। আমি শীঘ্রের পুত্র। আমার নাম মরু। কেহ কেহ আমাকে বুধ, কেহ বা আমাকে সুমিত্র নামে অভিহিত করেন। ৪

কলাপগ্রামমাসাদ্য বিদ্ধি সত্তপসি স্থিতম্।
তবাবতারং বিজ্ঞায় ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ৫
প্রতীক্ষ্য কালং লক্ষাব্দং কলেঃ প্রাপ্তস্তবান্তিকম্।
জন্মকোট্যংঘসাং রাশের্নাশনং ধর্ম্ম শাসনম্।
যশঃকীর্ত্তিকরং সর্ব্বকামপূরং পরাত্মনঃ ॥ ৬

কল্কিরুবাচ।

জ্ঞাতস্তবান্বয়স্ত্বঞ্চ সূর্যবংশসমুদ্ভবঃ।
দ্বিতীয়ঃ কোঽপরঃ শ্রীমান্ মহাপুরুষলক্ষণঃ ॥ ৭
ইতি কল্কিবচঃ শ্রুত্বা দেবাপির্মধুরাক্ষরাম্।
বাণীং বিনয় সম্পন্নঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৮

শ্লোকার্থ। এতদিন আমি কলাপ[১৩৫] গ্রামে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলাম। আমি সত্যবতী সুত ব্যাসের মুখে আপনার অবতরনের শুভবার্তা শ্রবণপূর্বক কলিযুগেব লক্ষ বৎসব প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাদপ্রান্তে আসিতেছি। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আপনার নিকটে আগমন করিলে কোটি জন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়, ধর্মের বৃদ্ধি, যশ ও কীর্ত্তিবৃদ্ধি এবং সমস্ত কামনা পুর্ণ হয়। ৫-৬

ভগবান কল্কি বলিলেন, এক্ষণে আমি তোমার বংশাবলি অবগত হইলাম। বুঝিলাম, তুমি সূর্যবংশজাত রাজা। পরন্তু তোমাব সঙ্গে আগত শ্রীমান্ ও মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতেছি ইনি কে? ৭

দেবাপি কল্কির ঈদৃশ মধুরবাক্য শুনিয়া বিনয়পূর্ণ বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৮

টিপ্পণী। ১৩৫। এই গ্রাম হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। যদুকুল ধ্বংস হইলে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামা তপস্যার্থ উক্ত গ্রামে গমন করেন।

দেবাপিরুবাচ।

প্রলয়ান্তে নাভিপদ্মাৎ তবাভূচ্চতুরাননঃ।
তদীয় তনয়াদত্রেশ্চন্দ্র স্তস্মাৎ ততো বুধঃ॥ ৯
তস্মাৎ পুরূরবা যজ্ঞে যযাতি র্নহুষস্ততঃ।
দেবযান্যাং যযাতিস্তু যদুং তুর্ব্বসুমেব চ॥ ১০
শর্ম্মিষ্ঠাহাং * তথাদ্রুহ্যুঞ্চানুং পুরুঞ্চ সৎপতে।
জনয়ামাস ভূতাদির্ভূতানীব সিসৃক্ষয়া॥ ১১
পূরোর্জ্জন্মেজয়স্তস্মাৎ প্রচিন্বানভবৎ ততঃ।
প্রবীরস্তন্মনস্যুর্ব্বৈ তস্মাচ্চাভয়দোঽভবৎ॥ ১২
উরুক্ষয়াচ্চ ত্র্যারুনিস্ততোঽভূৎ পুষ্করারুণিঃ।
বৃহৎক্ষেত্রাদভূদ্ধস্তী যন্নাম্না হস্তিনাপুরম্॥ ১৩

শ্লোকার্থ। দেবাপি বলিলেন, প্রলয়াবসানে আপনার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বুধ, বুধ হইতে পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির ঔরসে ও দেবযানির গর্ভে যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। ৯-১০

হে সৎপতে, যযাতি ও শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু জন্মে। যেমন সৃষ্টিকালে তামস অন্ধকার পঞ্চভূত উৎপাদন করে, তদ্রূপ যযাতিও উক্ত পঞ্চপুত্র লাভ করেন। ১১

পূরুর পুত্র জন্মেজয়, তাঁহার পুত্র প্রচিম্বান, প্রচিম্বানের পুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু ও মনস্যুর পুত্র অভয়দ। ১২

অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, তাঁহার পুত্র ত্র্যারুণি, ত্র্যারুণির পুত্র পুষ্করারুণি, পুষ্করারুণির পুত্র বৃহৎক্ষেত্র ও বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তী রাজার নামেই হস্তিনাপুর[১৩৬] নগর স্থাপিত হয়। ১৩

*শর্ম্মিষ্ঠায়াং ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৩৬। হস্তিনাপুর দিল্লীর পূর্ব-উত্তর কোণে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ

পরে, দারানগরের বার ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বর্তমান গঙ্গানদীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে ও পুরাতন গঙ্গানদীর নিকট অবস্থিত। উহা কুরুপাণ্ডবের রাজধানী ছিল। যখন গঙ্গানদী উক্ত নগর ধ্বংস করেন, তখন কুরুপাণ্ডবের বংশধরগণ প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনা তটে স্থাপিত কৌশাম্বী নগরে বাস করেন। অধুনা উক্ত স্থানের অধিবাসিগণ উহাকে হস্তাপুর বলেন। মীরাটের পঁচিশ মাইল ঈশান কোণে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে হস্তিনাপুর অবস্থিত। রাজা যুধিষ্ঠিরের পাঁচপুরুষ পরে গঙ্গানদী হস্তিনাপুর গ্রাস করেন। সুপ্রাচীন হস্তিনাপুরের অট্টালিকা প্রভৃতি যে সকল ইষ্টকে গঠিত হইত, তাহা ২০ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১০ ইঞ্চি প্রস্থ ও ২০½ ইঞ্চি উচ্চ। উক্ত ইষ্টক প্রাচীন ব্যাবিলন নগরীর ইষ্টক অপেক্ষা বড়। মহাভারত (আদিপর্ব, ৯৫ অধ্যায়) অনুসারে মহারাজ হস্তী হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। আবার আদিপর্বের ৭৪ অধ্যায়ে কথিত আছে, মহারাজা দুষ্মন্তের রাজধানী হস্তিনাপুরে ছিল। উক্ত মর্মে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

তথেত্যুক্তা তু তে সবে প্রতিষ্ঠন্ত মহৌজসঃ।

শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য স্বপুত্রাং গজসাহ্বয়ম্‌॥

শব্দরত্নাবলী কোষমতে গজাহ্ব, গজাহ্বয় বা গজসাহ্বয় শব্দের অর্থ হস্তিনাপুর। দুষ্মন্তকে গ্রহণ করিলে রাজা হস্তীকে পাঁচ পুরুষ নীচে ধরিতে হয়। কিরূপে এই সন্দেহের নিরসন হয়?

অজমীঢ়োঽহিমীঢ়শ্চ পুরমীঢস্ত তৎসুতাঃ।
অজমীঢাদভূদৃক্ষস্তস্মাৎ সংবরণাৎ কুরুঃ॥ ১৪
কুরোঃ পরীক্ষিৎ সুধনুর্জ্জহ্নু র্নিষধ এব চ।
সুহোত্রোঽভূৎ সুধন্বনশ্চ্যবনাচ্চ ততঃ কৃতী॥ ১৫
ততো বৃহদ্রথস্তস্মাৎ কুশাগ্রাদৃষভোঽভবৎ।
ততঃ সত্যজিতঃ পুত্রঃ পুষ্পবান্নহুষস্ততঃ॥ ১৬
বৃহদ্রথান্যভার্য্যায়াং জরাসন্ধঃ পরন্তপঃ।
সহদেবস্ততস্তস্মাৎ সোমাপির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ॥ ১৭

সুরথাদ্‌বিদূরথস্তস্মাৎ সার্ব্বভৌমোহভবৎ ততঃ।
জয়সেনাদ্রথানীকোহভূদ্যুতায়ুশ্চ কোপনঃ॥ ১৮

শ্লোকার্থ। রাজা হস্তীর তিন পুত্র। অজমীঢ, অহিমীঢ, ও পুরমীঢ। অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় সংবরণ ও সংবরণের তনয় কুরু[১৩৭] ।১৪

কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র সুধন্ন, জহ্নু ও নিষধ। সুধন্নর পুত্র সুহোত্র ও সুহোত্রের পুত্র চ্যবন।১৫

চ্যবনের পুত্র বৃহদ্রথ ও বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। তাঁহার পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র পুষ্পবান্ এবং পুষ্পবাণের পুত্র নহুষ।১৬

বৃহদ্রথের অন্য পত্নীর গর্ভে পরন্তপ জরাসন্ধের জন্ম হয়। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি ও সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবাঃ।১৭

শ্রুতশ্রবার পুত্র সুরথ ও সুরথের পুত্র বিদূরথ। তাঁহার পুত্র সার্বভৌম, সার্বভৌমের তনয় জয়সেন ও জয়সেনের তনয় রথানীক। রথানীক হইতে কোপনস্বভাব যুতাযুর জন্ম হয়।১৮

টিপ্পনী। ১৩৭। কুরুরাজ কর্তৃক কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। স্থানুতীর্থ হইতে উহার নাম স্থানীশ্বর হইয়াছে। উহার নানা স্থানে আম্রকুঞ্জ দৃষ্ট হয়। পাঞ্জাবে কাঁঠাল বা আম অধিক হয় না। পানও তথায় দুষ্প্রাপ্য। প্রাচীন স্থানীশ্বর নগর নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সেইস্থানে বর্তমান নগর স্থাপিত। স্থানীশ্বরের নিকট কুরুক্ষেত্রের ময়দান বিস্তীর্ণ ও নির্জন। উক্ত ময়দানে একটি বৃহৎ সরোবর বিদ্যমান। উহার চারিদিকে সিঁড়ি নির্মিত হইয়াছে। ঐ সরোবর পূর্ব-পশ্চিমে ২৩৬৪ হাত লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২৬৬ হাত চওড়া। উহার মধ্যস্থলে ৩৮৬ হাত বৃহৎ একটি চতুষ্কোণ দ্বীপ বিদ্যমান। উক্ত দ্বীপের উত্তরে ও দক্ষিণে ১৮ হাত চওড়া সেতু আছে। ঐ দ্বীপের চারিদিকে পাঁচিল নির্মিত। দ্বীপমধ্যে চন্দ্রকূপ অবস্থিত। ঐ সরোবর মহাতীর্থ। সূর্যগ্রহণকালে বহু যাত্রী ঐ সরোবরে পুণ্যস্নান করেন ও উহার পাশে শ্রাদ্ধাদি করেন। মোগল সম্রাট আকবরের সময় বীরবল উহার চারিদিক বাঁধিয়ে দেন। সম্রাট ঔরংজেব

নানাভাবে উহার অনিষ্ট করেন এবং হুকুম দেন, যে যাত্রী এই সরোবরে স্নান করিবে, তাহাকে উক্ত দ্বীপ হইতে গুলিবিদ্ধ করা হইবে। উক্ত সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে আমীনা বা অভিমন্যুবধ স্থান দেখা যায়। ঐ সরোবরের এক মাইল দূরে কর্ণগড় অবস্থিত। উক্ত গড় নিম্নে ৬৩৩ হাত এবং উপরে ৩৩৩ হাত লম্বা এবং উহার উচ্চতা ২৬ হাত। কুরুক্ষেত্রের সীমা নির্ণয় দুঃসাধ্য। মনুস্মৃতি অনুসারে ব্রহ্মাবর্ত সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী। দৃষদ্বতী বর্তমান ঘাঘ্‌রা নদীরূপে পরিণতা। কুরুক্ষেত্র একটি বিস্তীর্ণ ভূমি। পুরাকালে তথায় বহুদূর প্রসারিত কুরুজাঙ্গল নামে জঙ্গল ছিল। মহাভারতে উল্লিখিত আছে, যমুনা নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে প্রবাহিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য হিরণ্বতীর নিকটে যে বাসস্থান নির্দেশ করেন, তাহাও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে অংশ উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী, তাহাই ব্রহ্মাবর্ত। যে প্রদেশে সরস্বতী বিলুপ্তা হইয়াছেন, উহার পূর্ববর্তী কুরুক্ষেত্রকে মধ্যদেশ বলে। যে কুরুক্ষেত্র মৎস্য দেশ ও পাঞ্চাল দেশের সহিত সংলগ্ন, তাহা ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে খ্যাত। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ ব্যতীত মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে আহমদ্ শাহ আবদালীর বিরুদ্ধে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে পাঁচ লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় বীর সৈন্য ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সরস্বতী নদীতীরে আর্যগণ প্রথম আবাস স্থাপন করেন এবং তথা হইতে চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করেন। এই পুণ্যতোয়া নদীতীর মুনি-ঋষিগণের বেদমন্ত্র উচ্চারণে মুখরিত হইত। তথায় বৈদিক সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়। এই নদীজলের গুণে বেদাদি শাস্ত্র রচিত হয়। সরস্বতী লুপ্তপ্রায় হইলেও উহার ক্ষীণ স্রোত বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে দেখা যায়। ঋগ্বেদে সরস্বতী প্রভৃতি সপ্তনদীর নাম উল্লিখিত এবং সরস্বতীই বিদ্যাদেবীরূপে পূজিতা। মনুসংহিতায় (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭-২৩ শ্লোকে) নিম্নোক্ত সপ্তশ্লোকে ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত ও ম্লেচ্ছদেশের সংজ্ঞা প্রদত্ত।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তর ।।
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ।।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।।
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ।।
কৃষ্ণসারস্তু চরিত মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ ।।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে কথিত। এই ব্রহ্মাবর্ত দেশে বর্ণচতুষ্টয়েব ও সংকীর্ণ জাতিগণের মধ্যে যে আচার পরম্পবাক্রমে আবহমানকাল প্রচলিত, তাহাকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়েকটি দেশ ব্রহ্মর্ষি-দেশ নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। এই সকল দেশেব যে কোন দেশসম্ভূত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সর্বলোক স্ব স্ব সদাচার ও ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরিব মধ্যস্থলে বিনশন দেশের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত। সরস্বতী নদীর লুপ্তপ্রায় প্রদেশের নাম বিনশন। পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী দেশকে পণ্ডিতগণ আর্যাবর্ত্ত বলেন। যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, সেই দেশকে যজ্ঞীয় দেশ বলে। তদ্ভিন্ন দেশ ম্লেচ্ছদেশ নামে নির্দেশিত।

তস্মাদ্দেবাতিথিস্তস্মাদৃক্ষস্তস্মাদ্দিলীপকঃ।
তস্মাৎ প্রতীপকস্তস্য দেবাপিরহমীশ্বর! ।। ১৯

বাজ্যং শান্তনবে দত্ত্বা তপস্যেকধিয়া চিরম্।
কলাপ গ্রামমাসাদ্য ত্বাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ ॥ ২০
মরুণানেন মুনিভিরেভিঃ প্রাপ্য পদাম্বুজম্।
তব কালকরাস্নাস্যাদ্‌যাস্যাম্যাত্মবতাং পদম্ ॥ ২১
তয়োরেবং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ কমললোচনঃ।
প্রহস্য মরুদেবাপী সমাশ্বাস্য সমব্রবীৎ ॥ ২২

শ্লোকার্থ। যুতাযুব তনয় দেবাতিথি, দেবাতিথিব পুত্র ঋক্ষ ও ঋক্ষের পুত্র দিলীপ। দিলীপ হইতে প্রতীপক জন্মে। হে ঈশ্বর, আমি প্রতীপকের পুত্র দেবাপি।১৯

আমি শান্তনুকে স্বীয় রাজ্য প্রদান করিয়া কলাপগ্রামে থাকিয়া একমনে বহুকাল তপস্যা করিতেছিলাম। এক্ষণে আপনার সন্দর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছি। ২০

আমি রাজা মরু এবং মুনিগনের সহিত আপনার চরণসরোজ দর্শন করিলাম। সুতরাং আমাদিগকে আর কালের কবাল কবলে পতিত হইতে হইবে না। আমরা আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের পদপ্রাপ্ত হইব। ২১

কমললোচন কল্কিদেব মরু ও দেবাপির কথা শুনিয়া সহাস্যে আশ্বাস দানান্তে বলিতে লাগিলেন। ২২

কল্কিরুবাচ

যুবাং পরম ধর্ম্মজ্ঞৌ রাজানৌ বিদিতাবুভৌ।
মদাদেশকরৌ ভূত্বা নিজ রাজ্যং ভবিষ্যথঃ * ॥ ২৩
মরোত্বামভিষেক্ষ্যামি নিজযোধ্যাপুরেঽধুনা।
হত্বা ম্লেচ্ছানধর্ম্মিষ্ঠান্ প্রজাভূতবিহিংসকান্ ॥ ২৪
দেবাপে তব রাজ্যে ত্বাং হস্তিনাপুরপত্তনে।
অভিষেক্ষ্যামি রাজর্ষে হত্বা পুকশকান রণে ॥ ২৫

মথুরায়ামহং স্থিত্বা হরিষ্যামি তুবোভয়ম্।
শয্যাকর্ণানুষ্ট্রমুখান একজঙ্ঘান্ বিলোদরান্॥ ২৬
হত্বা কৃতং যুগং কৃত্বা পালয়িষ্যামাহং প্রজাঃ।
তপোবেশং ব্রতং ত্যক্ত্বা সমারুহ্য রথোত্তমম্। ২৭

শ্লোকার্থ। ভগবান কল্কি বলিলেন, আমি জ্ঞাত আছি, তোমরা পরম ধর্মজ্ঞ রাজা। এক্ষণে তোমরা আমার আদেশানুসারে পুনঃ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব রাজ্য পালন কর। ২৩

হে মরো, আমি এক্ষণে প্রজাপীড়ক প্রাণীহিংসক অধার্মিক ম্লেচ্ছগণকে বিনাশপূর্বক তোমাকে তোমার রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে অভিষিক্ত করিব।২৪

হে দেবাপে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুশগণকে সংহার করিয়া তোমাকেও তোমার রাজধানী হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত করিব। ২৫

আমিও মথুরানগরীতে [১৩৮] থাকিয়া তোমাদের ভয় দূর করিব। শয্যাকর্ণ, উষ্ট্রমুখ, একজঙ্ঘ ও বিলোদরগণকে সংহারান্তে আমি সত্যযুগ স্থাপনপূর্বক প্রজাগণকে পালন করিব। তোমরাও তপস্বীর বেশ ও ব্রত পরিত্যাগ পূর্বক মহারথে আরোহণ কর। ২৬-২৭

*ভরিষ্যথঃ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৩৮। বাল্মীকিকৃত রামায়ণে (উত্তর কাণ্ডে) আছে, যমুনা নদীর নিকটে মধুবন নামক স্থানে মধুদৈত্যের পুত্র লবণকে বধ করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী স্থাপন করেন। এই স্থানে তপস্যা করিয়া ধ্রুব ভগবানের দর্শন লাভ করেন। ভাগবত অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মথুরাস্থ কংসের কারাগারে বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং অগ্রজ বলরামের সহিত মিলিত হইয়া কংস বধ করেন। যমুনার দক্ষিণ তীরে মথুরা ধাম অবস্থিত। মথুরা হইতে তিন ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে বৃন্দাবন অবস্থিত। যমুনার বাম তীরে গোকুল। এরিয়ন, প্লিনি ও টলেমী প্রমুখ পাশ্চাত্য ভূগোলতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ মথুরাকে মেথোরা বলেন।

ভগবান কল্কিদেব এই মোক্ষতীর্থ মথুরাধামে ১৩৯২ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইবেন।

যুবাং শস্ত্রাস্ত্রকুশলৌ সেনাগণ পরিচ্ছদৌ।
ভূত্বা মহারথৌ লোকে ময়া সহ চরিষ্যথঃ ॥ ২৮

বিশাখযূপভূপালস্তনয়াং বিনয়ান্বিতাম্।
বিবাহে রুচিরাপাঙ্গীং সুন্দরীং ত্বাং প্রদাস্যতি ॥ ২৯

সাধো * ভূপাল লোকানাং স্বস্তয়ে কুরু মে বচঃ।
রুচিরাশ্বসুতাং শান্তাং দেবাপে ত্বং সমুদ্বহ ॥ ৩০

শ্লোকার্থ। কারণ, তোমরা শস্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োগে কুশল এবং মহারথ। তোমরা আমার সহিত বিচরণ করিবে। ২৮

হে মরো, রাজা বিশাখযূপ বিনয়সম্পন্না রুচিরাপাঙ্গী পরমসুন্দরী স্বীয় তনয়ার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। ২৯

হে মরো, তুমি রাজা হইয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার আদেশ পালন কর। হে দেবাপে, তুমিও শান্তা নাম্নী রুচিরাশ্ব-তনয়াকে বিবাহ কর। ৩০

*মরো ভূপাল ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যাশ্বাসকথাঃ কল্কেঃ শ্রুত্বা তৌ মুনিভিঃ সহ।
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ৌ মেনাতে হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩১

ইতি ব্রুবত্যভয়দে আকাশাৎ সূর্যসন্নিভৌ।
রথৌ নানামণিব্রাতঘটিতৌ কামগৌ পুরঃ।
সমায়াতৌ জ্বলদ্দিব্যাশস্ত্রাস্ত্রৈঃ পরিবারিতৌ ॥ ৩২

দদৃশুস্তে সদো মধ্যে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতৌ।
ভূপা মুনিগণাঃ সভ্যাঃ সহর্ষাঃ কিমিতীরিতাঃ ॥ ৩৩

কল্কিরুবাচ

যুবামাদিত্য সোমেন্দ্রযমবৈশ্রবণাঙ্গজৌ।
রাজানৌ লোকরক্ষার্থমাবির্ভূতৌ বিদন্ত্যমী ॥ ৩৪

শ্লোকার্থ। মরু, দেবাপি ও মুনিগণ কল্কিদেবের অভয়বাণী শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে নিঃসংশয় রূপে জানিলেন তিনি স্বয়ং শ্রীহরি ও ঈশ্বর। ৩১

ভগবান কল্কিদেব এইরূপ অভয়বাণী বলিতেছেন, এমন সময় আকাশপথ হইতে দুইটি কামগামী রথ সম্মুখে অবতীর্ণ হইল। এই রথদ্বয় সূর্যসদৃশ তেজঃ সম্পন্ন, নানাবিধ রত্ন[১৩৯] সমূহে নির্মিত ও সমুজ্জ্বল দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত। ৩২

মুনিগণ, ভূপালগণ ও সভাস্থিত সকলেই সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নিমিত রথদ্বয় সভামধ্যে উপস্থিত দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া 'ইহা কি' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৩৩

ভগবান কল্কিদেব বলিলেন, সকলেই অবগত আছে যে, তোমরা উভয়ে রাজা এবং লোকরক্ষার্থ পৃথিবী পালনের নিমিত্ত সূর্য, চন্দ্র, যম ও কুবেরের অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তোমরা এতকাল প্রচ্ছন্ন আছ। ৩৪

টিপ্পনী। ১৩৯। মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য প্রস্তরখণ্ডকে রত্ন বলে। বৃহৎ সংহিতায় (১০ম অধ্যায়ে) বরাহমিহির বলেন।

দ্বিপহযবনিতাদীনাং স্বগুণবিশেষেণ রত্ন শব্দোঽস্তি।

ইহতূপলরত্নানামধিকারো বজ্র পূর্বাণাম্ ॥

হাতী, অশ্ব ও নারী প্রভৃতি স্ব স্ব গুণবিশেষে রত্ন রূপে আখ্যাত হয়। এইরূপে হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, নারীরত্ন প্রভৃতি উপমা কথিত হয়। হীরকাদি উপলখণ্ডই যথার্থ রত্ন। এখানে রত্ন শব্দ উক্ত অর্থে ব্যবহৃত। অগস্তিমত (৫-৭ শ্লোকে) গ্রন্থে রত্নের উৎপত্তি নিম্নোক্ত শ্লোকত্রয়ে বর্ণিত।—

অবধ্যঃ সর্বদেবানাং বলো নামাসুরোঽভবৎ।

ত্রিদিবেশোপকারায় ত্রিদশৈঃ প্রার্থিতো মখে ॥

তত স্তেনাত্মনঃ কায়ো দেবানাম্ সম্মুখে ধৃতঃ।

দেহে সমর্পিতে শক্রস্তদ্বজ্রেণাহনচ্ছিরঃ ॥

জাতানি রত্ন কূটানি বজ্রেনাহত মস্তকে।

বজ্রসংজ্ঞা কৃতা দেবৈঃ সর্বরত্নোত্তমোত্তমে ॥

বলনামে এক অসুর দেবগণের অবধ্য হইয়াছিল। একদা বলাসুর যজ্ঞ করেন। ইন্দ্রদেবের উপকারার্থ দেবগণ বলের দেহ ভিক্ষা করেন। ইহাতে বল স্বদেহ দেবগণের সম্মুখে স্থাপন করেন। তখন বলের মস্তকে ইন্দ্রদেব বজ্রাঘাত করেন। বজ্রে নিহত বলাসুরের মস্তকে রত্নকূট উৎপন্ন হয়। দেবগণ বলের নাম বজ্র রাখেন। ভাব প্রকাশ বলেন, ধনপ্রার্থী লোকগণ ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হন বলিয়া শব্দশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহার নাম রত্ন রাখেন। যথা—

ধনার্থিনো জনাঃ সর্বে বসন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ।
ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য শুক্রনীতি গ্রন্থে (৪র্থ অধ্যায়, ২য় প্রকরণ, ৪১ শ্লোক) বলেন।—

বজ্রং মুক্তা প্রবালং চ গোমেদশ্চেন্দ্রনীলকঃ।
বৈদূর্য পুষ্পরাগশ্চ পাচির্মাণিক্যমেব চ।
মহারত্নানি চৈতানি নব প্রোক্তাণি সুরিভিঃ॥

বজ্র (হীরক), প্রবাল, গোমেদ, ইন্দ্রনীল, পুষ্পরাগ (পদ্মরাগ), পাচি (মরকত) ও মাণিক্য—পণ্ডিতগণ এই নবরত্নকে মহারত্ন বলেন।

বজ্রং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্যমিত্যাপি॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমাশ্চেতি রত্নন্যুক্তানি বৈ নব॥

ভাবপ্রকাশধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর বাক্য এইরূপ।—

মুক্তাফলং হীরকং চ বৈদূর্যঃ পদ্মরাগকম্,
পুষ্পরাগং চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা।
প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব॥

ভাবমিশ্র, শুক্রাচার্য্য ও বিষ্ণুধর্মোত্তরকার মতে মহারত্ন নববিধ। আবার বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে কথিত আছে, রত্ন ৩৬ প্রকার। নিঃসন্দেহে রত্ন ৩৬ প্রকার,

কিন্তু তন্মধ্যে মহারত্ন নববিধ। অগ্নিপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকাবলীতে ৩৬ প্রকার রত্ন উল্লিখিত।—

রত্নানাং লক্ষণং বক্ষ্যে রত্নং ধার্যমিদং নৃপৈঃ।
বজ্রং মরকতং রত্নং পদ্মরাগং চ মৌক্তিকম্॥
ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্যং গন্ধশস্যকম্।
চন্দ্রকান্তং সূর্যকান্তং স্ফটিকং পুলকং তথা॥
কর্কেতনং পুষ্পরাগং তথা জ্যোতীয়কং দ্বিজ।
স্ফটিকং রাজপর্যঙ্কং তথা রাজময়ং শুভম্॥
সৌগন্ধিকং তথা গন্ধং শঙ্খং ব্রহ্মময়ং তথা।
গোমেদং রুধিরাক্ষং চ তথা ভল্লাতকং দ্বিজ॥
ধূলীং মরকতং চৈব তুথকং সীসমেব চ।
পীলুং প্রবালকং চৈব গিরিবজ্রং দ্বিজোত্তম॥
ভুজঙ্গমমণিং চৈব তথা বজ্রমণিম্ শুভম্।
টিট্টিভং চ ভাগ্যপিণ্ডং ভ্রামরং চ তথোৎপলম্॥

উদ্ধৃত ছয় শ্লোকে ছত্রিশ প্রকার রত্নের নাম উল্লিখিত। তন্মধ্যে যেগুলি উত্তম, সেগুলিকে মহারত্ন বলে। এই কারণে রত্ন সংখ্যা ছত্রিশ হইলেও মহারত্ন নববিধ। বরাহমিহির বলেন।—

রত্নানি বলাদ্দৈত্যাদ্দধীচিতোঽন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবাৎ বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্॥

কেহ বলেন, বল নামক দৈত্যের মস্তক হইতে রত্ন উৎপন্ন। কেহ মন্তব্য করেন, দধীচির অস্থি হইতে রত্ন উৎপন্ন। কোন কোন লোক বলেন, পার্থিব প্রকৃতির প্রভাবে প্রস্তরে বৈচিত্র লক্ষিত হয়। তৎসমুদয়কেই রত্ন বলে। শেষোক্ত মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। পূর্বকালে মাঙ্গলিক দ্রব্যরূপে রত্ন গণ্য হইত। উক্ত মর্মে বৃহৎসংহিতায় (৮০ অধ্যায়) এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

রত্নেন শুভেন শুভং ভবতি নৃপাণাম শুভমশুভেন।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যং দৈবং রত্নাশ্রিতং তজ্জ্ঞৈঃ॥

শুভ রত্ন ধারণ করিলে নৃপগণের শুভ হয় এবং অশুভ রত্ন ধারণের ফলে অশুভ ঘটে। এই কারণে রত্নের দোষ-গুণ বিচার্য্য। পুরাকালে রত্নের গৌরব ও আদর ছিল। লোকে উহাকে শুভ ও পবিত্র মনে করিত।

কালেনাচ্ছাদিতাকারৌ মম সঙ্গাদিহোদিতৌ।
যুবাং রথাবারুহতাং শক্রদত্তং মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৫
এবং বদতি বিশ্বেশে পদ্মানাথে সনাতনে।
দেবা ববর্ষুঃ কুসুমৈস্তুষ্টুবুর্ম্মুনয়োঽগ্রতঃ ॥ ৩৬
গঙ্গাবারিপরিক্লিন্নশিরোভূতিপরাগবান্।
শনৈঃ পর্ব্বতজাসঙ্গশিববৎ পবনো ববৌ ॥ ৩৭
তত্রায়াতঃ প্রমুদিততনুস্তপ্তচামীকরাভো
ধর্ম্মাবাসঃ সুরুচিরজটাচীর ভৃদ্দণ্ডহস্তঃ।
লোকাতীতো নিজ তনুমরুন্নাশিতাঽধর্ম্মসংঘ*
স্তেজোরাশিঃ সনকসদৃশো মস্করী পুষ্করাক্ষঃ ॥ ৩৮
ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
চন্দ্র-সূর্য্যবংশানুকীর্ত্তনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। সম্প্রতি মদীয় আবির্ভাব শ্রবণে তোমরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই স্থানে আসিয়াছ। এক্ষণে তোমরা আমার আদেশক্রমে এই ইন্দ্রদত্ত রথে আরোহণ কর। ৩৫

পদ্মাপতি পরমেশ্বর সনাতন কল্কিদেব এই বাক্য বলিতেছেন, এমন সময় দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ সম্মুখবর্তী হইয়া স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৬

গঙ্গাজল পরিক্লিন্ন, মহেশ্বরের শিরস্থিত বিভূতির পরাগবিশিষ্ট ও পার্বতীর অঙ্গস্পর্শে মঙ্গলময় মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। ৩৭

অনন্তর সেইস্থানে এক ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার শরীরে

আহ্লাদের পুলক প্রকাশ পাইতেছে। ইঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনবৎ উজ্জ্বল। ইনি ধর্মের একমাত্র রক্ষক। ইনি অতি মনোরম চীবর ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার হস্তে দণ্ড শোভিত। ইনি লোকাতীত সাধু পুরুষ। ইঁহার শরীরের বায়ু স্পর্শে পাপপুঞ্জ তিরোহিত হয়। ইনি কনকসদৃশ তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন এবং পদ্মনিভ লোচনদ্বয় শোভিত। ৩৮

ম্লাশিতাকর্ম্মসংঘ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্যঅনুভাগবতে তৃতীয়াংশে চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশ কীর্তন নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

১৬ এপ্রিল ১৯৮৩ মঙ্গলবার বৈকালে মহাগৌরী তাঁহার জননী ও কোন সাধুসহ পাশ্ববর্তী গ্রাণ্ডট্রাংক রোডে বালি পঞ্চানন তলায় একটি পুরাতন নিমগাছের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিগত শিবরাত্রিতে উক্ত নিমগাছ হইতে ফোঁটা ফোঁটা দুগ্ধধারা ঝরে পড়েছিল। মহাগৌরীর মাতা শিবরাত্রির পর দিন তথায় যাইয়া ঐ দুগ্ধ কয়েক ফোঁটা খেয়ে বলেছিলেন, উহা মিষ্ট হলেও নিমগন্ধ যুক্ত ছিল। আরও অনেকে ঐ নিমদুগ্ধ দেখেছেন বা খেয়েছেন, তখন ঐ অদ্ভুত ঘটনা কলিকাতার ২।৩টি বাংলা দৈনিকে বাহির হয়। মহাগৌরী ঐ নিম গাছের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ হইয়া দেখিলেন, ত্রেতাযুগের মাণ্ডব্য মুনির কুমারীকন্যা সত্যবতী ঐ নিমগাছ থেকে বেরিয়ে যুক্ত করে তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। সত্যবতী যৌবনে গৃহত্যাগান্তে অরণ্যে তপস্যা করেন এবং ভাগ্যদোষে চল্লিশ বৎসর বয়সে গর্ভবতী হন ও লোকলজ্জার ভয়ে স্বীয় ভ্রূণ হত্যা করেন। তিনি ভ্রূণ হত্যা করিলেও স্বীয় স্তন্যদুগ্ধক্ষরণ গোপন করিতে অক্ষম হন। সত্যবতী শৈব সাধিকা ছিলেন এবং ঐ দুস্কৃতির ফলে বৃক্ষ যোনিপ্রাপ্ত হন। এই জন্য তিনি বালিগ্রামে শিবমন্দিরের নিকটে নিমগাছ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যহীনা সত্যবতী বৃক্ষযোনি হইতে মুক্তি লাভের জন্য শিবসিদ্ধা মহাগৌরীর নিকট কাতর প্রার্থনা করেন। তখন মহাদেব জানাইলেন, যখন ভগবান কল্কিদেব নরদেহে বঙ্গদেশে আসিবেন, তখন তাঁহার পূতস্পর্শে ঐ নিমগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সত্যবতী বৃক্ষ যোনি হইতে মুক্তি পাইবে। ভাগবতে আছে, কুবেরের দুই পাপীপুত্র নলকুবের ও মনিগ্রীব বৃন্দাবনে যমলার্জুন বৃক্ষরূপে জন্মেছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূতস্পর্শে মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অংশ

পঞ্চম অধ্যায়

শুক উবাচ।

অথ কল্কিঃ সমালোক্য সদসাম্পতিভিঃ সহ।
সমুত্থায় ববন্দে তং পদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ॥ ১
বৃদ্ধং সংবেশ্য তং ভিক্ষুং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্।
পপ্রচ্ছ কো ভবানত্র মম ভাগ্যাদিহাগতঃ॥ ২
প্রায়শো মানবা লোকে লোকানাং পারণেচ্ছয়া।
চরন্তি সর্বসুহৃদ পূর্ণা বিগতকল্মষাঃ॥ ৩

মস্কর্য্যুবাচ।

অহং কৃতযুগং শ্রীশ তবাদেশকরং পরম্।
তবাবির্ভাববিভবমীক্ষণার্থমিহাগতম্॥ ৪

শ্লোকার্থ। শুক পক্ষী বলিলেন, অনন্তর কল্কিদেব ভিক্ষুককে দেখিবামাত্র সভ্যগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি প্রদানে তাঁহার পূজা করিলেন। ১

পরে সকল আশ্রমের নমস্কৃত সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুককে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি আমার শুভাদৃষ্টক্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি কে? ২

সর্বজনসুহৃদ্ পুণ্যবান্‌গণ প্রায়ই লোকগণের উদ্ধারকামনায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন। ৩

ভিক্ষুক মস্করী বলিলেন, হে শ্রীনাথ, আমি একান্ত আপনার অনুগত সত্যযুগ। আমি আপনার আবির্ভাব ও বৈভব দর্শনার্থ এস্থলে আসিয়াছি। ৪

নিরুপাধির্ভবান্ কালঃ সোপাধিত্বমুপাগতঃ।
ক্ষণদণ্ডলবাদ্যঙ্গৈর্মায়য়া রচিতং ত্বয়া॥ ৫
পক্ষাহোরাত্রমাসর্ত্তু সংবৎসরযুগাদয়ঃ।
তবেক্ষয়া চরন্ত্যেতে মনবশ্চ চতুর্দ্দশ॥ ৬
স্বায়ম্ভুবস্তু প্রথমস্ততঃ স্বারোচিষো মনুঃ।
তৃতীয় উত্তমস্তাচ্চতুর্থ* স্তামসঃ স্মৃতঃ॥ ৭
পঞ্চমো রৈবতঃ ষষ্ঠশ্চাক্ষুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বৈবস্বতঃ সপ্তমো বৈ ততঃ সাবর্ণিরষ্টমঃ॥ ৮

শ্লোকার্থ। আপনি নিরুপাধি কালস্বরূপ। আপনি ক্ষণ, দণ্ড, লব প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা এক্ষণে সোপাধি হইয়াছেন। আপনার বৈষ্ণবী মায়ায় সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ৫

আপনার সান্নিধ্যপ্রভাবে পক্ষ, দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, সংবৎসর, যুগ প্রভৃতি এবং চতুর্দশ মনু নিয়মিতরূপে বিচরণ করে। ৬

প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ ও সপ্তম বৈবস্বত মনু এবং অষ্টম মনু সাবর্ণি। ৭-৮

*উত্তমস্তস্মাচ্চতুর্থ ইতি বা পাঠঃ।

নবমো দক্ষসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিস্ততঃ।
দশমো ধর্ম্মসাবর্ণিরেকাদশঃ স উচ্যতে॥ ৯
রুদ্রসাবর্ণিকস্তত্র মনুর্ব্বৈ দ্বাদশঃ স্মৃতঃ।
ত্রয়োদশমনুর্ব্বেদসাবর্ণির্লোকবিশ্রুতঃ॥ ১০
চতুর্দ্দশেন্দ্রসাবর্ণিরেতে তব বিভূতয়ঃ।
যান্ত্যায়ান্তি প্রকাশন্তে নামরূপাদিভেদতঃ॥ ১১
দ্বাদশাব্দসহস্রেণ দেবানাঞ্চ চতুর্যুগম্।
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং সহস্রগণিতং মতম্॥ ১২

শ্লোকার্থ। নবম দক্ষসাবর্ণি মনু, দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মনু, একাদশ ধর্মসাবর্ণি, দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণি, ত্রয়োদশ সর্বত্র বিখ্যাত বেদসাবর্ণি এবং চতুর্দশ মনু ইন্দ্র-সাবর্ণি। এই মনুগণ আপনার বিভূতি স্বরূপ এবং নামরূপাদি ভেদে গমন ও আগমন করিতেছেন এবং প্রকাশিত হইতেছেন। ৯-১১

দেবগণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়। ঐরূপ চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ, তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ এবং এক সহস্র বৎসরে কলিযুগ হয়। ১২

*সাবর্ণিকস্ততঃ ইতি বা পাঠঃ।

তাবৎ শতানি চত্বারি ত্রীণি দ্বৈচৈকমেব হি।
সন্ধ্যাক্রমেণ তেষান্তু সন্ধ্যাংশোঽপি তথাবিধঃ।। ১৩
এক সপ্ততিকং তত্র যুগং ভুঙ্‌ক্তে মনুর্ভুবি।
মনুনামপি সর্ব্বেষামেবং পরিণতির্ভবেৎ।
দিবা প্রজাপতেস্তত্তু নিশা সা পরিকীর্ত্তিতা॥ ১৪
অহোরাত্রঞ্চ পক্ষস্তে মাসসংবৎসরর্ত্তবঃ।
সদুপাধিকৃতঃ কালো ব্রহ্মণো জন্ম মৃত্যুকৃৎ॥ ১৫
শতসংবৎসরে ব্রহ্মাং লয়ং প্রাপ্নোতি হি ত্বয়ি।
লয়ান্তে ত্বন্নাভিমধ্যাদুত্থিতঃ সৃজতি প্রভুঃ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। এই চারিযুগের পূর্বসন্ধ্যা যথাক্রমে চারিশত বৎসর, তিনশত বৎসর, দুইশত বৎসর ও একশত বৎসর। এই চারিযুগের শেষ সন্ধ্যার পরিমাণও উক্তরূপ। ১৩

প্রত্যেক মনু একসপ্ততি যুগ পৃথিবী ভোগ করেন। চৌদ্দ মনুরই এইরূপ পরিণাম হয়। যতকাল চতুর্দশ মনুর অধিকারে থাকে, তাহা ব্রহ্মার একদিন মাত্র। এইকালের পরিমিত সময় ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। এইরূপে কাল, দিবারাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসর ও ঋতু প্রভৃতি উপাধি ধারণপূর্বক ব্রহ্মার জন্ম ও মৃত্যু আদি নিষ্পাদন করেন। ১৪-১৫

একশত বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মা আপনাতে লয়প্রাপ্ত হন। অনন্তর প্রলয়কালের অবসান ঘটিলে প্রভু ব্রহ্মা আপনার নাভিকমলে উৎপন্ন হন। ১৬

তত্র কৃতযুগান্তেঽহং কালঃ সদ্ধর্ম্মপালকম্।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা যত্র তন্নাম্না মাং কৃতং বিদুঃ॥ ১৭
ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য কল্কির্নিজজনোবৃতঃ।
প্রহর্ষমতুলং লব্ধা শ্রুত্বা তদ্বচনামৃতম্॥ ১৮
অবহিত্থামুপালক্ষ্য যুগস্যাহ জনান্ হিতান্।
যোদ্ধুকামঃ কলেঃ পূর্য্যাং হৃষ্টো বিশসনে প্রভুঃ॥ ১৯
গজরথতুরগান্নরাংশ্চ যোধান্ কনকবিচিত্রাবিভূষণাচিতাঙ্গান্।
ধৃতবিবিধ বরাস্ত্রশস্ত্রপূগান্ যুধি নিপুণান্ গণয়ধ্বমানয়ধ্বম্॥ ২০
ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কৃতযুগাগমনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

শ্লোকার্থ। ইহার মধ্যে আমি কালের অংশ কৃতযুগ। আমার অধিকারে সত্য ধর্ম প্রতিপালিত হয়। আমার প্রভাবে প্রজাগণ উত্তম ধর্মানুষ্ঠানে কৃতকৃত্য হয় বলিয়া আমি কৃতযুগ নামে বিখ্যাত। ১৭

অনুচরবর্গের সহিত সত্যযুগের এই বাক্য শুনিয়া কল্কিদেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ১৮

কলিসংহারে সমর্থ ভগবান কল্কিদেব, সত্যযুগের আগমন দেখিয়া কলিযুগের অধিকারে বিশসন নামক পুরীতে সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইয়া অনুগত জনগণকে বলিলেন, যে বীরগণ গজারোহনে বা রথারোহনে যুদ্ধ করিতে সমর্থ, পদাতিক সৈন্য, যাহারা সুবর্ণময় বিবিধ বিচিত্র আভরণে অলংকৃত, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র চালনে সমর্থ, এবং সংগ্রামে সুনিপুণ, তাদৃশ সৈন্যগণ আনয়ন ও গণনা কর। ১৯-২০

শ্রীকল্কি পুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে কৃতযুগের আগমন নামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূত উবাচ।

ইতি তৌ মরুদেবাপী শ্রুত্বা কল্কের্ব্বচঃ পুরঃ।

কৃতোদ্‌বাহৌ রথারূঢ়ৌ সমায়াতৌ মহাভুজৌ ॥ ১

নানায়ুধধরৈঃ সৈন্যৈরাবৃতৌ শূর মানিনৌ।

বদ্ধগোধাঙ্গুলি ত্রাণৌ দংশিতৌ বদ্ধহস্তকৌ ॥ ২

কার্ষ্ণায়সশিরস্ত্রাণৌ ধনুর্দ্ধর ধুরন্ধরৌ।

অক্ষৌহিনীভিঃ ষড়্‌ভিস্তু কম্পয়ন্তৌ ভুবং ভরৈঃ ॥ ৩

বিশাখযূপভূপস্তু গজলক্ষৈঃ সমাবৃতঃ।

অশ্বৈঃ সহস্রনিযুতৈঃ রথৈঃ সপ্ত সহস্রকৈঃ ॥ ৪

পদাতিভির্দ্বিলক্ষৈশ্চ সন্নদ্ধৈধৃত কার্ম্মুকৈঃ।

বাতোদ্ধতোত্তরোষ্ণীষৈঃ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর বিবাহিত মহাবাহু মরু ও দেবাপি, কল্কিদেবের আজ্ঞায় রথারোহণে সম্মুখে আসিলেন।১

তাঁহারা উভয়ে অসংখ্য সৈন্যসমূহে পরিবৃত ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী। তাঁহারা স্বয়ং মহাবীর বলিয়া অভিমানী। তাঁহাদের হস্তসমূহ ও সমস্ত শরীর বর্মে আবৃত এবং অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুলিত্রাণ পরিহিত। ২

তাঁহাদের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ শিরস্ত্রাণে সুশোভিত। তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী এবং ছয় অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পৃথিবী প্রকম্পিত করিতেছেন। ৩

রাজা বিশাখযুপ এক লক্ষ হস্তী, শত লক্ষ অশ্ব ও সপ্তসহস্র রথ [১৪০] দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার সহিত দুই লক্ষ সুসজ্জিত পদাতিক সৈন্য ধনুর্বাণ

হস্তে উপস্থিত হইয়াছিল। বায়ুবেগে তাহাদের উষ্ণীষ ও উত্তরীয়বস্ত্র কম্পমান হইতেছিল। ৪-৫

টিপ্পনী। ১৪০। প্রাচীন কালে যুদ্ধে রথ ব্যবহৃত হইত। বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, অশ্ব দ্বারা রথ বাহিত হইত। রথের আকার ও ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। প্রমাণ পাওয়া যায়, চারি হাজার বৎসর পূর্বেও রথের ব্যবহার হইত। ঋগ্বেদে (৪র্থ মণ্ডল, ২য় সূক্ত) অগ্নিদেবের রথ বর্ণিত। উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত ঋক্‌মন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

অর্যমনং বরুণংমিত্রমেষামিন্দ্রাবিষ্ণু মরুতো অশ্বিনোত।
স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধা ত্রুদু বহ সুহবিষে জনায়॥

হে অগ্নে, তোমার অশ্ব উত্তম, তোমার রথও উত্তম এবং তোমার ধনও উত্তম। এই মর্ত্যলোকে যে যজমানের হব্য উত্তম, তাহার যজ্ঞে অর্যমা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মরুদ্‌গণ ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে আহ্বান কর। উদ্ধৃত ঋকে উক্ত 'সুরথ' শব্দে রথ দেখা যায়। বৈদিক যুগে এক শ্রেণীর শিল্পী শুধু রথ নির্মাণ করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় (চতুর্থ মণ্ডল, ২য় সূক্ত, ১৪ ঋক্) আছে,

অধাহয়দ্বয়মগ্নে ত্বায়া পদভির্হস্তেভিশ্চকৃমা তনূভিঃ।
রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজোঋৎসেমুঃ সুধ্য আশুষাণাঃ॥

হে অগ্নিদেব, যেমন আমরা তোমার ইচ্ছায় হাত, পা ও দেহ দ্বারা কার্য করিতেছি এবং শিল্পিগণ রথ নির্মাণ করিতেছেন, তেমনি শোভমান যজ্ঞরথ অনুষ্ঠানার্থ বাহুবলে কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা তোমাকে উৎপন্ন করে। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঋকমন্ত্র (ঋগ্বেদ সংহিতা, ৪র্থ মণ্ডল, ১৬ সূক্ত, ২ ঋক) পাওয়া যায়।

এবেদিন্দ্রায় বৃষভায় বৃষ্ণো ব্রহ্মাকর্ম ভৃগবো ন রথম্।
নুচিত্থা ন সখ্যা বিয়োষদ সন্ন উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ॥

যাহাতে আমার মিত্রতা বিচ্ছিন্ন না হয় এবং দেহরক্ষকও প্রসন্ন হন, তদ্রূপ আচরণ করিব। সূত্রধর যেমন রথ নির্মাণ করেন, সেইরূপ অভীষ্টপ্রদ নিত্য তরুণ ইন্দ্রদেবের জন্য স্তোত্র রচনা করিব। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের মতে 'ভৃগব'

অর্থে দীপ্তিশালী সূত্রধরগণ। এই ঋক্‌দ্বয়ে রথশিল্পী ও সূত্রধরগণের বর্ণনা প্রদত্ত। ইহাতে জানা যায়, তৎকালে রথের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। এই অনুমান অনুচিত নহে। সায়ণাচার্যের মতানুসারে ভৃগু অর্থে সূত্রধর করিলে জানা যায়, তখন রথ কাষ্ঠে নির্মিত হইত। যুদ্ধকালেও কাষ্ঠ-নির্মিত রথসমূহ ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধরথ গোচর্মে আবৃত থাকিত। উক্ত মর্মে ঋগ্বেদ সংহিতায় (৬ মণ্ডল, ৪৭ সূক্ত, ২৬ ঋকে) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

বনস্পতে বীড্বংগো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীলয়স্বাস্থাতা তে জয়তু জিত্বানি॥

হে বনস্পতে (কাষ্ঠময় রথ), তোমার অবয়ব সমূহ সুদৃঢ় হউক। তুমি আমার বন্ধু ও রক্ষক হও। তুমি শ্রেষ্ঠ বীরগণ বহন করিয়া মুক্ত হও। তুমি গাভীদ্বারা আকৃষ্ট হও। তুমি আমাদিগকে সুদৃঢ় করো। তোমাতে আরূঢ় রথী সারল্য বলে শত্রুজয়ে সমর্থ হয়। ভাষ্যকার গো অর্থে গোচর্ম করায় উক্ত ঋকের অর্থ হয়, রথ গোচর্মে আবৃত। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই যথার্থ মনে হয়। ইহার কারণ, অন্যান্য ঋক্ মন্ত্রে উক্ত আছে যে, অশ্বই রথ টানিয়া লইয়া যায়। উক্ত মর্মে ঋগ্বেদ সংহিতায় (৬ মণ্ডল, ৭৫ সূক্ত, ৬ ঋক্) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

রথেতিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুসারথিঃ।
অভীশূনাং মহিমানং মনায়ত মনঃ পশ্চাদনুযচ্ছন্তি রশ্ময়॥

সুদক্ষ সারথী রথে থাকিয়া পুরস্থিত অশ্বকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করে এবং অশ্বের পশ্চাতে প্রসারিত লাগামসমূহ ধারণ করিয়া থাকে। এই ঋক্ পাঠে স্পষ্ট ভাবে জানা যায়, অশ্ব রথকে টানিয়া লইয়া যায় এবং সারথী অশ্বকে চালিত করে। ঋগ্বেদের নানা মন্ত্রে রথের বর্ণনা পাওয়া যায়। রথারোহী যোদ্ধবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্র রথেই রাখিতেন। উক্ত মন্ত্রে ঋগ্বেদ সংহিতায় (৬ মণ্ডল, ৭৫ সূক্ত, ৮ ঋক্) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

রথবাহনং হবিরস্য নাম যত্রায়ুধং নিহিতমস্য বর্ম্ম।
তত্রা রথমুপশগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানঃ॥

যেরূপে ঘৃত অগ্নি বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ রাজা ধনাদি বহন ও বর্দ্ধন করেন। রথে রাজার অস্ত্র-বর্ম্মাদি থাকে। আমরা প্রসন্নচিত্তে রথকারি ও রথের নিকটে গমন করি। রথ রক্ষার্থ রক্ষক নিযুক্ত হইত। উপনিষৎ, পুরাণ ও কাব্যাদি গ্রন্থে রথাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

রুধিরাশ্বসহস্রাণাং পঞ্চাশদ্ভির্ম্মহারথৈঃ।
গজেন্দ্রশশতৈর্ম্মত্তৈর্নবলক্ষৈর্বৃতো বভৌ॥ ৬
অক্ষৌহিণীভির্দ্দশভিঃ কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
সমাবৃতস্তথা দেবৈরেবমিন্দ্রো দিবি স্বরাট্॥ ৭
ভ্রাতৃপুত্রসুহৃদ্ভিশ্চ মুদিতঃ সৈনিকৈর্বৃতঃ।
যযৌ দিগ্বিজয়াকাঙ্খী জগতামীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ৮

শ্লোকার্থ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত পঞ্চাশ সহস্র রক্তবর্ণ অশ্ব এবং দশ সহস্র মত্ত হস্তী, বহুসংখ্যক মহারথ এবং নয়লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। ৬

পরপুরঞ্জয় কল্কিদেব এই রূপে দেবলোকস্থ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দশ অক্ষৌহিনী সেনায় পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭

জগদীশ্বর প্রভু কল্কি এইরূপে ভ্রাতৃপুত্রগণ, সুহৃদ্গণ ও সৈন্য সমূহে পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয় অভিলাষে যাত্রা করিলেন। ৮

কালে তস্মিন্ দ্বিজো ভূত্বা ধর্ম্মঃ পরিজনৈঃ সহ।
সমাজগাম কলিনা বলিনাপি নিরাকৃতঃ॥৯
ঋতং প্রসাদমভয়ং সুখং মুদমথ স্ময়ম্।
যোগমর্থং ততোঽদর্পং স্মৃতিং ক্ষেমং প্রতিশ্রয়ম্॥১০
নরনারায়ণৌ চোভৌ হরেরংশৌ তপোব্রতৌ।
ধর্ম্মস্তেতান্ সমাদায় পুত্রান্ স্ত্রীশ্চাগতস্ত্বরণ॥১১
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতি।
বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষা চ হ্রীর্ম্মূর্ত্তি ধর্ম্ম পালকাঃ॥১২
এতাস্তেন সহায়াতা দ্বিজবন্ধুগণৈঃ সহ।
কল্কিমালোকিতুং তত্র নিজকার্য্যং নিবেদিতুম্॥ ১৩

শ্লোকার্থ। এই সময় শক্তিমান্ কলি কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া ধর্ম ব্রাহ্মণ বেশে তথায় আসিলেন। ৯

তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে ঋত, প্রসাদ, অভয়, সুখ, প্রীতি, যোগ, অনহংকার, স্মৃতি, ক্ষেম, প্রতিশ্রয় এবং শ্রীহরির অংশ ভূত তপোনিষ্ঠ নরনারায়ণ ছিলেন।

ধর্মের স্ত্রী, পুত্র এবং শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী প্রমুখ ধর্মপালকগণ স্বীয় বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকল্কিকে দর্শন এবং নিজ কার্য নিবেদন করিতে ধর্মের সহিত সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। ১০-১৩

* সমাজগাম কলিনা বলিনাপি নিরাকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

কল্কির্দ্বিজং সমাসাদ্য পূজয়িত্বা যথাবিধি।
প্রোবাচ বিনয়াপন্নঃ কস্ত্বং কস্মাদিহাগতাঃ॥ *১৪
স্ত্রীভিঃ পুত্রৈশ্চ সহিতঃ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ।
কস্য সা বিষয়াদ্রাজ্ঞস্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ *১॥ ১৫
পুত্রাঃ স্ত্রিয়শ্চ তে দীনা হীনস্ববলপৌরুষাঃ।
বৈষ্ণবাঃ সাধবো যদ্বৎ পাষণ্ডৈশ্চ তিরস্কৃতাঃ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। কল্কিদেব ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বিনয়পূর্বক যথাবিধি তাঁহার সংকার করিলেন এবং বলিলেন, আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? ১৪

আপনি ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রী ও পুত্রগণ সহ কোন্ রাজ্য হইতে আগমন করিলেন, তাহা আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বলুন।১৫

পাষণ্ড কর্তৃক পরাভূত বিষ্ণুভক্ত সাধুগণের ন্যায় আপনার স্ত্রী ও পুত্রবৃন্দ বলহীন, পৌরুষহীন ও একান্ত কাতর হইয়াছেন।১৬

* কস্মাদিহাগতঃ ইতি বা পাঠঃ। *১ তাবতঃ ইতি বা পাঠঃ।

কল্কেরিতি বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মঃ শর্ম্ম নিজং স্মরন্।
প্রোবাচ কমলানাথম্ অনাথস্তুতিকাতরঃ॥ ১৭
পুত্রৈঃ স্ত্রীভির্নিজজনৈঃ কৃতাঞ্জলিপুটৈর্হরিম্।
স্তুত্বা নত্বা পূজয়িত্বা মুদিতং তং দয়াপরম্॥ ১৮

ধর্ম্ম উবাচ।

শৃণু কল্কে মমাখ্যানং ধর্ম্মোঽহং ব্রহ্মরূপিণঃ।
তব বক্ষঃস্থলাজ্জাতঃ কামদঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১৯
দেবানামগ্রণীর্হব্যকব্যানাং কামধুগ্ বিভুঃ।
তবাজ্ঞয়া চরাম্যেব সাধুকীর্ত্তিকৃদন্বহম্॥ ২০

শ্লোকার্থ। অনাথ ও কাতর ধর্ম কমলানাথ কল্কিদেবের বাক্য শুনিয়া নিজ মঙ্গল কামনায় উত্তর দিলেন। ১৭

প্রথমতঃ তিনি পুত্রগণ, স্ত্রীগণ ও অনুচরবর্গের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আনন্দস্বরূপ দয়ানিধি শ্রীহরির পূজান্তে নমস্কার পূর্বক স্তব করিলেন।১৮

অনন্তর ধর্ম বলিলেন, হে কল্কিদেব, আমার বিবরণ শ্রবণ করুন। আমি পিতামহরূপী আপনার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন। আমার নাম ধর্ম। আমি সকল প্রাণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।১৯

আমি দেবগণের অগ্রগণ্য। আমি সর্বযজ্ঞে হব্যকব্যের অংশভোগী এবং যজ্ঞফল দানে সাধুগণের কামনা পূর্ণ করি। আমি আপনার আজ্ঞানুসারে নিয়ত সাধুগণের মঙ্গল সাধনে বিচরণ করি।২০

সোঽহং কালেন বলিনা কলিনাপি নিরাকৃতঃ।
শককাম্বোজশবরৈঃ সর্ব্বৈরাবাসবাসিনা॥ ২১
অধুনা তেঽখিলাধার। পাদমূলমুপাগতাঃ।
যথা সংসার কালাগ্নিসন্তপ্তাঃ সাধবোঽর্দ্দিতাঃ॥ ২২
ইতি বাগ্ভিরপূর্ব্বাভির্ধর্ম্মেণ পরিতোষিতঃ।
কল্কিঃ কল্কহরঃ শ্রীমানাহ সংহর্ষয়ন্ শনৈঃ॥ ২৩

ধর্ম্ম ! কৃতযুগং পশ্য মরুং চণ্ডাংশুবংশজম্ ।
মাং জানাসি যথা জাতং ধাতৃ প্রার্থিতবিগ্রহম্ ॥ ২৪

শ্লোকার্থ। এক্ষণে শক[১৪১], কম্বোজ[১৪২], শবর[১৪৩] প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতিগণ কলির অধিকারে বাস করিতেছে। সেই বলবান্ কলি কর্তৃক আমি কালক্রমে পরাভূত হইয়াছি। হে জগদাধার, এক্ষণে সাধুগণ সংসাররূপ কালাগ্নিতে সন্তপ্ত ও পীড়িত হইয়াছেন। এজন্য আমি আপনার চরণোপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। ২১-২২

পাপহারী শ্রীমান্ কল্কিদেব ধর্মের অপূর্ব বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া সকলের হর্ষোৎপাদনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, হে ধর্ম, এই দেখ, সত্যযুগ উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি সূর্যবংশীয় রাজা। ইহার নাম মরু। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় যেরূপ শরীর ধারণ করিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। ২৩-২৪

টিপ্পনী। ১৪১। শক সাইথিয়ান (Scythian) জাতি বিশেষ। শক জাতির আদি বাসভূমি ছিল শাকদ্বীপ। গ্রীক দেশীয় ইতিহাসে শাকদ্বীপ শাকতাই বা সিথিয়া নামে উল্লিখিত। প্রাচীন ঐতিহাসিক ষ্ট্রোবা বলেন, মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্বদিকে অবস্থিত দেশের নাম সিথিয়া। প্রাচীন ভৌগলিক টলেমীর মতে শক বা শকাই ও সিথিয়া দুই ভিন্ন দেশ। শকাই দেশের পশ্চিম সীমান্ত সাগড্যানাই (Sogdiainoi) সিথিয়া দেশের ইয়াক নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। উহার পূর্ব সীমান্তে অস্কটংকস্ (Askatangkas) পর্বতশ্রেণী ও হিমালয় পর্বত অবস্থিত। উহার দক্ষিণ সীমান্তেও হিমালয় পর্বত প্রসারিত।

১৪২। ইহারা অনার্য জাতি। গ্রিফিথ সাহেব অনুমান করেন, আরোচেসিয়ার (Arochasea) অধিবাসী কম্বোজ। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করেন, প্রাচীন কাবুল রাজ্যই কম্বোজ দেশ এবং হিন্দুকুশ পর্বতের অধিবাসীই কম্বোজ জাতি। ম্যাক্‌রিণ্ডল সাহেবের মতে আরাখোসিয়া (Arakhosia) বর্তমান আফগানিস্থানের পূর্বাংশ সিন্ধুনদ পর্যন্ত এবং উত্তর

সীমান্ত ঘুব পর্বত অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত। ইহাতে প্রতীত হয়, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তই সত্য। ইহার কারণ, কাবুল ও আফগানিস্থান একই দেশ আব হিন্দুকুশ পর্বতের নামও পাওয়া যায়। "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক ভূবৃত্তান্ত"গ্রন্থের লেখক অনুমান করেন, উহা কাম্বোজ উপসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ। এই মত কেহ কেহ গ্রহণ করেন না।

১৪৩। শবরজাতি হিন্দুস্থানের পার্বত্য জাতি বিশেষ। এই জাতি ময়ুর-পাখাকে একটি উত্তম অলংকার মনে করে। বাণপুর হইতে কটক পর্যন্ত খুরদা নামক স্থানের জঙ্গলে এবং গোদাবরী নদীর দুই তীবস্থ জঙ্গলে শৌর নামে দুই অনার্য জাতি আছে। ইহারাই প্রাচীন শবব জাতি। কানিংহাম সাহেব টলেমীর কথিত শবরাই জাতিকে প্লিনি কথিত শুয়ারী জাতি রূপে গ্রহণপূর্বক প্রাচীন শবব জাতি বলেন। কানিংহামের মতে শবর জাতির নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। তাহারা বনে জঙ্গলে ভ্রমণ ও নিবাস করে। দক্ষিণ দিকে পেন্নার নদী পর্যন্ত উহাদের আবাসভুমি ছিল। এই শবব জাতিকে অনেকে গোয়ালিয়রের দক্ষিণ পশ্চিমের জাতিবিশেষ এবং দক্ষিণ রাজপুতনার জাতি-বিশেয মনে করেন। য়ুল সাহেব দক্ষিণ দিকে শম্ভলপুর পর্যন্ত উহাদের বাসস্থান নির্দেশ করেন।

কীটকে বৌদ্ধদলনমিতি মত্বা সুখ ভবী।
অবৈষ্ণবানামন্যেষাং তবোপদ্রবকারিণাম্।
জিঘাংসুর্যামি সেনাভিশ্চর গাং ত্বং বিনির্ভয়ঃ॥ ২৫
কা ভীতিস্তে ক্ব মোহোঽস্তি যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ
সহিতঃ সঙ্কর বিভো। ময়ি সত্যে ব্যুপস্থিতে॥ ২৬
অহং যামি ত্বয়া গচ্ছ স্বপুত্রৈর্বান্ধবৈঃ সহ।
* বিশাং জয়ার্থ ত্বং শত্রুনিগ্রহার্থং জগৎপ্রিয়॥ ২৭
ইতি কল্কের্ব্বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মঃ পরমহর্ষিতঃ।
গন্তুং কৃতমতিস্তেন আধিপত্যমমুং স্মরন্॥ ২৮

শ্লোকার্থ। কীটক দেশবাসী বৌদ্ধগণ মৎ কর্তৃক কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা জানিলে তুমি সুখী হইবে। যাহারা বৈষ্ণব নহে, যাহারা তোমার প্রতি উপদ্রব করিয়া থাকে, আমি তাহাদের সংহারের জন্য সেনাগণের সহিত যাত্রা করিতেছি। এক্ষণে তুমি নির্ভয়চিত্তে ভূতলে বিচরণ কর।২৫

যখন আমি উপস্থিত হইয়াছি, যখন সত্যযুগ আগমন করিয়াছে, তখন তোমার ভয় কি? তুমি কি জন্য মোহগ্রস্থ হইতেছ? সুতরাং তুমি যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতের সহিত বিচরণ কর। ২৬

হে ধর্ম, তুমি জগতের প্রিয়। তুমি পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত দিগ্বিজয়ার্থ এবং শত্রু সংহারের জন্য যাত্রা কর। আমি তোমার সহিত গমন করিতেছি। ২৭

কল্কিদেবের এই কথা শুনিয়া ধর্ম অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং স্বীয় আধিপত্য স্মরণ পূর্বক ভগবান কল্কির সহিত গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।২৮

* দিশাং ইতি বা পাঠঃ।

সিদ্ধাশ্রমে নিজজনানবস্থাপ্য স্ত্রিয়শ্চ তাঃ ॥ ২৯
সন্নদ্ধঃ সাধুসৎকারৈর্ব্বেদব্রহ্মমহারথঃ।
নানাশাস্ত্রান্বেষণেষু সংকল্পবরকার্ম্মুকঃ ॥ ৩০
সপ্তস্বরাশ্বো ভূদেবসারথির্ব্বহ্নিরাশ্রয়ঃ।
ক্রিয়াভেদবলোপেতঃ প্রযযৌ ধর্ম্ম নায়কঃ ॥ ৩১
যজ্ঞদানতপঃ পাত্রৈর্যমৈশ্চ নিয়মৈর্বৃতঃ।
খশকাম্বোজকান্ সর্ব্বান্ শবরান্ বর্ব্বরানপি ॥ ৩২
জেতুং কল্কির্যযৌ যত্র কলেরাবাসমীপ্সিতম্।
ভূতবাসবলোপেতং সারমেয়বরাকুলম্ ॥ ৩৩

শ্লোকার্থ। ধর্ম যাত্রাকালে স্ত্রী ও অনুচরগণকে সিদ্ধাশ্রমে[১৪৪] রাখিয়া গেলেন। তিনি যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সাধুবৃন্দের সৎকার তাঁহার

রণবেশ হইল। বেদ এবং ব্রহ্ম মহারথস্বরূপ উপস্থিত হইল। নানাবিধ শাস্ত্রান্বেষণ-বিষয়ক শুভ সংকল্প তাঁহার শরাসন সদৃশ হইল। ২৯-৩০

বেদের সপ্তস্বর[১৪৫] তাঁহার রথের সপ্ত অশ্ব হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সারথি এবং বহ্নি তাঁহার আশ্রয়, আসন হইলেন। এইভাবে ধর্মনায়ক বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ মহাবলে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ৩১

এইরূপে কল্কিদেব যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যম, নিয়ম প্রভৃতি পাত্রগণে পরিবৃত হইয়া খশ[১৪৬], কম্বোজ, শবর, বর্বরাদি ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত কলির ঈপ্সিত আবাসে গমন করিলেন। কলির আবাস ভূতাবাসে-পরিণত হওয়ায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ইহার চারিদিক কুকুরসমূহে পরিবৃত ছিল। ৩২-৩৩

টিপ্পনী। ১৪৪। ইহা একটি তীর্থস্থান। সিদ্ধাশ্রম দুইটি আছে, একটি বিশ্বামিত্রের, অন্যটি গণেশের। শৌনকাদি মুনিগণের নিকট সমগ্র ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া সূত বলেন,

যুষ্মাকং পাদপদ্মানি দৃষ্ট্বা পুণ্যানি শৌনক।
অথ সিদ্ধাশ্রমং যামি যত্র দেব গণেশ্বরঃ ॥

এই শ্লোক ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৩৩ অধ্যায়ে) প্রদত্ত। ইহার অর্থ, হে শৌনক, তোমাদের পুণ্যপ্রদ পাদপদ্ম দর্শন করিয়া সিদ্ধাশ্রমে গণেশ্বর দেবদর্শনে যাইব। এই সিদ্ধাশ্রমের অন্য নাম নারায়ণাশ্রম। সূতমুনি বলেন, 'বিদায় দেহী বিপ্রেন্দ্র যামি নারায়ণাশ্রমম্।' অর্থাৎ হে বিপ্রবর, আমাকে বিদায় দিন। আমি নারায়ণাশ্রমে যাইব। দ্বিতীয় সিদ্ধাশ্রম হিমালয় পর্বতে অবস্থিত। হরিদ্বার তীর্থও হিমালয়ের পাদদেশে বিদ্যমান। উক্তস্থানে ভগবান কল্কিদেবের নিকট ধর্মদেব আসিলেন। এই কারণে জানা যায়, এই সিদ্ধাশ্রম হরিদ্বারের সন্নিকট কোন স্থানে অবস্থিত।

১৪৫। স্বরযোগে সামমন্ত্র গীত হয়। সামবেদে গেয়গান ও উহ্যগানাদি প্রদর্শিত। যে স্বরসংযোগে সামগান গীত হয়, তাহাকে বৈদিক স্বর বলে। স্বর বেদে প্রযুক্ত হইলে বৈদিক এবং লোকে প্রযুক্ত হইলে লৌকিক বলে। মূল

সপ্তস্বর অভিন্ন। বৈদিক ও লৌকিক স্বরভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। মহর্ষি পাণিনী রচিত শিক্ষাগ্রন্থে (১১-১২ শ্লোকে) আছে।

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচি॥
উদাত্তো নিষাদগান্ধারাবনুদাত্ত ঋষভধৈবতৌ।
স্বরিত প্রভবা হেতে ষড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর ত্রিবিধ এবং কালভেদে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতো হয়। উদাত্ত স্বরে নিষাদ ও গান্ধার স্বরদ্বয়, অনুদাত্ত স্বর হইতে ঋষভ ও ধৈবত স্বরদ্বয় এবং স্বরিত স্বর হইতে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরত্রয় উৎপন্ন হয়। সঙ্গীত বিদ্যায় অহোবল পারদশা ছিলেন। তৎ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীত পারিজাত গ্রন্থের ৬৩-৬৪ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইল।

রঞ্জয়তি স্বতঃ স্বান্তং শ্রোতৃণামিতি তে স্বরাঃ।
ষড়জর্ষভৌ চ গান্ধারস্তথা মধ্যমে পঞ্চমৌ॥
ধৈবতশ্চ নিষাদোঽয়মিতি নামভিরীরিতাঃ।
শুদ্ধত্বাবকৃতত্বাভ্যাং স্বরা দ্বেধা প্রকীর্তিতাঃ॥

স্বরকে স্ববশে আনিয়া শ্রবণ করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্তস্বর শুদ্ধ ও বিকৃত দুই ভাগে বিভক্ত। ঋক্‌বেদে ও যজুর্বেদে স্বরত্রয় ব্যবহৃত এবং সামবেদে পাঁচ বা সপ্তস্বর প্রযুক্ত। প্রথম বেদাঙ্গ শিক্ষা সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা, অমোঘনন্দিনী শিক্ষা, মহর্ষি মাধ্যন্দিন প্রণীত শিক্ষা, রত্ন প্রদীপিকা শিক্ষা, কেশবী শিক্ষা, মল্লশর্মকৃত শিক্ষা ও নারদীয় শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৪৬। খশ একপ্রকার অনার্যজাতি। এই জাতি কাশ্মীর-পার্শ্বস্থ পর্বতে বাস করে। ইহাদের বর্তমান নাম মশিয়াদ। ইহারা ভোট বা ভুটিয়া জাতির নিকটে বাস করে। গাড়োয়াল বা কুমায়ুন পাহাড়ে এবং অলকানন্দা ও কালী-গঙ্গার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে ইহারা বাস করে।

গোমাংসপূতিগন্ধাঢ্যং কাকোলূকশিবাবৃতম্।
স্ত্রীণাং দুর্দ্দ্যূতকলহ বিবাদ ব্যসনা শ্রয়ম্ ॥ ৩৪

ঘোরং জগদ্ভয়করং কামিনীস্বামিনং গৃহম্।
কলিঃ শ্রুত্বোদ্যমং কল্কেঃ পুত্র পৌত্রবৃতঃ ক্রুধা ॥ ৩৫

পুরাদ্ বিশসনাৎ প্রায়াৎ পেচকাক্ষরথোপরি।
ধর্ম্মঃ কলিংসমালোক্য ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৬

যুযুধে তেন সহসা কল্কিবাক্য প্রচোদিতঃ।
ঋতেন দম্ভঃ সংগ্রামে প্রসাদো লোভমাহ্বয়ৎ ॥ ৩৭

শ্লোকার্থ। এইস্থানে গোমাংসের দুর্গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে এবং কাক ও উলূকগণ চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত আছে। ইহা নারীগণের কলহ, বিবাদ, বিবিধ ব্যসন ও দ্যূতক্রীড়ার আশ্রয়। ৩৪

এই পুরী ঘোররূপ ও জগতের ভয়জনক। এখানে সকলেই নারীগণের আজ্ঞাবহ। কল্কির যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ শুনিয়া কলি ক্রোধভরে পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া পেচকধ্বজ রথে আরোহণপূর্বক বিশসন নগর হইতে নির্গত হইল। ধর্ম কলিকে দেখিয়া ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া কল্কির আজ্ঞায় তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋতের সহিত দম্ভের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রসাদ লোভকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। ৩৫-৩৭।

সময়াদভয়ং ক্রোধো ভয়ং সুখমুপাযযৌ।
নিরয়ো মুদমাসাদ্য যুযুধে বিবিধায়ুধৈঃ * ॥ ৩৮
আধির্যোগেন চ ব্যাধিঃ ক্ষেমেণ চ বলীয়সা।
প্রশ্রয়েণ তথা গ্লানির্জরা স্মৃতিমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৩৯
এবং বৃত্তো মহাঘোরো যুদ্ধঃ পরমদারুণঃ।
তং দ্রষ্টুমাগতা দেবা ব্রহ্মাদ্যাঃ খে বিভূতিভিঃ ॥ ৪০
মরুঃ খশৈশ্চ কাম্বোজৈর্যুযুধে ভীমবিক্রমৈঃ।
দেবাপিঃ সমরে চৈনৈর্ব্বর্ব্বরৈস্তদ্ গণৈরপি ॥ ৪১

শ্লোকার্থ। অভয়ের সহিত ক্রোধ এবং সুখের সহিত ভয় সংগ্রাম করিল। নিরয় প্রীতির নিকট উপস্থিত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৮

আধি যোগের সহিত এবং ব্যাধি বলীয়ান্ ক্ষেমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। গ্লানি প্রশ্রয়ের সহিত এবং জরা স্মৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৯

এইরূপে অতি দারুণ মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেই যুদ্ধ দর্শনার্থ স্ব স্ব বিভূতি সহ আকাশ পথে আগমন করিলেন।৪০

ভীম বিক্রম খশ ও কাম্বোজগণের সহিত মরু যুদ্ধ করিলেন। চীন, (চোল) বর্বর ও তাহাদের অনুচরবর্গের সহিত দেবাপি সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন।৪১

* বিবিধায়ুধৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

বিশাখযূপভূপালঃ পুলিন্দৈঃ শ্বপচৈঃ সহ।
যুযুধে বিবিধৈঃ, শস্ত্রৈরস্ত্রৈর্দিব্যৈর্মহাপ্রভৈঃ ॥ ৪২
কল্কিঃ কোকবিকোকাভ্যাং বাহিনীভির্ব্বরায়ুধৈঃ।
তৌ তু কোকবিকাকৌ চ ব্রহ্মণো বরদর্পিতৌ ॥ ৪৩
ভ্রাতরৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ মত্তৌ যুদ্ধবিশারদৌ।
এক রূপৌ মহাসত্ত্বৌ দেবানাং ভয়বর্দ্ধনৌ ॥ ৪৪
পদাতিকৌ গদাহস্তৌ বজ্রাঙ্গৌ জয়িনৌ দিশাম্।
শূন্তৈঃ পরিবৃতৌ মৃত্যুজিতাবেকত্র যোধনাৎ* ॥ ৪৫

শ্লোকার্থ। রাজা বিশাখযূপ পুলিন্দ ও শ্বপচগণের সহিত প্রভাবশালী পাশ[১৪৭], ঋষ্টি[১৪৮], গদা[১৪৯] প্রভৃতি বিবিধ দিব্য অস্ত্রশস্ত্র সমূহ দ্বারা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।৪২

ভগবান কল্কিদেব সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া বিবিধ উত্তম অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপে কোক ও বিকোকের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কোক ও বিকোক ব্রহ্মার বরে অতিশয় দর্পান্বিত হইয়াছিল।৪৩

এই দুই ভ্রাতা দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত উন্মত্ত এবং সমরে

সুনিপুণ। উহারা পবস্পব একাত্মস্বরূপ বলশালী এবং দেবতাগণেরও ভয়-জনক।৪৪

ইহাদের শরীর বজ্রসম কঠিন। ইহারা দিগ্বিজয়ী। দুই ভ্রাতা একত্রে সংগ্রাম করিলে মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে। ইহারা উভয়ে মহাবীর পদাতিক সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া গদা হস্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।৪৫

*শূরৈঃ পরিবৃতৌ মৃত্যুজিতাবেকত্র যোধনৌ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৪৭। পাশ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়ন কথিত ধনুর্বেদোক্ত পাশাস্ত্র আগ্নেয় ধনুর্বেদে বর্ণিত নাই। দুই গ্রন্থে বর্ণিত পাশাস্ত্র ভিন্নরূপ। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে জানা যায়, পাশাস্ত্র দ্বিবিধ। মহাভারতাদি গ্রন্থেও বারুণ পাশ ও পাশাস্ত্র পৃথক্‌রূপে বর্ণিত। বৈশম্পায়ন কথিত ধনুর্বেদে ব্যাখ্যাত পাশাস্ত্র উক্তরূপ মনে হয়। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।

পাশ সূক্ষ্মাবয়বো লৌহধাতুস্ত্রিকোণবান্।
প্রাদেশ পরিধিঃ সীসগুলিকাভরণান্বিতঃ॥

বড় বড় লৌহখণ্ড হইতে সূক্ষ্মাবয়বযুক্ত পাশাস্ত্র নির্মিত হয়। এই অস্ত্র ত্রিকোণযুক্ত ও প্রাদেশ পরিমাণ এবং সীসানির্মিত গোলাকার ক্ষুদ্র গুলিযুক্ত। এই বিষয়ে আগ্নেয় ধনুর্বেদে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়।

দশহস্তো ভবেৎপাশো বৃত্তঃ করমুখস্তথা।
গুণকার্পাসমুঞ্জানামর্কস্নায়ুবচর্মনাম্॥
অন্যেষাং সুদৃঢ়ানাং চ সুকৃতং পরিবেষ্টিতম্।
তথা ত্রিংশৎসমং পাশং বুধঃ কুর্য্যাৎ সুবর্তিতম্॥

পাশ অস্ত্র দশহাত দীর্ঘ ও বৃত্তাকার এবং সুতোর দড়ি, পশু বিশেষের স্নায় বা কুশের দাড়ি, আখের ছালে নির্মিত সূত্র এবং বিশেষ চর্ম দ্বারা নির্মিত হয় ইহার অতিরিক্ত সুদৃঢ় পদার্থ যাহাতে রজ্জু তৈয়ারী হয়, তদ্দ্বারাও পাশ প্রস্তুত হয়। ত্রিশটি সূক্ষ্ম তারে বা সূত্রে পাশ নির্মিত হয়। পাশাস্ত্রের ক্রিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকাবলীতে কথিত।

কর্ত্তব্যং শিক্ষকৈঃ স্থানং তস্য কক্ষাসুবৈসদা।
বামহস্তেন সংগৃহ্য দক্ষিণেনোৎজয়েত্ততঃ॥
কুণ্ডলস্যাকৃতিং কৃত্বা ভ্রাময়েকেন শিরোপরি।
ক্ষিপেৎ............ . ... ॥
বল্গিতে চ প্লুতে চৈব তথা প্রব্রজিতেষু চ।
সমযোগবিধিং জ্ঞাত্বা প্রজুঞ্জীত সুশিক্ষিতঃ।
বিজিত্বা তু যথান্যায়ং ততো বন্ধং সমাচরেৎ।
কটয়াং বধ্বা ততঃ খড়্গং বামপাশবিলম্বিতম্॥
দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষেদ্দক্ষিণেন চ॥

পাশাস্ত্র প্রয়োগের সময় প্রথমে একবার মাথার উপরে চক্রাকারে ভ্রামিত করিতে হয়। এই অস্ত্র প্রয়োগে ত্রিবিধ গতি হয়—বল্গন, প্লবন ও প্রব্রজন। ইচ্ছানুসারে শত্রুকে বাঁধিয়া নিকটে টানিয়া তলোয়ার দ্বারা বধ করা হয়। ধনুর্বেদের ২৫০ অধ্যায়ে ইহার অতিরিক্ত ব্যবহাব নিম্নোক্ত দুই শ্লোকে কথিত।—

পরাবৃত্তমপাবৃত্তং গৃহীতম্ লঘুসংহিতম্।
উর্দ্ধ্বক্ষিপ্তমধঃ ক্ষিপ্তং সন্ধারিতবিধাবিতম্॥
শ্যেনপাতং গজপাতং গ্রাহগ্রাহ্যং তথৈব চ।
এবমেকাদশবিধা জ্ঞেয়াঃ পাশবিধারণাঃ॥

বৈশম্পায়ন কথিত পাশের ক্রিয়া এই শ্লোকে বর্ণিত।—

প্রসারণং বেষ্টনং চ কর্ত্তনং চেতি তে ত্রয়ঃ।
যোগাঃ পাশাশ্রিতা লোকে পাশাঃ ক্ষুদ্র সমাশ্রিতাঃ॥

প্রথমে পাশের বিস্তার, তৎপরে উহাতে শত্রুকে বেষ্টন এবং শেষে অন্য অস্ত্র দ্বারা শত্রু নিধন। এই তিন প্রকারে পাশের প্রয়োগ হয়। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।

ঋজ্বায়তং বিশালং চ তির্যগভ্রামিতমেব চ।
পঞ্চকর্ম বিনির্দিষ্টং ব্যস্তে পাশে মহাত্মভিঃ॥

আর একপ্রকার পাশাস্ত্র আছে। উহা পঞ্চপ্রকারে ক্রিয়াশীল। পূর্বোক্ত তিন ক্রিয়া সদৃশ এই পঞ্চ ক্রিয়া হয়।

১৪৮। ইহা অতি প্রাচীন অস্ত্র। যুদ্ধকালে ইহা ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৫ম মণ্ডল, ৫২ সূক্ত, ৬ঋক্) ইহার বৃত্তান্ত নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত।

আরুক্মৈরায়ুধানর ঋধা ঋষ্টিরসৃক্ষত।

অরাবেনাঁ অহ বিদ্যুতো মদগতো জচ্ছতীরিবঃ ভানুরতাত্মনাদিবঃ॥

ঋষ্টি অস্ত্রের চালক ও বলশালী মরুদ্‌গণ উজ্জ্বল আভরণে ও বিশেষ অস্ত্রে সজ্জিত। তড়িৎগণও গর্জনকারি জলরাশি সদৃশ প্রত্যহ উহার অনুসরণ করে। দীপ্তিশালী মরুদ্‌গণের প্রভা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দ্রুত বেগে নির্গত হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ১।৩৭২ শ্লোকে মন্তব্য করেন।

বাশীমন্ত ঋষ্টিমন্তো মনীষিণঃ সুধঘান ইষুমন্তো নিসঙ্গিণঃ।

স্বশ্বাঃ স্থ সুরথাঃ পৃশ্নিমাতরঃ স্বাজুধা মরুতো যাথনা শুভম্॥

হে শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমান্ মরুদ্‌গণ, তোমাদের বাশী ও ঋষ্টি অস্ত্রদ্বয়, উত্তম ধনুর্বাণ, তরকশ, উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রথ আছে। হে পৃশ্নিপুত্রগণ, তোমরা নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মদীয় কল্যাণার্থ উপস্থিত হও। ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক উইলসন সাহেব বাশী ও ঋষ্টির ভিন্ন অর্থ দিয়াছেন। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ঋষ্টির আধুনিক নাম বর্শা।

১৪৯। প্রাচীনকালের অস্ত্রবিশেষ। গদা নামক অস্ত্রের আকার এবং ক্রিয়া এই শ্লোকার্দ্ধে কথিত, 'অষ্টাস্রা পৃথুবুধ্না তু গদা হৃদয়সম্মিতা।' গদার মুষ্টি বড় হয়, আকার (অঙ্গ) আটপহল ও হৃদয় পর্যন্ত লম্বা হয়। গদা ওজনে প্রায় ২০ সের হয়। ভগবান বিষ্ণু একহস্তে গদাধারী। এই জন্য তাঁহার একনাম গদাধর।

তাভ্যাং স যুযুধে কল্কিঃ সেনাগণসমন্বিতঃ।

শুভানাং কল্কিসৈন্যানাং সমরস্তুমুলোঽভবৎ॥ ৪৬

হ্রেষিতৈর্বৃংহিতৈর্দ্দন্তশব্দৈষ্টঙ্কারনাদিতৈঃ।
শূরোৎ ক্রুষ্টৈর্ব্বাহুবেগৈঃ সংশব্দস্তলতাড়নৈঃ ।। ৪৭
সংপূরিতা দিশঃ সর্ব্বা লোকা নো শর্ম্ম লেভিরে।
দেবাশ্চ ভয় সন্ত্রস্তা দিবি ব্যস্তপথা যযুঃ ।। ৪৮
পাশৈর্দণ্ডৈঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিশূলৈঃ-
র্গদাঘাতৈর্ব্বাণপাতৈশ্চ ঘোরৈঃ।
যুদ্ধে শূরাশ্ছিন্ন বাহ্বঙ্ঘ্রি মধ্যাঃ
পেতুঃ সংখ্যে শতশঃ কোটিশশ্চ ।। ৪৯

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কল্কিসেনা সংগ্রাম নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। ভগবান কল্কিদেব সেনাগণে পরিবৃত হইয়া কোক ও বিকোকের সহিত তুমুল সমর করিতে লাগিলেন। কল্কির সৈন্যবাহিনী মধ্যে প্রধান প্রধান যোধগণ ঘোর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বগণের হ্রেষারবে, করিগণের বৃংহিতি ও দন্ত শব্দে, শরাসনের টংকারে, শূরগণের বাহুবেগে, মুষ্ট্যাঘাতে ও চপেটাঘাতে মহাশব্দ উৎপন্ন হইল। ৪৬-৪৭

এই ঘোর শব্দে দশ দিক্ পরিপুরিত হইল। তখন কোন মনুষ্যই নির্বৃতি লাভে সমর্থ হইল না। দেবগণ মহা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আকাশে বিপর্যস্ত পথে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৮

এই ভীষণ সংগ্রামে পাশাস্ত্র, দণ্ড, খড়্গ, শক্তি, শূল ও গদা এবং সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে কোটি কোটি বীরগণের বাহু ও পদ ও মধ্যদেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া রণভূমি পরিব্যাপ্ত করিল। ৪৯

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্যঅনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
কল্কিসেনা সংগ্রাম নামক ষষ্ঠঅধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

সপ্তম অধ্যায়

সূত উবাচ।

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে ধর্ম্মঃ পরমকোপনঃ।

কৃতেন সহিতো ঘোরং যুযুধে কলিনা সহ ॥১

*কলিস্ত্বমিত্রবাণৌঘৈর্ধর্ম্মস্যাপি কৃতস্য চ।

পরাভূতঃ পুরীং প্রায়াৎ ত্যক্ত্বা গর্দ্দভ বাহনম্ ॥২

বিচ্ছিন্ন পেচকরথঃ স্রবদ্রক্তাঙ্গ সঞ্চয়ঃ।

ছুছুর্গন্ধঃ করালাস্যঃ স্ত্রীস্বামিকমগাদ্ গৃহম্ ॥৩

দম্ভঃ সম্ভোগরহিতোদ্ধৃতবাণ গণাহতঃ।

ব্যাকুলঃ স্বকুলাঙ্গারো নিঃসারঃ প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, এইরূপ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম অত্যন্ত ক্রোধভরে সত্যযুগ সমভিব্যবহারে কলির সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।১

পরে ধর্ম ও সত্যযুগের ভীষণ বাণসমূহে পরাভূত হইয়া গর্দভবাহন পরিত্যাগ-পূর্বক কলি নিজপুরীতে প্রবেশ করিল।২

তাহার পেচকাংক রথ বিছিন্ন হইল ও সমস্ত শরীরে রক্তস্রাব বহিতে লাগিল। তাহার গাত্রে ছুঁচার গন্ধ বাহির হইল এবং মুখ অতি ভীষণাকার ধারণ করিল। এই অবস্থায় কলি স্ত্রীস্বামিক[১৫০] গৃহে প্রবেশ করিল।৩

নিজ কুলের অঙ্গার স্বরূপ দম্ভ সম্ভোগরহিত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণনিকরে আহত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে নিজগৃহে প্রবেশ করিল।৪

* কলির্দমিত্রবানৌঘৈ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৫০। যে গৃহে পতি বা পুরুষ জাতির অধিকার নাই ও নারীগণই সর্বপ্রকারে গৃহের কর্ত্রী হয়, উহাকে স্ত্রীস্বামিক গৃহ বলে। যে পুরুষ

স্ত্রৈণ হয় না, সে নারীগণকে স্ব-গৃহের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয় না। নারীগণকে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করিলে তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হয় ও তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। যে গৃহে স্থূলবুদ্ধি নারীগণের অধিকার প্রবল হয়, তথায় অশান্তি ব্যতীত অন্যান্য দোষও প্রশ্রয় পায়। পূর্বাচার্যগণ বলেন, 'স্ত্রী পুংবচ্চ প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্।' ইহার অর্থ, যে গৃহে নারী পুরুষ সদৃশ সমান আচরণ করে, তাহা বিনষ্ট হয়। উক্ত শব্দের ইহাই গূঢ়ার্থ মনে হয়। মনুস্মৃতিতে আছে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। ইহার অর্থ, নারী স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগের যোগ্যা নহে। যেখানে এই ধর্মশাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘিত হয়, সেখানে নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়। তথায় থাকিলে সনাতন ধর্ম পালন করা যায় না। অন্যত্র আছে,—স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

লোভঃ প্রসাদাভিহতো গদয়া ভিন্ন মস্তকঃ।
সারমেয়রথং ছিন্নং ত্যক্ত্বাগাদ্রুধিরং বমন্ ॥৫

অভয়েন জিতঃ ক্রোধঃ কষায়ীকৃতলোচনঃ।
গন্ধাখুবাহং বিছিন্নং ত্যক্ত্বা বিশসনং গতঃ ॥৬

ভয়ং সুখতলাঘাতাদগতাম্মূর্ন্যপতদ্ ভুবি।
নিরয়ো মুদমুষ্টিভ্যাং পীড়িতো যমমাযযৌ ॥৭

আধিব্যাধ্যাদয়ঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা বাহমুপাদ্রবন্।
নানা দেশান্ ভয়োদ্বিগ্ন কৃতবান প্রপীড়িতাঃ ॥৮

ধর্ম্মঃ কৃতেন সহিতো গত্বা বিশসনং কলেঃ।
নগরং বাণদহনৈর্দ্দদাহ কলিনা সহ ॥৯

শ্লোকার্থ। লোভ প্রসাদকর্তৃক অভিহত হইল। গদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইল। তাহার সারমেয় সমন্বিত রথ বিচূর্ণ হওয়ায় সে তাহা বর্জন পূর্বক রুধির বমন করিতে করিতে পলায়ন করিল।৫

অভয়ের সহিত যুদ্ধে ক্রোধ পরাজিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় কলুষিত হইয়া উঠিল। তদীয় দুর্গন্ধময় মুষিকধ্বজ রথ ছিন্নভিন্ন হইল। সুতরাং সে তাহা পরিত্যাগান্তে বিশসন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।৬

সুখের করতলাঘাতে গতাসু হইয়া ভয় ভূতলে পতিত হইল। প্রীতির মুষ্ট্যাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া নিরয় যমালয়ে গমন করিল।৭

আধি ও ব্যাধি সকলেই সত্যযুগের শরজালে নিপীড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহন বর্জন করিয়া ভয়াকুল চিত্তে নানাদেশে পলায়ন করিল।৮

অনন্তর ধর্ম কৃতযুগের সহিত মিলিত হইয়া কলির প্রধান রাজধানী বিশসন নগরে প্রবেশ করিলেন এবং শরাগ্নিদ্বারা কলির সহিত ঐ নগর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৯

কলির্ব্বিপ্লুষ্টসর্ব্বাঙ্গো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জগামৈকো রুদন্ দীনো বর্ষান্তরমলক্ষিতঃ॥১০
মরুস্তু শককাম্বোজান্ জঘ্নে দিব্যাস্ত্র তেজসা।
দেবাপিঃ শবরাং শ্চোলান, বর্ব্বরাংস্তদ্গণানপি॥১১
দিব্যাস্ত্র শস্ত্র সম্পাতৈরর্দ্দয়ামাস বীর্য্যবান্।
বিশাখযূপ ভূপালঃ পুলিন্দান পুক্কশানপি॥১২

শ্লোকার্থ। কলির সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইল। তাহার স্ত্রী-পুত্র সমস্তই যমালয়ে প্রেরিত হইল। সে একাকী ভীত চিত্তে রোদন করিতে করিতে অলক্ষিতভাবে অন্যদেশে পলায়ন করিল।১০

এদিকে মরু দিব্যাস্ত্রসমূহের তেজঃ দ্বারা শক ও কম্বোজগণকে নিপাতিত করিলেন। দেবাপি ও শবর, চোল ও বর্বরগণকে ঐরূপে উৎপাটিত করিলেন।১১

পরে তেজস্বী রাজা বিশাখযূপ দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপে পুলিন্দ ও পুক্কশ-গণকে[১৫১] পরাজিত করিলেন।১২

টিপ্পনী ১৫১। কেহ কেহ বলেন, পুক্কশ অর্থে চণ্ডাল। মনুসংহিতায় (১০ অধ্যায়, ১৮ শ্লোকে) পুক্কশ শব্দ উল্লিখিত।

জাতো নিশাদাচ্ছুদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যান্ত স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ॥

নিষাদের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভে জাত ব্যক্তিকে পুক্কস বলে। মনুসংহিতায় (১০ অধ্যায় ৮ শ্লোকে) নিষাদ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যনারীর গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম হয় এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নিষাদ। নিষাদের অন্যনাম পারশব। এই নিষাদের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভে পুক্কস জাতি উৎপন্ন হয়। পুক্কস বর্ণসংকরে জাত হয়। ইহারা অতি নীচ জাতি ও দুঃশীল, দুর্বৃত্ত হয়। এখনও এইদেশে কোথাও কোথাও পুক্কস জাতি দেখা যায়।

জঘান বিমলপ্রজ্ঞঃ খড়্গপাতেন ভূরিণা।
নানাস্ত্রশস্ত্র বর্ষৈস্তে যোধা নেশুরনেকধা॥১৩
কল্কিঃ কোকবিকোকাভ্যাং গদাপাণির্যুধাং পতিঃ।
যুযুধে বিন্যাসবিজ্ঞো লোকানাং জনয়ন্ ভয়ম্॥১৪
বৃকাসুরস্য পুত্রৌ তৌ নপ্তারৌ শকুনের্হরিঃ।
তয়োঃ কল্কিঃ স যুযুধে মধুকৈটভয়োর্যথা॥১৫
তয়োর্গদা প্রহারেণ চূর্ণিতাঙ্গস্য তৎপতেঃ।*
করাৎ চ্যুতাপতদ্ভূমৌ দৃষ্ট্বেচুরিত্যহোজনাঃ॥১৬

শ্লোকার্থ। নির্মলবুদ্ধিসম্পন্ন বিশাখযূপ নিরন্তর খড়্গপ্রহারে এবং বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণে বিপক্ষগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত্রু পক্ষীয় যোদ্ধগণের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল।১৩

গদা যুদ্ধে সুদক্ষ কল্কিদেব গদা হস্তে লইয়া সমস্ত লোকের ভয় উৎপাদন পূর্বক কোক ও বিকোকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৪

এই দুই ভ্রাতা বৃকাসুরের পুত্র এবং শকুনির পৌত্র। শ্রীহরি বিষ্ণু পূর্বে

যেমন মধু ও কৈটভের[১৫২] সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুই মহাবীরের সঙ্গে কল্কিদেব সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।১৫

পরে এই দুই যোদ্ধার গদা প্রহারে কল্কির কোন কোন অঙ্গ আহত হইল। তাঁহার হস্ত হইতে গদা স্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন।১৬

*চূর্ণিতাংগস্ত ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৫২। প্রলয়কালে নারায়ণ কারণ সলিলে শেষনাগের উপর শয়িত ছিলেন। তখন তাঁহার নাভিতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়। এই পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে বিষ্ণুর কর্ণদ্বয় হইতে কর্ণমল নির্গত হয়। ঐ কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য জাত হয়। এই দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার সহিত বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করেন।

তখনও নারায়ণ যোগনিদ্রা হইতে জাগ্রত হন নাই। ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়ের সহিত বাহুযুদ্ধে পরাজিত হইয়া নারায়ণের কৃপা ভিক্ষা করেন। ব্রহ্মার স্তবে নারায়ণের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়। নারায়ণ এই দৈত্যদ্বয়ের প্রাণসংহার পূর্বক ব্রহ্মার ভয় দূর করেন। এই দৈত্যদ্বয়ের মেদে মেদিনী বা পৃথিবী সৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যান অনেক পুরাণে উল্লিখিত।

ততঃ পুনঃ ক্রুধা বিষ্ণুর্জগজ্জিষ্ণুর্মহাভুজঃ।
ভল্লকেন শিরস্তস্য বিকোকস্যাচ্ছিনৎ প্রভুঃ॥১৭
মৃতো বিকোকঃ কোকস্য দর্শনাদুত্থিতো বলী
তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবাঃ কল্কিশ্চ পরিবীরহা*॥১৮
প্রতিকর্ত্তুর্গদাপাণৈঃ কোকস্যাপ্যচ্ছিন্নচ্ছিরঃ।
মৃতঃ কোকো বিকোকস্য দৃষ্টিপাতাৎ সমুত্থিতঃ॥১৯
পুনস্তৌ মিলিতৌ তেন যুযুধাতে মহাবলৌ।
কামরূপধরৌ বীরৌ কালমৃত্যু ইবাপরৌ॥২০

শ্লোকার্থ। অনন্তর ত্রিলোকবিজয়ী মহাভুজ জগৎপ্রভু বিষ্ণু* (কল্কি)

পুনরায় ক্রোধান্বিত হইয়া ভল্লনামক[১৫৩] অস্ত্রদ্বারা বিকোকের মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবল বিকোকের মৃত্যু হইলেও তদীয় ভ্রাতার দৃষ্টিপাতমাত্র সে মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থিত হইল। এতদ্দর্শনে দেবগণ এবং বিপক্ষবীর সংহারক কল্কিদেব অত্যধিক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ১৭-১৮

কোক বিকোকের পুনরুজ্জীবনের কারণ হওয়ায় গদাপাণি কল্কিদেব কোকের মস্তক ছেদন করিলেন। কোক মৃত হইলেও বিকোকের দৃষ্টিপাতে তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত এবং যুদ্ধার্থ উত্থিত হইল।১৯

অনন্তর ইচ্ছানুরূপ দেহধারী মহাবল কোক ও বিকোক উভয়ে পুনর্বার মিলিত হইয়া দ্বিতীয় কাল ও মৃত্যুর ন্যায় কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।২০

* পরবীরহা ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৫৩। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। ইহার ব্যবহার বাণতুল্য। যাদব কোষ অনুসারে 'স্নুহীদল ফলো ভল্লঃ'। যে বাণের ফলক দেবদারু পাতার সমান আকার হয়, তাহাকে ভল্ল বলে। এই অস্ত্র ধনুদ্বারা চালিত হয়।

* কল্কিদেব ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার বলিয়া অভিন্ন স্বরূপে বিষ্ণু নামে উল্লিখিত। এইভাবে দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণ বিষ্ণু নামে সম্বোধিত হন।

খড়্গ চর্ম্মধরৌ কল্কিং প্রহরন্তৌ পুনঃ পুনঃ।
কল্কিঃ ক্রুধা তয়োস্তদ্বদবাণেন শিরসী হতে ॥২১
পুনর্লগ্নে সমালোক্য হরিশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।
***বিশসন্তাবথালোক্য তুরগস্তাবতাড়য়ৎ ॥২২**
কালকল্পৌ দুরাধর্ষৌ তুরগেণার্দ্দিতৌ ভৃশম্।
কল্কেস্তং জঘ্নতুর্ব্বাণৈরমর্ষাতাম্রলোচনৌ ॥২৩
তয়োর্ভুজান্তরং সোঽশ্বঃ ক্রুধা সমদশদ্ভৃশম্ ॥
তৌ তু প্রভিন্নাস্থি ভুজৌ বিশস্তাঙ্গদকার্মুকৌ।
পুচ্ছং জগৃহতুঃ সপ্তের্গোপুচ্ছং কালকাবিব ॥*২৪

শ্লোকার্থ। তাহারা খড়্গ ও চর্ম ধারণ করিয়া কল্কির প্রতি পুনঃ পুনঃ কঠোর আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কল্কি ক্রোধভরে বাণদ্বারা তাহাদের উভয়ের মস্তক খণ্ডিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! উভয়ের মস্তক পুনরায় সংলগ্ন হইল।২১

ইহা দেখিয়া শ্রীহরি অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। পরে কল্কির অশ্ব যুদ্ধরত কোক ও বিকোককে দারুণ আঘাত করিল। ২২

অন্তক সদৃশ দুর্ধর্ষ কোক ও বিকোক কল্কির অশ্ব কর্তৃক অত্যন্ত প্রহৃত হওয়ায় অমর্ষভরে আরক্ত নয়নে তাহাকে শরজালে সমাবৃত করিল।২৩

তৎকালে কল্কিবাহনও ক্রোধভরে কোক ও বিকোকের বাহুমূল দংশন করিল। তাহাদের বাহুর অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল, অঙ্গদ ও কার্মুক ভগ্ন হইল। পরে বালক যেমন গোপুচ্ছ ধারণ করে, তদ্রূপ তাহারা সেই অশ্বের পুচ্ছদেশ ধারণ করিল। ২৪

* বিসত্ত্বত্বযথালোক্য ইতি বা পাঠঃ।

*১ বালকাবিব ইতি বা পাঠঃ।

ধৃতপুচ্ছৌ তু তৌ জ্ঞাত্বা সপ্তিঃ পরমকোপনঃ।
পশ্চাৎ পদ্ভ্যাং দৃঢ়ং জঘ্নে তয়োর্ব্বক্ষসি ব্রজবৎ ॥২৫
ত্যক্তপুচ্ছৌ মূর্চ্ছিতৌ তৌ তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিতৌ।
পুরতঃ কল্কিমালোক্য ভবাঘাতে * স্ফুটাক্ষরৌ ॥২৬
ততো ব্রহ্মা তমভ্যেত্য কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ।
প্রোবাচ কল্কিং নৈবামূ শাস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বধমর্হতঃ ॥২৭
করাঘাতাদেককালে উভয়োর্নির্ম্মিতো বধঃ।
উভয়োর্দ্দর্শনাদেব নোভয়োর্ম্মরণং ক্বচিৎ।
বিদিত্বেতি কুরুষ্বাত্মন্ যুগপচ্চানয়োর্ব্বধম্ ॥২৮

শ্লোকার্থ। অশ্ব তাহাদিগকে পুচ্ছ ধারণ করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্বারা দৃঢ়রূপে বজ্রের ন্যায় তাহাদের বক্ষস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিল।২৫

ইহাতে কোক ও বিকোক মূর্চ্ছিত হইয়া পুচ্ছ পরিত্যাগান্তে ভূপতিত ও তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিত হইল। পরে তাহাদের সম্মুখে কল্কিকে দেখিয়া স্ফুটাক্ষরে পুনরায় যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল।২৬

এই সময় ব্রহ্মা কল্কির নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে বলিলেন, এই কোক ও বিকোক অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে না। হে পরমেশ্বর, এককালে করাঘাত দ্বারা উভয়ের বিনাশ হইতে পারে। এই উভয়ের মধ্যে একজনের দৃষ্টিপাতে অন্যজনের মৃত্যু হইবেনা। আপনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া যুগপৎ উভয়ের বিনাশ সাধন করুন। ২৭-২৮

*বভাষাতে ইতি বা পাঠঃ।

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা ত্যক্ত শস্ত্রাস্ত্রবাহনঃ।
তয়োঃ প্রহরতোঃ স্বৈরং কল্কির্দ্দানবয়োঃ ক্রুধা।
মুষ্টিভ্যাং ব্রজকল্পাভ্যাং বভঞ্জ শিরসী তয়োঃ ॥২৯
তৌ তত্র ভগ্নমস্তিষ্কৌ ভগ্নশৃঙ্গাবগারিব।*
পেততুর্দ্দিবি দেবানাং ভয়দৌ ভুবি বাধকৌ ॥৩০
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
ননৃতুর্জ্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ মু-য়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
দেবাশ্চ কুসুমাসারৈর্ব্ববর্ষহর্ষমানসাঃ ॥৩১
দিবি দুন্দুভয়োনেদুঃ প্রসন্নাশ্চাভবন্ দিশঃ।
তয়োর্ব্বধপ্রমুদিতঃ কবিদ্দর্শসহস্রকান্।
সাশ্বান্ মহারথান্ সাক্ষাদহনদ্ দিব্যসায়কৈঃ ॥৩২

শ্লোকার্থ। পিতামহের পরামর্শে কল্কিদেব তাঁহার বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি যথেচ্ছ প্রহারকারী দানবদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া ক্রোধভরে যুগপৎ বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বয় প্রহারে তাহাদের উভয়েরই মস্তক চূর্ণ করিলেন।২৯

দেবলোকস্থিত দেবগণেরও ভয়জনক ও সর্বজনের অনিষ্টকারী এই দানবদ্বয় ভগ্নমস্তক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ পর্বতদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।৩০

ঈদৃশ মহৎ অদ্ভুৎ ব্যাপার দেখিয়া গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন, দেবগণ ও সিদ্ধগণ এবং চারণগণ হৃষ্টচিত্তে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।৩১

অনন্তর কল্কি কোক ও বিকোকের নিধন দর্শনে আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া দিব্য অস্ত্রসমূহে সজ্জিত হইয়া অশ্ব ও রথের সহিত দশ সহস্র মহারথ[১৫৪] যোদ্ধাকে স্বয়ং বিনাশ করিলেন।৩২

*ভগ্নশৃঙ্গাগাবিব ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৫৪। মহারাথের উপাধি অত্যন্ত সম্মানসূচক। মহারথের শক্তি অপরিমিত। যথা—

একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিতাম্।
শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণশ্চ স মহারথ উচ্যতে॥

যে বীর যোদ্ধা শস্ত্র ও শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং একাকী দশ হাজার ধনুর্ধারীর সহিত সমরে সমর্থ, তাহাকে মহারথ বলে। এই সম্বন্ধে অন্য একটি শ্লোকও দৃষ্ট হয়।—

আত্মানং সারথিং চাশ্বান রক্ষন্যুধ্যেত যো নরঃ।
স মহারথ সংজ্ঞং স্যাদিত্যাহুর্নীতিকোবিদাঃ॥

নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, যে বীরপুরুষ নিজ সারথী ও অশ্বকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধজয়ে সমর্থ হন, তাঁহাকে মহারথ বলে। এই সম্বন্ধে আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

রথেনৈকেন যঃ শত্রূণ সহুঙ্কারো ব্রজত্যলম্।
মহারথঃ স বিজ্ঞেয়ো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ॥

যুদ্ধশাস্ত্রে বিশারদ যে বীরপুরুষ একাকী রথের সাহায্যে হুংকার সহকারে শত্রুগণের সম্মুখীন হন, তিনি মহারথ। উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ে মহারথের বীরত্ব পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাজ্ঞঃ শত সহস্রাণাং যোধানাং রণমূর্দ্ধনি* ।
ক্ষয়ং নিন্যে সুমন্ত্রস্তু রথিনাং পঞ্চবিংশতিম্*১ ।৩৩
এবমন্যে গার্গ্য ভর্গ্য বিশালাদ্যা মহারথান্ ।
নিজঘ্নুঃ সময়ে ক্রুদ্ধা নিষাদান্ ম্লেচ্ছবর্ব্বরান্ ।।৩৪
এবং বিজিত্য তান্ সর্ব্বান্ কল্কিভূপগনৈঃ সহ ।
শয্যাকর্ণৈশ্চ ভল্লাটনগরং জেতুমায়যৌ ॥ ৩৫
নানাবাদ্যৈর্লোকসংঘৈর্ব্বারস্ত্রৈঃ নানাবস্ত্রৈর্ভূষনৈর্ভূষিতাঙ্গৈঃ
নানাবাহৈশ্চামরৈ*২র্ব্বীজ্যমানে, যাতো যোদ্ধুং কল্কিরত্যুগ্রসেনঃ ।।৩৬

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কোক বিকোকাদীনাং বধো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

*রণমূর্দ্ধনি ইতি বা পাঠঃ ।
*১ পঞ্চবিংশতি ইতি বা পাঠঃ ।
*২ নানাবহৈশ্চামরৈ ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ। সেই রণভূমিতে প্রাজ্ঞ একলক্ষ যোদ্ধাকে ভূপাতিত করিলেন। সুমন্ত্রের হস্তেও পঞ্চবিংশতি রথী নিহত হইল। এইরূপ গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সময়ে ম্লেচ্ছ, বর্বর ও নিষাদগণকে বিনাশ করিলেন। ৩৩-৩৪

এইরূপে কল্কি রাজগণের সহিত একত্র হইয়া উক্ত শত্রুগণকে পরাজিত করিলেন এবং শয্যাকর্ণগণের অধিকৃত ভল্লাটনগর বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তর কল্কিদেব মহতী সেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ৩৫

নানাবিধ উত্তম অস্ত্রসমূহ, নানাপ্রকার পরিচ্ছদ ও নানারূপ ভূষণে ভূষিতদেহ অসংখ্য লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহার সহিত বহুবিধ বাহন যাত্রা করিল। চারিদিকে চামরব্যজন হইতে লাগিল। ৩৬

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
কোক-বিকোক বধ নামক সপ্তম
অধ্যায়ের অনুবাদ
সমাপ্ত

তৃতীয় অংশ

অষ্টম অধ্যায়

সূত উবাচ।

সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ কল্কির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ভল্লাটনগরং প্রায়াৎ খড়্গাধৃক্ সপ্তিবাহনঃ॥ ১
স ভল্লাটেশ্বরো যোগী জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং জগৎপতিম্।
নিজসেনাগণৈঃ পূর্ণো যোদ্ধুকামো হরিং যযৌ॥ ২
স হর্ষোৎপুলকঃ শ্রীমান্ দীর্ঘাঙ্গঃ কৃষ্ণভাবনঃ।
শশিধ্বজো মহাতেজা গজাযুতবলঃ সুধীঃ॥ ৩
তস্য পত্নী মহাদেবী বিষ্ণুব্রতপরায়না।
সুশান্তা স্বামিনং প্রাহ কল্কিনা যোদ্ধুমুদ্যতম্॥ ৪
নাথ কান্তং জগন্নাথং সর্ব্বান্তর্যামিনং প্রভুম্।
কল্কিং নারায়ণং সাক্ষাৎ কথং ত্বং প্রহরিষ্যসি॥ ৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, প্রভু কল্কি অশ্বারূঢ় হইয়া খড়্গধারণ পূর্বক বহুসংখ্যক সৈন্যগণের সহিত ভল্লাটনগরে [১০৫] আগমন করিলেন। ১

কল্কিকে জগৎপতি শ্রীহরি ও বিষ্ণুর পূর্ণাবতার জানিয়াও মহাযোগী ভল্লাটাধিপতি যুদ্ধ করিবার মানসে স্বীয় সৈন্যগণের সহিত নির্গত হইলেন। ২

ভক্তিভরে তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। এই রাজা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি সুবুদ্ধি, শ্রীমান্, দীর্ঘাঙ্গ ও তেজস্বী। তাঁহার নাম শশিধ্বজ। ৩

শশিধ্বজের রাণীর নাম সুশান্তা। ইনি বিষ্ণুব্রত-পরায়ণা দেবীরূপা। রাণী সুশান্তা স্বপতিকে কল্কির সহিত যুদ্ধার্থ উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, হে নাথ, যিনি জগতের ঈশ্বর, জগতের প্রার্থনীয় সর্বান্তর্যামী পরমেশ, সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই কল্কিকে আপনি কিরূপে অস্ত্রাঘাত করিবেন? ৪-৫

টিপ্পনী। ১৫৫। এই নগর কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সহ্য পর্বতের উত্তর পূর্ব কোণে যে শাখা পর্বত অধুনা ষট্‌পুর বা ষট্‌পুরা নামে বিখ্যাত, সেই অঞ্চলে কোথাও ভল্লাটনগর অবস্থিত ছিল। পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরাংশের নাম সহ্যপর্বত হইতে পারে। উক্ত অনুমানের কারণ এই যে, এখানে কথিত হইয়াছে, ভল্লাটনগরে শয্যাকর্ণ জাতি বাস করিত। উহা শয্যাকর্ণ না হইয়া সহ্যকর্ণ হইলে অনুমান সত্য হইতে পারে। ষট্‌পুর বা ষট্‌পুরা পাহাড় সহ্য-পর্বতের কর্ণতুল্য। এই কারণে সেই স্থানের অধিবাসী সহ্যকর্ণজাতি সহ্যপর্বতের কর্ণবাসী জাতিরূপে অনুমিত হয়।

শশিধ্বজ উবাচ।

সুশান্তে পরমো ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ।
যুদ্ধে প্রহারঃ সর্ব্বত্র গুরৌ শিষ্যে হরেরিব॥ ৬
জীবতো রাজভোগঃ স্যান্মৃতঃ স্বর্গে প্রমোদতে।
যুদ্ধে জয়ো বা মৃত্যুর্ব্বা ক্ষত্রিয়াণাং সুখাবহঃ॥ ৭

সুশান্তোবাচ।

দেব ত্বং ভূপতিত্বং বা বিষয়াবিষ্টকামিনাম্।
উন্মাদানাং ভবেদেব ন হরেঃ পাদসেবিনাম॥ ৮
ত্বং সেবকঃ স চাপীশস্ত্বং নিষ্কামঃ স চাপ্রদঃ।*
যুবয়োর্যুদ্ধ মিলনং কথং মোহাদ্ ভবিষ্যতি॥ ৯

শশিধ্বজ উবাচ।

দ্বন্দ্বাতীতে যদি দ্বন্দ্বমীশ্বরে সেবকে তথা।
দেহাবেশাল্লীলয়ৈব সা সেবা স্যাত্তথা মম॥ ১০

শ্লোকার্থ। রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, হে সুশান্তে, পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ পরমধর্ম নির্দেশ দিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীহরির ন্যায় গুরুজনের দেহে বা শিষ্যের শরীরে সর্বত্র আঘাত করা যাইতে পারে। ৬

জীবিত অবস্থায় সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে অখণ্ড রাজ্যভোগ হয়। যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্বর্গে আনন্দ-সন্দোহ সম্ভোগ করিতে পারে। অতএব ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুই হউক বা জয়ই হউক, উভয়ই শ্রেয়স্কর। ৭

রাণী সুশান্তা বলিলেন, যাঁহারা ভোগ কামী, যাঁহাদের চিত্ত সর্বদা বিষয়ে আসক্ত ও বিষয়মদে উন্মত্ত, তাঁহাদের পক্ষেই যুদ্ধে জয় হইলে অখণ্ড রাজ্য ও পরাজয় হইলে স্বর্গলাভ পরম পুরুষার্থরূপে গণনীয়। যাঁহারা শ্রীহরির পদসেবা করেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা অকিঞ্চিৎকর। ৮

আপনি ভক্ত, তিনি ভগবান। আপনি নিষ্কাম, তিনি ফলদাতা। ঈদৃশ অবস্থায় যাহা মোহের কার্য, তাদৃশ যুদ্ধ সঙ্ঘটন কিরূপে হইতে পারে।৯

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, সুখ-দুঃখাদিরূপ[১৫৬] দ্বন্দ্বাতীত ঈশ্বর ও তদীয় ভক্ত উভয়ে দেহধারণ নিবন্ধন মায়াবশে যদি উক্ত দ্বন্দের অধীন হন, তবে তাদৃশ যুদ্ধাদি আমার পক্ষে লীলাপুষ্টির জন্য সেবারূপে গণনীয়।১০

*চাপ্রদ্ভঃ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৫৬। সুখ ও দুঃখ, শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতিকে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী দুই পদার্থের দ্বন্দ্ব বলে। সুখ ও দুঃখ ভিন্ন পদার্থ। সুখ ও দুঃখ কদাপি সমান হয় না বা স্বতন্ত্র থাকে না। এই কারণে সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দ্বন্দ্বাতীত হন।

দেহাবেশাদীশ্বরস্য কমাদ্যা দৈহিকা গুণাঃ।
মায়াঙ্গা* যদি জায়ন্তে বিষয়াশ্চ ন কিং তথা। ১১
ব্রহ্মাতো ব্রহ্মতেশাস্য শরীরিত্বেশরীরিতা।
সেবকস্যাভেদদৃশস্ত্বেবং জন্মলয়োদয়াঃ॥ ১২
সেব্যসেবকতা বিষ্ণোর্ম্মায়া সেবেতি কীর্ত্তিতা।
দ্বৈতাদ্বৈতস্য চৈষৈষা ত্রিবর্গজনিকা সতাম॥ ১৩

অতোঽহং কল্কিনা যোদ্ধুং যামি কান্তে স্বসেনয়া।
ত্বং তং পূজয় কান্তেঽদ্য কমলাপতিমীশ্বরম্॥ ১৪

শ্লোকার্থ। ঈশ্বরের দেহাধ্যাসহেতু মায়াঙ্গ কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দৈহিক গুণরাশি তাঁহাতে আরোপিত হইলে কি নিমিত্ত সেইরূপ বিষয়সমূহ আরোপিত হইবে না?১১

যখন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে ব্রহ্মতা থাকে, তখন তিনি ব্রহ্ম। আর যখন তাহাতে শরীরিত্ব আরোপিত হয়, তখন তিনি সাকার ঈশ্বর। যে সেবকের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়, তাঁহার জন্ম, লয় এবং বৃদ্ধিও উপাধিভেদে সেবকের নামভেদ মাত্র হয়।১২

সেব্য, সেবকভাব ও সেবা কেবল বৈষ্ণবী মায়ার কার্য। এই দ্বৈতাদ্বৈত চেষ্টা সাধুগণের পক্ষে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উৎপাদিকা।১৩

হে প্রিয়ে, এই কারণে আমি কল্কির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া যাইতেছি। হে কান্তে, তুমি অদ্য সেই প্রভু লক্ষ্মীপতির পূজা কর।১৪

* মায়াঙ্গ ইতি বা পাঠঃ।

সুশান্তোবাচ।

কৃতার্থোঽহং ত্বয়া বিষ্ণুসেবাসং মিলিতাত্মনা।
স্বামিন্নিহ পরিত্রাপি বৈষ্ণবী প্রথিতা গতিঃ॥ ১৫
ইতি তস্যা বল্গুবাগ্‌ভিঃ প্রণতায়াঃ শশিধ্বজঃ।
আত্মানং বৈষ্ণবং মেনে সাশ্রুনেত্রো হরিং স্মরন্॥ ১৬
তামালিঙ্গ্য প্রমুদিতঃ শূরৈর্ব্বহুভিরাবৃতঃ।
বদন্নাম স্মরন্ রূপং বৈষ্ণবৈর্যোদ্ধুমাযযৌ॥ ১৭
গত্বা তু কল্কিসেনায়াং বিদ্রাব্য মহতীং চমূম্।
শয্যাকর্ণগণৈর্বীরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ॥ ১৮

শশিধ্বজসুতঃ শ্রীমান সূর্য্যকেতুর্ম্মহাবলঃ।
মরুভূপেন যুযুধে বৈষ্ণবো ধন্বিনাং বরঃ॥ ১৯

শ্লোকার্থ। রাণী সুশান্তা বলিলেন, হে স্বামিন্, আপনি বিষ্ণুসেবা দ্বারা বিষ্ণুতেই মিলিত হইয়াছেন। ইহাতে আমি কৃতার্থা হইলাম। ইহলোকে ও পরলোকে একমাত্র বিষ্ণু ভিন্ন গত্যন্তর নাই।১৫

সুশান্তা প্রণতি পূর্বক এইরূপ মনোহর কথা কহিলে মহারাজ শশিধ্বজ অশ্রুপূর্ণনয়নে শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং নিজেকে পরম বৈষ্ণব মনে করিলেন।১৬

পরে রাজা শশিধ্বজ মুদিত হৃদয়ে প্রিয়তমা সুশান্তাকে আলিঙ্গনান্তে হরিনাম উচ্চারণ ও হরিরূপ স্মরণ করিতে করিতে বহুসংখ্য বৈষ্ণব বীরগণ পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন।১৭

কল্কির সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা কল্কি বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। মহাবীর সুসজ্জিত শয্যাকর্ণগণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া তাহার সহিত মিলিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল পরমবৈষ্ণব শশিধ্বজ তনয় শ্রীমান্ সূর্যকেতু সূর্যবংশীয় রাজা মরুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৮-১৯

তস্যানুজো বৃহৎকেতুঃ কান্তঃ কোকিলনিস্বনঃ।
দেবাপিনা স যুযুধে গদাযুদ্ধবিশারদঃ॥ ২০
বিশাখযূপভূপস্তু শশিধ্বজনৃপেণ চ।
যুযুধে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ করিভিঃ পরিবারিতঃ॥ ২১
রুধিরাশ্বো ধনুর্দ্ধারী লঘুহস্ত প্রতাপবান্।
রজস্যনেন যুযুধে গার্গ্যঃ শান্তেন ধন্বিনা॥ ২২

শ্লোকার্থ। সূর্যকেতুর অনুজ বৃহৎকেতু অতীব কমনীয় মূর্তি, কোকিলতুল্য মধুরধ্বনিকারী ও গদাযুদ্ধে বিশারদ ছিলেন। ইনি দেবাপির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২০

রাজা বিশাখযূপ করিসমূহে পরিবৃত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা শশিধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২১

রক্তবর্ণ অশ্বে সমারূঢ়, লঘুহস্ত ধনুর্দ্ধারী, প্রতাপশালী গার্গ্য ধূলিপটলের মধ্যে ধনুর্দ্ধারী শান্তের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২২

শূলৈঃ পাশৈর্গদাঘাতৈর্ব্বাণশক্ত্যষ্টিতোমরৈঃ।
ভল্লৈঃ খড়্গৈভূষণ্ডীভিঃ কুন্তৈঃ সমভবদ্রণঃ॥ ২৩
পতাকাভির্ধ্বজৈশ্চিহ্নৈস্তোমরৈশ্ছত্রচামরৈঃ।
প্রোত্থিতধূলিপটলৈরন্ধকারো মহানভূৎ॥ ২৪
গগনেঽন্নুঘনা* দেবাঃ কে বা বাসং ন চক্রিরে।
গন্ধর্ব্বৈঃ সাধুসন্দর্ভৈর্গায়নৈরমৃতায়নৈঃ॥ ২৫
দ্রষ্টুং সমাগতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সমরমদ্ভুতম্।
শঙ্খদুন্দুভি সন্নাদৈরাস্ফোটৈর্বৃংহিতৈরপি॥ ২৬

শ্লোকার্থ। এইরূপে শূল, পাশ, গদা, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, ভল্ল, ভুশুণ্ডি এবং কুন্ত[১৫৭] দ্বারা মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল।২৩

পতাকার ধ্বজসমূহ রাজগণের স্ব স্ব চিহ্নবিশেষ তোমর, ছত্র, চামর এবং সমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা রণ-ভূমি নিবিড় অন্ধকারে পরিণতহইল।২৪

দেবগণ অন্তরালে থাকিয়া এই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্বগণ সাধু-সন্দর্ভ দ্বারা মধুর গান গাহিতে লাগিলেন। সমস্ত লোকবাসী সেই অদ্ভুত সমর-দর্শনার্থ আসিলেন। রণভূমিতে শংখ ও দুন্দুভি-নিস্বনে বীরগণের আস্ফাট, করিগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষারব এবং যুদ্ধাস্ত্রের পরস্পর অভিঘাত দ্বারা লোক সমূহকে বধিরসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। ইহার অর্থ, কেহ কাহারো কথা শুনিতে পাইল না।২৫-২৭

*গগনেঽম্বুঘনা ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৫৭। প্রাস তুল্য কুন্তও একপ্রকার অস্ত্র। এই অস্ত্র যুদ্ধের

সময় ব্যবহৃত হইত। শুক্রনীতি পুস্তকে (৪ অধ্যায় ৩ প্রকরণ, ১৫ শ্লোকে) প্রাসাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত।

প্রাসঃ স্যাত্তু চতুর্হস্তদণ্ডযুক্তঃ ক্ষুরাননঃ। প্রাস অস্ত্রের হাতা চারি হস্ত লম্ব হয়। ইহার মুখাকৃতি ছুরীকা সদৃশ। ইহার বর্ণনা পাঠে বর্শাস্ত্রের চিত্র মনে আসে। কুন্ত সম্বন্ধে শুক্রনীতি গ্রন্থে (৪ অধ্যায়, ৩ প্রকরণ, ২১৫ শ্লোকে) আছে, দশ হস্তমিতঃ কুন্তঃ ফালাগ্রঃ শংকুবুধ্নকঃ। কুন্তাস্ত্রের হাতা দশ হস্ত দীর্ঘ। কেহ কেহ অনুমান করেন, আধুনিক বল্লম প্রাচীন কুন্ততুল্য।

হ্রেষিতৈর্যোধনোৎ ক্রুষ্টৈর্লোকা মূকা ইবাভবন্।*
রথিনো রথিভিঃ সাকং পাদাতাশ্চ*১পদাতিভিঃ ॥ ২৭
হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈঃ সমরোহমরদানবৈঃ।
যথাভবৎ স তু ঘনো যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৮
শশিধ্বজচমূনাথৈঃ কল্কিসেনাধিপৈঃ সহ।
নিপেতুঃ সৈনিকা ভূমৌ ছিন্নবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ ॥ ২৯
ধাবন্তোঽভিদ্রুবন্তশ্চ *২ বিকুবন্তোঽসৃগুক্ষিতাঃ।
উপর্যুপরি সংচ্ছন্না গজাশ্বরথমর্দ্দিতাঃ ॥ ৩০

শ্লোকার্থ। রথিগণ রথিগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত হস্তিগণ হস্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধও যমরাজের প্রজা বৃদ্ধি সহায়ক হইল।২৭-২৮

শশিধ্বজের সেনাপতি কল্কির সেনাপতি এবং অন্যান্য সৈনিক পুরুষগণ ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।২৯

কেহ কেহ আহত হইয়া ধাবিত হইল। কেহ কেহ বা চীৎকার করিল। কেহ কেহ বিকৃতস্বরে আর্তনাদ করিল। কাহারও বা সর্বাঙ্গ রক্তধারায় সিক্ত হইল। কেহ কেহ উপর্যুপরি পতিত হইয়া রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল। অন্য অনেকে হস্তিপদে, অশ্বপদে ও রথচক্রে মর্দিত হইল।৩০

*লোকাবমূকা হ্যভবন্ ইতি বা পাঠঃ।

*১ পদাত্রাশ্চ ইতি বা পাঠঃ।

*২ ধাবন্তোঽতিক্রবন্তশ্চ বিকুর্বন্তোঽস্যগুক্ষিতাঃ ইতি বা পাঠঃ।

নিপেতুঃ প্রধনে বীরাঃ কোটি-কোটি সহস্রশঃ।
ভূতেসানন্দসন্দোহাঃ স্রবন্তো রুধিরোদকম্ ॥৩১
উষ্ণীষহংসাঃ সংচ্ছিন্নগজরোধোরথপ্লবাঃ।
করোরুমীনাভরণ মসিকাঞ্চনবালকাঃ ॥৩২
এবং প্রবৃত্তাঃ সংগ্রামে নদ্যঃ সদ্যোঽতিদারুণাঃ ॥৩৩
সূর্য্যকেতুস্তু মরুণা সহিতো যুযুধে বলী।
কালকল্পো দুরাধর্ষো মরুং বাণৈরতাড়য়ৎ।
মরুস্তু তত্র দশভির্ম্মার্গণৈরহনদ্ *ভৃশম্ ॥৩৪

শ্লোকার্থ। এইরূপে সেই রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বীরযোদ্ধা ভূতলে নিপতিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই শোণিতনদীপ্রবাহ পিশাচ, রাক্ষস, শৃগাল ও গৃধ্র প্রভৃতি ভূতবর্গের আনন্দদায়ক হইল।৩১

এই শোণিতপ্রবাহে নিপতিত উষ্ণীষসমূহ হংসসদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। নিপতিত গজগণ পুলিনতুল্য বোধ হইল। রথসমূহ নৌকাসমূহের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ছিন্নবাহু ছিন্নপদ সৈন্যাঙ্গসমূহ মৎস্যরাজির ন্যায় দৃশ্যমান হইল। অসিসমূহ কাঞ্চনবালুকার ন্যায় মনে হইতে লাগিল।৩২

এইরূপে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামস্থলে ঘোরা নদী উৎপন্ন হইল।৩৩

বলবান্ সূর্যকেতু মরুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অন্তকসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ সূর্য্যকেতু শরনিকর প্রহারে মরুকে আহত করিলেন। মরুও দশ বাণ দ্বারা সূর্যকেতুকে সংবিদ্ধ করিলেন।৩৪

*দশভির্মাগ্রৈনৈরর্দরয়দ্ভৃশম্ ইতি বা পাঠঃ।

মরুবাণাহতো বীরঃ সূর্য্যকেতুরমর্ষিতঃ।
জঘান তুরগান কোপাৎ পদোদ্‌ঘাতেন তদ্রথম্ ॥৩৫
চূর্ণয়িত্বাঽথ তেনাপি তস্য বক্ষস্যতাড়য়ৎ।
গদাঘাতেন তেনাপি মরুর্ম্মূর্চ্ছামবাপহ ॥৩৬
সারথিস্তমপোবহ রথেনান্যেন ধর্ম্মবিৎ।
বৃহৎকেতুশ্চ দেবাপিং বাণৈঃ প্রচ্ছাদয়দ্ বলী ॥৩৭
ধনুর্বিকৃষ্য তরসা নীহারেণ যথা রবিম্।
স তু বাণময়ং বর্ষং পরিবার্য্য নিজায়ুধৈঃ ॥৩৮

শ্লোকার্থ। মহাবীর সূর্যকেতু মরুকৃত বাণবর্ষণে আহত হওয়ায় অমর্ষান্বিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বসকল বিনষ্ট করিলেন এবং পদাঘাতে তদীয় রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।৩৫

পরে গদা প্রহারে তাঁহার বক্ষস্থলে দারুণ আঘাত করিলেন। তাহাতে মরু মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইল।৩৬

ধর্মজ্ঞ সারথী স্বীয় প্রভু মরুকে অন্য এক রথে উঠাইয়া লইয়া গেল। বলবান্ বৃহৎকেতু শরনিক্ষেপে দেবাপিকে আচ্ছাদিত করিল।৩৭

যেমন নীহারজালে সূর্য আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ শরাচ্ছন্ন দেবাপি তৎক্ষণাৎ শরাসন লইয়া নিজ শরনিকর দ্বারা বাণবর্ষণ নিবারিত করিলেন। ৩৮

বৃহৎ কেতুং দৃঢ়ং জঘ্নে কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভিন্নং শূলমথালোক্য ধনুর্গৃহ্য পতত্রিভিঃ ॥ ৩৯
শিতধারৈঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্গাধ্রপত্রৈরয়োমুখৈঃ।
দেবাপিমাশুগৈর্জ্জঘ্নে বৃহৎকেতুঃ সসৈনিকম্ ॥ ৪০
দেবাপিস্তদ্ধনুর্দ্দিব্যং চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ছিন্নধন্বা বৃহৎকেতুঃ খড়্গপাণির্জ্জিঘাংসয়া ॥ ৪১

দেবাপেঃ সারথিং সাশ্বং জঘ্নে শূরো মহামৃধে।
স দেবাপির্ধনুস্ত্যক্ত্বা তলেনাহত্য তং রিপুম্ ॥ ৪২

শ্লোকার্থ। তিনি শিলা ঘর্ষণে শাণিত তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা বৃহৎকেতুকে াঘাত করিলেন। যখন বৃহৎকেতু দেখিলেন, তাঁহার শূলাস্ত্র পর্যন্ত ভগ্ন হইল, থন তিনি পুনরায় শরাসন লইয়া তাহাতে শরনিকর যোজনা করিলেন।৩৯

পরে ঐ সুবর্ণপুঙ্খশোভিত গৃধ্রপক্ষ ভূষিত লৌহমুখ তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা দেবাপিকে াঘাত করিতে লাগিলেন। দেবাপিও তীক্ষ্ণ শরনিকরে বৃহৎকেতুর দিব্য রাসন ছেদন করিলেন। বৃহৎকেতুর শরাসন ছিন্ন হইলে তিনি দেবাপিকে বধনার্থ খড়্গ তুলিলেন।৪০-৪১

পরে সেই বীর বৃহৎকেতু মহাযুদ্ধে দেবাপির অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ রিলেন। তখন দেবাপি শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সেই শত্রুকে এক ভীষণ পেটাঘাত করিলেন।৪২

ভুজয়োরন্তরানীয় নিষ্পিপেষ স নির্দ্দয়ঃ।
তং ত্র্যষ্টবর্ষং* নিষ্ক্রান্তং মূর্চ্ছিতং শক্রনার্দ্দিতম্ ॥ ৪৩
অনুজং বীক্ষ্য দেবাপিমূর্দ্ধ্নি সূর্য্যধ্বজোঽবধীৎ।
মুষ্টিনা বজ্রপাতেন সোঽপতন্মূর্চ্ছিতো ভুবি।
মূর্চ্ছিতস্য রিপুঃ ক্রোধাৎ সেনাগণমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪
শশিধ্বজঃ সর্ব্বজগন্নিবাসং কল্কিং পুরস্তাদভিসূর্য্যবর্চ্চসম্।
শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণং বৃহদ্ভুজং চারুকিরীট ভূষিণম্ ॥ ৪৫
নানামণিব্রাতচিতাঙ্গশোভয়া নিরস্তলোকেক্ষণহৃত্তমোময়ম্।
বিশাখযূপাদিভিরাবৃতং প্রভুং দদর্শ ধর্ম্মেণ কৃতেন পূজিতম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজকল্কিসেনায়ো-নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। পরে তাহাকে ভুজদ্বয়ের মধ্যে টানিয়া নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত

করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বৃহৎকেতু শক্রশরে পীড়িত হইয়া তৎকালে মূর্চ্ছিত ও মৃতবৎ হইলেন।৪৩

রাজা সূর্যকেতু অনুজকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া দেবাপির মস্তকে বজ্রপাত তুল্য মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। ইহাতে দেবাপিও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। দেবাপির শত্রু সূর্যকেতু দেবাপিকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত করিতে লাগিলেন।৪৪

এদিকে রাজা শশিধ্বজ রণভূমিতে সম্মুখে কল্কিদেবকে দেখিতে পাইলেন। এই কল্কিদেব সূর্যসম তেজঃসম্পন্ন ও শ্যামবর্ণ। ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়। ইহাঁর নয়নযুগল কমলতুল্য মনোহর। ইনি পিঙ্গলবর্ণ বসন পরিহিত। তাঁহার বাহুদ্বয় বৃহৎ এবং মস্তকে সুন্দর কিরীট সুশোভিত।৪৫

ইনি বহুবিধ মণিমাণিক্যে অলংকৃত অঙ্গকান্তি দ্বারা সমস্ত লোকের নয়ন ও হৃদয়ের অন্ধকার নিরাশ করিতেছেন। বিশাখযূপ প্রভৃতি ভূপতিগণ ইহাঁর চারিদিকে অবস্থিত। ধর্ম ও সত্যযুগ ইহাঁর পূজায় নিরত আছেন।৪৬

*দ্বয়ষ্টবর্ষৎ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে

শশিধ্বজ ও কল্কিসৈন্যগণের যুদ্ধ নামক

অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ

সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

হৃদি ধ্যানাস্পদং রূপং কল্কের্দৃষ্ট্বা শশিধ্বজঃ।
পূর্ণং খড়্গাধরং চারু তুরগারূঢ়মব্রবীৎ ॥১
ধনুর্ব্বাণধরং চারুবিভূষণবরাঙ্গকম্।
পাপতাপবিনাশার্থমুদ্যতং জগতাং পরম্ ॥২
প্রাহ তং পরমাত্মানং হৃষ্টরোমা শশিধ্বজঃ।
এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রহারং কুরু মে হৃদি ॥৩
অথবাত্মন্! বাণভিয়া তমোহন্ধে হৃদি মে বিশ।
নির্গুণস্য গুণজ্ঞত্বমদ্বৈতস্যাস্ত্রতাড়নম্ ॥৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, রাজা শশিধ্বজ হৃদয়ে ধ্যানাস্পদ মনোহর অশ্বারূঢ় খড়্গাধারী পূর্ণাবতার কল্কিদেবের দিব্যরূপ দর্শনে কহিতে লাগিলেন। এই জগৎপতি কল্কিদেব ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক মনোহর ভূষণে ভূষিত হইয়া জীবগণের পাপতাপ অপসারণে উদ্যত হইয়াছেন। ১-২

রাজা শশিধ্বজ রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই পরমেশ্বরকে বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আগমন কর। আমার হৃদয়ে প্রহার কর। অথবা হে মহাত্মন্, আমার বাণপাত ভয়ে তমোপুঞ্জ দ্বারা অন্ধীকৃত মদীয় হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক লুক্কায়িত হও। যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, যিনি অব্যয় হইয়াও অস্ত্রপ্রহারে উদ্যত, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৩-৪

নিষ্কামস্য জয়োদ্‌যোগ সহায়ং যস্য সৈনিকম্।
লোকাঃ পশ্যন্তু যুদ্ধে মে দ্বৈরথে পরমাত্মনঃ ॥৫
পরবুদ্ধির্যদি দৃঢ়ং প্রহর্ত্তা বিভবে ত্বয়ি।
শিববিষ্ণোর্ভেদকৃতে লোকং যাস্যামি সংযুগে ॥৬

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা অক্রোধঃ ক্রুদ্ধবদ্বিভুঃ
বাণৈরতাড়য়ৎ সংখ্যং ধৃতায়ুধমরিন্দমম্ ॥৭
শশিধ্বজস্তং প্রহারমগণয্য বরায়ুধৈঃ।
তং জঘ্নে বাণবর্ষেণ ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥৮

শ্লোকার্থ। যিনি নিষ্কাম হইয়াও জয়লাভার্থ সৈন্যসহায় করিয়াছেন, সকলে দর্শন করুক, আমি সেই পরমেশ্বরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি।৫

তুমি বিভু, তথাপি আমি তোমাকে প্রহার করিব। পরন্তু প্রহার কালে যদি আমার পরজ্ঞান দৃঢ় হয়, তাহা হইলে যাহারা শিব ও বিষ্ণুর ভেদজ্ঞান করে, তাহারা যে লোকে গিয়া থাকে, আমিও এই যুদ্ধে সেই লোকে যাইব। ৬

অস্ত্রধারী শত্রুসন্তাপকারী রাজা শশিধ্বজের এই বাক্য শুনিয়া বিভু কল্কি ক্রোধহীন হইয়াও ক্রুদ্ধের ন্যায় ভীমরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং সেই রণস্থলে শরনিকরে রাজাকে প্রহার করিলেন। ৭

রাজা শশিধ্বজ সেই প্রহারকে প্রহার বলিয়াই গ্রাহ্য করিলেন না। প্রত্যুত মেঘ যেমন পর্বতের উপর জলবর্ষণ করে, তত্তুল্য তিনি বহুবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৮

তদ্‌বাণবর্ষভিন্নাস্তঃ কল্কিঃ পরমকোপনঃ।
দিব্যৈঃ শস্ত্রাস্ত্র সংঘাতৈস্তয়োর্যুদ্ধমবর্ত্তত ॥৯
ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রৈর্ব্বায়ব্যস্য চ পার্ব্বতৈঃ।
আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যৈঃ পন্নগস্য চ গারুড়ৈঃ ॥১০
এবং নানাবিধৈরস্ত্রৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
লোকাঃ সপালাঃ সন্ত্রস্তা যুগান্তমিব মেনিরে ॥১১
দেবা বাণাগ্নিসন্ত্রস্তা অগমন্ খগমাঃ কিল।
ততোঽতিবিতথোদ্যোগৌ বাসুদেব শশিধ্বজৌ ॥১২

শ্লোকার্থ। সেই বাণবর্ষণে শরীর ছিন্নভিন্ন হওয়ায় কল্কিদেব, অতিশয় কুপিত হইলেন। পরে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র সমূহ দ্বারা উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল।৯

ব্রহ্মাস্ত্রে, ব্রহ্মাস্ত্র, পার্বতাস্ত্রে বায়ব্য অস্ত্র, পার্জন্য অস্ত্রে আগ্নেয় অস্ত্র এবং গারুড়াস্ত্রে পন্নগাস্ত্র[১৫৮] প্রতিহত হইতে লাগিল।১০

উক্তরূপে কল্কিদেব ও শশিধ্বজ পরস্পর নানাবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। লোকগণ ও লোকপালগণ সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন, অদ্য প্রলয়কাল উপস্থিত হইল।১১

যে দেবগণ যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ আকাশপথে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাণাগ্নি দ্বারা ভীত হইলেন। ১২

টিপ্পনী। ১৫৮। ইহা দেবলব্ধ অস্ত্রবিশেষ। মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার বিহিত। সংস্কৃত সাহিত্যে উক্ত অস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ও মহাভারতের কোন কোন পর্বে এই দিব্যাস্ত্র বর্ণিত। বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে এবং শত্রুগণ ও নিশান সমূহকে উড়াইয়া লইয়া যায়। মেঘাস্ত্র প্রয়োগে মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও মুসলধারে বৃষ্টি হয়। ইহাতে শত্রুগণ নিহত হয়। আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে ভয়ংকর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। ঐ অগ্নির করাল জ্বালায় ত্রিভুবন ভস্মীভূত হইবার আশংকা থাকে। যদি কেহ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করেন, তখন শত্রুপক্ষ মেঘাস্ত্র প্রয়োগ করে। ইহার ফলে বৃষ্টিপাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ হয়। পন্নগাস্ত্র প্রয়োগে বৃশ্চিক ও সর্পাদি উৎপন্ন হয়। উহাদের বিষাক্ত দংশনে শত্রুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার গারুড়াস্ত্র প্রয়োগে পন্নগাস্ত্র ব্যর্থ হয়। গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে শত শত গরুড় পক্ষী আসিয়া সর্পাদি ভক্ষণ করে। অনেক পুরাণে এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রের বৃত্তান্ত প্রদত্ত।

নিরস্ত্রৌবাহুযুদ্ধেন যুযুধাতে পরস্পরম্॥
পদাঘাতৈস্তলাঘাতৈর্মুষ্টিপ্রহরণৈস্তথা ॥১৩

নিযুদ্ধকুশলৌ বীরৌ মুমুদাতে পরস্পরম্।
বরাহোদ্ধৃতশব্দেন তং তলেনাহনদ্ধরিঃ ॥১৪
স মূর্চ্ছিতো নৃপঃ কোপাৎ সমুত্থায় চ তৎক্ষণাৎ।
মুষ্টিভ্যাং বজ্রকল্পাভ্যামবধীৎ কল্কিমোজসা।
স কল্কিস্তৎপ্রহারেণ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ॥১৫
ধর্ম্মঃ কৃতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং জগদীশ্বরম্।
সমাগতৌ তমানেতুং কক্ষে তৌ জগৃহে নৃপঃ ॥১৬

শ্লোকার্থ। এইরূপে কল্কিদেব ও শশিধ্বজ উভয়ে দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ বিফল হইল দেখিয়া, অস্ত্র পরিত্যাগান্তে পরস্পর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাঘাত, চপেটাঘাত ও মুষ্টি প্রহার দ্বারা উভয়ে যুদ্ধলিপ্ত হইলেন।১৩

উভয়েই মহাবীর এবং যুদ্ধকুশল। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের যুদ্ধ কৌশল দর্শনে অতি প্রীত হইলেন। যখন সৃষ্টির প্রারম্ভে বরাহ পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন যেরূপ ঘোর শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ মহাশব্দে কল্কি করতল দ্বারা রাজাকে প্রহার করিলেন। ১৪

রাজা শশিধ্বজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে উত্থিত হইয়া ক্রোধভরে বলপূর্বক বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বয় দ্বারা কল্কিদেবের দেবদেহে প্রহার করিলেন। কল্কিদেব সেই প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ধর্ম ও সত্যযুগ জগদীশ্বর কল্কিকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অন্যত্র অপসারণ নিমিত্ত সেইস্থানে দ্রুতবেগে উপনীত হইলেন। ১৫-১৬

কল্কিং বক্ষস্যুপাদায় লব্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্।
যুদ্ধেন নৃপাণামন্যেষাং পুত্রৌ দৃষ্ট্বা সুদুর্জ্জয়ৌ ॥১৭
কল্কিং সুরাধিপপতিং প্রধনে বিজিত্য
ধর্মং কৃতঞ্চ নিজকক্ষযুগে নিধায়।
হর্ষোল্লসদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমাথী
গত্বা গৃহং হরিগৃহে দদৃশে সুশান্তাম্ ॥১৮

দৃষ্ট্বা তস্যাঃ সুললিতমুখং বৈষ্ণবীনাঞ্চ মধ্যে
গায়ন্তীনাং হরিগুণকথাস্তামথ* প্রাহ রাজা।
দেবাদীনাং বিনয় বচসা শম্ভলে জন্মনাবা*১
বিদ্যালাভং পরিণয় বিধিং ম্লেচ্ছ পাষণ্ডনাশম্ ॥১৯
কল্কিঃ স্বয়ং হৃদি সমায়মিহাগতোহদ্ধা
মূর্চ্ছিচ্ছলেন তব ভক্তিসমী ক্ষণার্থম্।
ধর্ম্মং কৃতঞ্চ মম কক্ষাযুগে সুশান্তে!
কান্তে বিলোকয় সমর্চ্চয় সংবিধেহি।২০
ইতি নৃপবচসা বিনোদপূর্ণা
হরিকৃত ধর্ম্মযুতং প্রণম্য নাথম্।
সহ নিজসখিভির্নর্ত্ত রামা
হরিগুণ কীর্ত্তন বর্ত্তনা বিলজ্জা॥২১

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে ধর্ম্মকল্কিকৃতা নামা-নয়নং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। রাজা শশিধ্বজ ধর্ম ও সত্যযুগকে দুই কক্ষে লইলেন। পরে তিনি কল্কিকে বক্ষঃস্থলে ধারণে কৃতকৃত্য হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন এবং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অন্য কোন রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে না।১৭

এইরূপে রাজা শশিধ্বজ দেবগণেরও অধীশ্বর কল্কিকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া ধর্ম ও সত্যযুগ উভয়কে উভয় কক্ষে ধারণ পূর্বক হর্ষভরে উল্লসিত হৃদয়ে ও পুলকিত দেহে সৈন্য সমূহকে বিমর্দিত ও উৎসারিত করিয়া নিজপ্রাসাদে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহিষী সুশান্তা হরিগৃহে অবস্থান করিতেছেন। ১৮

বৈষ্ণবীগণ তাঁহার চতুর্দিকে হরিগুণ গান করিতেছে। সুশান্তার সুললিত বদনকমল অবলোকন করিয়া রাজা বলিলেন, যিনি দেবতাগণের প্রার্থনায়

শম্ভলগ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই তিনি এখানে উপস্থিত। ইনি এই রূপে বিদ্যালাভ, বিবাহ এবং পাষণ্ড ও ম্লেচ্ছগণকে উন্মূলিত করিয়াছেন। ১৯

অয়ি সুশান্তে, যে কল্কিদেব হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি এক্ষণে তোমার শুদ্ধা ভক্তি দর্শনার্থ মায়া অবলম্বনে মূর্চ্ছাচ্ছলে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হে কান্তে, এই দেখ ধর্ম ও সত্যযুগ আমার উভয় কক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তুমি ইহাদের সৎকার কর। ২০

সুশান্তা রাজার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং শ্রীহরি, ধর্ম, সত্য এবং নিজ পতিকে প্রণাম করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় সখীবর্গের সহিত একত্র হইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে নৃত্য[১৫৯] করিতে লাগিলেন।২১

*হরিগুণকথারতামথ ইতি বা পাঠঃ।

*১ জন্মবানা বিদ্যালাভং ইতি বা পাঠঃ।

শ্রী কল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে

ধর্ম, কল্কি ও কৃতযুগ আনয়ন নামক

নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

টিপ্পনী। ১৫৯। হাব ও ভাব ব্যঞ্জক অঙ্গ ভঙ্গীর নাম নৃত্য। সংস্কৃত সাহিত্যে নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরাকাল হইতে ভারতে নৃত্যগীতাদি প্রচলিত। সঙ্গীত পারিজাত নামক সংস্কৃত পুস্তকে (২২-২৩ শ্লোকে) আছে।—

ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতম্ মার্গসংগীতম্।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্॥
ততোঽপি তাণ্ডবং জ্ঞাত্বা লাস্যং জ্ঞাত্বোময়োদিতম্।
তৎ সর্বং শিষ্যসংঘেভ্যঃ প্রোক্তবান্ ভরতো মুনিঃ॥

ভরতমুনি ব্রহ্মার নিকট সংগীত বিদ্যা শিক্ষান্তে অপ্সরা ও গন্ধর্বদ্বারা মহাদেবের সম্মুখে অভিনয় করেন। অনন্তর তিনি শিবের নিকট তাণ্ডব নৃত্য ও পার্বতীর নিকট লাস্য নৃত্য শিখিয়া শিষ্যগণকে এই দুই বিষয় শিক্ষা দেন। সংস্কৃত নাটক শাস্ত্র "সঙ্গীত দামোদর" গ্রন্থে আছে—

দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

তাল, মান ও রসাশ্রয় দেবতাগণের রুচিসঙ্গত। সবিলাস অঙ্গভঙ্গীকে নৃত্য বলে। তাণ্ডব ও লাস্য দুই প্রকার নৃত্য। আবার তাণ্ডবও দ্বিবিধ—পেবলি ও বহুরূপ। আর লাস্যও দ্বিবিধ—ছুরিত ও যৌবত। এই সম্বন্ধে সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোক সমুহ দৃষ্ট হয়।

তাণ্ডব চ তথালাস্যং দ্বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে।
পেবলির্বহুরূপং চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মত॥
অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যং তথাঽভিনয়শূণ্যতা।
যত্র সা পেবলিস্তস্যাঃ সংগাদেশাতি লোকতঃ॥
ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী।
তাণ্ডবং বহুরূপং তদ্বাকণাগলমুদ্ধতম্॥
ছুরিতং যৌবতং চেতি লাস্যং দ্বিবিধমুচ্যতে।
যত্রাভিনয়াদ্যৈর্ভাবৈ রসৈবাশ্লেষচুম্বনৈঃ॥
নায়িকা নায়কৌ রঙ্গে নৃত্যতশ্ছুরিতং হি তৎ।
মধুরং বদ্ধলীলাভি র্নটীভির্যত্র নৃত্যতে॥
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্॥

এইরূপ কার্য্যবিশেষ দ্বারা নৃত্যের বহু নাম হইয়াছে। এক সকল ব্যতীত নৃত্যের অন্যান্য ভেদও বিদ্যমান। সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।—

গেয়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ।
লয় তাল সমাবদ্ধং ততো নৃত্যং প্রবর্ত্ততে॥

গীত হইতে বাদ্য ও বাদ্য হইতে লয় উৎপন্ন হয়। ইহার পরে লয় ও তালের প্রাবন্ধে নৃত্য হয়।

তৃতীয় অংশ

দশম অধ্যায়ঃ

সুশান্তোবাচ।

জয় হরেঽমরাধীশ সেবিতং, তব পদাম্বুজং ভূরিভূষণম্।

কুরু মমাগ্রতঃ সাধুসৎকৃতং ত্যজ মহামতে! মোহমাত্মনঃ ॥১

তব বপুর্জ্জগদ্রূপসম্পদা বিরচিতং সতাং মানসে স্থিতম।

রতিপতের্ম্মনোমোহদায়কং কুরু বিচেষ্টিতং কামলম্পটম্* ॥২

তব যশো জগচ্ছোকনাশনং মৃদুকথামৃতপ্রীতিদায়কম্।

স্মিতসুধোক্ষিতং চন্দ্রবন্মুখং তব করোত্বলং লোকমঙ্গলম্ ॥৩

মম পতিস্ত্বয়ং সর্ব্বদুর্জ্জয়ো যদি তবা প্রিয়ং কর্ম্মণা চরেৎ।

জহি তদাত্মনঃ শত্রুমুদ্যতং কুরু কৃপাং নচেদীদৃগীশ্বরঃ ॥৪

মহদহংযুতং পঞ্চমাত্রয়া প্রকৃতি জায়য়া নির্মিতং বপুঃ।

তব নিরীক্ষণাল্লীলয়া জগৎ-স্থিতিলয়োদয়ং ব্রহ্ম কল্পিতম্ ॥৫

*কামপূরণম্ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্থ। সুশান্তা বলিলেন, হে হরে, তোমার জয় হউক। আত্ম মোহ পরিত্যাগ কর। হে মহামতে, সাধুগণ কর্তৃক পূজিত, সুরপতি কর্তৃক সেবিত ও নানা আভরণে অলংকৃত তোমার চরণকমল আমার সম্মুখে স্থাপন কর।১

তোমার এই শরীর জগতের উৎকৃষ্ট রূপলাবণ্য দ্বারা বিরচিত এবং তোমার দিব্য রূপ সাধুগণের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। তোমার এই রূপ দর্শনে রতিপতির মনেও মোহ উপস্থিত হয়। এক্ষণে আমার প্রার্থনা পূরণ কর।২

তোমার যশোগান শ্রবণে জগতের শোক তাপ দূর হয়। তোমার মুখচন্দ্র স্মিতসুধায় প্লাবিত এবং মৃদুবাক্যরূপ অমৃতবর্ষণে সকলকে মুগ্ধ করে। তোমার এই বদনকমল জগতের মঙ্গলকর হউক।৩

আমার পতি সকলের পক্ষেই দুর্জ্জয়। যদি ইনি কার্য দ্বারা তোমার কোনরূপ অপ্রিয় কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তবে তুমি এখন শত্রুভাব পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে ক্ষমা কর। নচেৎ তোমাকে লোকে কি জন্য কৃপাময় ঈশ্বর বলিবে?৪

তোমার প্রকৃতিরূপ জায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি দ্বারা শরীর নির্মিত হয়। তোমার ঈক্ষণ ও লীলা হেতু ব্রহ্মে [১৬০] কল্পিত দৃশ্য জগতের সৃষ্টিও হইতেছে।৫

টিপ্পনী। ১৬০। ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা—ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য সার তত্ত্ব। বেদান্তীগণ বলেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, মায়াবলে ব্রহ্মে জগৎভ্রম হয়। অবিদ্যার প্রভাবে দৃশ্য জগৎ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, ইহার বাস্তব সত্তা নাই। দৃশ্য জগতের ব্যবহারিক সত্তামাত্র আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই।

ভূবিষন্মরুদ্‌বারিতেজসাং রাশিভিঃ শরীরেন্দ্রিয়াশ্রিতৈঃ।
ত্রিগুণয়া স্বয়া মায়য়া বিভো কুরুকৃপাং ভবৎ সেবনার্থিনাম্॥৬
তব গুণালয়ং নাম পাবনং কলিমলাপহং কীর্ত্তয়ন্তি যে।
ভবভয়ক্ষয়ং তাপতাপিতা মুহুরহো জনাঃ সংসরন্তি নো॥৭
তব জনুঃ* সতাং মানবর্দ্ধনং নিজ কুলক্ষয়ং দেবপালকম্।
কৃতযুগার্পকং ধর্ম্মপূরকং কলিকুলান্তকং শং তনোতু মে॥৮
মম গৃহং পতিপুত্রনপ্তৃকং গজরথৈর্ধ্বজৈশ্চামরৈর্ধনৈঃ।
মনিবরাসনং সৎকৃতিং বিনা তব পদাব্জয়োঃ শোভয়ন্তি কিম্॥৯
তব জগদ্বপুঃ সুন্দরস্মিতং মুখমনিন্দিতং সুন্দরারবম্।
যদি ন মে প্রিয়ং বল্গুচেষ্টিতে পরিকরোত্যহো মৃত্যুরস্ত্বিহ॥১০

শ্লোকার্থ। হে প্রভো, শরীর ও ইন্দ্রিয়াশ্রিত পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতসমষ্টি এবং নিজ ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা তোমার সেবাপ্রার্থী জনগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। যে ব্যক্তিগণ সংসার তাপে তাপিত হইয়া

কলিকলুষনাশক, ভবভয়নিবারক, অশেষগুণ নিলয় ও পরম পাবন ভবদীয় নাম কীর্তন করে, এই সংসারে তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ৬-৭

তোমার আবির্ভাবে সাধুদেব মানবৃদ্ধি, দ্বিজগণের অভ্যুদয, দেবতাগণের[১৬১] পালন, সত্যযুগেব পুনরধিকারপ্রাপ্তি, ধর্মের বৃদ্ধি ও কলিকুলের সংহার হইতেছে। অধুনা তোমার ঐ পুণ্য আবির্ভাবে আমাব পরম মঙ্গল হউক। ৮

মদীয গৃহে আমার পতি, পুত্র, পৌত্র, হস্তী, রথ, ধ্বজ, চামর, ঐশ্বর্য ও মণিময় আসন প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যমান। পবন্তু তোমার চরণকমল সেবন ব্যতীত এতৎ সমস্ত অর্থহীন হয়।৯

হে জগন্মূর্তি, সুন্দর সুস্মিত সুশোভিত সর্বাঙ্গ সুন্দর মনোহর বাক্য যুক্ত বমণীয় চেষ্টা সম্পন্ন ভবদীয মুখচন্দ্র যদি আমার হিতানুষ্ঠানে উদ্যত না হয়, তাহা হইলে এইক্ষণে আমার মৃত্যু হউক।১০

*জন্ম সতাং ইতি বা পাঠঃ।

*১ গজরথৈর্ধ্বজৈশ্চামবৈর্ধনৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৬১। যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেবগণ হব্যভাগ প্রাপ্ত হন। যখন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত না হয়, তখন দেবগণ অতৃপ্ত, অভুক্ত থাকেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, তৎকালে যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবগণ পালিত হইতেন।

হয়চর ভয়হর করহরশরণ খরতরবর *দশবলমথন।
জয় হতপরভর ভববরনশন *১শশধর শতসমর সভরবদন ॥১১

ইতি তস্যাঃ সুশান্তায়া গীতেন পরিতোষিতঃ।
উত্তস্থৌ রণশয্যায়াঃ কল্কির্যুদ্ধস্থবীরবৎ ॥১২

সুশান্তাং পুরতো দৃষ্ট্বা কৃতং বামে তু দক্ষিণে।
ধর্ম্মং শশিধ্বজং পশ্চাৎ প্রহোতি ব্রীড়িতাননঃ ॥১৩

কা ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি! মম সেবার্থমুদ্যতা!
কান্তে শশিধ্বজঃ শূরো মম পশ্চাদুপস্থিতঃ ॥১৪

শ্লোকার্থ। তুমি অশ্বারোহণে বিচরণ কর। তোমার কৃপায় ভবভয় লুপ্ত

হয়। তুমি ব্রহ্মা ও হরের আশ্রয়। তুমি খরতর শরনিকরে বহু বলশালী বীরকে মথিত করিয়া থাক। যে বীরগণ সমরে পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি তাহাদের উদ্ধার করিয়া থাক। তোমার কৃপায় জীবকুলে সংশবণ অতিক্রান্ত হয়। তোমার বদনকমল শত শশধর সদৃশ সুন্দর।১১

তদনন্তব কল্কিদেব এই প্রকার সুশান্তার জয়গানে পরিতোষিত হইয় সংগ্রামস্থ বীবের ন্যায় রণশয্যা হইতে সমুত্থিত হইলেন। তিনি সম্মুখে সুশান্তাকে, বামে সত্যযুগকে, দক্ষিণে ধর্মকে এবং পশ্চাতে রাজা শশিধ্বজবে দেখিয়া লজ্জানম্রমুখে বলিলেন। ১২-১৩

হে পদ্মপলাশাক্ষি, তুমি কে? কি জন্য আমার সেবায় উদ্যত হইয়াছ? মহাবীব শশিধ্বজ কি জন্য আমার পশ্চাতে সমাগত হইয়াছেন? ১৪

* খরতরবরশর ইতি বা পাঠঃ।

* ১ হতপব ভবভবভয় শমন ইতি বা পাঠঃ

হে ধর্ম্ম! হে কৃতযুগ! কথমত্রাগতা বয়ম্।
বণাঙ্গণং বিহায়াস্য্যাঃ শত্রোরন্তপুরে বদ॥১৫
শক্রপত্ন্যঃ কথং সাধু সেবন্তে মামরিং মুদা।
শশিধ্বজঃ শূরমানী মূর্চ্ছিতং হন্তি নো কথম্॥১৬

সুশান্তোবাচ

পাতালে দিবি ভূমৌ বা নরনাগসুরাঽসুরাঃ।
নারায়ণস্য তে কল্কে কেবা সেবাং ন কুর্ব্বতে॥১৭
যৎ সেবকানাং জগতাং মিত্রাণাং দর্শনাদপি।
নিবর্ত্তন্তে শত্রুভাবস্তস্য সাক্ষাৎ কুতো রিপুঃ॥১৮

শ্লোকার্থ। হে ধর্ম, হে কৃতযুগ, আমরা রণভূমি ত্যাগ করিয়া কি জন্য কিরূপে এই শত্রুর অন্তঃপুরে আসিলাম, বল।১৫

আমি শত্রু, শত্রুপত্নীগণ কি জন্য আমাকে প্রীতচিত্তে সেবা করিতেছে?

আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, শূরমানী শশিধ্বজ কিজন্য আমাকে বিনাশ করে নাই ? ১৬

সুশান্তা বলিলেন, ভূতলবাসী, স্বর্গবাসী বা পাতালবাসী মনুষ্য, দেবতা, অসুর বা নাগ প্রভৃতির মধ্যে কে শ্রীহরির অবতার কল্কিদেবের সেবা না করে ? ১৭

জগৎ যাঁহার সেবক, জগৎ যাঁহার মিত্রস্বরূপ, যাঁহার দর্শনে শত্রুভাব বিদূরিত হয়, সাক্ষাতে কে তাঁহার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করিতে পারে ? ১৮

ত্বয়া সার্দ্ধং মম পতিঃ শত্রুভাবেন সংযুগে।
যদি যোগ্যস্তদা নেতুং কিং সমর্থো নিজালয়ম্ ॥১৯
তব দাসো মম স্বামী অহং দাসী নিজা তব।
আবয়োঃ সংপ্রসাদায় আগতোঽসি মহাভুজ ॥২০

ধর্ম্ম উবাচ

অহং তবৈতয়োর্ভক্ত্যা নামরূপানুকীর্ত্তনাৎ।
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কলিক্ষয় ॥২১

কৃতযুগ উবাচ।

অধুনাহং কৃতযুগং তব দাসস্য দর্শনাৎ।
ত্বমীশ্বরো জগৎপূজ্যঃ সেবকস্যাস্য তেজসা ॥২২

শ্লোকার্থ। যদি আমার স্বামী শত্রুভাবে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে কি তোমাকে নিজালয়ে আনিতে পারিতেন ? ১৯

আমার স্বামী তোমার দাস, আমি তোমার দাসী। হে মহাভুজ, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি স্বয়ং এখানে আসিয়াছ ।২০

ধর্ম বলিলেন, হে কলিনাশন, ইহারা উভয়ে আপনার প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, যেরূপ আপনার নাম কীর্তন করিতেছেন, যেরূপ স্তবগান করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম ।২১

কৃতযুগ বলিলেন, অদ্য আমি আপনার প্রিয় ভক্তকে দর্শন করিয়া

সত্যযুগরূপে গণিত হইলাম। আপনিও এই সেবকের তেজোদ্বারা জগৎপূজ্য ঈশ্বরকপে বিজ্ঞাত হইলেন।২২

শশিধ্বজ উবাচ।

দণ্ডয়ং মাং দণ্ডয় বিভো যোদ্ধ্‌ত্বাত্বত্যতায়ুধম্‌।
যেন কামাদি রাগেণ ত্বয্যাত্মন্যপি বৈরিতা ॥২৩
ইতি কল্কির্ব্বচস্তেষাং নিশম্য হর্ষিতাননঃ।
ত্বয়া জীতোঽস্মীতি নৃপং পুনঃ পুনরুবাচ হ ॥২৪
ততঃ শশিধ্বজো রাজা যুদ্ধাদাহূয় পুত্রকান্‌।
সুশান্তায়া মতিং বুদ্ধা রমাং প্রাদাৎ স কল্কয়ে ॥২৫
তদৈত্য মরু দেবাপি শশিধ্বজসমাহৃতৌ।
বিশাখযূপভূপশ্চ রুধিরাশ্বশ্চ সংযুগাৎ ॥২৬
শয্যাকর্ণনৃপেনাপি ভল্লাটং পুরমাযযুঃ।
সেনাগণৈরসংখ্যাতৈঃ সা পুরী মর্দ্দিতাভবৎ ॥২৭

শ্লোকার্থ। শশিধ্বজ কল্কিকে বলিলেন, হে বিভো, আমি যুদ্ধ করিয়া আপনার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়াছি। আপনি আমাদের আত্মা, আমি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশীভূত হইয়া আপনার সহিত বৈরিতা করিয়াছি।২৩

কল্কি তাঁহাদের কথা শুনিয়া সহাস্যবদনে বারবার বলিলেন, তুমিই আমাকে ভক্তিবলে জয় করিয়াছ।২৪

অনন্তর রাজা শশিধ্বজ রণভূমি হইতে পুত্রগণকে ডাকিয়া সুশান্তার অভিপ্রায় অবগত হইয়া রমানাম্নী কন্যা কল্কিকে দান করিলেন।২৫

তৎকালে মরু, দেবাপি, বিশাখযুপ, প্রপর্তি ও রুধিরাশ্ব প্রভৃতি সকলে শশিধ্বজের অনুরোধে সংগ্রামস্থল হইতে রাজা শয্যাকর্ণের সহিত ভল্লাট নগরে যাত্রা করিলেন। অসংখ্য সৈন্যসমূহে সেই নগর বিমর্দিত হইতে লাগিল।২৬-২৭

গজাশ্বরথসংবাধৈঃ পত্তিচ্ছত্ররথধ্বজৈঃ।
কল্কিনাপি রমায়াশ্চ বিবাহোৎসব সম্পদাম্ ॥২৮
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতা হর্ষাৎ সবলবাহনাঃ।
শঙ্খভেরী মৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥২৯
নৃত্য গীতবিধানৈশ্চ পুরস্ত্রীকৃতমঙ্গলৈঃ।
বিবাহো রময়া কল্কেরভূদতি সুখাবহঃ ॥৩০

শ্লোকার্থ। গজ, অশ্ব ও রথসমূহের পরস্পর বিমর্দনে পদাতিক, রথ ও ধ্বজপতাকাসমূহে কল্কি ও রমার বিবাহোৎসব যথোচিত সমারোহে সম্পাদিত হইল।২৮

সকলে আনন্দিত চিত্তে বলবাহনের সহিত তাহা দেখিবার জন্য সত্বর আগমন করিল। শংখ, ভেরী,[১৬২] মৃদঙ্গ[১৬৩] ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের বিপুল ধ্বনি ও নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান এবং পুরনারী কৃত মঙ্গলাচরণ দ্বারা রমা ও কল্কির পরিণয় অতীব সুখাবহ হইল।২৯-৩০

টিপ্পনী। ১৬২। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ইহা একপ্রকার বড় ঢাক। পুরাকাল হইতে ভারতে ভেরী বাদ্য প্রচলিত। আনক ও দুন্দুভি ভেরীর পর্য্যায়ভুক্ত। ১৬৩। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহাকে পাখোয়াজ বলে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ ইহার অধিক ব্যবহার করেন। কাষ্ঠে নির্মিত যন্ত্রকে পাখোয়াজ এবং মৃন্ময় যন্ত্রকে মৃদঙ্গ বলে। সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গ গঠনের অভিন্ন নিয়ম প্রদত্ত। মৃত্তিকানির্মিতশ্চৈব মৃদঙ্গ পরিকীর্তিতঃ। ইহার পরিমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত।

সার্দ্ধহস্ত প্রমাণং তু দৈর্ঘ্যমস্য বিধিয়তে।
ত্রয়োদশাংগুলং বামমথবা দ্বাদশাংগুলম্ ॥
দক্ষিণং চ ভবেদ্ধীনমেকেনর্দ্ধাংগুলেন বা।
করণানদ্ধবদনো মধ্যে চৈবং পৃথুর্ভবেৎ ॥

পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গ দেড় হাত দীর্ঘ, বাম ভাগের বেড় ১২ বা ১৩ আঙ্গুল ও

দক্ষিণ ভাগ এক বা অৰ্দ্ধ আঙ্গুল কম হয়। উহার দুই মাথা ছোট ও মধ্যভাগ মোটা হয়। দুই মাথা চৰ্ম্মদ্বারা আবৃত ও দেহ চৰ্ম রজ্জুতে বদ্ধ থাকে। সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে ইহার প্রস্তুতি প্রণালী লিখিত।

নৃপা নানাবিধৈর্ভোজ্যৈঃ পূজিতা বিবিশুঃ সভাম্।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাবরজাতয়ঃ ॥৩১
বিচিত্র ভোগাভরণাঃ কল্কিং দ্রষ্টুমুপাবিশন্।
তস্যাং সভায়াং শুশুভে কল্কিঃ কমললোচনঃ ॥৩২
নক্ষত্রগণমধ্যস্থঃ পূর্ণঃ শশধরো যথা।
রেজে রাজগণাধীশো লোকান্ সর্ব্বান্ বিমোহয়ন্ ॥৩৩
রমাপতিং কল্কিমবেক্ষ্য ভূপঃ সভাগতং পদ্মদলায়তেক্ষণম্।
জামাতরং ভক্তিযুতেন কর্ম্মণা বিবুধ্য মধ্যে নিষসাদ তত্র হ ॥৩৪

ইতি কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে রমাবিবাহো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। নৃপতিগণ বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা সংকৃত হইয়া আহূত সভায় প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং অন্যান্য জাতিভুক্ত জনগণ বিচিত্র ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু পাইয়া কল্কির দর্শনার্থ সেই সভায় যোগদান করিলেন। কমললোচন কল্কিদেব সেই সভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৩১-৩২

নক্ষত্রগণের মধ্যে যেমন পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করেন, রাজগণের অধীশ্বর কল্কিও সেইরূপ সকলকে বিমোহিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৩৩

রাজা শশিধ্বজ পদ্মপলাশনিভ বিশাললোচন কল্কিদেবকে সভামধ্যে উপবিষ্ট দেখিয়া ভক্তিপূত মনে তাঁহাকে জামাতৃজ্ঞানে তথায় উপবিষ্ট হইলেন।৩৪

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
রমাবিবাহ নামক দশম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

একাদশ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

তত্রাহুস্তে সভামধ্যে বৈষ্ণবং তং শশিধ্বজম্ ॥ ১

মুনিভিঃ কথিতাশেষ-ভক্তিব্যাসক্তবিগ্রহম্।

সুশান্তাঞ্চ কৃতেনাপি ধর্ম্মেণ বিধিবদ্‌যুতাম্ ॥ ২

রাজান উচুঃ

যুবাং নারায়ণস্যাস্য কল্কেঃ শ্বশুরতাং গতৌ।

বয়ং নৃপা ইমে লোকা ঋষয়ো ব্রাহ্মনাশ্চ যে ॥ ৩

প্রেক্ষ্য ভক্তিবিতানং বাং হরৌ বিস্মিত মানসাঃ।

পৃচ্ছামস্ত্বামিয়ং ভক্তিঃ ক লব্ধা পরমাত্মনঃ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ যে পর্যন্ত ভক্তির[১৬৪] সীমা বর্ণনা করিয়াছেন, রূপ সেই ভক্তিমান পরম বৈষ্ণব রাজা শশিধ্বজকে এবং কৃতযুগ ও ধর্মের সহিত মিলিতা সুশান্তাকে দেখিয়া সমাগত রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ বলিলেন। ১-২

রাজগণ বলিলেন, এক্ষণে আপনারা সাক্ষাৎ নারায়ণ কল্কির শ্বশুর ও শাশুড়ী হইলেন। পরন্তু আমরা এই রাজগণ, ঋষিবৃন্দ, ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যাদি সাধারণ জনগণ শ্রীহরিতে আপনাদের গাঢ় ভক্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি এবং জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা এই পরমাত্মবিষয়ক পরা ভক্তি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন? ৩-৪

টিপ্পনী। ১৬৪। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে (প্রথম লহরী) এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

যে কৃষ্ণানুশীলনে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর কামনা থাকে না, যাহা জ্ঞান বা র্ম দ্বারা আবৃত হয় না এবং যাহা দ্বারা অনুকূল পরিবেশে কৃষ্ণচিন্তা অবিঘ্নিত য়, তাহাই পরা ভক্তি। ইহার অর্থ, শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম ভজন কর্তব্য। যে কর্ম । জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণভক্তি রুদ্ধ না হয়, এইরূপ জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান চলিতে রে। যে ব্রত ও যোগসাধনা প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের ভজন ব্যাহত না হয় বা ়াতিকূল্য না ঘটে, উহা ত্যাগ করিয়া পরাভক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। াতে যে ভক্তিরস উদ্গত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লক দৃষ্ট হয়।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অনুকূল পরিবেশে একাগ্রচিত্তে কায়িক, বাচিক ও মানসিক উপাধিমুক্ত ়য়া কৃষ্ণভজন করিলে উত্তমা ভক্তি লাভ হয়।

কস্য বা শিক্ষিতা রাজন্। কিংবা নৈসর্গিকী তব।
শ্রোতুমিচ্ছামহে রাজন্। ত্রিজগজ্জনপাবনীম্॥
কথাং ভাগবতী তত্ত্বঃ সংসারাশ্রমনাশিনীম্॥ ৫

শশিধ্বজ উবাচ।

স্ত্রীপুংসোরা বয়োস্তত্তৎ শৃণুতামোঘ বিক্রমাঃ।
বৃত্তং যজ্জন্মকর্ম্মাদি স্মৃতিং তদ্ভক্তি লক্ষণম্॥ ৬
পুরা যুত*সহস্রান্তে গৃধ্রোঽহং পূতিমাংসভুক্।
গৃধ্রীয়ং মে প্রিয়ারণ্যে কৃতনীড়ৌ বনস্পতৌ॥ ৭

শ্লোকার্থ। হে রাজন্, এই ভক্তি কি কাহারও নিকট শিক্ষা করিয়াছেন অথবা ইহা আপনাদের স্বভাবজা ভক্তি? হে রাজন্, আপনার নিকট আমরা এই ভগবদ্বিষয়ক ভক্তি-তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। ইহা শ্রবণ করিলেও ত্রলোকবাসী পবিত্র হয়, ইহার প্রভাবে সংসার প্রবৃত্তির মুলোচ্ছেদ হয়।৫

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, হে অমোঘবিক্রম রাজগণ, আমাদের স্ত্রী-পুরুষে যেরূপে জন্মকর্মাদি হইয়াছে এবং যেরূপে ভক্তি ও স্মৃতি লাভ করিয়াছি তৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬

সহস্র যুগ অতীত হইল, পূর্বে আমি পূতিমাংসাশী গৃধ্র ছিলাম। আমার প্রিয়া সুশান্তা ও গৃধ্রী ছিলেন। ইনি অরণ্যমধ্যে এক মহাবৃক্ষে নীড় নির্মাণ পূর্বক বাস করিতেন। ৭

* যুগ সহস্রান্তে ইতি বা পাঠঃ।

চচার কামং সর্ব্বত্র বনোপবন সংকুলে।
মৃতানাং পূতিমাংসৌঘৈঃ প্রাণিনাং বৃত্তিকল্পকৌ ॥ ৮
একদা লুব্ধকঃ ক্রূরো লুলোভ পিশিতাশিনৌ।
আবাং বীক্ষ্য গৃহে পুষ্টং গৃধ্রং তত্রাপ্যয়োজয়ৎ ॥ ৯
তং বীক্ষ্য জাতবিশ্রম্ভৌ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ পতিতৌ তত্র মাংসলোভিতচেতসৌ ॥ ১০
বদ্ধাবাবাং বীক্ষ্য তদা হর্ষাদাগত্য লুব্ধকঃ।
জগ্রাহ কণ্ঠে তরসা চঞ্ব্াগ্রাঘাতপীড়িতঃ ॥ ১১

শ্লোকার্থ। ইনি বন ও উপবনসংকুল স্থানে যথারুচি বিচরণ করিতেন। আমরা উভয়েই মৃত জীবগণের দুর্গন্ধ মাংস খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতাম। ৮

একদা কোন ক্রূরাশয় ব্যাধ আমাদের উভয়কে দেখিয়া ধরিবার জন্য লোলুপ হইল। পরে সেই ব্যাধ আমাদিগকে বদ্ধ করিবার জন্য তাহার গৃহপালিত গৃধ্র ছাড়িয়া দিল। ৯

সেই সময় আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম। সুতরাং আমরা সেই পালিত গৃধ্রকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে মাংসলোভে তাহার সহিত তথায় পতিত হইলাম। ১০

ব্যাধ আমাদিগকে বদ্ধ দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সেখানে আসিয়া বেগে আমাদের

লদেশ ধারণ করিল। আমরাও প্রাণপণে তাহাকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিতে ‍গিলাম।১১

আবাং গৃহীত্বা গণ্ডক্যাঃ শিলায়াং সলিলান্তিকে।
মস্তিষ্কং চূর্ণয়ামাস লুব্ধকঃ পিশিতাশনঃ॥ ১২
চক্রাঙ্কিত শিলাগঙ্গামরণাদপিতৎক্ষণাৎ।
জ্যোতির্ম্ময়বিমানেন সদ্যো ভূত্বা চতুর্ভুজৌ॥ ১৩
প্রাপ্তৌ বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
তত্র স্থিত্বা যুগশতং ব্রহ্মণো লোকমাগতৌ॥ ১৪
ব্রহ্মলোকে পঞ্চশতং যুগানামুপভুজ্য বৈ।
দেবলোকে কালবশাদ্ গতং যুগচতুঃশতম্॥ ১৫

শ্লোকার্থ। পরে মাংসলোলুপ ব্যাধ আমাদিগকে গঙ্গাজল সন্নিধানে ণ্ডকী শিলাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া উভয়েরই মস্তক চূর্ণ করিল।১২

গঙ্গা সলিলে এবং চক্রাঙ্কিত শিলাতে মৃত্যু হওয়ায় আমরা তৎক্ষণাৎ ‍ভুর্জ দিব্য মূর্তি ধারণ করিয়া জ্যোতির্ময় বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গলোক ‍জত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলাম। সেই লোকে শতবর্ষ বাসান্তে ব্রহ্মলোকে ‍স্থিত হইলাম। ১৩-১৪

ব্রহ্মলোকে পাঁচশত যুগ সুখ ভোগান্তে কালবশে চারিশত যুগ দেবলোকে সুখ উপভোগ করিলাম।১৫

ততো ভুবি নৃপাস্তাবদ্ বঙ্গসুনুরহং স্মরন্।
হরেরনুগ্রহং লোকে শালগ্রামশিলাশ্রমম্॥ ১৬
জাতিস্মরত্বং গণ্ডক্যাঃ কিং তস্যাঃ কথয়াম্যহম্।
যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ মাহাত্ম্যং মহদদ্ভুতম্॥ ১৭
চক্রাঙ্কিতশিলাস্পর্শমরণস্যেদৃশং ফলম্।
ন জানে বাসুদেবস্য সেবয়া কিং ভবিষ্যতি॥ ১৮

ইত্যাবাং হরিপূজাসু হর্ষবিহ্বল চেতসৌ।
নৃত্যন্তাবগায়ন্তৌ বিলুণ্ঠন্তৌ স্থিতাবিহ ।। ১৯

শ্লোকার্থ। হে রাজগণ, তৎপরে আমি এই মর্ত্যলোকে জন্ম ল করিয়াছি; পরন্তু শালগ্রামশিলার আশ্রম ও শ্রীহরির করুণা প্রভৃতি আ স্মৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে। ১৬

গণ্ডকী নদী তীরে মৃত্যু হইলে যে কিরূপ জাতিস্মর হয়, তাহা অধিক অ কি বলিব? গঙ্গা জল স্পর্শমাত্র একটি অদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখা যায়। চক্রাঙ্কি শিলাস্পর্শে মৃত্যু হইলে যখন ঈদৃশ ফল লাভ হয়, তখন ভগবান্ শ্রীহরির সে করিলে যে কি পুণ্য হইবে, তাহা বলিতে পারি না।১৭-১৮

আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া শ্রীহরিপূজা বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত থাকি হৃষ্টমনে কখন নৃত্য করিতেছি, কখনও বা হরিগুণ কীর্তন করিতেছি, কখ বা ভক্তিভরে ভূলুণ্ঠিত হইতেছি। আমরা এইরূপে এখানে কালযাপন করি আসিতেছি।১৯

কল্কের্নারায়ণাংশস্য অবতারঃ কলিক্ষয়ঃ।
পুরা বিদিতবীর্য্যস্য পৃষ্টো ব্রহ্মমুখাৎ শ্রুতঃ ।। ২০
ইতি রাজসভায়াং সঃ শ্রাবয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ।
দদৌ গজানামযুতমশ্বানাং লক্ষমাদরাৎ ।। ২১
রথানাং ষট্ সহস্রন্তু দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ।
দাসীনাং যুবতীনাঞ্চ রমানাথায় ষট্ শতম্ ।। ২২
রত্নানি চ মহার্ঘ্যাণি দত্ত্বা রাজা শশিধ্বজঃ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সহ ।। ২৩

শ্লোকার্থ। সাক্ষাৎ ভগবান কল্কিদেব কলিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইবে ইহা আমি পূর্বেই ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলাম। আমি তাঁহার মহিমা সম্ জ্ঞাত আছি।২০

রাজা শশিধ্বজ এইরূপে সভামধ্যে পূর্বজন্ম কাহিনী বর্ণনা করিয়া রমা

কল্কিকে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সমাদর সৎকারে দশ সহস্র গজ, একলক্ষ অশ্ব, ছয় সহস্র রথ, ছয়শত তরুণী সেবিকা ও বহুসংখ্যক মহামূল্য রত্ন প্রদানপূর্বক বান্ধবগণের সহিত নিজেকে কৃতার্থবোধ করিলেন। ২১-২৩

সভাসদ ইতি শ্রুত্বা পূর্ব্বজন্মোদিতাঃ কথাঃ।
বিস্ময়াবিষ্টমনসঃ পূর্ণং তং মেনিরে নৃপম্॥ ২৪
কল্কিং স্তুবন্তো ধ্যায়ন্তো প্রশংসন্তো জগজ্জনাঃ।
পুনস্তমাহূরাজানং লক্ষণং ভক্তি ভক্তয়োঃ॥ ২৫

নৃপা উচুঃ।

ভক্তিকাম্যদ্ভগবতঃ কো বা ভক্তো বিধানবিৎ।
কিং করোতি কিমশ্নাতি ক্বা বসতি বক্তি কিম্॥ ২৬
এতান্ বর্ণয় রাজেন্দ্র! সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সাদরাৎ।
জাতিস্মরত্বাৎ কৃষ্ণস্য জগতাং পাবনেচ্ছয়া॥ ২৭
ইতি তেষাং বচ শ্রুত্বা প্রফুল্লবদনো নৃপঃ।
সাধুবাদৈঃ সমামন্ত্র্য তানাহ ব্রহ্মণোদিতম্॥ ২৮

শ্লোকার্থ। সভাসদ্গণ রাজা শশিধ্বজের পূর্বজন্ম-বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে পূর্ণ প্রজ্ঞ বলিয়া মনে করিলেন। পরে তত্রত্য জনগণ সকলেই শ্রীকল্কির স্তব, ধ্যান ও গুণগান করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রাজা শশিধ্বজকে ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।২৪-২৫

রাজগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবদ্ভক্তি কাহার নাম, কাহাকেই বা বিধিজ্ঞ ভক্ত বলা যাইতে পারে? ঐ ভক্ত কি কার্য করেন, কি আহার করেন, কোথায় বাস করেন এবং কিরূপ কথা বলেন? ২৬

হে রাজেন্দ্র, আপনি ভক্তিতত্ত্ব অবগত আছেন। অতএব আপনি এতৎ সমস্ত বর্ণন করুন। রাজা তাঁহাদের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া প্রফুল্লবদনে সাধুবাদ প্রদানান্তে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া জাতিস্মরত্ব* হেতু কৃষ্ণনাম উচ্চারণে

জগৎ পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে পূর্বে ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। ২৭-২৮

শশিধ্বজ উবাচ।

পুরা ব্রহ্মসভামধ্যে মহর্ষিগণসংকুলে।
সনকো নারদং প্রাহ ভবদ্ভির্যাস্তিহোদিতাঃ॥ ২৯
তেষামনুগ্রহেণাহং তত্রোষিত্বা শ্রুতাঃ কথাঃ।
যাস্তাঃ সংকথয়ামীহ শৃণুধ্বং পাপনাশনাঃ॥ ৩০

সনক উবাচ।

কা ভক্তিঃ সংসৃতিহরা হরৌ লোকনমস্কৃতা।
তামাদৌ বর্ণয় মুনে নারদাবহিতা বয়ম্॥ ৩১

---

*ভগবান পতঞ্জলি কৃত যোগসূত্র গ্রন্থে বিভূতিপাদের ১৮ সূত্র অত্র উক্ত হইল, সংস্কারসাক্ষাৎ করণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্। ব্যাস ভাষ্যের আলোকে এই সূত্রার্থ লিখিলাম। সংস্কারে সংযম দ্বারা সংস্কারের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিলে যোগিগণ সর্বজীবের পূর্বজন্ম বিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। সংস্কার দ্বিবিধ —বাসনা ও ধর্মাধর্ম। যাহা পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি জন্মাইয়া ক্লেশের হেতু হয়, তাহা বাসনা। আর যাহা জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাকের হেতু, তাহা ধর্মাধর্ম। ইহারা পূর্বজন্ম কৃত কর্মসমূহ দ্বারা সঞ্চিত। পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবন ইহাদের ধর্ম। ইহারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য এবং ধর্মরূপে চিত্তে অবস্থিত। এই সকল সংযম অভ্যাস করিলে সংস্কারের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের সামর্থ্য জন্মে। দেশ, কাল, পূর্বদেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্তের অনুভব ব্যতীত এই সকল সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব সংস্কারের সাক্ষাৎকার দ্বারা যোগিগণ পূর্বজন্ম বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন। এইরূপ পরকালীয় সংস্কার সাক্ষাৎকার দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। ভগবান্ জৈগীষব্য সংস্কার সাক্ষাৎকরণদ্বারা দশ মহাকল্পের জন্ম-পরম্পরাক্রমের জ্ঞানলাভ করেন। ইহার ফলে তাঁহার বিবেকজ পূর্ণপ্রজ্ঞা প্রাদুর্ভূত হয়।

শ্লোকার্থ। শশধ্বজ বলিলেন, পূর্বে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সভায় যখন মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন, এই সময় আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই প্রশ্ন তখন সনক নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমিও তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁহাদের অনুগ্রহে তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে নিষ্পাপ সদস্যগণ, আমি যাহা যাহা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়াছিলাম, তাহা এখন আপনাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৯-৩০

অনন্তর দেহধারী ভগবান আবট্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; "নিষ্পাপ হইয়া আপনি নির্মল বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছেন। আপনার বুদ্ধিসত্ত কিছুতেই অভিভূত হয় না। আপনার বুদ্ধি সর্ববিষয় ধারণা করিতে সমর্থ। দশ কল্পের জন্ম বৃত্তান্ত আপনি স্মরণ করিতে পারেন। তৎ তৎ জন্মে আপনি নরক ও তির্য্যক যোনিতে দুঃখসমূহ ভোগ করিয়াছেন। দেব ও মনুষ্য যোনিতে জন্মলাভ করিয়া তৎ সমুদয় পরিজ্ঞাত আছেন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে সকল সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্‌টির মাত্রা অধিকতম?" তখন মহর্ষি জৈগীষব্য উত্তর দিলেন, "আমার বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে। আমি দশ মহাকল্পের জন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারি। আমি নরকের এবং পক্ষী যোনি প্রাপ্তি হেতু সর্বদুঃখ অনুভব করিয়াছি। আমি দেবতা ও মনুষ্য যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমান হইয়াছি।" তাহাতে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি তৎ সমুদয়ই দুঃখমাত্র। তখন ভগবান আবট্য তাঁহাকে বলিলেন, "হে আয়ুষ্মান্, আপনি যদৃচ্ছাক্রমে প্রকৃতিচালনে সমর্থ। আপনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছেন। উক্ত যোগৈশ্বর্য্য-লাভের ফলে আপনি যে সন্তোষ-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও কি দুঃখ বলিয়া মনে করেন?" তখন ভগবান জৈগীষব্য বলিলেন, "বিষয়-সুখের তুলনায় এই সর্বৈশ্বর্য্যজাত সন্তোষ-সুখ অনুত্তম সুখরূপে জ্ঞেয়; কিন্তু কৈবল্যের অপেক্ষায় ইহা দুঃখরূপে হেয়। কারণ এই সন্তোষ বুদ্ধি-সত্ত্বেরই ধর্ম। সুতরাং ইহা ত্রিগুণাত্মক। সর্ব প্রত্যয় ত্রিগুণাত্মক বলিয়া দুঃখময়। তৃষ্ণা রজ্জুতুল্য বন্ধনকারী ও দুঃখাত্মক। এই তৃষ্ণারূপ দুঃখের সন্তাপ অপগত হইলে সর্ববিষয়ে অনুকূল অবাধ অগাধ আনন্দ লব্ধ হয়।" (মৎ প্রণীত 'যোগ' পুস্তকে ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সনক বলিলেন, হে মহর্ষি নারদ, শ্রীহরিতে কিরূপ ভক্তি করিলে মর্ত্যে জন্ম লইতে হয় না ? কিরূপ ভক্তি প্রশংসনীয় ? আপনি তাহা অগ্রে বর্ণন করুন। আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিতেছি।৩১

নারদ উবাচ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য পরয়া ধিয়া।
গুরাবপি ন্যসেদ্দেহং লোকতন্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ৩২
গুরৌ প্রসন্নে ভগবান্ প্রসীদতি হরিঃ স্বয়ম্।
প্রণবাগ্নিপ্রিয়ামধ্যে মবর্ণং তন্নিদেশতঃ ॥ ৩৩
স্মরেদনন্যয়া বুদ্ধ্যা দেশিকঃ সুসমাহিতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৩৪
পূজয়িত্বা বাসুদেবপাদপদ্মং সমাহিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং রম্যং স্মরেৎ হৃৎপদ্মমধ্যগম্ ॥ ৩৫

শ্লোকার্থ। দেবর্ষি নারদ কহিলেন, লোকতন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক উত্তম বুদ্ধি দ্বারা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই জ্ঞানেন্দ্রিয়[১৬৫] পঞ্চক ও মন সংযত করিয়া পরম জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক শ্রীগুরুচরণে দেহ সমর্প কবিবেন।৩২

যদি গুরু প্রসন্ন হন, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিও প্রসন্ন হন। গুরু আজ্ঞানুসারে প্রণব ও অগ্নিপ্রিয়া স্বাহাব[১৬৬] মধ্যে মবর্ণ ওমকার অনন্যহৃদয়ে স্মরণ করিবে। কেহ বলেন, ওঁ নমঃ স্বাহা মন্ত্র জপ করিবে। ৩৩

অতঃপর শিষ্য সুসমাহিত মনে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি এবং স্নানীয়, বস্ত্র ও বিভূষণ দ্বারা নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজা করিবে পরে হৃৎপদ্মস্থ রমণীয় সর্বাঙ্গসুন্দর শ্রীহরির ধ্যান করিবে।৩৪-৩৫

টিপ্পনী। ১৬৫। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে উক্ত হয়—

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণং চেন্দ্রিয় পঞ্চকম্।
কর্ণাদি গোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্যাৎকার্যানুমেয়ং তৎপ্রায়ো ধাবেদ্বহির্মুখম্॥

চক্ষু দ্বারা দর্শন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শন, কর্ণে শ্রবণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন ও নাসিকায় গন্ধের জ্ঞান জন্মে।

১৬৬। যজ্ঞকালে ঘৃতাহুতির পূর্বে 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বাহাদেবী অগ্নিপত্নীরূপে উল্লিখিতা। দক্ষ প্রজাপতি স্বাহার পিতা।

এবং ধ্যাত্বা বাক্যমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়গণৈঃ সহ।
আত্মানমর্পয়েদ্বিদ্বান্ হরাবেকান্তভাববিৎ॥ ৩৬
অঙ্গানি দেবাস্তেষাস্তু নামানি বিদিতান্যত।
বিষ্ণোঃ কল্কেরনন্তস্য তান্যেবান্যন্ন বিদ্যতে॥ ৩৭
সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সেবকোঽহমন্যে তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
অবিদ্যোপাধয়ো জ্ঞানাদ্ বদন্তি প্রভাবদয়ঃ॥ ৩৮
ভক্তস্যাপি হরৌ দ্বৈতং সেব্যসেবকবত্তদা।
নান্যদ্বিনা তমিত্যেব ক্ব-চ কিঞ্চন বিদ্যতে॥ ৩৯

শ্লোকার্থ। এইরূপে ধ্যান করিয়া জ্ঞানী ও একান্ত ভাবজ্ঞ ব্যক্তি বাক্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মাকে শ্রীহরি চরণে সমর্পণ করিবে।৩৬

অন্যান্য দেবমূর্তি কল্কিরূপী মহা বিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ। সেই সমস্ত নাম আপনারা পরিজ্ঞাত আছেন। এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই।৩৭

শ্রীহরি সেব্য, আমি সেবক। সমস্ত জীবই শ্রীহরির অভিন্নমূর্তি। জ্ঞানীগণ বলেন, অবিদ্যোপাধিবশে[১৬৭] এই সকল ভ্রান্তির উদ্ভব হইয়াছে।৩৮

যিনি ভক্ত, তাঁহার মনেও সেব্যসেবকরূপ দ্বৈতভাব উদিত হয়। ফলতঃ শ্রীহরি বিনা অন্য কোন পূজ্য কোথাও নাই।৩৯

টিপ্পনী। ১৬৭। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি অবিদ্যা-

প্রস্ত। অবিদ্যার উপাধিভেদকে জন্ম মৃত্যু বলা হয়। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য ব্যাসাধিকরণমালা গ্রন্থে (২ অধ্যায়, ৩ পাদ, ১৮ সূত্রে) বলেন—

ব্রহ্মাদ্বয়ং জাতবুদ্ধৌ জীবত্বেন বিশেৎ স্বয়ম্।
উপাধিকং জীবজন্ম নিত্যত্বং বস্তু তৎ স্মৃতম্॥

ভক্তঃ স্মরতি তং বিষ্ণুং তন্নামানি চ গায়তি।
তৎকর্ম্মাণি করোত্যেব তদানন্দসুখোদয়ঃ॥ ৪০
নৃত্যত্যুদ্ধতবদ্রৌতি হসতি প্রৈতি তন্মনাঃ।
বিলুণ্ঠত্যাত্মবিস্মৃত্যা ন বেত্তি কিয়দন্তরম্॥ ৪১
এবং বিধা ভগবতো ভক্তিরব্যভিচারিণী।
পুনাতি সহসা লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্॥ ৪২
ভক্তিঃ সা প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মসম্পৎ প্রকাশিতা।
শিববিষ্ণুব্রহ্মরূপা বেদাদ্যানাং বরাপি বা॥ ৪৩

শ্লোকার্থ। ভক্তজন সেই শ্রীহরিকে স্মরণ করেন, হরিনাম গান করেন ও শ্রীহরির উদ্দেশে কর্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও সুখোদয় হয়। ভক্ত জন উদ্ধতের ন্যায় নৃত্য করেন, রোদন করেন, হাস্য কবেন, তন্ময় হইয়া গমন করেন, আত্মবিস্মৃতি হেতু বিলুণ্ঠিত হন এবং কোথাও কোন ভেদ দর্শন করেন না।৪০-৪১

এইরূপ অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি[১৬৮] দেবগণকে, অসুরগণকে ও মনুষ্য-গণকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে। যিনি নিত্যা প্রকৃতি, যিনি ব্রহ্মসম্পৎ, তিনিই ভক্তিরূপে সুপ্রকাশিত। এই ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রে প্রশংসিত। এই ভক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপা।৪২-৪৩

টিপ্পনী। ১৬৮। দীর্ঘকাল যাবৎ সৎকারাদি সহ সেবার নাম ভক্তি। একনিষ্ঠ ইষ্টসেবায় ধর্মাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়। উক্ত ধর্মে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (৩য় লহরী) গ্রন্থে আছে—

সর্বমঙ্গলমূর্দ্ধণ্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।
দ্বিজেন্দ্র তব চাপ্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী॥

ইহাকেই অব্যভিচারিণী শুদ্ধা ভক্তি বলে। বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে অব্যভিচারিণী ভক্তির মাহাত্ম্য অসীম।

ভক্তাঃ সত্ত্বগুণাধ্যাসাদ্ রজসেন্দ্রিয়লালসাঃ।
তমসা ঘোরসংকল্পা ভজন্তি দ্বৈতদৃগ্‌জনাঃ॥ ৪৪
সত্ত্বান্নির্গুণতামেতি রজসা বিষয়স্পৃহা।
তমসা নরকং যান্তি সংসারা দ্বৈতধর্ম্মিণি॥ ৪৫
উচ্ছিষ্টমবশিষ্টং বা পথ্যং পুতমভীপ্সিতম্।
ভক্তানাং ভোজনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যং সাত্ত্বিকং মতম্॥ ৪৬
ইন্দ্রিয় প্রীতি জননং শুক্রশোণিত বর্দ্ধনম্।
ভোজনং রাজসং শুদ্ধমায়ুরারোগ্য বর্দ্ধনম্॥ ৪৭

শ্লোকার্থ। যাহাদের দ্বৈত জ্ঞান আছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তিতে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তাহারা ভক্ত হয়। যাহাদের অন্তরে রজোগুণের অধ্যাস হয়, তাহারা ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে আসক্ত হইয়া থাকে। আর তমোগুণের আবির্ভাব হইলে ঘোর কর্মে অনুরক্ত হয়। সংসারের মধ্যে যাহারা দ্বৈত জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্য হইলে গুণাতীতত্ব লাভ হয়। রজোগুণের উদয়ে বিষয় ভোগস্পৃহা জন্মে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে নরকগমন হয়।৪৪-৪৫

উচ্ছিষ্ট-অবশিষ্ট সুপথ্য অভীপ্সিত ও পবিত্র বিষ্ণু-নৈবেদ্য যে ভক্তগণ ভক্ষণ করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক আহার করেন। যাহা ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতিজনক, যাহাতে শুক্র, শোণিত ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, যাহাতে শরীর নীরোগ থাকে, তাদৃশ বিশুদ্ধ ভোজনকে রাজস ভোজন বলা হয়।৪৬-৪৭

অতঃপরং তামসানাং কট্বম্লোষ্ণবিদাহিকম্।
পূতিপর্য্যুষিতং জ্ঞেয়ং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ৪৮

সাত্ত্বিকানাং বনে বাসো গ্রামে বাসস্তু রাজসঃ।
তামসং দ্যূতমদ্যাদিসদনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯
ন দাতা স হরিঃ কিঞ্চিৎ সেবকস্তু ন যাচকঃ।
তথাপি পরমা প্রীতিস্তয়োঃ কিমিতি শাশ্বতী ॥ ৫০
ইত্যেতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোর্গুণকথনং সনকৌ বিবুধ্যভক্ত্যা।
সবিনয়বচনৈঃ সুরর্ষিবর্য্যং পরিণুত্যেন্দ্রপুরং জগাম শুদ্ধঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে নৃপগণ-শশিধ্বজ-সংবাদে জাতিস্মরত্বকথনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। অতঃপর তামস আহার বলিতেছি। যাহা কটু, অম্ল, উষ্ণ, দগ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত ও পর্য্যুসিত, তাহা তামস আহার ও তামসিক ব্যক্তির প্রিয়।৪৮

সত্ত্বগুণী ব্যক্তিগণ বনে বাস করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ গ্রামে বাস করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ দ্যূতালয়ে বা সুরালয়ে বাস করেন।৪৯

শ্রীহরি কাহাকেও কোন বস্তু স্বহস্তে দেন না। উত্তম সেবকও শ্রীহরির নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর পরম প্রীতি নিয়ত লক্ষিত হয়। ইহা সামান্য ঘটনা নহে।৫০

বিশুদ্ধ হৃদয় দেবর্ষি সনক এইরূপে ঈশ্বর বিষ্ণুর গুণগান শ্রবণ করিয়া বিনয়-বচনে স্তুতি পাঠান্তে অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন।৫১

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
নৃপগণ ও শশিধ্বজ সংবাদে জাতিস্মরত্ব
কথন নামক একাদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ

শশিধ্বজ উবাচ।

এতদ্ বঃ কথিতং ভূপাঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
কথা ভক্তস্য ভক্তেশ্চ কিমন্যৎ কথয়াম্যহম্ ॥১

ভূপা উচুঃ

ত্বং রাজন্ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ।
তবাবেশঃ কথং যুদ্ধরঙ্গে হিংসাদি কর্ম্মণি ॥ ২
প্রায়শঃ সাধবো লোকে জীবানাং হিতকারিণঃ।
প্রাণ বুদ্ধি ধনৈর্ব্বাগ্ভিঃ সর্ব্বেষাং বিষয়াত্মনাম্ ॥ ৩

শশিধ্বজ উবাচ।

দ্বৈত প্রকাশিনী যা তু প্রকৃতিঃ কামরূপিনী।
সা সূতে ত্রিজগৎ কৃৎস্নং বেদাংশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৪

শ্লোকার্থ। রাজা শশিধ্বজ কহিলেন, হে ভূপালগণ, যাঁহাদের অলৌকিক কর্ম কীর্তন করা কর্তব্য তাদৃশ ভক্তের ও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি বলতে হইবে, নির্দেশ করুন।১

নৃপতিগণ কহিলেন, হে রাজন্, আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনি সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধনে নিরত। কিজন্য আপনার হিংসাদি দোষে দূষিত যুদ্ধাদি কার্যে প্রবৃত্তি হইল ?২

আমরা দেখিয়াছি, সাধুগণ প্রায়ই প্রাণ, বুদ্ধি, ধন ও বাক্য দ্বারা বিষয়লিপ্ত জীবগণের হিতানুষ্ঠান করেন।৩

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই দ্বৈতভাব প্রকাশিত। এই প্রকৃতিই কামরূপা সংকল্পাত্মিকা। এই প্রকৃতি হইতেই চতুর্বেদ ও জগত্রয় প্রসূত।৪

তে বেদাস্ত্রিজগদ্ ধর্ম্মশাসনা ধর্ম্মনাশনাঃ।
ভক্তি প্রবর্ত্তকা লোকে কামিনাং বিষয়ৈষিনাম্॥ ৫
বাৎস্যায়নাদিমুনয়ো মনবো বেদপারগাঃ।
বহন্তি বলিমীশস্য বেদবাক্যানুশাসিতাঃ॥ ৬
বয়ং তদনুগাঃ কর্ম্ম ধর্ম্মনিষ্ঠা রণপ্রিয়াঃ।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসামো বেদার্থকৃতনিশ্চয়াঃ॥৭
অবধ্যস্য বধে যাবাং স্তাবান্ বধ্যস্য রক্ষণে।
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্ববেদার্থ তৎপরঃ॥৮

শ্লোকার্থ। বিষযাভিলাষী কামী লোকগণেব জন্য বেদ ত্রিজগতের ধর্ম সংস্থাপনপূর্বক অধর্মনাশ কবিয়া ভক্তিব উদ্ভব কবিতেছেন।৫

বেদাচায্য বাৎসাযন প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও মনুগণ বেদবাক্যেব অনুবতী হইয়া ঈশ্বরেব উদ্দেশে বলিদান করেন।৬

আমবা তাঁহাদের পদানুগ হইয়া ধর্মকর্মে নিবত থাকিযা সংগ্রাম কবি। আমবা বৈদিক বিধান অনুসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আততাযীব প্রাণ বিনাশ কবি। সর্ববেদার্থবিশাবদ ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন, অবধ্য ব্যক্তিকে বিনাশ কবলে যাদৃশ পাপ হয, বধ্য ব্যক্তিব জীবন বক্ষা কবিলেও তাদৃশ পাপ হয।৭ ৮

প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাস্তি তত্রাধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
অতোঽত্র বাহিনীং হত্বা ভবতাং যুধি দুর্জ্জয়াম্॥ ৯
ধর্ম্মং কৃতঞ্চ কল্কিন্তু সমানীয়াগতা বয়ম্।
এষা ভক্তির্ম্মম মতা তবাভিপ্রেতমীরয়॥ ১০
অহং তদনুবক্ষ্যামি বেদবাক্যানুসারতঃ।
যদি বিষ্ণুঃ স সর্ব্বত্র তদা কং হন্তি কো হতঃ॥ ১১
হন্তা বিষ্ণুর্হতো বিষ্ণুর্বধঃ কস্যাস্তি তত্র চেৎ।
যুদ্ধযজ্ঞ বধো যাদিন বধো বেদ শাসনাৎ॥১২

শ্লোকার্থ। এইরূপ আচরণ না করিলে এত অধিক অধর্ম হয় যে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই কারণে আমি সংগ্রামস্থলে আপনাদের দুর্জয় সৈন্যসমূহ সংহার পূর্বক ধর্ম, সত্যযুগ এবং কল্কিকে লইয়া আগমন করিয়াছি। আমার বিবেচনায় এইরূপ ভক্তিই যথার্থ ভক্তি। এই বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।১০

তৎপর আমি বেদালোকে উত্তর প্রদান করিব। শ্রীবিষ্ণু সর্বত্র বিদ্যমান। যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে বিনাশ করে?১১

যিনি হন্তা, তিনিও বিষ্ণু এবং যিনি হত হন, তিনিও বিষ্ণু। অতএব কে কাহার বধ্য হইবে? বিশেষতঃ বেদের বিধান আছে যে, যুদ্ধস্থলে ও যজ্ঞস্থলে প্রাণী বধ বধমধ্যে গণ্য নহে।১২

ইতি গায়ন্তি মুনয়ো মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
ইত্থং যুদ্ধৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ভজামো বিষ্ণুমীশ্বরম্॥১৩
অতো ভাগবতীং মায়ামাশ্রিত্য বিধিনা যজন্।
সেব্য-সেবক ভাবেন সুখী ভবতি নান্যথা॥১৪

ভূপা ঊচুঃ

নিমের্ভূপস্য ভূপাল! গুরোঃ শাপান্মৃতস্য চ।
তাদৃশে ভোগায়তনে বিরাগঃ কথমুচ্যতাম্॥১৫
শিষ্যশাপাদ্ বশিষ্ঠস্য দেহাবাপ্তির্মৃতস্য চ।
শ্রূয়তে কিল মুক্তানাং জন্ম ভক্তবিমুক্ততা॥১৬
অতো ভাগবতী মায়া দুর্ব্বোধ্যা বিজিতাত্মনাম্।
বিমোহয়ন্তি* সংসারে নানাত্বাদিন্দ্রজালবৎ॥১৭

শ্লোকার্থ। মহর্ষিগণ ও চতুর্দশ মনু এইরূপ তত্ত্ব কীর্তন করিয়াছেন। আমরাও এইরূপে যুদ্ধ ও যজ্ঞ করিয়া ভগবান বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকি।১৩

এইরূপে ভাগবতী মহামায়া অবলম্বনে যথাবিধি সেব্য-সেবক ভাবে হরি পূজা করিয়া ভক্ত সুখী হন, অন্যরূপে সুখী হইতে পারেন না।১৪

নৃপগণ বলিলেন, হে রাজর্ষে, রাজা নিমি[১৬৯] গুরু বশিষ্ঠের শাপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাদৃশ ভোগায়তন শরীরে তাঁহার কি জন্য বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল? অর্থাৎ যজ্ঞাবসানে দেবতাগণ প্রীত হইয়া যখন তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেহে প্রবেশ করিতে অনুজ্ঞা করেন, তখন কিজন্য তিনি ত্যক্ত দেহে প্রবিষ্ট হইতে সম্মত হন নাই।১৫

শোনা যায়, মহর্ষি বশিষ্ঠ উক্ত শিষ্যের শাপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পুনর্বার দেহপরিগ্রহ করেন। ভক্ত জনের মুক্তি লাভ হয়। অতএব মুক্ত মানুষের কিরূপে পুনর্জন্ম হইতে পারে?১৬

এই স্থলে বিষ্ণুমায়া জ্ঞানীগণেরও দুর্জ্ঞেয়। এই মায়া নানাত্ব হেতু ইন্দ্রজাল তুল্য সংসারে মানুষকে বিমোহিত করে।১৭

*বিমোহয়তি ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৬৯। সূর্যবংশে ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা ছিলেন। নিমি নামে তাঁহার এক সুপুত্র জাত হয়। একবার নিমি সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উক্ত যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ হোতা ছিলেন। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ৫ অধ্যায়ে) দৃষ্ট হয় "ইক্ষ্বাকুতনয়ো যোঽসৌ স তু সহস্রা-সংবৎসরং সত্রমারেভে বশিষ্ঠং চ হোতারং বরয়ামাস।" কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন, ইহার পূর্বেই পাঁচশত বর্ষব্যাপী যজ্ঞের জন্য ইন্দ্রদেব আমাকে বরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি অল্পকাল অপেক্ষা কর। ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া আমি তোমার যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইব। বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণে নিমি নিরুত্তর রহিলেন। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ৫ অধ্যায়, ২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।—

অহমিন্দ্রেণ পঞ্চশত বর্ষং যাগার্থং প্রথমতরং বৃতঃ।
তদনন্তরং প্রতিপাল্যতামাগতস্তবাপি ঋত্বিক্ ভবিষ্যামি॥
ইত্যুক্তঃ স পৃথিবীপতির্ন কিঞ্চিদুক্তবান্॥

বশিষ্ঠ বিচার করিলেন, মৌন ভাব সম্মতির লক্ষণ। তদনুসারে তিনি ইন্দ্রের যজ্ঞে গমন করেন। যথা—বশিষ্ঠোঽপ্যনেন সমন্বীপ্সিতমিত্যমরপতে-র্যাগমকরোৎ। ইতিমধ্যে রাজা নিমি গৌতমাদি মুনিদ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন

ইন্দ্রের যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ শীঘ্র তথায় আগমন করেন ও দেখেন, গৌতম নিমির যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। তখন রাজা নিমি শায়িত ছিলেন। ইহাতে বশিষ্ঠ এই বলিয়া নিমিকে শাপ দেন, আমাকে অবহেলা করিয়া এই রাজা গৌতমের উপর যজ্ঞভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব এই পাপে তিনি বিদেহ (দেহহীন) হইবেন। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে,

'সোঽপি তৎকালমেবান্যৈর্গৌতমাদিভির্যাগমকরোৎ। সমাপ্তে চামর-পতের্যাগে ত্বরাবান্ বশিষ্ঠো নিমেঃ কর্ম করিষ্যামীত্যাজগাম। তৎ কর্মকর্তৃত্বং চ তত্র গৌতমস্য দৃষ্ট্বা অথ স্বপতে তস্মৈ রাজ্ঞে মামপ্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন গৌতমায় কর্মান্তরমর্পিতং যস্মাৎ তস্মাদয়ং বিদেহো ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥'

নিমির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন, "দুষ্ট গুরু আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমি শায়িত ছিলাম, কোন কথা জানিতে পারি নাই। এই অবস্থায় তিনি আমাকে শাপ দিলেন। এই কারণে তাঁহার দেহেরও পতন হইবে।" এই শাপ দিয়া রাজা নিমি দেহত্যাগ করেন। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণ বলেন,

'প্রতিবুদ্ধশ্চাসাববনীপতিরপি প্রাহ। যস্মান্মাম অসম্ভাষ্য অজানত এব শয়ানস্য শাপোৎসর্গমসৌ দুষ্ট গুরুশ্চকার। তস্মাত্তস্যাপি দেহঃ পতিতো ভবিষ্যতীতি প্রতিশাপং দত্ত্বা দেহমত্যজৎ ॥'

নিমির শাপে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। তিনি দেহরক্ষা করিলেন। অনন্তর স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর রূপ দর্শনে মিত্রাবরুণের বীর্য্য স্খলিত হয়। উক্ত বীর্য্যে বশিষ্ঠের দ্বিতীয় জন্ম হয়।

এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন, 'তস্মাচ্ছাপাচ্চমিত্রাবরুণয়োস্তেজসি বশিষ্ঠ-তেজঃ প্রবিষ্টম্। উর্বশীদর্শনোদ্ভূতবীর্য প্রপাতয়োঃ সকাশাৎ বশিষ্ঠো দেহম্পরং লেভে ॥'

উক্তরূপে পরস্পরের অভিশাপে উভয়ে বিদেহী, বিমৃত হন। অনন্তর রাজা নিমি সর্বজনের চক্ষুতে নিমেষরূপ অবস্থান করেন। রাজা নিমি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিতা পূর্বোক্ত বৃত্তান্তে প্রমাণিত হয়।

ইতি তেষাং বচো ভূয়ঃ শ্রুত্বা রাজা শশিধ্বজঃ।
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥১৮

শশিধ্বজ উবাচ।

বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদি যোগতঃ।
দৈবাদ্ভবেৎ সাধু-সঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনম্ ॥১৯
ততঃ সালোক্যতাং প্রাপ্য ভজন্ত্যাদৃতচেতসঃ।
ভুক্ত্বা ভোগাননুপমান্ ভক্তো ভবতি সংসৃতৌ ॥২০
রজোজুষঃ কর্ম্মপরাঃ হরিপূজাপরাঃ সদা।
তন্নামানি প্রগায়ন্তি তদ্রূপস্মরণোৎসুকাঃ ॥২১

শ্লোকার্থ। বাক্যবিন্যাসকুশল রাজা শশিধ্বজ তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।১৮

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন ফলে বহু জন্মের পর দৈব অনুগ্রহে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ঐ সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ১৯

পরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া ভক্ত ভক্তিভরে ভগবানকে ভজনা করে। এইরূপে জীব অনুপম ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিয়া সংসার মধ্যে ভক্তরূপে গণ্য হয়।২০

রজোগুণাবলম্বিগণ কর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া সর্বদা শ্রীহরির পূজা ও হরি-নাম গান করেন এবং হরিমূর্তি ধ্যানে মগ্ন থাকেন।২১

অবতারানুকরণ পর্ব্বতব্রতমহোৎসবাঃ* ।
ভগবদ্ভক্তিপূজাঢ্যাঃ পরমানন্দসংপ্লুতাঃ ॥২২
অতো মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি দৃষ্টমুক্তি*[১] ফলোদয়াঃ।
মুক্ত্বালভন্তে জন্মানি হরিভাবপ্রকাশকাঃ ॥২৩
হরিরূপাঃ ক্ষেত্রতীর্থ পাবনা ধর্ম্মতৎপরাঃ।
সারাসারবিদঃ সেব্য-সেবকা দ্বৈতবিগ্রহাঃ ॥ ২৪

যথাবতারঃ কৃষ্ণস্য তথা তৎসেবিনামিহ।
এবং নিমের্নিমিষতা লীলা ভক্তস্যলোচনে ॥২৫

শ্লোকার্থ। তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতারের অনুকরণে একাদশী তিথি প্রভৃতি পর্বে, ব্রত ও মহোৎসবে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পূজাদি কার্যে আনন্দে আপ্লুত থাকেন।২২

সেই ভক্তগণ ভোগের ফলোদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা মোক্ষ প্রার্থনা করেন না। ভক্তবৃন্দ স্বর্গভোগান্তে জন্মগ্রহণ পূর্বক সুদুর্লভ হরি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।২৩

ভক্তগণ শ্রীহরিরই ভিন্নরূপ মাত্র। তাঁহারা ভক্তিভরে ক্ষেত্র ও তীর্থাদি পবিত্র করেন। তাঁহারা ধর্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন। তাঁহারা সার ও অসার বস্তুভেদ জ্ঞাত আছেন এবং সেব্য ও সেবক মূর্তিদ্বয়ে বিরাজ করেন।২৪

যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণও সময় সময় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ নিমি যে ভক্তবৃন্দের লোচনে নিমেষরূপে অবস্থান করেন, তাহা ঐশী লীলামাত্র।২৫

* পর্ব্বব্রতমহোৎসবাঃ ইতি বা পাঠঃ।

*১ মোক্ষং ন বাঞ্ছতি দৃষ্টভুক্তিফলোদয়াঃ ইতি বা পাঠঃ।

মুক্তস্যাপি বশিষ্ঠস্য শরীর ভজনাদরঃ।
এতদ্‌বঃ কথিতং ভূপা মাহাত্ম্যং ভক্তিভক্তয়োঃ ॥২৬
সদ্যঃ পাপ হরং পুংসাং হরিভক্তিবিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বেন্দ্রিয়স্থদেবানামানন্দসুখসঞ্চয়ম্।
কামরাগাদি দোষঘ্নং মায়ামোহনিবারণম্ ॥ ২৭
নানাশাস্ত্র পুরাণবেদবিমল ব্যাখ্যামৃতাম্ভোনিধিং
সংমথ্যাতিচিরং ত্রিলোকমুনয়ো ব্যাসাদয়ো ভাবুকাঃ।
কৃষ্ণে ভাবমনন্যমেবমমলং হৈয়ঙ্গবীনং নবং
লব্ধা সংসৃতিনাশনং ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণতুল্যায়তে ॥২৮

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে ভক্তিভক্তয়োর্মাহাত্ম্য-কথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।।

শ্লোকার্থ। বশিষ্ঠ মুক্ত হইয়াও যে শরীর পরিগ্রহে উন্মুখ হন, ইহাই তাহারও কারণ। হে রাজগণ, আপনাদের নিকট ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম।২৬

ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যের সর্বপাপ, সর্বতাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয় এবং ইহা হইতে হরিভক্তি বর্ধিত হয়। ইহা হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের আনন্দ ও সুখরাশি সংবর্ধিত হয়। ইহা হইতে কাম, রাগ প্রভৃতি দোষ বিদূরিত হয়। ইহা হইতে মায়া, মোহ প্রভৃতি নিবারিত হয়।২৭

বেদব্যাস প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ ভাবুক মুনিগণ বেদ, পুরাণ ও নানা শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যারূপ অমৃতসাগর মন্থন করিয়া সংসার বন্ধন মোচনক ঐকান্তিক-ভাব-রূপ নূতন সরল হৈয়ঙ্গবীন[১৭০] লাভ করিয়া ত্রিভুবনেব মধ্যে কৃষ্ণতুল্য হন।২৮

টিপ্পনী। ১৭০। সদ্য দুহিত দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাকে হৈয়ঙ্গবীন বলে। অমরকোষে আছে, 'তত্তু হৈয়ঙ্গবীনং যৎ হ্যোগোদোহেদ্ভব ঘৃতম্।' হারাবলী নামক সংস্কৃত কোষে আছে, করজ, মন্থজ ও কলম্বুট শব্দ নবনীত (মাখন) পর্যায়ভুক্ত।

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য কথন নামক
দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূত উবাচ।

ইতি ভূপঃ সভায়াং স কথয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ।
শশিধ্বজঃ প্রীতমনাঃ প্রাহ কল্কিং কৃতাঞ্জলিঃ ॥১

শশিধ্বজ উবাচ।

ত্বং হি নাথ। ত্রিলোকেশ এতে ভূপাস্ত্বদাশ্রয়াঃ।
মাং তথা বিদ্ধি রাজানং ত্বন্নিদেশকরং হরে ॥২

তপস্তপ্তুং যামি কামং হরিদ্বারং মুনিপ্রিয়ম্।
এতে মৎপুত্রপৌত্রাশ্চ পালনীয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥৩

মমাপি কামং জানাসি পুরা জাম্ববতো যথা।
নিধনং দ্বিবিদস্যাপি তদা সর্ব্বং সুরেশ্বর ॥৪

ইত্যুক্ত্বা গন্তুমুদ্যুক্তং ভার্য্যয়াসহিতং নৃপম্।
লজ্জয়াধোমুখং কল্কিং প্রাহুর্ভূপাঃ কিমিত্যুত ॥৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, রাজা শশিধ্বজ প্রীতচিত্তে সভাস্থিত জনগণের নিকট আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিযা কৃতাঞ্জলিপুটে কল্কিদেবকে বলিতে লাগিলেন।১

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, হে হরে, তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর। এই সকল রাজা তোমার আশ্রিত। এই রাজগণ এবং আমি তোমার আজ্ঞা পালনে সর্বদা প্রস্তুত আছি জানিবে।২

আমি এক্ষণে মুনিগণের প্রিয় তীর্থ হরিদ্বারে তপস্যার্থ যাইতেছি আমার পুত্র-পৌত্রগণ তোমার চরণে আশ্রিত। তুমিই ইহাদিগকে পালন ও রক্ষণ করিবে।৩

হে সুরপতি, আমার অভিপ্রায় তুমি জ্ঞাত আছ। পূর্বজন্মে তুমি জাম্ববান ও দ্বিবিদ নামক বানরকে বিনাশ করিয়াছিলে। উহা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে। ৫

রাজা শশিধ্বজ এই কথা বলিয়া পত্নীর সহিত গমন করিতে উদ্যত হইলে কল্কি লজ্জাভরে অবনত মুখ হইলেন। তখন রাজগণ তাহার কারণ জানিতে অভিলাষী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬

হে নাথ কিমনেনোক্তং যৎ শ্রুত্বা ত্বমধোমুখঃ।
কথং তদ্ ব্রূহি কামং নঃ কিং বা নঃ শাধি সংশয়াৎ ॥৬

কল্কিরুবাচ।

অমুং পৃচ্ছত বো ভূপা যুষ্মাকং সংশয়চ্ছিদম্।
শশিধ্বজং মহাপ্রাজ্ঞং মদ্ভক্তিকৃতনিশ্চয়ম্ ॥৭
ইতি কল্কের্ব্বচঃ শ্রুত্বা তে ভূপাঃ প্রোক্তকারিণঃ।
রাজানং তং পুনঃ প্রাহুঃ সংশয়াপন্নমানসাঃ ॥৮

নৃপা উচুঃ।

কিং ত্বয়া কথিতং রাজন্ শশিধ্বজ মহামতে।
কথং কল্কিস্তদ্ বদিদং শ্রুত্বৈবাভূদধোমুখঃ ॥৯

শ্লোকার্থ। হে প্রভু, রাজা শশিধ্বজ কি বাক্য কহিলেন? তাহা শুনিয়া আপনি কিজন্য অধোমুখ হইলেন? আপনি তাহা আমাদের নিকট সবিস্তারে বলুন এবং সংশয় দূর করুন। ৬

ভগবান কল্কি বলিলেন, হে রাজগণ, আপনারা এই শশিধ্বজ রাজার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন। ইনিই আপনাদের সংশয় দূর করিবেন এই রাজা শশিধ্বজ উত্তম জ্ঞানী। ইনি মৎ প্রতি গাঢ় ভক্তিযুক্ত। ৭

রাজগণ কল্কির কথা শুনিয়া তদ্বাক্যানুসারে সংশয়াপন্ন হৃদয়ে রাজা শশিধ্বজকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শশিধ্বজ, আপনি মহামতি ও ভক্ত রাজ। আপনি এক্ষণে কি কথা কহিলেন এবং আপনার কথা শুনিয়া কল্কি কি জন্য অধোমুখ হইলেন? ৮-৯

শশিধ্বজ উবাচ।

পুরা রামাবতারেণ লক্ষ্মণাদিন্দ্রজিদ্‌বধম্।
লক্ষশ্চালক্ষ্য দ্বিবিদো রাক্ষসত্বাৎ স দারুণাৎ ॥১০
অগ্ন্যাগারে ব্রহ্মবীরবধেনৈকাহিকো জ্বরঃ।
লক্ষ্মণস্য শরীরেণ প্রবিষ্টো মোহকারকঃ ॥১১
তং ব্যাকুলমভিপ্রেক্ষ্য দ্বিবিদো ভিষজাং বরঃ।
অশ্বিবংশে* তু সংজাতঃ স্বাপয়ামাস লক্ষ্মণম্ ॥১২
লিখিত্বা রামভদ্রস্য সংজ্ঞাপত্রীমতন্দ্রিতঃ।
লক্ষ্মণং দর্শয়ামাস উর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ মহাভুজঃ ॥১৩

শ্লোকার্থ। শশিধ্বজ বলিলেন, পূর্বে যখন শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত বধ করেন। ইহার ফলে লক্ষ্য ও অলক্ষ্য দ্বিবিধ রাক্ষসভাব হইতে ইন্দ্রজিত মুক্ত হন। ১০

অগ্নিশালায় ব্রহ্মবধ করায় ঐকান্তিক জ্বর লক্ষ্মণের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে লক্ষ্মণের মোহাদি হইতে লাগিল। ১১

অশ্বিনীকুমারের* বংশসম্ভূত ভিষকশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ নামক বানর লক্ষ্মণকে তাঁর ব্যাকুল দেখিয়া একটি মন্ত্র শুনাইল এবং ঐ মন্ত্রটি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান রামচন্দ্রের সমক্ষে উর্ধ্বস্থানে রাখিয়া লক্ষ্মণকে দেখাইল। ১২-১৩

* অশ্বীনামক সূর্যপত্নীর যমজপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দেববৈদ্যরূপে উহারা ত্রিলোকে সুখ্যাত। ইঁহাদের নিকট ইন্দ্রদেব আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। মহামুনি ভরদ্বাজ ইন্দ্রদেবের নিকট ইহা শিখিয়া ঋষিগণের মধ্যে প্রচার করেন। ব্রহ্মার নিকট দক্ষ প্রজাপতি ও দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন।

*অশ্বিবংশেন ইতি বা পাঠঃ।

লক্ষ্মণো বীক্ষ্য তাং পত্রীং বিজ্বরো বলবানভূৎ।
স ততো দ্বিবিদং প্রাহ বরং বরয় বানর ॥১৪

দ্বিবিদস্তদ্‌বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ হৃষ্টবৎ।
ত্বত্তো মে মরণং প্রার্থ্যং বানরত্বাচ্চ* মোচনম্ ॥১৫
পুনস্তং লক্ষ্মণঃ প্রাহ মম জন্মান্তরে তব।
মোচনং ভবিতা কীশ বলরাম শরীরিণঃ ॥১৬
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি লিখনং যস্তু পশ্যতি ॥১৭
ইতি মন্ত্রাক্ষরং দ্বারি লিখিত্বা তালপত্রকে।
যস্তু পশ্যতি তস্যাপি নশ্যত্যৈকাহিক জ্বরঃ ॥১৮

শ্লোকার্থ। লক্ষ্মণ ঐ পত্র দেখিয়া জ্বর মুক্ত ও বলবান হইলেন। পরে লক্ষ্মণ দ্বিবিদ নামক বানরকে বলিলেন, হে বানর, তুমি বর প্রার্থনা কর। দ্বিবিদ সেই বাক্য শুনিয়া প্রহৃষ্ট মনে লক্ষ্মণকে বলিল, আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার হস্তে আমার মৃত্যু হউক এবং আমি বানর যোনি হইতে মুক্তি পাই। ১৪-১৫

পরে লক্ষ্মণ বলিলেন, আমি জন্মান্তরে বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইব। তখন আমার হস্তে তোমার বানরত্ব মোচন হইবে। ১৬

"সমুদ্রের উত্তর তীরে দ্বিবিদ নামে বানর বাস করে।" যে ব্যক্তি এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া দ্বারদেশে রক্ষা করে এবং দর্শন করে, তাহার ঐকাহিক জ্বর-রোগ আরোগ্য হয়। ১৭-১৮

* বানরত্বাংচ ইতি বা পাঠঃ।

ইতি তস্য বরং লব্ধ্বা চিরায়ুঃ সুস্থবানরঃ।
বলরামাস্ত্রভিন্নাত্মা মোক্ষমাপাকুতোভয়ম্ ॥১৯
তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রমুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎ স্ববাঞ্ছয়া ॥২০
জাম্ববাংশ্চ পুরা ভূপা বামনত্বং গতে হরৌ।
তস্যাপ্যূর্দ্ধগতং পাদং তত্র চক্রে প্রদক্ষিণম্ ॥২১

শ্লোকার্থ। দ্বিবিদ বানর লক্ষ্মণের নিকট এই বর লাভ করিয়া সুস্থ দেহে দীর্ঘ কাল জীবনধারণ করিল। দ্বাপর যুগে বলরামের অস্ত্রাঘাতে তাহার শরীর বিনষ্ট হয় ও সে মুক্তি লাভ করে। ১৯

এইরূপ আপনার ইচ্ছানুসারে সূতপুত্র লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে বলরামের অস্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। ২০

হে রাজগণ, সত্যযুগে যখন শ্রীবিষ্ণু বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন জাম্ববান্ তাঁহার ঊর্ধ্বস্থিত চরণ প্রদক্ষিণ করেন। ২১

মনোজবং তং নিরীক্ষ্য বামনঃ প্রাহ বিস্মিতঃ।
মত্তো বৃণু বরং কামৃক্ষাধীশ মহাবল ॥২২
ইতি তং হৃষ্টবদনো ব্রহ্মাংশো জাম্ববান্মুদা।
প্রাহ ভো চক্রদহনান্মম মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥২৩
ইত্যুক্তে বামনঃ প্রাহ কৃষ্ণজন্মনি মে তব।
মোক্ষশ্চক্রেণ সংভিন্নশিরসঃ সংভবিষ্যতি ॥২৪
মম কৃষ্ণাবতারে তু সূর্য্য ভক্তস্ত ভূপতেঃ।
সত্রাজিতস্তু মণ্যর্থং ত্ববাদঃ সমজায়ত ॥২৫

শ্লোকার্থ। বামন তাঁহার মনোসদৃশ দ্রুততর বেগ দেখিয়া বিস্মিত হৃদয়ে বলিলেন, হে ঋক্ষপতে, তুমি মহাবলপরাক্রমশালী। তুমি আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা কর। ২২

ব্রহ্মার বংশধর জাম্ববান্ এই বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট মনে বলিলেন, আমাকে এই বর দিন, আপনার চক্রাঘাতে আমার মৃত্যু হউক। ২৩

ভগবান বামনদেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব, তখন আমার চক্রদ্বারা তোমার মস্তক ছিন্ন হইবে, এবং তুমি পশুযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ২৪

পরে যখন ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন আমি সত্রাজিৎ নামে

রাজা ছিলাম। আমি সূর্যদেবের আরাধনা করিতাম। সেই সময় আমার জন্য স্যমন্তক[১৭১] মণির নিমিত্ত কৃষ্ণের নামে একটি কলঙ্ক রটে। ২৮

টিপ্পনী। ১৭১। নিঘ্ন রাজার দুই পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিৎ ছিলেন সত্রাজিৎ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতেন। একদা যখন তিনি সূর্যতপে মগ্ন ছিলেন, তখন সূর্যনারায়ণ প্রসন্ন হইয়া তথায় আসেন। সত্রাজিৎ তাঁহাকে বলেন, হে সূর্যদেব, যেরূপ আপনার তেজস্বী মূর্তি আকাশে দেখি, তদ্রূপ এখানেও দেখিতেছি। আপনার প্রসন্নতার লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিনা। ইহাতে সূর্যদেব স্যমন্তক মণি নিজ গলদেশ হইতে খুলিয়া রাখেন। মণিপ্রভা পৃথক হইলে তপস্বী সত্রাজিৎ সূর্যদেবের প্রসন্নমূর্তি দর্শন করেন। ইহাতে সূর্যদেব বলেন, হে সত্রাজিৎ, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিৎ ঐ স্যমন্তক মণি ভিক্ষা করেন। সূর্যদেব তাঁহাকে সেই মণি প্রদানান্তে ব্যোমমার্গে প্রস্থান করেন। অনন্তর সত্রাজিৎ স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। উক্ত মণি হইতে প্রতিদিন আট ভার বিশুদ্ধ স্বর্ণ উৎপন্ন হইত। উক্ত মণির প্রভাবে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সর্পভয়, অগ্নিভয় ও চোরেব উপদ্রবাদি দূরীভূত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনকে উক্ত মণির উপযুক্ত অধিকারী ভাবিয়া রাজা সত্রাজিতকে এই সম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি বলপূর্বক উক্ত মণি লইতে পারিতেন, কিন্তু জ্ঞাতি বিরোধের ভয়ে উহাতে নিরস্ত হন। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায়ে) আছে। অচ্যুতোঽপি তদ্রত্নমুগ্রসেনস্য ভূপতের্যোগ্যমেতদিতি লিপ্সাঞ্চকে গোত্রভেদ ভয়াচ্চ শক্তোঽপি ন জহার সত্রাজিত বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রত্ন লাভে লুব্ধ হইয়াছেন। তিনি আমার নিকট উক্ত মণি চাহিলেন না। ইহা বিচার করিয়া সত্রাজিত তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনকে উক্ত মণি দান করেন। ঐ মণির এইরূপ প্রভাব যে, যিনি পবিত্রভাবে উহা ধারণ করিবেন, তাঁহার মঙ্গল হইবে। আর যিনি অপবিত্রভাবে ইহা ব্যবহার করিবেন, তিনি প্রাণ হারাইবেন। প্রসেন পবিত্রভাবে উক্ত মণি ধারণ করেন নাই। তিনি ঐ মণি ধারণ পূর্বক মৃগয়ায় যান। তথায় একটি সিংহ প্রসেন ও তাঁহার অশ্বকে হত্যা করিয়া ঐ

মণি হরণ করিয়া লইয়া যায়। তথায় জাম্ববান্ নামে ঋক্ষরাজ (ভল্লুক রাজ) থাকিতেন। তিনি উক্ত সিংহকে মারিয়া মণি প্রাপ্ত হন এবং নিজ পুত্রকে ক্রীড়া করিতে দেন। প্রসেনকে মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া যদুগণ ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণি চাহিয়াছিলেন। সুতরাং হয়ত তিনিই প্রসেনকে সংহার করিয়াছেন। উহা অন্য কাহারও কার্য নহে। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণ (৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায়) বলেন।—

'অনাগচ্ছতি চ তস্মিন্ প্রদেশে কৃষ্ণো মণিরত্নমভিলষিতবান্, ন চ প্রাপ্তবান্ নূনমেতদস্য কর্ম নান্যেন প্রসেনো হন্যত ইত্যাখিল এব যদুলোকঃ পরস্পরং কর্ণাকর্ণ্যকথয়ত ॥'

এই অপবাদ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। তিনি যাদবসৈন্য সহ প্রসেনের অশ্বের পদচিহ্ন অনুসরণ করেন। অল্পদূর যাইয়া তিনি দেখেন, প্রসেন স্বীয় অশ্ব সহিত সিংহ দ্বারা নিহত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীগণকে সিংহের পদচিহ্ন দেখাইয়া নিজ কলঙ্ক মোচন করেন এবং ঐ পদচিহ্ন পুনরায় অনুসরণ করেন। তিনি অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন, জাম্ববান্ কর্তৃক সিংহ নিহত হইয়াছে। জাম্ববানের পদ চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তিনি ঋক্ষরাজের গুহামধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় জাম্ববানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে জয়ী হন। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণ (৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায়) বলেন।—'স চ প্রণিপত্যৈনং পুনরপি প্রসাদ্য জাম্ববতী নাম কন্যাং গৃহাগমনার্ঘ্যভূতাং গ্রাহয়ামাস। স্যমন্তকমণিমথাসৌ প্রণিপত্য তস্মৈ প্রদদৌ। অচ্যুতোঽপ্যতিপ্রণতাত্তস্মাদগ্রাহ্যমপি তন্মণিরত্নমাত্মশোধনায় জগ্রাহ ॥'

শ্রীকৃষ্ণকে সভক্তি প্রণাম দ্বারা প্রসন্ন করিয়া জাম্ববান স্বগৃহে গমন করেন এবং স্বকন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণপদে অর্ঘরূপে নিবেদন করেন এবং তৎসহ স্যমন্তক মণিরত্নটিও উপহার দেন। শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্ক মোচনের অভিলাষে উক্ত মণি গ্রহণ পূর্বক দ্বারকাধামে উপস্থিত হন। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায়) আছে।—ভগবানপি যথানুভূতমশেষ যাদব সমাজে যথাবদাচচক্ষে। স্যমন্তকং চ সত্রাজিতায় দত্ত্বা মিথ্যাভিশস্তিবিশুদ্ধিমবাপ ॥ জাম্ববতীং চান্তঃপুরে নিবেশয়া-

মাস। সত্রাজিতোঽপি ময়াঽস্যা ভূতমলিনমারোপিতমিতি জাতসংত্রাসঃ স্বসুতাং সত্যভামাং ভগবতে ভার্য্যাং দদৌ॥

এই সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক যাদবগণকে নিবেদনান্তে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতকে স্যমন্তকমণি প্রদান করেন এবং কলঙ্ক মুক্ত হন। তিনি জাম্ববতীকে অন্তঃপুরে রাখিলেন। সত্রাজিত মনে মনে বিচার করিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি। তিনি ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ কন্যা সত্যভামার বিবাহ দেন। কিয়ৎকাল পরে শতধন্বা নামক যাদব সত্রাজিতকে সংহার করিয়া স্যমন্তক মণি হস্তগত করেন। সত্যভামার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মণিউদ্ধারার্থ শতধন্বার পশ্চাতে গমন করেন। কিন্তু শতধন্বা অক্রূরকে উক্ত মণি প্রদানান্তে পলায়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বার প্রাণনাশ করেন, কিন্তু মণি পাইলেন না। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস না করিয়া ভাবিলেন, স্বয়ং মণি ভোগের আশায় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অসত্য বলিয়াছেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস করিয়া তিনি দেশত্যাগী হন। পরে এই সত্য সংবাদ রটিল, উক্ত মণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট নাই, অক্রূরের নিকটে আছে। উক্ত মণি ধারণার্থ শ্রীকৃষ্ণ অন্য যাদবকে অনুমতি দেন। ইহাই স্যমন্তক মণির উপাখ্যান।

প্রসেনস্য মম ভ্রাতুর্ব্বধস্তু মণিহেতুকঃ।
সিংহাৎ তস্যাপি মণ্যর্থে বধো জাম্ববতা কৃতঃ ॥২৬

দুর্ব্বাদভয়ভীতস্য কৃষ্ণাস্যামিততেজসঃ।
মণ্যন্বেষণচিত্তস্য ঋক্ষেণাভূদ্রণে বিলে ॥২৭

স নিজেশং পরিজ্ঞায় তচ্চক্রগ্রস্তবন্ধনম্।
মুক্তো বভুব সহসা কৃষ্ণং পশ্যন্ সলক্ষণম্ ॥২৮

নবদূর্ব্বাদলশ্যামং দৃষ্ট্বা প্রাদান্নিজাত্মজাম্।
তদা জাম্ববতীং কন্যাং প্রগৃহ্য মণিনা সহ ॥২৯

শ্লোকার্থ। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল প্রসেন। একটি সিংহ মণির নিমিত্ত আমার ভ্রাতাকে বধ করে। ঐ সিংহও সেই মণির নিমিত্ত জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। ২৬

অসীম তেজঃ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্ক ভয়ে ভীত হইয়া মণির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে একটি গুহার মধ্যে জাম্ববানের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল। ২৭

জাম্ববান্ স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চক্রে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইল। জাম্ববান্ লক্ষণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ পূর্বক মুক্তিলাভ করিলেন। ২৮

পরন্তু ঐ ঋক্ষরাজ শ্রীকৃষ্ণের নবদূর্বাদল সদৃশ শ্যামমূর্তি সন্দর্শন করিয়া মণির সহিত জাম্ববতী নাম্নী কন্যা তাহাকে দান করিলেন। ২৯

দ্বারকাং পুরমাগত্য সভায়াং মামুপাহ্বয়ৎ।
আহূয় মহ্যং প্রদদৌ মণিং মুনিগণার্চ্চিতম্।।৩০

সোঽহং তাং লজ্জয়া তেন মণিনা কন্যকাং স্বকাম্।
বিবাহেন দদাবস্মৈ লাবণ্যাজ্জগৃহে মণিম্।।৩১

তা সত্যভামামাদায় মণিং ময্যর্প্য সপ্রভুঃ।
দ্বারকামাগত্য পুনর্গজাহ্বয়মগাদ্ বিভুঃ।।৩২

গতে কৃষ্ণে মাং নিহত্য শতধন্বাগ্রহীন্মণিম্।
অতোঽহমিহ জানামি পূর্ব্বজন্মনি যৎ কৃতম্।।৩৩

শ্লোকার্থ। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বারকায় আসিয়া সভামধ্যে আমাকে আহ্বান করিলেন এবং সেই সময়ে তিনি মহর্ষিগণের দুর্ল্লভ সেই মণিরত্ন আমাকে প্রদান করেন। ৩০

তৎকালে আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সেই মণি এবং সত্যভামা নাম্নী কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের অদ্ভুৎ লাবণ্য দেখিয়া উভয়ই গ্রহণ করিলেন। ৩১

অল্পকিছুদিন পরে প্রভু কৃষ্ণ আমার নিকট মণি রাখিয়া সত্যভামাকে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলে শতধন্বা নামে রাজা আমাকে বিনাশ করিয়া স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হন। অতএব পূর্বজন্মে কল্কিদেব কৃষ্ণাবতারে যাহা যাহা করিয়াছেন, তৎ সমস্ত আমি পরিজ্ঞাত আছি। ৩২-৩৩

মিথ্যাভিশাপাৎ কৃষ্ণস্য নৈবাভূন্মোচনং মম।
অতোঽহং কল্কিরূপায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
দত্ত্বা রমাং সত্যভামারূপিণীং যামি সদ্‌গতিম্ ॥৩৪

সুদর্শনাস্ত্র ঘাতেন মরণং মমকাঙ্ক্ষিতম্।
মরণোঽভূদিতি জ্ঞাত্বা রণে বাঞ্ছামি মোচনম্ ॥৩৫

ইত্যসৌ জগতামীশঃ কল্কিঃ শ্বশুরঘাতনম্।
শ্রুত্বৈবাধোমুখস্তস্থৌ হ্রিয়া ধর্ম্মভিয়া প্রভুঃ ॥৩৬

অত্যাশ্চর্য্যমপূর্ব্বমুত্তমমিদং শ্রুত্বা নৃপা বিস্মিতা
লোকাঃ সংসদি হর্ষিতা মুনিগণাঃ কল্কের্গুণাকর্ষিতাঃ।
আখ্যানং পরমাদরেণ সুখদং ধন্যং যশস্যং পরং
শ্রীমদ্‌ভূপশশিধ্বজেরিতবজো মোক্ষপ্রদং চাভবন্ ॥৩৭

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজচরিতচক্রমরণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিলাম। তজ্জন্য সেই জন্মে আমার মুক্তি হয় নাই। এই হেতু আমি ইহ জন্মে কল্কিরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামারূপিনী রমানাম্নী কন্যা দানান্তে সদ্‌গতি লাভ করিতেছি।৩৪

আমিও কামনা করিয়াছিলাম, সুদর্শনাস্ত্র প্রহারে আমার মৃত্যু ঘটে। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মুক্তি লাভ হইবে, ইহা জানিয়া তাহাই কামনা করিয়াছিলাম। ৩৫

জগতের ঈশ্বর প্রভু কল্কি এইরূপে শ্বশুরবধ বার্তা শ্রবণ করিয়া ধর্মভয়ে ও লজ্জাভরে অধোবদন হইলেন। ৩৬

এই অত্যাশ্চর্য অপূর্ব মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত রাজগণ বিস্মিত হইলেন, সদস্যগণ আনন্দ লাভ করিল এবং মহর্ষিগণ কল্কির লীলায় আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীমান রাজা শশিধ্বজ কর্তৃক কথিত এই উপাখ্যান যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনি সুখী, ধন্য, যশস্বী ও মোক্ষভাগী হইবেন। ৩৭

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজচরিতচক্রমরণ আখ্যান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ভগবান কল্কিদেব

(দিল্লী কল্কি মন্দির)

তৃতীয় অংশ

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

ততঃ কল্কির্মহাতেজাঃ শ্বশুরং তং শশিধ্বজম্ ।
সমামন্ত্র্য বচশ্চিত্রৈঃ সহ ভূপৈর্যযৌ হরিঃ ॥১
শশিধ্বজো বরং লব্ধ্বা যথাকামং মহেশ্বরীম্ ।
স্তুত্বা মায়াং ত্যক্তমায়ঃ সপ্রিয়ঃ প্রযযৌ বনম্ ॥২
কল্কিঃ সেনাগণৈঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ কাঞ্চনীং পুরীম্ ।
গিরিদুর্গাবৃতাং গুপ্তাং ভোগিভির্বিষবর্ষিভিঃ ॥৩
বিদার্য্য দুর্গং সগণঃ কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
ছিত্ত্বা বিষায়ুধান্বাণৈস্তাং পুরীং দদৃশেঽচ্যুতঃ ॥৪
মনিকাঞ্চনচিত্রাঢ্যাং নাগকন্যাগণাবৃতাম্ ।
হরিচন্দনবৃক্ষাঢ্যাং মনুজৈঃ পরিবর্জ্জিতাম্ ॥৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর মহাতেজা কল্কি বিচিত্র বাক্যে শ্বশুর শশিধ্বজকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণান্তে রাজগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ।১

রাজা শশিধ্বজও কল্কিদেবের নিকট অভীষ্ট বর লাভ করিয়া মহেশ্বরী মহামায়ার স্তব দ্বারা মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বনগমন করিলেন ।২

অনন্তর কল্কিদেব সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনীপুরীতে যাত্রা করিলেন। এই পুরী গিরিদুর্গে সুরক্ষিত এবং বিষবর্ষণকারী সর্পগণ কর্তৃক পরিবৃত ।৩

অরি নিসূদন অচ্যুত কল্কি স্বীয় সৈন্যগণের সহিত সেই দুর্গম দুর্গ ভেদ করিয়া শরনিকর বর্ষণে বিষবর্ষী সর্পসমূহ সংহার পূর্বক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।৪

তিনি তথায় দেখিলেন, সেই পুরী বহুবিধ মণি ও কাঞ্চন দ্বারা বিভূষি উহার স্থানে স্থানে নাগকন্যাগণ বিদ্যমান। মধ্যে মধ্যে কল্পবৃক্ষ সুশোভি পরন্তু তথায় একটিও মনুষ্য নাই।৫

বিলোক্য কল্কিঃ প্রহসন্ প্রাহ ভূপান্ কিমিত্যহো।
সর্পস্যেয়ং পুরী রম্যা নরাণাং ভয়দায়িনী।
নাগনারীগণাকীর্ণা কিং যাস্যামো বদন্ত্বিহ ॥৬
ইতি কর্ত্তব্যতাব্যগ্রং রমানাথং হরিং প্রভুম্।
ভূপাংস্তদনুরূপাংশ্চ খে বাগাহাশরীরিণি ॥৭
বিলোক্য নেমাং সেনাভিঃ প্রবেষ্টুং, ভোক্তুমর্হসি।
ত্বাং বিনান্যে মরিষ্যন্তি বিষকন্যাদৃশাদপি ॥৮
আকাশবাণীমাকর্ণ্য কল্কিঃ শুকসহায়কৃৎ।
যযাবেকঃ খড়্গধরস্তুরগেণ ত্বরান্বিতঃ ॥৯

শ্লোকার্থ। ভগবান কল্কিদেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে হাস্যপূর্বক নৃপগণ বলিলেন, দেখ, কি আশ্চর্য। ইহা সর্পপুরী। এই পুরী অতীব রমণীয় মনুষ্যগণের পক্ষে ইহা অতি ভয়ানক। ইহার মধ্যে কেবল নাগকন্যাগণ বা করে। সুতরাং আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব কি না, তোমরা বল।৬

রমানাথ প্রভু শ্রীহরি এবং রাজগণ সে স্থলে কি করিবেন, স্থির করিতে ন পারিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, এই পুরীমধ্যে সেনাগণের সহিত প্রবেশ করা আপনার পক্ষে উচিত নয়। কারণ, ইহা অভ্যন্তরবর্তিনী বিষকন্যার দৃষ্টিপাতে একমাত্র আপনি ব্যতীত অন্য সকলে কাল-কবলে পতিত হইবে।৭-৮

ভগবান কল্কিদেব এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া সত্বর খড়্গহস্তে একাকী অ আরোহণপূর্বক শুকপক্ষীর সহিত অন্তঃপুরে গমন করিলেন।৯

গত্বা তাং দদৃশে বীরো ধীরাণাং ধৈর্য্যনাশিনীম্।
রূপেণালক্ষ্য লক্ষ্মীশং প্রাহ প্রহসিতাননা ॥১০

বিষকন্যোবাচ

সংসারেঽস্মিন্ মম নয়নয়োর্বীক্ষণক্ষীণদেহা
লোকা ভূপাঃ কতি কতি গতা মৃত্যুমৃত্যুগ্রবীর্য্যাঃ।
সাহং দীনাসুরসুরনব প্রেক্ষণ প্রেমহীনা
তে নেত্রাব্জদ্বয়রস সুধাপ্লাবিতা ত্বাং নমামি ॥১১
ক্কাহং বিষেক্ষণা দীনা ক্ক মৃতেক্ষণ সঙ্গমঃ।
ভবেঽস্মিন ভাগ্যহীনায়াঃ কেনাহো তপসা কৃতঃ ॥১২

কল্কিরুবাচ।

কাসি কল্যাণি সুশ্রোণি কস্মাদেষা গতিস্তব।
ব্রূহি মাং কর্ম্মণা কেন বিষনেত্রং তবাভবৎ ॥১৩

শ্লোকার্থ। কিয়দ্দূর গমন করিয়া বীর কল্কিদেব একটি অপূর্ব রূপবতী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। এই কন্যা দর্শনে জ্ঞানীগণও ধৈর্যচ্যুত হন। এই কন্যা দিব্য রূপসম্পন্ন রমাপতি কল্কিদেবকে দেখিয়া সহাস্যে বলিতে লাগিল।১০

বিষকন্যা বলিল, এই জগতের মধ্যে কত শত বীর্য্যশালী রাজা ও অন্যান্য মনুষ্য আমার দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে অতএব আমি নিতান্তই দুঃখিনী। দেবতা, অসুর ও মনুষ্য কাহারো সহিত আমার প্রেমের সম্বন্ধ নাই। এক্ষণে আমি আপনার দৃষ্টিপাতরূপ অমৃত ধারায় প্লাবিত হইলাম। আপনাকে আমি নমস্কার করি।১১

এই সংসার মধ্যে আমি বিষদৃষ্টি, অতিদীনা ও ভাগ্যহীনা। আপনার কৃপা দৃষ্টি অমৃতময়। আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছিলাম যে, আপনার সন্দর্শন পাইলাম।১২

ভগবান কল্কিদেব বলিলেন, অয়ি সুশ্রোণি, তুমি কে ও কাহার কন্যা? কি জন্য তোমার ঈদৃশ দুর্দশা হইয়াছে? তুমি এমন কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলে যে, তৎফলে তোমার বিষদৃষ্টি হইয়াছে?১৩

বিষকন্যোবাচ

চিত্রগ্রীবস্য ভার্য্যাহং গন্ধর্ব্বস্য মহামতে।
সুলোচনেতি বিখ্যাতা পত্যুরত্যন্তকামদা ॥১৪
একদাহং বিমানেন পত্যা পীঠেন সঙ্গতা।
গন্ধমাদনকুঞ্জেষু রেমে কামকলাকুলা ॥১৫
তত্র যক্ষমুনিং দৃষ্ট্বা বিকৃতাকার মাতুরম্।
রূপ যৌবন গর্বেণ কটাক্ষেণাহসং মদাৎ ॥১৬
সোপালম্ভং মুনিঃ শ্রুত্বা বচনং চ মমাপ্রিয়ম্।
শশাপ মাং ক্রুধা তত্র তেনাহং বিষদর্শনা ॥১৭

শ্লোকার্থ। বিষকন্যা বলিল, মহামতে, আমি চিত্রগ্রীব নামক গন্ধর্বে পত্নী, আমার নাম সুলোচনা। আমি পতির অতিশয় মনোরঞ্জন করিতাম।১৪

একদা আমি পতির সহিত বিমানারোহণে গন্ধমাদন পর্বতের কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশান্তে কোন প্রস্তরপীঠে উপবেশনপূর্বক বিহারাদি করিতেছিলাম।১৫

এই সময়ে সেই স্থানে বিকৃতাকার ও আতুর যক্ষমুনিকে দেখিয়া রূপযৌবন গর্বে গর্বিতা হইয়া আমি কটাক্ষপাত ও উপহাস করিয়াছিলাম।১৬

মহর্ষি আমার মুখে সেই অবজ্ঞাসূচক অপ্রিয় উপহাস বাক্য শুনিয়া ক্রোধভরে আমাকে শাপ দেন। সেই শাপেই আমি বিষদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছি।১৭

নিক্ষিপ্তাহং সর্পপুরে কাঞ্চন্যাং নাগিনীগণে।
পতিহীনা দৈবহীনা চরামি বিষবর্ষিণী ॥১৮
ন জানে কেন তপসা ভবদ্দৃষ্টিপথং গতা।
ত্যক্তশাপামৃতাক্ষাহং পতিলোকং ব্রজাম্যতঃ ॥১৯
অহো তেষামস্তু শাপঃ প্রসাদো মা সতামিহ।
পত্যুঃ শাপাদৃষের্মোক্ষাৎ তব পাদাব্জদর্শনম্ ॥২০
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ স্বর্গং বিমানেনার্কবর্চ্চসা।
কল্কিস্তু তৎপুরাধীশং নৃপং চক্রে মহামতিম্ ॥২১

শ্লোকার্থ। অনন্তর আমি কাঞ্চনী নাম্নী এই সর্পপুরীতে নাগিনীগণ মধ্যে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলাম। আমি দৃষ্টিপাতে বিষ বর্ষণ করিয়া থাকি। আমি অতি ভাগ্যহীনা এবং পতিহীনা হইয়া এখানে একা পরিভ্রমণ করি। ১৮

জানি না, আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছিলাম যে, আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম! আপনার দর্শনলাভে আমি শাপমুক্ত হওয়ায় আমার দৃষ্টি এক্ষণে অমৃতবর্ষিণী হইয়াছে। অধুনা আমি পতি সন্নিধানে যাত্রা করিব।১৯

কি আশ্চর্য! সাধুদের প্রসন্নতা অপেক্ষা অভিশাপ শ্রেয়স্কর। কারণ ঋষি আমাকে শাপ দেওয়ায় শাপমোচনকালে* আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।২০

বিষকন্যা এই কথা বলিয়া সূর্যের ন্যায় তেজোময় বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গে গমন করিল। কল্কিদেবও মহামতি নামক রাজাকে সেই কাঞ্চনপুরীর অধিপতি করিলেন।২১

*পূর্ণশক্তি অবতার সন্দর্শনে মন্দভাগ্য নরনারী শাপ ও পাপ হইতে মুক্ত হয়। অবতার দর্শনে ঈশ্বর দর্শন হয়। পরমেশ্বর ও তাঁহার অবতার স্বরূপতঃ অভিন্ন।

অমর্ষস্তৎসুতো ধীমান সহস্রো নাম তৎসুতঃ।
সহস্রতঃ সুতশ্চাসীদ্‌রাজা বিশ্রুতবানসিঃ।।২২
বৃহন্নলানাং ভূপানাং সংভূতা যস্য বংশজাঃ।
তং মন্নুং ভূপাশার্দ্দূলং নানামুনিগণৈর্বৃতঃ।।২৩
অযোধ্যায়াং চাভিষিচ্য মথুরামগমদ্ধরিঃ।
তস্যাং ভূপং সূর্য্যকেতুমভিষিচ্য মহাপ্রভম্‌।।২৪
ভূপং চক্রে ততো গত্বা দেবাপিং বারণাবতে।
অরিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দঞ্চ গজাহ্বয়ম্‌।।২৫
পঞ্চদেশেশ্বরং কৃত্বা হরিঃ শম্ভলমাযযৌ।
শৌম্ভং পৌণ্ড্রং পুলিন্দঞ্চ সুরাষ্ট্রং মগধং তথা।
কবি প্রাজ্ঞ সুমন্তুভ্যঃ প্রদদৌ ভ্রাতৃবৎসলঃ।।২৬

শ্লোকার্থ। মহামতির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র ধীমান্ সহস্র ও সহস্র হইতে অসি নামক বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।২২

যাঁহার বংশে বৃহন্নলা নামক রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই রাজসিংহ মরুকে অযোধ্যায় অভিষিক্ত করিয়া শ্রীহরি কল্কিদেব মুনিগণে পরিবৃত হইয়া মথুরাধামে গমন করিলেন। পরে তিনি মহাপ্রভ রাজা সূর্য্যকেতুকে সেই মথুরাধামে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বারণাবতে যাত্রা করিলেন।২৩-২৪

সেই স্থানে দেবাপিকে রাজা করিয়া তাঁহাকে অরিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দ, হস্তিনাপুর ও বারণাবত এই পঞ্চদেশের অধিপতি করিলেন। পরে শ্রীহরি শম্ভল গ্রামে যাত্রা করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল শ্রীহরি কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্তকে শৌন্ত, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, সুরাট ও মগধদেশ প্রদান করিলেন।২৫-২৬

কীকটং মধ্যকর্ণাটমন্ধ্রমোড্রং কলিঙ্গকম্।
অঙ্গং বঙ্গং স্বগোত্রেভ্যঃ প্রদদৌ জগদীশ্বরঃ ॥২৭
স্বয়ং শম্ভলমধ্যস্থঃ কঙ্ককেন কলাপকান্।
দেশং বিশাখযূপায় প্রাদাৎ কল্কিঃ প্রতাপবান্ ॥২৮
চোলবর্ববরকর্বাখ্যান্ দ্বারকাদেশমধ্যগান্।
পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ কল্কিঃ কৃতবর্ম্ম পুরস্কৃতান্ ॥২৯

শ্লোকার্থ। অনন্তর জগদীশ্বর কল্কিদেব জ্ঞাতিগণকে কীকট, মধ্যকর্ণাট, অন্ধ্র, ওড্র, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ এই সমস্ত দেশ প্রদান করিলেন।২৭

পরে প্রতাপবান্ কল্কিদেব স্বয়ং শম্ভলনগরে অবস্থানপূর্ব্বক বিশাখযূপকে কঙ্কণদেশ ও কলাপদেশ প্রদান করিলেন।২৮

অনন্তর তিনি কৃতবর্মাদি পুত্রগণকে দ্বারকার অন্তঃপাতী চোল, বর্বর ও কর্ব দেশ দান করেন।২৯

পিত্রে ধনানি রত্নানি দদৌ পরমভক্তিতঃ।
প্রজাঃ সমাশ্বাস্য হরিঃ শম্ভল গ্রামবাসিনঃ।৩০
পদ্ময়া রময়া কল্কির্গৃহস্থো মুমুদে ভৃশম্।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদোঽভবৎ কৃতপূর্ণং জগত্রয়ম্ ॥৩১

দেবা যথোক্ত ফলদাশ্চরন্তি ভুবি সর্বতঃ।
সর্ব্বশস্যা বসুমতী হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতা।
শাঠ্যচৌর্য্যানৃতৈর্হীনা আধিব্যাধিবিবর্জ্জিতা ॥৩২
বিপ্রা বেদবিদঃ সুমঙ্গলযুতা নার্য্যস্তু চার্য্যা ব্রতৈঃ।
পূজাহোমপরাঃ পতিব্রতধরা যাগোদ্যতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ॥
বৈশ্যা বস্তুষু ধর্ম্মতো বিনিময়ৈঃ শ্রীবিষ্ণুপূজাপরাঃ।
শূদ্রাস্তু দ্বিজসেবনাদ্ধরিকথালাপাঃ সপর্য্যাপরাঃ ॥৩৩

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে বিষকন্যা মোক্ষ-কৃতধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-কথনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। কল্কিদেব ভক্তিভরে পিতা বিষ্ণুযশাকে প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। পরে সেই শম্ভলগ্রামবাসী প্রজাগণকে অভয় প্রদানান্তে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্বক রমা ও পদ্মার সহিত পরম আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। জগত্রয় সত্যযুগে পূর্ণ হইল ও চতুষ্পাদ ধর্মের আবির্ভাব হইল।৩০-৩১

দেবগণ যথাযথ ফলদাতা হইয়া ভূমণ্ডলের সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবী সর্বশস্যে পরিপূর্ণা হইলেন। সর্বস্থানে সকল লোকই হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠিল। শাঠ্য, চৌর্য্য, মিথ্যা কথন, আধি-ব্যাধি প্রভৃতি ভূমণ্ডল হইতে অপসারিত হইল।৩২

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে অনুরক্ত হইলেন। রমণীগণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রতা, সদাচার সম্পন্না, ব্রতনিষ্ঠা ও পূজা-হোম প্রভৃতিতে তৎপরা, পতিব্রতা ও ধর্ম পরায়ণা হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ যাগাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হইলেন। বৈশ্যগণ শ্রীবিষ্ণু পূজায় নিষ্ঠাবান্ হইয়া ধর্মানুসারে দ্রব্য বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। শূদ্রগণ দ্বিজসেবারত হইয়া হরিকথালাপে ও হরিপূজায় কালযাপন করিতে লাগিল।৩৩

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে বিষকন্যামোক্ষ-কৃতধর্ম-প্রবৃত্তি-কথন নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ

শশিধ্বজো মহারাজঃ শ্রুত্বা মায়াং গতঃ কুতঃ।
কা বা মায়াস্তুতিঃ সূত বদ তত্ত্ববিদাং বর।
যা ত্বৎ কথা বিষ্ণুকথা বক্তব্যা সা বিশুদ্ধয়ে ॥১

সূত উবাচ

শৃণুধ্বং মুনযঃ সর্বে মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে।
শুকঃ প্রাহ বিশুদ্ধাত্মা মায়াস্তবমনুত্তমম্ ॥২
তৎ শৃণুষ্ব প্রবক্ষ্যামি যথাধীতং যথাশ্রুতম্।
সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং পাপতাপবিনাশনম্ ॥৩

শুক উবাচ

ভল্লাটনগরং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুভক্তঃ শশিধ্বজঃ।
আত্মসংসারমোক্ষায মাযাস্তবমলং জগৌ ॥৪

শ্লোকার্থ। শৌনিক জিজ্ঞাসা কবিলেন হে সূত, মহাবাজ শশিধ্বজ মায়াস্তব করিয়া কোথায গমন কবিলেন? তোমাব তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধ হইয়াছে। অতএব মায়াস্তুতি কিরূপ, তাহা ব্যাখ্যা কব। মাযাকথা ও বিষ্ণুকথা ভিন্ন নহে। সুতবাং পাপমোচনার্থ তুমি সেই মাযার স্তুতি বল।১

সূত বলিলেন, হে মুনিগণ, মহর্ষি মার্কণ্ডেয জিজ্ঞাসা করায বিশুদ্ধাত্মা শুকদেব তাঁহার নিকট অতীব উত্তম মায়াস্তব কহিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে সেই মায়াস্তব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি যাহা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, যাহা শ্রবণে মানবগণের সকল কামনা পূর্ণ হয়, যাহা শুনিলে সমস্ত পাপ-তাপ নিবৃত্ত হয়, তাদৃশ মায়াস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন।২-৩

শুকদেব বলিলেন, বিষ্ণুভক্ত রাজা শশিধ্বজ ভল্লাটনগর পরিত্যাগ করিয়া ‍সংসার হইতে মুক্তি লাভের আশায় মহাস্তব করিতে লাগিলেন।৪

শশিধ্বজ উবাচ

ও হ্রীং কারাং সত্ত্বসারাং বিশুদ্ধাং ব্রহ্মাদীনাং মাতরং বেদবোধ্যাম্।
তন্বীং স্বাহাং ভূততন্মাত্রকক্ষাং বন্দে বন্দ্যাং দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈঃ ।।৫
লোকাতীতাং দ্বৈতভূতাং সমীড়ে ভূতৈর্ভব্যাং ব্যাসসামাসিকাদ্যৈঃ।
বিদ্বদ্‌গীতাং কালকল্লোললোলাং, লীলাপাঙ্গক্ষিপ্ত সংসারদুর্গাম্ ।।৬
পূর্ণাং প্রাপ্যাং দ্বৈতলভ্যাং শরণ্যামাদ্যে শেষে মধ্যতো যা বিভাতি।
নানা রূপৈর্দ্দেবতির্য্যঙ্‌ মনুষ্যৈস্তামাধারাং ব্রহ্মরূপাং নমামি ।।৭
যস্যা ভাসা ত্রিজগদ্ভাতি ভূতৈর্নভাত্যেতদ্ভদভাবে বিধাতুঃ।
কালো দৈবং কর্ম্ম চোপাধয়ো যে তস্যাং ভাসা তাং বিশিষ্টাং নমামি। ৮

শ্লোকার্থ। শশিধ্বজ বলিলেন, যিনি হ্রীঁ* বীজস্বরূপা ও বিশুদ্ধস্বরূপা, যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি বেদচতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্যা এবং সূক্ষ্মরূপা ও স্বাহা-স্বরূপা, যাঁহার কক্ষমধ্যে ভূতপঞ্চক ও পঞ্চতন্মাত্র অবস্থিত, যিনি দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও সিদ্ধগণের আরাধ্যা সেই ভগবতী মহামায়াকে নমস্কার করি।৫

যিনি লোকাতীত, যাঁহাতে দ্বৈতভাব আরোপিত, ব্যাস শাতাতপ প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহার বন্দনা করেন, জ্ঞানীবৃন্দ যাঁহার স্তব করেন, যিনি কালকল্লোলে লোলায়মানা, যাঁহার কটাক্ষপাতে জীবগণ সংসার সাগরে নিক্ষিপ্ত, আমি ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করি।৬

যিনি পূর্ণভাবে লভ্য এবং দ্বৈতভাবেও লভ্য, শরণাগতের পালনকর্ত্রী, সৃষ্টির

---

*ইহাকে মায়াবীজ বা শক্তিবীজ বলে। ইহাই মহামায়ার বীজমন্ত্র। উক্ত বীজ দুর্গা, চণ্ডী, কালী প্রভৃতি দেবীর মন্ত্রেও সন্নিবিষ্ট হয়। ইহাকে তান্ত্রিক প্রণবও বলে।

প্রথমে ও মধ্যে এবং অন্তে সর্বকালেই বিদ্যমানা, দেব, তির্যক ও মনুষ্য প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশমানা, সর্বাধার এবং ব্রহ্মরূপা, সেই ভগবতী মহামায়াকে নমস্কার করি।৭

যাঁহার আভাসে জগত্রয় পঞ্চভূত দ্বারা প্রকাশমান, যাঁহার আভাস ব্যতীত কাল, দৈব ও কর্ম প্রভৃতি প্রকাশিত হয় না, সেই সর্বশ্রেষ্ঠা সর্ব-বিধায়িনী ভগবতী মহামায়াকে আমি নমস্কার করি।৮

ভূমৌ গন্ধো রসতাপ্সু প্রতিষ্ঠা রূপং তেজস্যেব বায়ৌস্পৃশত্বম্।
খে শব্দো বা যচ্চিদাভাস্তি নানামতাভ্যে তাং বিশ্বরূপাং নমামি ॥৯

সাবিত্রী ত্বং ব্রহ্মরূপা ভবানী ভূতেশস্য শ্রীপতেঃ শ্রীস্বরূপা।
শচী শুক্রস্যাপি নাকেশ্বরস্য পত্নী শ্রেষ্ঠা ভাসি মায়ে জগৎসু ॥১০

বাল্যে বালা যুবতী যৌবনে ত্বং বার্দ্ধক্যে যা স্থবিরা কালকল্পা।
নানাকারৈর্যাগযোগৈরুপাস্যা জ্ঞানাতীতা কামরূপা বিভাসি ॥১১

বরেণ্যা ত্বং বরদাং লোকসিদ্ধ্যা সাধ্বী ধন্যা লোকমান্যা সুকন্যা।
চণ্ডী দুর্গা কালিকা কালিকাখ্যা নানাদেশে রূপবেশৈর্বিভাসি ॥১২

শ্লোকার্থ। যাঁহার চিদাভাসে ভূমিতে গন্ধ, জলে রস, তেজে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ ও আকাশে শব্দাদি পঞ্চ বিষয় প্রকাশমান, সেই বিশ্বরূপা বিশ্বমাতা ভগবতীকে নমস্কার করি।৯

তুমি ব্রহ্মার অঙ্গস্বরূপা সাবিত্রী, রুদ্রের রুদ্রাণী, নারায়ণের লক্ষ্মী ও দেব-রাজ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠা পত্নী ইন্দ্রাণী। হে মায়ে, তুমি বিশ্বময় দ্যোতমানা।১০

তুমি বাল্যে বালিকাস্বরূপা। যৌবনে যুবতীস্বরূপা ও নারীগণের বার্ধক্যে স্থবিরস্বরূপা। তুমি কালরূপা, কামরূপা এবং নানাবিধ যাগ ও যোগদ্বারা উপাস্যা।১১

তুমি জ্ঞানাতীত হইয়াও শোভমানা, বরেণ্যা ও বরদা। তুমি সর্বলোকে সিদ্ধিদান কর। তুমি সাধ্বী, ধন্যা, সুমান্যা, সুকন্যা, চণ্ডী, দুর্গা,

কালিকা প্রভৃতি বিবিধ কালিকাআখ্যায় নানাদেশে নানারূপে নানাবেশে প্রকাশমানা।১২

তব চরণ সরোজং দেবি। দেবাদিবন্দ্যং
যদি হৃদয় সরোজে। ভাবয়ন্তীহ ভক্ত্যা।
শ্রুতিযুগ কুহরে বা সংশ্রুতং ধর্ম্মসম্পজ্
জনয়তি জগদাদ্যে সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ তেষাম্ ॥১৩
মায়া স্তবমিদং পুণ্যং শুকদেবেন ভাষিতম্।
মার্কণ্ডেয়াদবাপ্যাপি সিদ্ধিং লেভে শশিধ্বজঃ ॥১৪
কোকামুখে তপস্তপ্ত্বা হরিং ধ্যাত্বা বনান্তরে।
সুদর্শনেন নিহতো বৈকুণ্ঠং শরণং যযৌ ॥১৫

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে মায়াস্তবো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। হে জগদাদ্যে, হে দেবি, যদি কেহ স্বকীয় হৃদয়কমলে দেবাদি বন্দিত তোমার চরণযুগল ভক্তিভরে ধ্যান করে, অথবা যদি কেহ কর্ণকুহরে তদীয় শুভ নাম শ্রবণ করে, তবে তাহার ধর্মসম্পৎ লাভ হয় এবং সে সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে।১৩

শুকদেব এই পুণ্যপ্রদ মায়াস্তব কীর্তন করিয়াছিলেন। রাজা শশিধ্বজ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই মায়াস্তব শুনিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।১৪

রাজা শশিধ্বজ অরণ্যমধ্যে কোকামুখ নামক স্থানে তপস্যা করিয়া হরিধ্যান-পূর্বক সুদর্শন চক্রদ্বারা নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হন।১৫

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য-অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
মায়াস্তব নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

ষোড়শ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রাঃ শশিধ্বজবিমোক্ষণম্ ।
কল্কেঃ কথামপ্রতিমাং শৃন্বন্তু বিবুধর্ষভাঃ ॥১
বেদা ধর্ম্মঃ কৃতযুগং দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সুসংতুষ্টাঃ কল্কৌ রাজনি চা ভবন্ । ২
নানাদেবাদি লিঙ্গেষু ভূষণৈ র্ভূষিতেষু চ ।
ইন্দ্রজালিকবদ্ বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকা জনাঃ ॥৩
ন সন্তি মায়ামোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধু বঞ্চকাঃ ।
তিলকাচিত* সর্ব্বাঙ্গাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রচিৎ ॥৪
শম্ভলে বসতস্তস্য পদ্মায়া রময়া সহ ।
প্রাহ বিষ্ণুযশাঃ পুত্রং দেবান্ যষ্টুং জগদ্ধিতান্ ॥৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, হে বিপ্রগণ, আমি আপনাদের নিকট রাজা শশিধ্বজের মুক্তিলাভের বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। হে বিধুশ্রেষ্ঠগণ, অতঃপর পুনর্বার কল্কির উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১

ভগবান কল্কিদেব রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে বেদ, ধর্ম, সত্যযুগ, দেবগণ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবগণ সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও সুসন্তুষ্ট হইলেন। ২

পুরাকালে পূজক ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভুষণে বিভূষিত দেবমূর্তি সমূহে ইন্দ্রজালিকবৎ আচরণ করিতেন। কল্কি রাজা হইলে আর কোথাও মায়ামোহে অভিভূত, সাধুবঞ্চক, পাষণ্ড বা সর্বাঙ্গে তিলকধারী রহিল না। ৩-৪

এইরূপে কল্কি পদ্মা ও রমার সহিত শম্ভলগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা তাঁহার পিতা বিষ্ণুযশা তাঁহাকে বলিলেন, দেবতাগণ জগতের হিতানুষ্ঠান করেন বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যাগানুষ্ঠান কর্তব্য।

* তিলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গাঃ ইতি বা পাঠঃ।

তৎ শ্রুত্বা প্রাহ পিতরং কল্কিঃ পরমহর্ষিতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে ॥৬
রাজসূয়ৈর্বাজপেয়ৈরশ্বমেধৈর্ম্মহামখৈঃ।
নানাযাগৈঃ কর্ম্মতন্ত্রৈরীজে ক্রতুপতিং হরিম্ ॥৭
কৃপরামবশিষ্ঠাদ্যৈর্ব্ব্যাসধৌম্যাকৃতব্রণৈঃ।
অশ্বত্থামমধুচ্ছন্দো*মন্দপালৈর্ম্মহাত্মনঃ ॥৮
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে স্নাত্বাবভৃথমাদরাৎ।
দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য ব্রাহ্মনান্ বেদপারগান্ ॥৯
চর্ব্বৈশ্চোষ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ পূপশঙ্কুলিযাবকৈঃ*১।
মধুমাংসৈর্মূলফলৈ রন্যৈশ্চ*২ বিবধৈর্দ্বিজান্ ॥১০

শ্লোকার্থ। কল্কিদেব পিতৃবাক্য শুনিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে বিনয়াবনত হইয়া বলিলেন, আমি ধর্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ ও অন্যান্য নানাবিধ মহাযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চনা করিব। ৬-৭

পরে কৃপ, রাম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ধৌম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দ, মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অর্চনাপূর্বক কল্কিদেব গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে যজ্ঞে বৃত ও স্নাত হইয়া দক্ষিণা দান করিলেন। ৮-৯

পরে তিনি বহুদিন চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়, পূপ, শঙ্কুলি, যাবক, মধু, মাংস, ফলমূল ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি ভোজন করাইলেন। ১০

* অশ্বত্থমামধুচ্ছন্দো ইতি বা পাঠঃ।
*১ পূগশঙ্কলিযাবকৈঃ ইতি বা পাঠঃ।
*২ রম্যৈশ্চ ইতি বা পাঠঃ।

ভোজয়ামাস বিধিবৎ সর্ব্বকর্ম্মসমৃদ্ধিভিঃ।
যত্র বহ্নির্ব্বৃতঃ পাকে বরুণো জলদো মরুৎ ॥১১
পরিবেষ্টা দ্বিজান কামৈঃ সদন্নাদ্যৈরতোষয়ৎ*।
বাদ্যৈর্নৃত্যৈশ্চ গীতৈশ্চ পিতৃ *১ যজ্ঞমহোৎসবৈঃ ॥ ১২
কল্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ প্রহর্ষঃ প্রদদৌ বসু।
স্ত্রীবাল স্থবিরাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যশ্চ যথোচিতম্ ॥১৩
রম্ভা তালধরাং নন্দী হূহুর্গায়তি নৃত্যতি।
দত্ত্বা দানানি পাত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স ঈশ্বরঃ ॥১৪

শ্লোকার্থ। এই যজ্ঞের সমস্ত অংশ সুসমাহিত হইল। এই মহাযজ্ঞে অগ্নিদেব পাচক, বরুণ জল দাতা ও বায়ু পরিবেশক হইলেন। ১১

কমললোচন কল্কিদেব যথাভিলষিত উত্তম অন্নাদি প্রদানে নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা প্রতিযজ্ঞে অনুষ্ঠিত বহুবিধ মহোৎসবে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই যথোচিত ধন দান করিলেন। ১২-১৩

এই সকল মহোৎসবে রম্ভা, নন্দী নৃত্য তালসহকারে বাদ্য এবং হূহূ নামক গন্ধর্ব গান করিল। জগদীশ্বর কল্কি বিপ্রগণে ও সৎপাত্রবিশেষে ধন বিতরণপূর্বক পিতার অনুমতি লইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। ১৪-১৫

* সন্নাদ্যৈরতোষয়ৎ ইতি বা পাঠঃ।
*১ প্রতিযজ্ঞ ইতি বা পাঠঃ।

উবাস তীরে গঙ্গায়াঃ পিতৃবাক্যানুমোদিতঃ।
সভায়াং বিষ্ণুযশসঃ পূর্ব্বরাজ কথাঃ প্রিয়াঃ ॥১৫
কথয়ন্তো হসন্তশ্চ হর্ষয়ন্তো দ্বিজা বুধাঃ।
তত্রাগতস্তুম্বুরুণা নারদঃ সুরপূজিতঃ ॥১৬
তং পূজয়ামাস মুদা পিত্রা সহ যথাবিধি।
তৌ সংপূজ্য বিষ্ণুযশাঃ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ।
নারদং বৈষ্ণবং প্রীত্যা বীণাপাণিং মহামুনিম্ ॥১৭

বিষ্ণুযশা উবাচ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং মম জন্মশতার্জ্জিতম্।
ভবদ্‌বিধানাং পূর্ণানাং যন্মে মোক্ষায় দর্শনম্ ॥১৮

শ্লোকার্থ। এদিকে কল্কিপিতা বিষ্ণুযশার সভায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পূর্বতন নৃপগণের শ্রবণমধুর চরিত কীর্তনপূর্বক সকলকে সন্তুষ্ট করিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন, এমন সময় দেবপূজিত মহর্ষি নারদ ও তুম্বুরু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৫-১৬

মহামনা বিষ্ণুযশা প্রীতচিত্তে সেই মহর্ষি যগলের যথাবিধি পূজা করিলেন। তিনি উত্তমরূপে তাঁহাদের পূজা করিয়া বিনয়াম্বিতহৃদয়ে বিষ্ণুভক্ত বীণাধারী মহামুনি নারদকে প্রীতমনে বলিতে লাগিলেন। ১৭

বিষ্ণুযশা বলিলেন, আমার কি সৌভাগ্য। আমার শতজন্মার্জিত ভাগ্য কি অদ্ভুত। আপনারা পূর্ণ, আমার মুক্তির নিমিত্তই আপনাদের পুণ্য দর্শন ঘটিল। ১৮

অদ্যাগ্নয়শ্চ সুহুতাস্তৃপ্তাশ্চ পিতরঃ পরম।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টাস্তবাবেক্ষণপূজনাৎ ॥ ১৯
যৎপূজায়াং ভবেৎ পূজ্যো বিষ্ণুর্জন্ম ন দর্শনাৎ।
পাপক্ষয়ং * স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ ॥২০
সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচো দেবাঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ম্ ॥২১
মন্যে ন ভৌতিকো দেহো বৈষ্ণবস্য জগত্রয়ে।
যথাবতারে কৃষ্ণস্য সতো দুষ্টবিনিগ্রহে ॥২২

শ্লোকার্থ। অদ্য আপনাদের দর্শন ও পূজা করিয়া আমার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলেন। আমি যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছি, তাহা সফল হইল। অদ্য দেবগণও পরিতুষ্ট হইলেন। ১৯

যাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণু পূজিত হন, যাঁহার দর্শনে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাঁহার স্পর্শে পাপরাশি ক্ষয় হয়, তাদৃশ সাধুসমাগম কি অপূর্ব। ২০

সাধুগণের হৃদয়েই ধর্মের নিবাস, সাধুবৃন্দের বাক্যই সনাতন দেবতা ও সাধুগণের কর্মই কর্মক্ষয়ের কারণ। অতএব সাধুই স্বয়ং শ্রীহরির মূর্তি। ২১

দুষ্ট নিগ্রহার্থ কৃষ্ণ-অবতারে কৃষ্ণের নিত্যদেহ যেমন ভৌতিক নহে, সেইরূপ বোধ হয় এই ত্রিলোকে বৈষ্ণব শরীরও পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্মিত নহে। ২২

*পাপসঘ স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধু সঙ্গতং ইতি বা পাঠঃ।

পৃচ্ছামি ত্বামতো ব্রহ্মন্ মায়াসংসারবারিধৌ।
নৌকায়াং বিষ্ণুভক্ত্যা চ কর্ণধারোঽসি পারকৃৎ ॥২৩

কেনাহং যাতনাগারাৎ নির্ব্বাণপদমুত্তমম্।
লপ্স্যামীহ জগদ্বন্ধো কর্ম্মণা শর্ম্ম তদ্‌ বদ ॥২৪

নারদ উবাচ।

অহো বলবতী মায়া সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী শুভা।
পিতরং মাতরং বিষ্ণুর্নৈব মুঞ্চতি কর্হিচিৎ ॥২৫

পূর্ণো নারায়ণো যস্য সুতঃ কল্কির্জ্জগৎপতিঃ।
তং বিহায় বিষ্ণুযশা মত্তো মুক্তিমভীপ্সতি ॥২৬

শ্লোকার্থ। হে ব্রহ্মন্, মায়াময় সংসারসাগরে আপনি বিষ্ণুভক্তিরূপ নৌকাদ্বারা পারকর্তা। এই কারণে আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি। ২৩

হে জগদ্বন্ধো, আমি কোন্ কর্মদ্বারা এই সংসাররূপ যাতনাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রেয়স্কর উত্তম ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করিতে পারিব, তাহা বলুন। ২৪

দেবর্ষি নারদ বলিলেন, মায়া কি শুভঙ্করী! মায়া কি বলবতী! মায়া সকলের কি বিস্ময়করী! কি আশ্চর্য! কল্কিরূপী বিষ্ণু স্বীয় পিতা-মাতাকেও মায়ামুক্ত করিতেছেন না। ২৫

পূর্ণনারায়ণ জগৎপতি কল্কি যাঁহার পুত্র, সেই বিষ্ণুযশা পুত্রের পরিবর্তে আমার নিকট মুক্তির উপায় প্রত্যাশা করিতেছেন। ২৬

* নৌকয়া বিষ্ণুভক্ত্যা চ ইতি বা পাঠঃ।

*১ বিষ্ণুর্নৈব ইতি বা পাঠঃ।

বিবিচ্যেত্থং ব্রহ্মসুতঃ প্রাহ ব্রহ্মযশঃ সুতম্।
বিবিক্তে বিষ্ণুযশসং ব্রহ্মসংপদ্বিবর্দ্ধনম্ ॥২৭

নারদ উবাচ।

দেহাবসানে জীবং সা দৃষ্ট্বা দেহাবলম্বনম্।
মায়াহ কর্ত্তুমিচ্ছন্তং যন্মে তৎ শৃণু মোক্ষদম্ ॥২৮
বিন্ধ্যাদ্রৌ রমণী ভূত্বা মায়োবাচ যথেচ্ছয়া ॥২৯

মায়োবাচ।

অহং মায়া ময়া ত্যক্তঃ কথং জীবিতুমিচ্ছসি ॥৩০

জীব উবাচ।

সাহং* জীবাম্যহং মায়ে কায়েঽস্মিন্ জীবনাশ্রয়ে।
অহমিত্যন্যথাবুদ্ধির্ব্বিনা দেহং কথং ভবেৎ ॥৩১

শ্লোকার্থ। ব্রহ্মসুত নারদ এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া পরে ব্রহ্মযশার পুত্র বিষ্ণুযশাকে নির্জনে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দানার্থ এই বাক্য বলিলেন। ২৭

নারদ বলিলেন, দেহ ধ্বংস হইলে জীব পুনর্বার দেহকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, মায়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত। বিন্ধ্যপর্বতে মায়াদেবী স্বেচ্ছাক্রমে নারীরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন, আমি মায়াশক্তি। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি কিরূপে পুনরায় জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা কর? ২৮-৩০

জীব বলিলেন, হে মায়ে, আমি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, পরন্তু

দেহই জীবনের আশ্রয়। 'অহং' এই অভিমান দ্বারা ভেদজ্ঞান ব্যতীত কিরূপে দেহ ধারণ সম্ভব হইতে পারে? ৩১

* নাহং জীবাম্যহং ইতি বা পাঠঃ।

মায়োবাচ।

দেববন্ধে যথাশ্লেষাৎ তথা বুদ্ধিঃ কথং তব।
মায়াধীনাং বিনা চেষ্টাং বিশিষ্টাং তে কুতো বদ ॥৩২

জীব উবাচ।

মাং বিনা প্রাজ্ঞতা মায়ে প্রকাশবিষয়স্পৃহা ॥৩৩

মায়োবাচ।

মায়য়া জীবতি নরশ্চেষ্টতে হতচেতনঃ।
নিঃসারঃ সারবদ্ভাতি গজভুক্তকপিত্থবৎ ॥৩৪

জীব উবাচ।

মম সংসর্গজাতা ত্বং নানা নামস্বরূপিনী।
মাং বিনিন্দসি কিং মূঢ়ে স্বৈরিণী স্বামিনং যথা ॥৩৫

শ্লোকার্থ। মায়া বলিলেন, দেহ ধারণ করিলে দেহ সম্পর্কে যেমন ভেদ-জ্ঞান জন্মায়, তোমার তদ্রূপ বুদ্ধি কি প্রকারে হইতেছে? চেষ্টা মায়ার অধীন। এক্ষণে মায়া ভিন্ন তোমার কিরূপে চেষ্টা হইতেছে? ৩২

জীব বলিলেন, হে মায়ে, আমি বিনা তোমার প্রাজ্ঞতা প্রকাশ ও বিষয়স্পৃহা হইতে পারেনা। ৩৩

মায়া বলিলেন, জীব মায়াদ্বারা যন্ত্রবৎ কার্য ও চেষ্টা করে। মায়া বলে জীব জীবনধারণ করে এবং গজভুক্ত কপিত্থের* ন্যায় নিঃসার হইয়াও সারতুল্য প্রতীত হয়। ৩৪

জীব বলিলেন, হে মূঢ়ে, তুমি আমার সংসর্গে উৎপন্না হইয়া বহুবিধ

নরূপ ধারণ করিয়াছ। যেমন স্বৈরিণী স্বামীর নিন্দা করে, তদ্রূপ কিজন্য ম আমার নিন্দা করিতেছ? ৩৫

যেমন হস্তী সুপক্ক *কপিত্থ গলাধঃকরণপূর্বক উহার সারাংশ শোষনান্তে উহার ক্ত খোলকে ফেলিয়া দেয়, তেমনি মায়ামুগ্ধ জীব মায়াবলে জীবনধারণ রয়া ভ্রমবশে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। (কপিত্থ=কয়েত বেল)

মম ভাবে তবাভাবঃ প্রোক্তং সূর্যো তমো যথা।
মামাবর্য্য বিভাসি ত্বং রবিং নবঘনো যথা॥৩৬
লীলাবীজকুশূলাসি মম মায়ে জগন্ময়ে।
*আদ্যন্তে মধ্যতো ভাসি নানাত্বাদিন্দ্রজালবৎ॥৩৭
এবং নির্বিষয়ং নিত্যং মনোব্যাপারবর্জ্জিতম্।
অভৌতিকমজীবঞ্চ শরীরং বীক্ষ্য সা ত্যজেৎ॥৩৮
ত্যক্ত্বা মাং সা দদৌ শাপমিতি লোকে তবাপ্রিয়।
ন স্থিতির্ভবিতা কাষ্ঠকুড্যোপম কথঞ্চন॥৩৯

শ্লোকার্থ। যেমন সূর্যোদয় হইলে অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ আমার বে তোমারও অভাব ঘটিয়া থাকে। যেমন নূতন মেঘ সূর্যকে আবরণ রয়া বিরাজ করে, তদ্রূপ তুমি আমাকে আবৃত করিয়া শোভা পাইতেছ। ৩৬
হে মায়ে, তুমি লীলা-বীজের ত্বক্‌রূপা। নানাত্ব হেতু তুমি এই জগতের দি, অন্ত ও মধ্যে ইন্দ্রজাল সদৃশ শোভা পাইতেছে। ৩৭

এইরূপে বিষয় ব্যাপার বর্জিত, নিত্য, মানসিক ব্যাপার রহিত, অভৌতিক জীবনহীন শরীর দেখিয়া মায়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ৩৮

মায়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, রে অপ্রিয়, লোকে কাষ্ঠকুড্য তুল্য কখনই তোমার সংস্থিতি বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হবে না। ৩৯

* নাদ্যন্তে মধ্যতো ইতি বা পাঠঃ।

সা মায়া তব পুত্ৰস্থ কল্কের্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ।
তাং বিজ্ঞায় যথাকামং চর গাং হরিভাবনঃ ।।৪০
নিরাশো নির্ম্মমঃ শান্তঃ সর্ব্বভোগেষু নিস্পৃহঃ।
বিষ্ণৌ জগদিদং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুর্জ্জগতি বাসকৃৎ।
আত্মনাত্মানমাবেশ্য সর্ব্বতো বিরতো ভব ।।৪১
এবং তং বিষ্ণুযশসমামন্ত্র্য চ মুনীশ্বরৌ।
কল্কিং প্রদক্ষিণীকৃত্য জগ্মতুঃ কপিলাশ্রমম্ ॥৪২
নারদেরিতমাকর্ণ্য কল্কিং সুতমনুত্তমম্।
নারায়ণং জগন্নাথং বনং বিষ্ণুযশা যযৌ ॥৪৩

শ্লোকার্থ। তোমার পুত্র বিশ্বাত্মা প্রভু কল্কিরই সেই মায়া। মায়াকে জ্ঞাত হইয়া শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ পূর্বক যথেচ্ছ ভ্রমণ কর। ৪০

তুমি ফল কামনা শূন্য, মমতারহিত, শান্ত ও সর্বপ্রকার ভোগ বিমুখ হ এই জগৎ বিষ্ণুতে অবস্থিত এবং বিষ্ণুও এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, জ্ঞান লাভ করিবে। পরে জীবাত্মাকে সেই পরমাত্মাতে একীভূত করিয়া কর্ম হইতে বিরত হইবে। ৪১

মহর্ষিদ্বয় এইরূপে বিষ্ণুযশাকে উপদেশ প্রদান ও সম্ভাষণপূর্বক কল্কি প্রদক্ষিণ করিয়া কপিলাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ৪২

পরে যখন বিষ্ণুযশা নারদের মুখে শ্রবণ করিলেন, তাঁহার পুত্র কা স্বয়ং জগন্নাথ নারায়ণ, তখন তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যে করিলেন। ৪৩

গত্বা বদরিকারণ্যং তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্।
জীবং বৃহতি সংযোজ্য পূর্ণস্তত্যাজ*ভৌতিকম্ ॥ ৪৪
মৃতং স্বামিনমালিঙ্গ্য সুমতিঃ স্নেহবিক্লবা।
বিবেশ দহনং সাধ্বী সুবেশৈর্দ্দিবি সংস্তুতা ॥ ৪৫

কল্কিঃ শ্রুত্বা মুনিমুখাৎ পিত্রোর্নির্যাণমীশ্বরঃ ১* ।
সবাষ্পনয়নং স্নেহাৎ তয়োঃ সমকরোৎ ক্রিয়াম্ ॥ ৪৬
পদ্মায়ারময়া কল্কিঃ শম্ভলে সুরবাঞ্ছিতে ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মাত্মা লোকবেদ পুরস্কৃতঃ ॥ ৪৭
মহেন্দ্রশিখরাদ্রামস্তীর্থপর্য্যটনাদৃতঃ ।
প্রায়াৎ কল্কের্দ্দর্শনার্থং শম্ভলং তীর্থতীর্থকৃৎ ॥ ৪৮

শ্লোকার্থ। তিনি বদরিকাশ্রমে যাইয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা আত্মাকে । ব্রহ্মে বিলীন করিলেন এবং পূর্ণতা লাভে পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিহার ।লেন

পতিপ্রাণা সাধ্বী সুমতি মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ ।লেন। দেবলোকে দেবগণ সুপরিচ্ছদ ধারণপূর্বক তাঁহার স্তব করিতে ৷লেন। ৪৫

কল্কিদেব মুনিগণের মুখে পিতামাতার মহাপ্রয়াণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভরে বাষ্পাকুল লোচনে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ৪৬

লৌকিকাচার ও বেদাচার পরায়ণ ধর্মাত্মা কল্কিদেব দেবগণেরও বাঞ্ছিত ।গ্রামে থাকিয়া রমা ও পদ্মার সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ৪৭

যিনি তীর্থকেও পবিত্র করেন, সেই পরশুরাম তীর্থ পর্যটন ক্রমে দ্র পর্বতের শিখরদেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কল্কি দর্শনার্থ শম্ভলগ্রামে স্থিত হইলেন। ৪৮

* পূর্ণস্তত্যাজয় ইতি বা পাঠঃ।

*১ পিত্রোর্নির্বাণমীশ্বরঃ ইতি বা পাঠঃ।

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় পদ্ময়া রময়া সহ ।
কল্কিঃ প্রহর্ষো বিধিবৎ পূজাঞ্চক্রে বিধানবিৎ ॥৪৯
নানারসৈর্গুণময়ৈর্ভোজয়িত্বা বিচিত্রিতে ।
পর্য্যঙ্কেহনর্ঘ্যকবস্ত্রাঢ্যে শায়য়িত্বা মুদং যযৌ ॥ ৫০

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং পাদ সংবাহনৈর্গুরুম্।
সংতোষ্য বিনয়াপন্নঃ কল্কির্ম্মধুরমব্রবীৎ॥ ৫১
তব প্রসাদাৎ সিদ্ধং মে গুরো ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।
শশিধ্বজসুতায়াস্তু শৃণু রাম নিবেদিতম্॥ ৫২
ইতি পতিবচনং নিশম্য রাম নিজহৃদয়েপ্সিত পুত্রলাভমিষ্টম্
ব্রতজপনিয়মৈর্যমৈশ্চ কৈর্ব্বা মম ভবতীহ মুদাহ জামদগ্ন্যম্॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে বিষ্ণুযশসো[illegible] ক্ষেরামদর্শনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

শ্লোকার্থ। বিধানজ্ঞ কল্কিদেব পরশুরামকে দর্শন করিবামাত্র সান[illegible] পদ্মা ও রমার সহিত সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার পূ[illegible] করিলেন।৪৯

তিনি ভগবান পরশুরামকে নানা রস ও গুণ পূর্ণ দ্রব্যদ্বারা ভোজন করাই[illegible] বহুমূল্য পরিচ্ছদযুক্ত বিচিত্র পর্যঙ্কে শয়ন করাইয়া পরম সুখী হইলেন। ৫০

গুরু পরশুরাম ভোজনান্তে বিশ্রাম কালে কল্কিদেব পাদসংবাহন দ্বা[illegible] তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া বিনয়াবনত হইয়া মধুর বচনে বলিলেন, হে গুরে[illegible] আপনার প্রসাদে আমার ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সুসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষ[illegible] শশিধ্বজ তনয়া রমার একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ৫১-৫২

শশিধ্বজ দুহিতা পতিবাক্য শুনিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে জমদগ্নি সুতকে জিজ্ঞা[illegible] করিলেন, কিরূপ যম, নিয়ম, জপ বা ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে আমার মনোম[illegible] পুত্র লাভ হইতে পারে? ৫৩

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীযাংশে বিষ্ণুযশার
মোক্ষ লাভ ও পরশুরাম দর্শন নামক
ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

সপ্তদশ অধ্যায়

সূত উবাচ।

জামদগ্ন্যঃ সমাকর্ণ্য রমাং তাং পুত্রগর্দ্ধিনীম্।*
কল্কেরভিমতং বুদ্ধাকারয়দ্রুক্মিণীব্রতম্॥ ১
ব্রতেন তেন চ রমা পুত্রাঢ্যা সুভগা সতী।
সর্ব্বভোগেন সংযুক্তা বভূব স্থিরযৌবনা॥ ২

শৌনক উবাচ।

বিধানং ব্রূহি মে সূত! ব্রতস্যাস্য চ যৎ ফলম্।
পুরা কেন কৃতং ধর্ম্ম্যা রুক্মিণী ব্রতমুত্তমম্॥ ৩

সূত উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্! রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
অবগাহ্য সরোনীরং সোমং হরমপশ্যত॥ ৪
সা সখীভিঃ পরিবৃতা দেবযান্যা চ সঙ্গতা।
শম্ভুভীত্যা সমুত্থায় পর্য্যধুর্ব্বসনং দ্রুতম্॥ ৫

শ্লোকার্থ। সূত কহিলেন, অনন্তর পরশুরাম রমাকে পুত্রাভিলাষিণী দেখিয়া কল্কির অভিপ্রায় অনুসারে রুক্মিনীব্রত করাইলেন। ১

সতী রমা সেই ব্রত পালনের ফলে পুত্রবতী, সৌভাগ্যশালিনী ও সর্বভোগসম্পন্না স্থিরযৌবনা হইলেন। ২

শৌনক বলিলেন, হে সূত, এই রুক্মিণী ব্রতের কিরূপ বিধান, কি ফল এবং কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্বে এই উত্তম ব্রত পালন করিয়াছিলেন, আমায় বল। ৩

সূত বলিলেন, হে ব্রহ্মন্, আমি তৎ সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা

দৈত্যরাজ বৃষপর্বার দুহিতা শর্মিষ্ঠা সরোবরের জলে অবগাহন করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি সোমেশ্বর মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। ৪

শর্মিষ্ঠা সহচরীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া দেবযানীর সহিত জলক্রীড়া করিতে ছিলেন। তিনি শম্ভূকে দর্শন মাত্র সভয়ে উত্থিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিধান করিলেন। ৫

* পুত্রগর্দ্ধিজীম্ ইতি বা পাঠঃ। পুত্রাকাঙ্ক্ষিণীম্ ইতি বা পাঠঃ।

তত্র শুক্রস্য কন্যায়া বস্ত্রবত্যয়মাত্মনঃ।
সংলক্ষ্য কুপিতা প্রাহ বসনং ত্যজ ভিক্ষুকি ॥ ৬
ইতি দানবকন্যা সা দাসীভিঃ পরিবারিতা।
তাং তস্যা বাসসা বদ্ধা কূপে ক্ষিপ্ত্বা গতা গৃহম্ ॥ ৭
তাং নগ্নাং *রুদতীং কূপে জলার্থী নহুষাত্মজঃ।
করে স্পৃশ্য সমুদ্ধৃত্য প্রাহ কা ত্বং বরাননে ॥ ৮
সা শুক্রপুত্রী বসনং পরিধায় হ্রিয়া ভিয়া।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতং সর্ব্বং প্রাহ রাজানমীক্ষতী ॥ ৯
যযাতিস্তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বানুব্রজ্য শোভনম্১*।
আশ্বাস্য তাং যযৌ গেহং তস্যাঃ পরিণয়াদৃতঃ ॥ ১০

শ্লোকার্থ। সেই স্থানে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের তনয়া দেবযানীর বস্ত্রও ছিল। দেবযানীর সহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় শর্মিষ্ঠা কুপিতা হইয়া বলিলেন, রে ভিক্ষুকি, আমার বস্ত্র পরিত্যাগ কর। ৬

পরে দাসীগণে পরিবৃতা দানবকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া কূপমধ্যে ফেলিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। ৭

দেবযানী কূপে পতিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন। এমন সময় নহুষতনয় যযাতি জল পানার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণান্তে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, হে বরাননে, তুমি কে? ৮

শুক্র-কন্যা লজ্জায় ও ভয়ে বসন পরিধান করিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাকৃত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৯

পরে যযাতি দেবযানীর অভিপ্রায় জানিয়া তদীয় পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন এবং কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক উত্তম আশ্বাস প্রদানান্তে নিজ রাজসদনে প্রত্যাগমন করিলেন। ১০

* মগ্নাং ইতি বা পাঠঃ।

*১ শোভনাম্ ইতি বা পাঠঃ।

সা গত্বা ভবনং শুক্রং প্রাহ শর্ম্মিষ্ঠয়া কৃতম্।
তৎ শ্রুত্বা কুপিতং বিপ্র বৃষপর্ব্বাহ সান্ত্বয়ন্॥ ১১
দণ্ড্যং মাং দণ্ডয় বিভো কোপো যদ্যস্তি তে ময়ি।
শর্ম্মিষ্ঠাং বাপ্যপকৃতাং কুরু যন্মনসেপ্সিতম্॥ ১২
রাজানং প্রণতং পাদে পিতুর্দৃষ্ট্বা রুষাব্রবীৎ।
দেবযানী ত্বিয়ং কন্যা মম দাসী ভবত্বিতি। ১৩
সমানীয় তদা রাজা দাস্যে তাং বিনিযুজ্য সঃ।
যযৌ নিজগৃহং জ্ঞানী দৈবং পরমকং স্মরন্॥ ১৪

শ্লোকার্থ। স্বগৃহে ফিরিয়া দেবযানী পিতা শুক্রের নিকট শর্মিষ্ঠার ব্যবহার বর্ণনা করিলেন। আচার্য্য শুক্র তাহা শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইলেন। দৈত্য-রাজ বৃষপর্বা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ বলিলেন, হে বিভো, যদি আমার উপর আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন ও যদি আমি দণ্ডনীয় হই, অথবা আপনার অপকারিণী শর্মিষ্ঠার উপর ক্রোধ হইয়া থাকে, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী দণ্ড দান করুন। ১১-১২

অনন্তর দেবযানী দৈত্যরাজকে শুক্রের চরণে পতিত দেখিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, আপনার কন্যা আমার দাসী হউক। ১৩

জ্ঞানী রাজা দৈবের পরম বলবত্তা স্মরণ করিয়া কন্যাকে আনয়নপূর্ব্বক দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। ১৪

ততঃ শুক্রস্তমানীয় যযাতিং প্রতিলোমকম্।
তস্মৈ দদৌ তাং বিধিবদ্ দেবযানীং তয়া সহ ॥ ১৫
দত্ত্বা প্রাহ নৃপং বিপ্রোঽপ্যেনাং রাজসুতাং যদি।
শয়নে হ্বয়সে সদ্যো জরা ত্বামুপভোক্ষ্যতি ॥ ১৬
শুক্রস্যৈতদ্‌বচঃ শ্রুত্বা রাজা তাং বরবর্ণিনীম্।
অদৃশ্যাং স্থাপয়ামাস দেবযান্যনুগাং ভিয়া ॥ ১৭
সা শর্ম্মিষ্ঠা রাজপুত্রী দুঃখশোকভয়াকুলা।
নিত্যং দাসীশতাকীর্ণা দেবযানীন্তু সেবতে ॥ ১৮

শ্লোকার্থ। পরে শুক্রাচার্য্য, রাজা যযাতিকে আনয়নপূর্বক প্রতিলো বিবাহানুসারে যথাবিধি দেবযানীকে সম্প্রদান করিলেন। দেবযানীর সহিত ত্বদীয়া দাসী শর্মিষ্ঠাও প্রদত্তা হইলেন। ১৫

শুক্রাচার্য্য দানব রাজসুতা শর্মিষ্ঠাকে সমর্পণ পূর্বক রাজাকে কহিলেন, যদি তুমি এই রাজকন্যাকে শয়নে আহ্বান কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি জরাগ্রস্ত হইবে। ১৬

রাজা যযাতি আচার্য্য শুক্রের কঠোর নির্দেশ শ্রবণে দেবযানীর সহচরী রূপবতী শর্মিষ্ঠাকে অদৃশ্য স্থানে চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেন। ১৭

অনন্তর দুঃখিতা, শোকসন্তপ্তা ও ভয়াকুলা রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা প্রতিদিন শত দাসীর সহিত এক সঙ্গে দেবযানীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ১৮

একদা সা বনগতা রুদতী জাহ্নবীতটে।
বিশ্বামিত্রং মুনিং সা তং দদৃশে স্ত্রীভিরাবৃতম্ ॥ ১৯
ব্রতিনং পুণ্যগন্ধাভিঃ সুরূপাভিঃ সুবাসিতম্।
কারয়ন্তং ব্রতং মাল্যধূপদীপোপহারকৈঃ ॥ ২০
নির্ম্মায়াষ্টদলং পদ্মং বেদিকায়াং সুচিহ্নিতম্।
রম্ভাপোতৈশ্চতুর্ভিস্তু চতুষ্কোণং বিরাজিতম্ ॥ ২১

বাসসা নির্ম্মিতগৃহে স্বর্ণপট্টৈর্ব্বিচিত্রিতে।

মির্ম্মিতং* শ্রীবাসুদেবং ননারত্নবিঘট্টিতম্ ।। ২২

শ্লোকার্থ। একদা দুঃখিতা শর্মিষ্ঠা অবণ্য মধ্যে গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্বক রোদন কবিতেছিলেন। এমন সময় বমণীগণে পবিবৃত মহামুনি বিশ্বামিত্রকে তিনি দেখিতে পাইলেন। ১৯

এই মুনি ব্রতকাবী সুগন্ধ দ্রব্যে বিভূষিত, সুরূপা রমণীগণে বিরাজিত ছিলেন। তিনি ধূপ, দীপ, মাল্য ও বহুবিধ উপহাব প্রদানান্তে ঐ রমণীগণকে ব্রত পালন করাইতেছিলেন। ২০

বিশ্বামিত্র সুচিহ্নিত বেদিকাতে অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ কবিয়াছেন। উহার চাবি কোণে চাবিটী রম্ভাবৃক্ষ প্রোথিত হইযাছে। ২১

পট্টনির্মিত গৃহমধ্যে স্বর্ণময় পীঠস্থান বিদ্যমান। তদুপরি সুনির্মিত নানারত্নে পরিশোভিত হবি মূর্তি বিবাজমান। ২২

* নির্মিতৈ ইতি বা পাঠঃ।

পৌরুষেণ চ সূক্তেন নানাগন্ধোদকৈঃ শুভৈঃ।

পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈর্যথামন্ত্রৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ।। ২৩

স্নাপযিত্বা ভদ্রপীঠে কর্ণিকাযাং প্রপূজয়েৎ।

পঞ্চভির্দ্দশভির্ব্বাপি ষোড়শৈরুপচাবকৈঃ ।। ২৪

পাদ্যমধ্বশ্রমহরং শীতলং সুমনোহরম্।

পরমানন্দজনকং গৃহাণ পরমেশ্বর ।। ২৫

দূর্ব্বাচন্দনগন্ধাঢ্যমর্ঘ্যং যুক্তং প্রযত্নতঃ।

গৃহাণ রুক্মিণীনাথ প্রসন্নস্য মম প্রভো ।। ২৬

শ্লোকার্থ। শ্রীহবির পূজাবিধি এইরূপ। ঋগ্বেদীয পুরুষসূক্ত পাঠান্তে বহুবিধ মনোহর গন্ধোদক, পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক উচ্চারিত যথোক্ত মন্ত্রে শ্রীহরিকে স্নান করাইয়া ভদ্র পীঠোপরি কর্ণিকামধ্যে স্থাপন পূর্বক ষোড়শ উপচার *পঞ্চোপচার অথবা দশোপচার দ্বারা পূজা করিবে। ২৩-২৪

হে পরমেশ্বর, এই পাদ্য বড় শ্রমহর, সুশীতল, মনোহর ও পরম আনন্দ-জনক। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। ২৫

হে প্রভো, হে কাম্রণীনাথ, এই অর্ঘ্য দূর্বা, চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে সমৃদ্ধ। ইহা অতি যত্নসহকারে সংগৃহীত। তুমি প্রসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ কর। ২৬

*আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমণীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমণীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, উত্তরীয়, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানীয়—এই ষোড়শ উপচারে দেবপূজা বিহিত।

নানাতীর্থোদ্ভবং বারি সুগন্ধি সুমনোহরম্।
গৃহানাচমনীয়ং ত্বং শ্রীনিবাস শ্রিয়া সহ ॥ ২৭
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যং সূত্রগ্রথিতমুত্তমম্।
বক্ষঃশোভাকরং চারু মাল্যং নয় সুরেশ্বর ॥ ২৮
তন্তুসন্তানসন্ধানরচিতং বন্ধনং হরে।
গৃহাণাবরণং শুদ্ধং নিরাবরণ সপ্রিয় ॥ ২৯
যজ্ঞসূত্রমিদং দেব! প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্।
গৃহাণ বাসুদেব ত্বং রুক্মিণ্যারময়া সহ ॥ ৩০

শ্লোকার্থ। হে শ্রীনিবাস, এই সলিল নানাতীর্থ হইতে সংগৃহীত। ইহা সুগন্ধি ও মনোহর। তুমি লক্ষ্মীর সহিত এই আচমনীয় গ্রহণ কর। ২৭

হে সুরেশ্বর, এই মাল্য বহুবিধ সুগন্ধ সুন্দর কুসুমে সুশোভিত। ইহা সূত্র-দ্বারা গ্রথিত ও উত্তম। ইহা বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধক ও মনোহর। তুমি ইহা গ্রহণ কর। ২৮

হে হরে, কোনও আবরণই তোমাকে আবৃত্ত করিতে পারে না। তন্তু সন্তানগণ কর্তৃক রচিত, সূত্র সন্ধান বিনির্মিত এই পবিত্র বস্ত্রাবরণ তুমি প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত গ্রহণ কর। ২৯

হে বাসুদেব, এই যজ্ঞসূত্র প্রজাপতি কর্তৃক নির্মিত। তুমি রমা ও রুক্মিণীর সহিত এই যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ কর। ৩০

* ত্বং রুক্মিণ্যা রময়া সহ ইতি বা পাঠঃ।

নানারত্নসমাযুক্তং স্বর্ণমুক্তাবিঘট্টিতম্।
প্রিয়য়া সহ দেবেশ গৃহাণাভরণং মম ॥ ৩১
দধি-ক্ষীব-গুড়ান্নাদি-পূপ-লড্ডুক-খণ্ডকান্।
গৃহাণ রুক্মিণী নাথ সনাথং কুরু মাং প্রভো ॥ ৩২
কর্পূরাগুরুগন্ধাঢ্যং পরমানন্দদায়কম্।
ধূপং গৃহাণ বরদ বৈদর্ভ্যা প্রিয়য়া সহ ॥ ৩৩
ভক্তানাং গেহসক্তানাং সংসারধ্বান্তনাশনম্।
দীপমালোকয় বিভো! জগদালোকনাদর ॥ ৩৪

শ্লোকার্থ। হে দেবেশ্বব, বহুবিধ রত্নযুক্ত এবং সুবর্ণমুক্তা বিনির্মিত এই আভবণ প্রিয়া পত্নীর সহিত গ্রহণ কব। ৩১

হে রুক্মিণীনাথ, দধি, ক্ষীর, গুড়, অন্ন, পিষ্টক, লড্ডুক, খণ্ডক প্রভৃতি সুখাদ্য গ্রহণ কর। হে প্রভো, আমাকে সনাথ কর। ৩২

হে বরদ, প্রিয়া বৈদর্ভী রুক্মিণীর সহিত পরম আনন্দদায়ক কর্পূর ও অগুরু গন্ধযুক্ত এই দিব্য ধূপ গ্রহণ কর। ৩৩

হে বিভো, তুমি সংসারাসক্ত ভক্তবৃন্দের সংসাররূপ তমস্তোম দূর করিয়া থাক। তুমি জগৎ অবলোকনার্থ এই দীপ গ্রহণ কর। ৩৪

শ্যামসুন্দর! পদ্মাক্ষ! পীতাম্বর! চতুর্ভুজ।
প্রপন্নং পাহি দেবেশ রুক্মিণ্যা সহিতাচ্যুত ॥ ৩৫
ইতি তাসাং ব্রতং দৃষ্ট্বা মুনিং নত্বা সুদুঃখিতা।
শর্ম্মিষ্ঠা মিষ্টবচনা কৃতাঞ্জলিরুবাচ তাঃ ॥ ৩৬

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

রাজপুত্রীং দুর্ভাগাং মাং স্বামিনা পরিবর্জ্জিতাম্।
ত্রাতুমর্হথ হে দেব্যো ব্রতেনানেন কর্ম্মণা ॥ ৩৭
শ্রুত্বা তু তা বচস্তস্যাঃ কারুণ্যাচ্চ কিয়ৎ কিয়ৎ।
পূজোপকরণং দত্ত্বা কারয়ামাসুরাদরাৎ ॥ ৩৮

শ্লোকার্থ। হে পদ্মপলাশ লোচন, হে পীতাম্বর, হে শ্যামসুন্দর, হে চতুর্ভুজ, হে দেবেশ, হে অচ্যুত, আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি। রুক্মিণী ও তুমি আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। ৩৫

সুদুঃখিতা শর্মিষ্ঠা রমণীগণের ব্রত পালন দর্শনে মুনিবরকে প্রণাম পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মিষ্টবাক্যে বলিলেন, হে দেবিগণ, আমি অতি দুর্ভাগা রাজকন্যা। আমি স্বামীসঙ্গ পরিবর্জিতা। আপনারা এই ব্রতোপদেশ দানে আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৩৬-৩৭

রমণীগণ শর্মিষ্ঠার মিষ্ট বাক্য শুনিয়া করুণাবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পূজোপকরণ প্রদানান্তে সমাদরের সহিত তাঁহাকে ব্রতপালন করাইলেন। ৩৮

ব্রতং কৃত্বা তু শর্ম্মিষ্ঠা লব্ধা স্বামিনমীশ্বরম্।
সূত্বা পুত্রান্ সুসন্তুষ্টা সমভূৎ স্থির যৌবনা ॥ ৩৯
সীতা চাশোকবনিকামধ্যে সরময়া সহ।
ব্রতং কৃত্বা পতিং লেভে রামং রাক্ষসনাশনম্ ॥ ৪০
বৃহদশ্বপ্রসাদেন কৃত্বেমং দ্রৌপদী ব্রতম্।
পতিযুক্তা দুঃখমুক্তা বভূব স্থির যৌবনা ॥ ৪১
তথা রমা সিতে পক্ষে বৈশাখে দ্বাদশীদিনে।
জামদগ্ন্যাদ্ ব্রতং চক্রে পূর্ণং বর্ষচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪২

শ্লোকার্থ। পরে শর্মিষ্ঠা ব্রত পালনের ফলে যযাতিকে পতিরূপে লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে পুত্র প্রসবপূর্বক স্থিরযৌবনা হইয়া রহিলেন। ৩৯

অশোকবনে সীতা[১৭২] সরমার[১৭৩] সহিত এই ব্রত পালন করিয়া রাক্ষসনাশক পতি শ্রীরামকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। ৪০

বৃহদশ্বের প্রসাদে দ্রৌপদী[১৭৪] এই ব্রত পালন করিয়া পতিযুক্তা, দুঃখহীনা ও স্থির যৌবনা হইয়াছিলেন। ৪১

এইরূপ রমা বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম দ্বারা সম্পূর্ণ চারি বৎসরকাল ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ৪২

টিপ্পনী। ১৭২ একদা রাজা সীরধ্বজ সন্তান কামনায় যজ্ঞ করেন। উক্ত যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে হলের সীতাতে (মাটির দাগে) এক কন্যা উৎপন্ন হইল। ভূমিস্থ সীতাতে উৎপত্তি হওয়ায় উক্ত কন্যার নাম সীতা রাখা হয়। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণে (৪অংশ, ৫ অধ্যায়) আছে, 'তস্য পুত্রার্থ যজণভূবঃ কর্ষতঃ সীরে সীতা দুহিতা সমুৎপন্নাঽসীৎ।' সীরধ্বজের অন্য নাম বিদেহ ও জনক প্রভৃতি। এই হেতু তাঁহার কন্যা সীতা বৈদেহী ও জানকী প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হন। সীতা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধরণী কন্যা বা অযোনিজা নামেও অভিহিতা। মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গ করিয়া ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে প্রাপ্ত হন। জনকদুহিতা যেরূপ অসাধারণ গুণাবলীতে বিভূষিতা ছিলেন, এবং যেরূপ পতিব্রতা ছিলেন তদ্রূপ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। সীতাদেবী গুণসম্পন্না ও রূপমণ্ডিতা ছিলেন। তিনি ভারতীয় নারীর আদর্শরূপে স্মরণীয়া।

১৭৩। বিভীষণের পত্নীর নাম। তিনি অত্যন্ত সুশীলা ও পতিব্রতা ছিলেন। সীতাদেবী অশোকবনে সরমার সপ্রেম সেবায় জীবন ধারণ করেন। সরমার চরিত্র অত্যন্ত উদার, বিশুদ্ধ ও সরল ছিল।

১৭৪। দ্রুপদ রাজার কন্যার নাম। দ্রৌপদীর বিবাহ স্বয়ংবর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নানাদেশের রাজন্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে একটি লক্ষ্য বহু উর্দ্ধে স্থাপিত হয় এবং প্রচারিত হয়, যিনি এই লক্ষ্যভেদ করিবেন, তিনি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হইবেন। সর্বশেষে অর্জুন ঐ লক্ষ্য ভেদ করেন। সমবেত রাজগণ ঈর্ষাবশে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে জয় লাভান্তে দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া বিজয়ী অর্জুন নিজ আশ্রমে গমন করেন। উক্তকালে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। তাঁহারা ভিক্ষুর বেশে কাল যাপন করিতেন। ধীরে ধীরে আশ্রমে ফিরিয়া অর্জুন বলেন, হে ভ্রাতৃগণ, আজ খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। মাতা কুন্তী গৃহমধ্য হইতে বলিলেন, বাবা, যাহা কিছু ভিক্ষা করে পেয়েছ, পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও। মাতৃ আজ্ঞায় পঞ্চভ্রাতা বিভ্রমে পড়িলেন। এক পত্নীকে কিরূপে পাঁচজন ভাগ করিয়া লইবেন। আবার মাতার আজ্ঞাও কিরূপে লঙ্ঘন করা যায়। অবশেষে কুন্তীর নির্দেশ পালিত হইল। পঞ্চপাণ্ডব রাজা দ্রুপদের দুহিতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এইরূপে দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। মহাভারতে এই ঘটনা বিস্তৃতভাবে বিবৃত।

পট্টসূত্রং করে বদ্ধা ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্ ।
ভুক্ত্বা হবিষ্যংক্ষীরাক্তং সুমৃষ্টং স্বামিনা সহ ॥ ৪৩
বুভুজে পৃথিবীং সর্বামপূর্বাং স্বজনৈর্বৃতা ।
সা পুত্রৌ সুষুবে সাধ্বী মেঘমালবলাহকৌ ॥ ৪৪
দেবানামুপকর্ত্তারৌ যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ ।
মহোৎসাহৌ মহাবীর্যৌ সুভগৌ কল্কিসম্মতৌ ॥ ৪৫
ব্রতবরমিতিকৃত্বা সর্ব্ব সম্পৎসমৃদ্ধ্যা
ভবতি বিদিততত্ত্বা পূজিতা পূর্ণকামা ।
হরিচরণসরোজদ্বন্দ্বভক্ত্যৈকতানা
ব্রজতি গতিমপূর্ব্বাং ব্রহ্মবিজ্ঞৈরগম্যাম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে রুক্মিণীব্রতং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্লোকার্থ। রমা হস্তে পট্টসূত্র বন্ধন করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন পরে তিনি পতির সহিত উত্তমরূপে প্রস্তুত ক্ষীরযুক্ত হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্বক স্বজন বর্গে পরিবৃত হইয়া অখণ্ড পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে সাধ্বী রমার গর্ভে দুই পুত্র জন্মিল। ৪৩-৪৪

এক পুত্রের নাম মেঘমাল, অন্য পুত্রের নাম বলাহক। এই পুত্রদ্বয় কল্কির প্রিয়, সৌভাগ্যশালী মহাবীর্য ও মহোৎসাহ সম্পন্ন। ইঁহারা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রত পালনে দেবগণের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন। ৪৪-৪৫

যে নারী এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি সর্বসম্পদ লাভ করেন ও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। তিনি ইহলোকে পূজিতা ও পূর্ণকামা হন। বিশেষত ইহা দ্বারা শ্রীহরির চরণ সরোজে একান্ত ভক্তিলাভ হেতু ব্রহ্মজ্ঞগণেরও অলভ্য সদ্গতি লাভ হইতে পারে। ৪৬

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
রুক্মিণীব্রত নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রা ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
অতঃ পরং কল্কিকৃতং কর্ম্ম যৎ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥১
শম্ভলে বসতস্তস্য সহস্রপরিবৎসরাঃ।
ব্যতীতা ভ্রাতৃ-পুত্র-স্বজাতিসম্বন্ধিভিঃ সহ* ॥২
শম্ভলে শুশুভে শ্রেণী সভাপণকচত্বরৈঃ।
পতাকাধ্বজ চিত্রাঢ্যৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥৩
যত্রাষ্টষষ্টিতীর্থানাং সম্ভবঃ শম্ভলেঽভবৎ।
মৃত্যোর্ম্মোক্ষঃ ক্ষিতৌ কল্কেরকল্কস্য পদাশ্রয়াৎ ॥৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ, আমি আপনাদের নিকট ত্রিলোকে বিশ্রুত রুক্মিণীব্রত বলিলাম। অতঃপর ভগবান কল্কিদেব যে সকল কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুণ। ১

এইরূপে কল্কিদেব ভ্রাতা, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও স্বজনবর্গের সহিত শম্ভল গ্রামে এক সহস্র বৎসর সুখে বাস করিলেন। ২

অমরাবতী সদৃশ শম্ভলগ্রাম সভা, বিপণি ও চত্বর প্রভৃতি ধ্বজ-পতাকায় বিভূষিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৩

পুণ্য শম্ভলগ্রামে অষ্টষষ্টি তীর্থসমূহ অধিষ্ঠিত হইল। এইস্থানে মৃত্যু হইলে ভগবান কল্কির চরণকমলের আশ্রয় প্রাপ্তি হেতু সর্বপাপক্ষয় এবং মোক্ষপদ লাভ হয়। ৪

*সজ্জাতি সম্বন্ধিভিঃ ইতি বা পাঠঃ।

বনোপবনসন্তান নানাকুসুম সংকুলৈঃ।
শোভিতং শম্ভলংগ্রামং মন্যে মোক্ষপ্রদংভুবি ॥৫
তত্র কল্কিঃ পুরস্ত্রীণাং নয়নানন্দবৰ্দ্ধনঃ।
পদ্ময়া রময়া কামং ররাম জগতীপতিঃ ॥৬
সুরাধিপপ্রদত্তেন কামগেন রথেন বৈ।
নদীপৰ্ব্বতকুঞ্জেষু দ্বীপেষু পরয়া মুদা ॥৭
রমমানো বিশন্ পদ্মারমাভ্যাভী রমাপতিঃ।
দিবানিশং ন বুবুধে স্ত্রৈণশ্চ কামলম্পটঃ ॥৮

শ্লোকার্থ। নানাকুসুম সংকুল বন-উপবনরাজিশোভিত এই শম্ভলগ্রাম ধরাতলে মোক্ষ তীর্থে পরিণত হইল। ৫

পুরনারীগণের নয়নপ্রীতিকর জগৎপতি কল্কিদেব এই শম্ভলগ্রামে পদ্মা ও রমার সহিত যথাভিলাষ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৬

তিনি দেবরাজ প্রদত্ত কামগামী দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক পরম প্রীতহৃদয়ে নদী, পর্বত, কুঞ্জ ও দ্বীপসমূহে প্রবেশ পূর্বক রমা ও পদ্মাদি নারীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই কামলম্পট স্ত্রৈণ রমাপতির দিবারাত্রি বোধ রহিল না। ৭-৮

পদ্মামুখামোদসরোজশীধুবাসোপভোগী সুবিলাসবাসঃ।
প্রভূত নীলেন্দ্রমণি প্রকাশে গুহাবিশেষে প্রবিবেশ* কল্কিঃ। ৯
পদ্মা তু পদ্মাশতরূতরূপা*১ রমা চ পীযূষকলাবিলাসা।
পতিং প্রবিষ্টং*২ গিরিগহ্বরে তে নারীসহস্রাকুলিতে ত্বগাতাম্ ॥১০
পদ্মা পতিং প্রেক্ষ্য গুহানিবিষ্টং রন্তুং মনোজ্ঞা প্রবিবেশ পশ্চাৎ।
রমাবলাযূথসমন্বিতা তৎপশ্চাদ্‌গতা কল্কি মহোগ্রকামা ॥১১
তত্রেন্দ্রনীলোৎপলহ্বরাস্তে কান্তাভিরাত্ম প্রতিমাভিরীশম্।
কল্কিঞ্চ দৃষ্ট্বা নবনীরদাভং ততঃ স্থিতং প্রস্তরবন্মুমোহ ॥১২

শ্লোকার্থ। একদা পদ্মার মুখামোদরূপ কমল-গন্ধোপভোগী বিলাসী কল্কিদেব প্রভূত ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা শোভমান পর্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন।৯

কমলসদৃশী স্বর্ণবর্ণা পদ্মাদেবী ও অমৃতপাত্ররূপা রমাদেবী দেবপতিকে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহস্র নারী পরিবৃতা হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। ১০

মনোহারিণী পদ্মা পতিকে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া বিহারের কামনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। কল্কির সহিত বিহারে অতিশয় অভিলাষিণী রমাও রমণী মণ্ডলে পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ১১

অনন্তর পদ্মা দেখিলেন, সেই ইন্দ্রনীল মণিময় গহ্বর মধ্যে নবীন-নীরদনিভ কান্তিযুক্ত ঈশ্বর কল্কি পদ্মাসম অনুরূপ রূপবতী রমণীগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাহা দেখিয়া মোহাবিষ্ট হইয়া প্রস্তরবৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন। ১২

* গুহাবিশে প্রাবিবিবেশ কল্কিঃ ইতি বা পাঠঃ।

*১ রূপরূপা ইতি বা পাঠঃ।

*২ প্রতি প্রবিষ্টং গিরিগহ্বরে তে নারীসহস্রকুলিতে স্বগানাম্ ইতি বা পাঠঃ।

রমা সখীভিঃ প্রমদাভিরার্ত্তা বিলোকয়ন্তী দিশমাকুলাক্ষী।
পদ্মাপি পদ্মাশতশোভমানা বিষণ্ণচিত্তা ন বভৌ স্ম চার্ত্তা ॥১৩

ভূমৌ লিখন্তী নিজকজ্জলেন কল্কিং শুকং তং কুচকুঙ্কুমেন।
কস্তূরিকাভিস্তু তদগ্রমগ্রে নির্ম্মায় চালিঙ্গ্য ননাম ভাবাৎ ॥১৪

রমা কলালাপপরা স্তুবন্তী কামার্দ্দিতা তং হৃদয়ে নিধায়ে।
ধ্যাত্বা নিজালঙ্করণৈঃ* প্রপূজ্য তস্থৌ বিষণ্ণা করুণাবসন্না ॥১৫

ক্ষণাৎ সমুত্থায় রুরোদ রামা কলাপিনঃ কণ্ঠনিভং স্বনাথম্।
হৃদোপঢং পুন পুনঃ প্রলভ্য কামর্দ্দিতেত্যাহ হরে প্রসীদ ॥১৬

শ্লোকার্থ। রমাও সহচরী প্রমদাগণের সহিত কাতর হৃদয়ে ব্যাকুল নেত্রে চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। শত শত পদ্মা তুল্যা শ্রী সম্পন্না পদ্মাও বিষণ্ণা ও ব্যাকুল হইয়া এককালে নিষ্প্রভা হইয়া পড়িলেন। ১৩

পদ্মার নয়নকজ্জলে ভূমিতে কল্কি অংকিত হইলেন। তিনি কুচকুংকুমে শুককে অঙ্কিত করিলেন এবং কস্তুরিকা দ্বারা সন্নিহিত ভূমিকে ধূসরিত করিয়া তদুপরি পতিতা হইলেন। ১৪

মধুরভাষিণী মদনভবপীড়িতা রমা কল্কিকে ধ্যানান্তে হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক স্বীয় অন্তঃকরণরূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দুঃখভারাক্রান্তা ও বিষাদগ্রস্থা হইয়া পতিতা হইলেন। ১৫

ক্ষণকাল পরে উত্থিতা হইয়া তিনি ময়বীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ হৃদয়ে পতি কল্কিকে আলিঙ্গন করিতে না পাইয়া কামপীড়িতা হইয় বলিতে লাগিলেন, হে হরে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১৬

* নিজাঙ্গকরণৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

পদ্মাপি নির্ম্মুচ্য নিজাঙ্গভূষা-শ্চকার ধূলীপটলে বিলাসম্।
কণ্ঠঞ্চ কস্তুরিকয়াপি নীলং কামং নিহন্তুং শিবতামুপেত্য ॥১৭

কলাবতীনাং কলয়াকলয্য ক্ষীণেক্ষণানাং* হরিরার্ত্তবন্ধুঃ।
কামপ্রপূরায় সংসার মধ্যে কল্কিঃ প্রিয়াণাং সুরতোৎসবায় ॥১৮

তাং সাদরেণাত্মপতিং মনোজ্ঞাঃ করেণবো যূথপতিং যথেযু।
সানন্দভাবা বিশদানুবৃত্তা বনেষু রামাঃ পরিপূর্ণকামাঃ ॥১৯

বৈভ্রাজকে চৈত্ররথে সুপুষ্পে সুনন্দনে মন্দর কন্দরান্তে।
রেমে স রামাভিরুদারতেজা রথেন ভাস্বৎখগমেন কল্কিঃ ॥২০

শ্লোকার্থ। পদ্মাও স্বকীয় অঙ্গভূষা বর্জন পূর্বক ধূলিপটলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠদেশ কস্তুরিকা দ্বারা নীলবর্ণ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন কামকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শিবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। ১৭

আর্তবন্ধু হরি কাতরনয়না প্রণয়িনী বিলাসিনীগণের বিহারবাসনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের কামনাপুরণার্থ ও মদনোৎসব সাধনার্থ তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৮

হস্তিনীগণ যেমন যূথপতির সহিত সঙ্গতা হয়, সেইরূপ মনোরমা রমণীগণ আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে সুনির্মল অনুবৃত্তি দ্বারা সেই বন মধ্যে সযত্নে স্বপতির সহিত সঙ্গতা হইয়া পূর্ণকামা হইলেন। ১৯

পরে মহাতেজা কল্কিদেব রমনীবৃন্দের সহিত ব্যোমগামী দীপ্যমান রথারোহণে সুন্দর পুষ্পশোভিত বৈভ্রাজক বনে, কুবেরোদ্যানে ও আনন্দময় মন্দরপর্বতকন্দরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২০

*কলয়াকলয় ক্ষীণানাং ইতি বা পাঠঃ।

পদ্মামুখাব্জামৃতপানমত্তো রমাসমালিঙ্গনবাসরঙ্গী।
বরাঙ্গনানাং কুচকুঙ্কুমাক্তো রতিপ্রসঙ্গে বিপরীত যুক্তঃ।
মুখে বিদষ্টারসনাবশিষ্টামোদঃ স কল্কির্নহিবেদ দেহম্ ॥২১
রমাঃ সমানাঃ পুরুষোত্তমং তং বক্ষোজমধ্যে বিনিধায় ধীরাঃ।
পরস্পরাশ্লেষণজাতহাসা রেমুর্মুকুন্দং বিলসৎ শরীরাঃ ॥২২
ততঃ সরোবরং ত্বরা স্ত্রিয়ো যযুঃ ক্লমজ্বরাঃ।
প্রিয়েণ তেন কল্কিনা বনান্তরে বিহারিণা।
সরঃ প্রবিশ্য পদ্ময়া বিমোহরূপয়া তয়া।
জলং দদুর্ব্বরাঙ্গনাঃ করেণবো যথা গজম্ ॥২৩

শ্লোকার্থ। পদ্মাদেবীর বদনকমলের মধুপানে মত্ত, রমা সমালিঙ্গন জনিত পরিমললুব্ধ বরযুবতীগণের কুচকুংকুমলিপ্ত কল্কিদেব বিপরীত রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুপ্রিয়া রমণীগণ তাঁহার বদন দংশন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রণয়িনীগণের মুখামৃতপানে এরূপ বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহার নিজ শরীরও নিজ আয়ত্তে রহিল না।২১

সমান রূপবতী ধীরা রমণীগণ পুরুষোত্তম কল্কিদেবকে বক্ষোজ মধ্যে ধারণ পূর্বক ক্রীড়া সক্ত হইলেন। তাঁহাদের পুলকিত শরীর পরস্পর সংশ্লেষ নিমিত্ত সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন।২২

অনন্তর শ্রমাতুরা রমণীগণ বনান্তর বিহারী প্রিয়তম কল্কির সহিত সত্বর সরোবরে গমন করিলেন। যেমন করিণীবৃন্দ যূথপতি করীগাত্রে সলিল সেচন করে, সেইরূপ বরাঙ্গণাগণ নিরুপম রূপবতী পদ্মার সহিত সরোবরে অবগাহন পূর্বক কল্কির গাত্রে জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন।২৩

ইতি হ যুবতিলীলো লোকনাথঃ স কল্কিঃ।
প্রিয়যুবতি পরীতঃ পদ্ময়া রামযাস্থঃ।
নিজ ভ্রমণ বিনোদৈঃ শিক্ষয়ণলোকবর্গান্
জয়তি বিবুধভর্ত্তা শম্ভলে বাসুদেবঃ॥২৪
যে শৃন্বন্তি বদন্তি ভাবচতুরা ধ্যায়ন্তি সন্তঃ সদা
কল্কেঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য চরিতং কর্ণামৃতং সাদরাঃ।
তেষাং নো সুখয়ত্যয়ং মুররিপোর্দ্দাস্যাভিলাষং বিনা
সংসারঃ পরিমোচনঞ্চ পরমানন্দামৃতাম্ভোনিধেঃ॥২৫

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কল্কিবিহার বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

শ্লোকার্থ। তরুণীগণের সহিত লীলালোলুপ, দেবগণের অধীশ্বর, আদিনাথ, লোকপতি কল্কি জয়যুক্ত হউন। তিনি শম্ভলগ্রামে নিজ প্রণয়িনী রমা এবং প্রিয়তমা রমণীমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া স্বকৃত বিহারাদি বিনোদনে লোক সমূহকে উপদেশ দিয়াছিলেন।২৪

যে সকল ভাবুক মনুষ্য সমাদর সহকারে কর্ণামৃততুল্য শ্রীপুরুষোত্তম কল্কির চরিত শ্রবণ, কীর্তন বা চিন্তন করিবে, তাহাদের পক্ষে সেই মুরারির দাস্যাভিলাষ ব্যতীত পরম আনন্দামৃত সাগরস্বরূপ এই ভব সংসার হইতে মুক্তিলাভ ও সুখকর বলিয়া বোধ হইবে না।২৫

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে কল্কিবিহার
বর্ণন নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

ঊনবিংশ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা সহিতা রথৈঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্গণৈঃ পরিবৃতা কল্কিং দ্রষ্টুমুপাযযুঃ ॥১
মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ।
সমাজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শম্ভলং সুরপূজিতম্ ॥২
তত্র গত্বা সভামধ্যে কল্কিং কমললোচনম্।
তেজোনিধিং প্রপন্নানাং জনানামভয়প্রদম্ ॥৩
নীলজীমূতসঙ্কাশং দীর্ঘপীবরবাহুকম্।
কিরীটেনার্কবর্ণেন স্থিরবিদ্যুন্নিভেন তম্ ॥৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর দেববৃন্দ ও ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া নিজ নিজ অনুচরবর্গের সহিত রথে আরোহণপূর্বক কল্কিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন।১

মহর্ষিবৃন্দ, গন্ধর্বগণ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ প্রমুদিতহৃদয়ে দেবগণেরও স্পৃহণীয় শম্ভলগ্রামে আগমন করিলেন।২

তাঁহারা সভামধ্যে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, তেজোরাশি স্বরূপ কমললোচন কল্কিদেব শরণাপন্ন জনগণকে অভয়প্রদান করিতেছেন।৩

নীলনীরদনিভ তাঁহার অঙ্গ কান্তি, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও পীবর এবং মস্তকে স্থির বিদ্যুৎ সদৃশ সূর্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জময় কিরীট সুশোভিত।৪

শোভমানং দ্যুমণিনা কুণ্ডলেনাতিশোভিনা।
সহর্ষালাপবিকসদ্‌বদনং স্মিতশোভিনম্ ॥৫

কৃপাকটাক্ষবিক্ষেপ পরিক্ষিপ্তবিপক্ষকম্।
তারহারোল্লসদ্ বক্ষশ্চন্দ্রকান্তমণি শ্রিয়া ॥৬
কুমুদ্বতীমোদবহং স্ফুরচ্ছক্রায়ুধাম্বরম্।
সর্ব্বদানন্দসন্দোহরসোল্লসিতবিগ্রহম্ ॥৭
নানামণিগণোদ্দ্যোতদীপিতং রূপমদ্ভুতম্।
দদৃশুর্দ্দেবগন্ধর্ব্বা যে চান্যে সমুপাগতাঃ ॥৮

শ্লোকার্থ। তাঁহার বদনমণ্ডল আদিত্যের ন্যায় দীপ্যমান কুণ্ডলে শোভা পাইতেছে। বিশেষতঃ তদীয় মুখপদ্ম সহর্ষালাপে বিকশিত হইয়াছে এবং ঈষৎ হাস্যে সুন্দর দেখাইতেছে।৫

তদীয় কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপে বিপক্ষগণ অনুগৃহীত হইতেছে। তাঁহার বক্ষস্থলে শোভমান হারস্থিত চন্দ্রকান্ত মণির কান্তিচ্ছটায় কুমুদিনীর আমোদ বর্ধিত হইতেছে।৬

তাঁহার বসন ইন্দ্রধনুতুল্য শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং শরীর সর্বদা আনন্দ-সন্দোহরসে উল্লসিত হইতেছে।৭

তদীয় দিব্য রূপ বহুবিধ মণি সমূহের কিরণজালে দেদীপ্যমান হইতেছে। দেবতা, গন্ধর্ব ও অন্যান্য সমাগত জনগণ প্রভু কল্কিকে এইরূপ দেখিলেন।৮

ভক্ত্যা পরময়া যুক্তাঃ পরমানন্দবিগ্রহম্।
কল্কিং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ পরমাদরাৎ ॥৯

দেবা উচুঃ

জয়াশেষ সংক্লেশ কক্ষ প্রকীর্ণানলোদ্দাম সংকীর্ণহীশ
দেবেশ বিশ্বেশ ভূতেশ ভাবঃ।
তবানন্ত চান্তঃস্থিতোঽঙ্গাপ্তরত্ন
প্রভাভাতপাদাজ্জিতানন্তশক্তে ॥১০

প্রকাশীকৃতাশেষলোকত্রয়াত্র
বক্ষঃস্থলে ভাস্বৎকৌস্তুভশ্যাম।
মেঘৌঘরাজচ্ছরীর দ্বিজাধীশপুঞ্জাননঃ*
ত্রাহি বিষ্ণো সদারাঃ বয়ং ত্বাং প্রপন্নাঃ সশেষঃ ॥১১

যদ্যস্ত্যনুগ্রহোঽস্মাকং ব্রজ বৈকুণ্ঠমীশ্বর।
ত্যক্ত্বা শাসিত ভূখণ্ডং সত্যধর্ম্মাবিরোধতঃ ॥১২

শ্লোকার্থ। তাঁহারা সকলেই পরম ভক্তিভরে ও অতিশয় আনন্দচিত্তে পদ্মলোচন কল্কিদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন।৯

দেবগণ বলিলেন, হে বিশ্বেশ্বর ভূতনাথ অনন্তদেব, সমস্ত সৎ পদার্থ তোমার অন্তরেই অবস্থিত। তোমার অদ্ভূত রত্নপ্রভা সহকারে শোভমান ত্বদীয় চরণ যুগল দ্বারা মায়া শক্তি অধঃকৃত হইয়াছে। হে ঈশ্বর, তুমি অশেষ ক্লেশরূপ তৃণরাশি-নিক্ষিপ্ত উদ্দাম অনলস্বরূপ। তোমার জয় হউক।১০

তোমা হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি শ্যামবর্ণ। তোমার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভমান। বোধ হইতেছে, যেন শ্যামবর্ণ মেঘের মধ্যে পূর্ণ চন্দ্র সুশোভিত। আমরা সস্ত্রীক অনুচরবর্গের সহিত তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে বিষ্ণো, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।১১

হে ঈশ্বর, যদি আমাদের প্রতি তোমার কৃপা থাকে, তবে সত্যধর্ম্মের অবিরোধে শাসিত ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান কর।১২

* মেঘৌঘরাজদ্দ্বিজধীশ শরীর ইতি বা পাঠঃ।

কল্কিস্তেষামিতি বচঃ শ্রুত্বা পরমহর্ষিতঃ।
পাত্রমিত্রৈঃ পরিবৃতশ্চকার গমনে মতিম্ ॥১৩

পুত্রানাহূয় চতুরো মহাবলপরাক্রমান্।
রাজ্যে নিক্ষিপ্য সহসা ধর্ম্মিষ্ঠান প্রকৃতি প্রিয়ান্ ॥১৪

ততঃ প্রজাঃ সমাহূয় কথয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ।
প্রাহ তান নির্জনির্যাণং দেবানামুপরোধতঃ ॥১৫
তৎ শ্রুত্বা তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রুরুদুর্ব্বিস্ময়ান্বিতাঃ।
তাং প্রাহুঃ প্রণতাঃ পুত্রা যথা পিতরমীশ্বরম্ ॥১৬

শ্লোকার্থ। কল্কি দেবগণের প্রার্থনা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পাত্র-মিত্রে পরিবৃত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমনে সংকল্প করিলেন।১৩

অনন্তর তিনি প্রজাবর্গের প্রিয় পরম ধার্মিক মহাবল-পরাক্রম প্রিয় পুত্র-চতুষ্টয়কে আহ্বান পূর্বক অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১৪

পরে তিনি প্রজাবর্গকে আহ্বান পূর্বক স্বীয় সংকল্প জানাইলেন এবং বলিলেন, দেবগণের অনুরোধে আমাকে বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে।১৫

কল্কিপ্রিয় প্রজাবৃন্দ এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিল। পুত্রগণ যেমন পিতাকে বলে, সেইরূপ তাহারা ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল।১৬

প্রজা ঊচুঃ।

ভো নাথ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নাস্মান্ ত্যক্তুমিহার্হসি।
যত্র ত্বং তত্র তু বয়ং যামঃ প্রণতবৎসল ॥১৭
প্রিয়া গৃহা ধনান্যত্র পুত্রাঃ প্রাণাস্তবানুগাঃ।
পরত্রেহ বিশোকায় জ্ঞাত্বা ত্বাং যজ্ঞপুরুষম্ ॥১৮
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সান্ত্বয়িত্বা সদুক্তিভিঃ।
প্রযযৌ ক্লিন্নহৃদয়ঃ পত্নীভ্যাং সহিতো বনম্ ॥১৯
হিমালয়ং মুনিগণৈরাকীর্ণং জাহ্নবীজলৈঃ।
পরিপূর্ণং দেবগণৈঃ সেবিতং মনসঃ প্রিয়ম্ ॥২০

শ্লোকার্থ। প্রজাগণ বলিল, হে প্রভো, আপনি সত্য ধর্ম অবগত আছেন।

আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার অনুচিত। আপনি প্রজাবৎসল। আপনি যেস্থানে যাইবেন, আমরাও সেইস্থানেই যাইব।১৭

এই জগতে পত্নী, ধন, পুত্র ও গৃহ সকলের পক্ষে প্রিয় হইলেও আপনি যজ্ঞেশ্বর ও আপনার প্রসাদে সমগ্র শোক দুঃখ দূরীভূত হয়। ইহা জানিয়া আমাদের প্রাণ আপনার অনুগামী হইতেছে।১৮

কল্কিদেব প্রজাবর্গের কাতর্য্য দর্শনে সদুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দানান্তে বিষণ্ণ হৃদয়ে পত্নীদ্বয়ের সহিত বনগমন করিলেন।১৯

তিনি মুনিগণ কর্তৃক পরিবৃত, গঙ্গাসলিলে পরিপূর্ণ, দেবগণ কর্তৃক সেবিত ও অন্তঃকরণের আহ্লাদজনক হিমালয়ে গমন করিয়া দেবগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশনপূর্বক অপার্থিব চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি ধারণ পূর্বক স্বকীয় বৈষ্ণব স্বরূপ স্মরণ করিতে লাগিলেন।২০-২১

গত্বা বিষ্ণুঃ সুরগণৈর্বৃতশ্চারুচতুর্ভুজঃ।
উষিত্বা জাহ্নবীতীরে সস্মারাত্মানমাত্মনা।।২১
পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়ঃ সাক্ষী পরমাত্মা পুরাতনঃ।
বভৌ সূর্য্য সহস্রানাং তেজোরাশিসমদ্যুতিঃ।২২
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গাদ্যৈঃ সমভিষ্টুতঃ।
নানালঙ্করণনাঞ্চ সমলঙ্করণাকৃতিঃ।।২৩
ববৃষুস্তং সুরাঃ পুষ্পৈঃ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
সুগন্ধি কুসুমাসারৈর্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।।২৪

শ্লোকার্থ। তখন তাঁহাতে সহস্র সূর্যসদৃশ তেজোরাশি প্রকটিত হইল। সেই পূর্ণ জ্যোতির্ময় সাক্ষিস্বরূপ সনাতন পরমেশ্বর দ্যুতিমান হইলেন। তাঁহার মূর্তি বহুবিধ অলংকারের সুষমা স্বরূপ হইল। তিনি শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শার্ঙ্গ প্রভৃতি ধারণ করিতে লাগিলেন।২২-২৩

তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তুভ-মণি শোভা বিস্তার করিল। দেবগণ তাঁহার উপর সুগন্ধি কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিতে লাগিল।২৪

তুষ্টুবুর্মুমুহুঃ সর্ব্বে লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ।
দৃষ্ট্বা রূপমরূপস্য নির্য্যাণে বৈষ্ণবং পদম্ ॥২৫
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং পত্যুঃ কল্কের্মহাত্মনঃ।
রমা পদ্মা চ দহনং প্রবিশ্য তমবাপতুঃ ॥২৬
ধর্ম্মঃ কৃতযুগং কল্কেরাজ্ঞয়া পৃথিবীতলে।
নিঃসপত্নৌ সুসুখিনৌ ভূলোকং চেরতুশ্চিরম্ ॥২৭
দেবাপিশ্চ মরুঃ কামং কল্কেরাদেশকারিণৌ।
প্রজাঃ সংপালয়ন্তৌ তু ভুবং জুগুপতুঃ প্রভুঃ ॥২৮

শ্লোকার্থ। যখন কল্কি বিষ্ণুপদে প্রবেশ করেন, তখন সেই অরূপ বিষ্ণুর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত লোকই মুগ্ধ হইল ও স্তব করিতে লাগিল ।২৫

জগৎপতি অবতার কল্কির তাদৃশ মহ শ্চর্য রূপ দেখিযা রমা ও পদ্মা অনলে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম ও সত্যযুগ কল্কির আজ্ঞায় পৃথিবীতে নিঃসপত্ন হইয়া পরম সুখে চিরকাল বিচরণ করিতে লাগিলেন ।২৬-২৭

দেবাপি ও মরু নামক ভূপালযুগল কল্কির আজ্ঞানুসারে প্রজাপালন ও পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ।২৮

বিশাখযূপভূপালঃ কল্কের্নির্যাণমীদৃশম্।
শ্রুত্বা স্বপুত্রং বিষয়ে নৃপং কৃত্বা গতো বনম্ ॥২৯
অন্যে নৃপতয়ো যে চ কল্কের্বিরহকর্ষিতাঃ।
তং ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ বিরক্তাঃ স্যুর্নৃপাসনে ॥৩০
ইতি কল্কেরনন্তস্য কথাং ভুবনপাবনীম্।
কথয়িত্বা শুকঃ প্রায়াৎ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৩১
মার্কণ্ডেয়াদয়ো যে চ মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
শ্রুত্বানুভাবং কল্কেস্তে তং ধ্যায়ন্তো জগুর্যশঃ ॥৩২

শ্লোকার্থ। রাজা বিশাখযূপ কল্কির এইরূপ প্রয়াণ শ্রবণপূর্বক নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনবাসী হইলেন।২৯

অন্যান্য যে রাজগণ কল্কির বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজ-সিংহাসনে স্পৃহাহীন হইয়া কেবলমাত্র কল্কির নামজপ ও কল্কিমূর্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন।৩০

ব্যাসপুত্র শুকদেব এইরূপে ঈশ্বর কল্কির ভুবনপাবনী পুণ্যকাহিনী বর্ণনা পূর্বক নরনারায়ণাশ্রমে যাত্রা করিলেন।৩১

শান্তিগুণালংকৃত মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ কল্কি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধ্যান ও গুণগান করিতে লাগিলেন।৩২

যস্যানুশাসনাদ্ ভূমৌ নাধর্মিষ্ঠাঃ প্রজাজনাঃ।
নাল্পায়ুষো দরিদ্রাশ্চ ন পাষণ্ডা ন হৈতুকাঃ ।৩৩

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দেবভূতাত্মসম্ভবাঃ।
নির্মৎসরাঃ সদানন্দাঃ বভূবুর্জীবজাতয়ঃ ।।৩৪

ইত্যেতৎ কথিতং কল্কেরবতারং মহোদয়ম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং পরম্।।৩৫

শোকসন্তাপপাপঘ্নং কলিব্যাকুলনাশনম্।
সুখদং মোক্ষদং লোকে বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্।৩৬

শ্লোকার্থ। কল্কির শাসনে মর্ত্য মধ্যে কোন প্রজাই অধার্মিক, অল্পায়ু, দরিদ্র, পাষণ্ড ও কপটাচারী রহিল না। সমস্ত জীবই আধিব্যাধি শূন্য, ক্লেশ মুক্ত ও মাৎসর্য বর্জিত দেবতাবৎ সদানন্দ হইয়াছিল। সেই মহোদয় কল্কির অবতার কথা কীর্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে ধনবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি আয়ু-র্বৃদ্ধি ও পরমমঙ্গল হইয়া থাকে এবং অন্তে স্বর্গলাভ হয়।৩৩-৩৫

যে পর্যন্ত ইহলোকে অভীষ্ট ফলদায়ক পুরাণ রূপ সূর্য উদিত না হয়, সেই

পর্যন্তই এই ভূমণ্ডলে অন্যান্য শাস্ত্ররূপ প্রদীপের আলোক প্রকাশ পাইয়া থাকে।৩৬-৩৭)

তাবচ্ছাস্ত্র প্রদীপানাং প্রকাশো ভুবি রোচতে।
ভাতি ভানুঃ পুরাণাখ্যো যাবল্লোকেঽতিকামধুক্ ॥৩৭
শ্রুত্বৈতদ্ ভৃগুবংশজো মুনিগণৈঃ সাকং সহর্ষো বশী
জ্ঞাত্বা সূতমমেয়বোধবিদিতং* শ্রীলোমহর্ষাত্মজম্।
শ্রীকল্কেরবতারবাক্যমমলং ভক্তি প্রদং শ্রীহরেঃ
শুশ্রূষুঃ পুনরাহ সাধুবচসা গঙ্গাস্তবং সৎকৃতঃ ॥৩৮

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কল্কিনির্যাণং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। ভক্তি দাতা শ্রীহরি কল্কির নির্মল অবতার কাহিনী শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় সৎকৃত ভৃগুনন্দন শোনক মুনিগণের সহিত হৃষ্ট হইলেন। তিনি লোমহর্ষণ তনয় উগ্রশ্রবাকে অসীম জ্ঞান রাশি মণ্ডিত বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি গঙ্গাস্তব শ্রবণাভিলাষী হইয়া পুনবায় মধুরবচনে বলিতে বলিলেন।৩৮

* সূতমমেষবোধবিদিতং ইতি বা পাঠঃ

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
কল্কিপ্রয়াণ নামক একোনবিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

বিংশ অধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ।

হে সূত ! সর্ব্ব ধর্মজ্ঞ যত্ত্বয়া কথিতং পুরা।
গঙ্গাং স্তুত্বা সমায়াতা মুনয়ঃ কল্কিসন্নিধিম্ ॥১
স্তবং তং বদ গঙ্গায়াঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
মোক্ষদং শুভদং ভক্ত্যা শৃণ্বতাং পঠতামিহ ॥২

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে গঙ্গাস্তবমনুত্তমম্।
শোকমোহহরং পুংসামৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৩

ঋষয়ঃ উচুঃ

ইয়ং সুর-তরঙ্গিণী ভবনবারিধেস্তারিণী
স্তুতা হরিপদাম্বুজাদুপগতা জগৎসংসদঃ।
সুমেরুশিখরামরপ্রিয়জলা মলক্ষালনী
প্রসন্নবদনা শুভা ভবভয়স্য বিদ্রাবিণী ॥৪

শ্লোকার্থ। শৌনক বলিলেন, হে সূত, তুমি সর্বধর্মবেত্তা। তুমি পূর্বে বলিয়াছিলে যে, মুনিগণ গঙ্গাস্তব করিয়া কল্কিদেবের সন্নিধানে সমাগত হইয়াছিলেন। সেই সর্বপাপহর গঙ্গাস্তব ব্যক্ত কর। উহা ভক্তিভরে পাঠ বা শ্রবণ করিলে ইহজন্মে মোহনাশ ও শ্রেয়োলাভ হয়। সূত বলিলেন, হে ঋষিবৃন্দ, ঋষিপ্রোক্ত অত্যুত্তম গঙ্গাস্তব শ্রবণ কর। ইহা নরনারীগণের শোক ও মোহ হারক। ঋষিগণ বলিলেন, এই সুর নদী সর্বজীবকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ইনি শ্রীহরির পাদপদ্ম হইতে ধরাতলে অবতীর্ণা। মর্ত্যবাসিগণ ইঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন। গঙ্গাবারি সুমেরুশিখরবাসী অমরগণের প্রিয়।

গঙ্গাজলে সর্বপাপ, মল বিধৌত হয়। গঙ্গাদেবী প্রসন্না হইলে ভবভয় দূর হয়। ১-৪

ভগীরথমথানুগা সুরকরীন্দ্র দর্পাপহা
মহেশমুকুট প্রভা গিরিশিরঃ পতাকা সিতা।
সুরাসুর নরোরগৈরজভবাচ্যুতৈঃ সংস্তুতা
বিমুক্তিফলশালিনী কলুষনাশিনী রাজতে ॥৫
পিতামহ কমণ্ডলু প্রভবমুক্তিবীজা লতা
শ্রুতিস্মৃতিগণস্তুতা দ্বিজকুলালবালাবৃতা।
সুমেরুশিখরাভিদা নিপতিতা ত্রিলোকাবৃতা
সুধর্ম্ম ফলশালিনী সুখপলাসিনী রাজতে ॥৬
চরদ্বিহগমালিনী সগরবংশ মুক্তিপ্রদা
মুণীন্দ্র বরনন্দিনী দিবিমতা চ মন্দাকিনী।
সদা দুরিতনাশিনী বিমল বারি সন্দর্শন
প্রণাম গুণকীর্ত্তনাদিষু* জগৎসু সংরাজতে ॥৭
মহাব্ধি সুতাঙ্গনা হিম গিরীশকূটস্তনী
সফেনজলহাসিনী সিতমরাল সঞ্চারিনী।
চলল্লহরিসৎকরা বরসরোজমালাধরা
রসোল্লসিতগামিনী জলধিকামিনী রাজতে ॥৮

শ্লোকার্থ। গঙ্গাদেবী মর্ত্যলোকে অবতরণার্থ মহারাজ ভগীরথের অনুগামিনী হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইনি মহাদেবের মুকুটের প্রভাস্বরূপা ও হিমালয় পর্বতের শিখরস্থ শ্বেত পতাকা রূপে বিরাজিতা। দেবগণ, দৈত্যগণ, নরগণ, সর্পগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সকলেই গঙ্গাস্তবে অনুরক্ত। গঙ্গাদেবী কলুষনাশিনী ও মোক্ষদাত্রী। ৫

ইনি পিতামহ ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে উৎপন্না ও মুক্তিবীজময়ী লতিকা-

রূপিণী। ইহার চতুর্দ্দিকে শ্রুতি (বেদ) ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র দ্বারা স্তূয়মান ব্রাহ্মণবৃন্দ আলবাল* রূপে অবস্থিত। ইনি সুমেরু পর্বত শিখর গোমুখ হইতে প্রপতিতা এবং সদ্ধর্মরূপ ফলে ও সুখ রূপ পত্রে শোভিত। ৪-৬

গঙ্গার তীরে ও নীরে পক্ষীকুল বিচরণ করে। কপিল মুনির অভিশাপে ভষ্মীভূত সগর বংশীযগণ গঙ্গাস্পর্শে উদ্ধার লাভ করেন। ইনি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা বলিয়া জাহ্নবী নামে অভিহিতা। ইনি দেবলোকে মন্দাকিনী রূপে প্রবাহিতা। গঙ্গাবারী দর্শন, গঙ্গাদেবীকে প্রণাম ও তাঁহার গুণকীর্তন করিলে সমস্ত পাতক বিধৌত হয়। ৭

যিনি রাজা শান্তনুর মহিষী হইয়াছিলেন, গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখর যাঁহার স্তন রূপে শোভিত, ফেনপুঞ্জ মণ্ডিত সলিল যাঁহার হাস্য স্বরূপ, শ্বেত বর্ণ হংসগণ যাঁহার গতিস্বরূপ, তরঙ্গসমূহ যাঁহার হস্তরূপে প্রসারিত, প্রস্ফুটিত পদ্মশ্রেণী যাঁহার মাল্যস্বরূপ, সেই গঙ্গা প্রেমোল্লাসে সাগরসঙ্গমে*১গমন করিতেছেন। ৮

*প্রণামগুণকীর্ত্তনাদিষু ইতি বা পাঠঃ।

*আলবাল শব্দ সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ইহার হিন্দি অর্থ আম্বাল, কিযারী এবং ইংরাজী অর্থ বৃক্ষমূলের চারিদিকে জল সেচন নিমিত্ত নালা। পুষ্পোদ্যানে বৃত্তাকারে বা চতুষ্কোণে বা ত্রিভুজাকারে বা অন্য কোন আকারে ফুলগাছের সারি।

*১গঙ্গাসাগরসঙ্গমে পৌষ সংক্রান্তি দিবসে বৃহৎ মেলা বসে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শতশত ভক্ত ও সাধুবৃন্দ কলিকাতা হইতে জলপথে বা স্থলপথে তথায় গমন করেন। উক্তমেলায় কয়েক লক্ষ যাত্রী উপস্থিত হন। উহা পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত।

ক্বচিৎ কলকলস্বনা ক্বচিদ্ধাবযাদোগণা,
ক্বচিন্মুনিগণৈঃ স্তুতা ক্বচিদনন্ত সম্পূজিতা,
ক্বচিদ্রবিকরোজ্জ্বলা ক্বচিদুদপ্রপাতাকুলা
ক্বচিজ্জনবিগাহিতা জয়তি ভীষ্ম মাতা সতী॥৯

স এব কুশলো জনঃ প্রণমতীহ ভাগীরথীং
স এব তপসাং নিধির্জপতি জাহ্নবীমাদরাৎ।
স এব পুরুষোত্তমঃ স্মরতি সাধু মন্দাকিনীং
স এব বিজয়ী প্রভুঃ সুরতরঙ্গিণীং সেবতে ॥১০

তবামলজলচিতং *খগশৃগালমীনক্ষতং
চলল্লহরিলোলিতং রুচিরতীরজম্বালিতম্।
কদা নিজবপুর্মুদা সুরনরোরগৈঃ সংস্তুতোঽ-
প্যহং ত্রিপথগামিণী! প্রিয়মতীব পশ্যাম্যহো* [১] ॥ ১১

ত্বত্তীরে বসতিং তবামলজলস্নানং তব প্রেক্ষণং
ত্বন্নামস্মরণং তবোদয়কথাসংলাপনং পাবনম্।
গঙ্গে মে তব সেবনৈকনিপুণোঽপ্যানন্দিতশ্চাদৃতঃ।
স্তুত্বা ত্বদ্‌গতপাতকো ভূবি কদা শান্তশ্চরিষ্যাম্যহম্ ॥১২

শ্লোকার্থ। কোথাও ঋষিবৃন্দ স্তবপাঠে নিযুক্ত আছেন। কোথাও অনন্তদেব তাঁহার অর্চনা করিতেছেন। কোথাও দুর্জয় নক্রাদি জলজীব ভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থান সূর্যকিরণে সমুদ্ভাসিত, কোন স্থানে ভীষণ শব্দে বারি নির্গত হইতেছে, কোন স্থানে বা নরনারীগণ পবিত্র সলিলে স্নান করিতেছে। ঈদৃশী সতী ভীষ্মমাতার জয় হউক।৯

যিনি গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করেন, তাঁহার মঙ্গললাভ হয়। যিনি অনুরাগ সহকারে গঙ্গানাম জপ করেন, তিনিই পরম তপস্বী। যিনি সুরধনীকে স্মরণ করেন তিনিই ধার্মিক পুরুষ। যিনি মন্দাকিনীকে সেবা করেন, তিনি জয়ী ও প্রভুরূপে গণ্য হন।১০

হে ত্রিপথগে, আমি কোনদিন ত্বদীয় বিমল জলে প্লাবিত হইব। পক্ষী, শৃগাল ও মীনগণ কর্তৃক অধভক্ষিত, চঞ্চল তরঙ্গে আন্দোলিত, কূলবর্তী জঞ্জালে সমাবৃত হইয়া স্বীয় প্রীতিকর দেহ দেখিব এবং দেবগণ মনুষ্যগণ ও সর্পগণ আমার স্তুতিবাদ করিবে। ১১

হে সুরনদি, কবে আমি ত্বদীয় তটে অবস্থান করিব, ত্বদীয় নির্মল সলিলে বগাহন করিব, ত্বদীয় স্বচ্ছ সলিল দর্শন পূর্ব্বক ত্বদীয় নাম স্মরণ করিব, ীয় অবতরণ কাহিনী অনুধ্যান করিব, একমাত্র তোমার আরাধনায় নিরত কিব এবং সপ্রেমে তোমার স্তুতিগান করিয়া নিষ্পাপ দেহে পুলকিত চিত্তে অন্তঃকরণে ভূতলে ভ্রমণ করিব! ১২

* ভবামলজলাতিতং ইতি বা পাঠঃ।

*১ পশ্যাম্যদৌ ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যেতদৃষিভিঃ প্রোক্তং গঙ্গাস্তবমনুত্তমম্।
স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং পঠনাৎ শ্রবণাদপি॥ ১৩

সর্বপাপহরং পুংসাং বলমায়ুর্বিবর্দ্ধনম্।
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে গঙ্গাসান্নিধ্যতা ভবেৎ॥ ১৪

ইত্যেতৎ ভার্গবাখ্যানং শুকদেবান্ ময়া শ্রুতম্।
পঠিতং শ্রাবিতং চাত্র পুণ্যং ধন্যং যশস্করম্॥ ১৫

অবতারং মহাবিষ্ণোঃ কল্কেঃ পরমমদ্ভুতম্।
পঠতাং শৃন্বতাং ভক্ত্যা সর্ব্বাশুভবিনাশনম্॥ ১৬

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে গঙ্গাস্তবো নাম ংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। এই ঋষি প্রোক্ত অতি উত্তম গঙ্গাস্তব পঠন বা শ্রবণ করিলে র্গলাভ, যশোপ্রাপ্তি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। ১৩

প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালে উক্ত স্তবের পঠন বা শ্রবণ নরনারীগণের র্বপাপ নাশক, বল ও আয়ুবর্দ্ধক এবং গঙ্গার সন্নিধিকারক। ১৪

আমি ব্যাস পুত্র শুকদেবের মুখে এই ভার্গবাখ্যান শুনিয়াছিলাম। ইহার ঠনে বা শ্রবণে পুণ্য, ধন ও যশোবৃদ্ধি হয়। (ভার্গব অর্থে ভৃগু সম্বন্ধী, জমদগ্নি, রশুরাম, শুক্রাচার্য, পুরাণ, মার্কণ্ডেয়)। ১৫

মহাবিষ্ণুর অন্তিম অবতার কল্কির অত্যদ্ভুত লীলাকথা ভক্তিভরে অধ্যয়ন ও নুধ্যান করিলে সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়। ১৬

শ্রীকল্কিপুরাণে ভবিষ্য অনুভাগবতে তৃতীয় অংশে গঙ্গাস্তব নামক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ

একবিংশ অধ্যায়

সূত উবাচ।

অত্রাপি শুকসংবাদো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।

অধর্ম্মবংশকথনং কলের্বিবরণং ততঃ ॥ ১

দেবানাং ব্রহ্মসদন প্রয়াণং গোভুবা সহ।

ব্রহ্মনো বচনাদ্বিষ্ণোর্জন্ম বিষ্ণুযশোগৃহে ॥২

সুমত্যাং স্বাংশকৈর্ভ্রাতৃচতুর্ভিঃ শম্ভলেপুরে।

পিতুঃ পুত্রেণ সংবাদস্তথোপনয়নং হরেঃ ॥ ৩

পুত্রেণ সহ সংবাসো বেদাধ্যয়নমুত্তমম্।

শস্ত্রাস্ত্রাণাং পরিজ্ঞানং শিব সন্দর্শনং ততঃ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, এই কল্কি পুরাণে প্রথমতঃ ধীমান্ মার্কণ্ডের সহিত শুকদেবের[১৭৫] কথোপকথন এবং পরে অধর্ম্মের বংশ বর্ণন ও কলিযুগ বিবরণ কথিত। গাভীরূপী পৃথ্বীসহ দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কিরূপে বিষ্ণুর জন্ম কথা, শম্ভল গ্রামে মাতা সুমতির গর্ভে শ্রীহরির অংশে কল্কি প্রমুখ চারি ভ্রাতার উৎপত্তি, পিতা-পুত্রে কথোপকথন, কল্কির উপনয়ন, পিতা পুত্রের সহবাস, কল্কির বেদপাঠ ও অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা এবং তৎপরে শিবদর্শন বর্ণিত। ১-৪

টিপ্পনী। ১৭৫। ব্রহ্মপ্রজ্ঞ শুকদেব ব্যাসপুত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখা আছে, শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপস্যার্থ বনে গমন করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ও সিদ্ধযোগী ছিলেন। ইনিই রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছিলেন। কূর্মপুরাণে আছে—

দ্বৈপায়নাচ্ছুকো জজ্ঞে ভগবানেব শঙ্করঃ।

অংশেনৈবাতীর্য্যোর্ব্যাং সংপ্রাপ পরমং পদম্ ॥

শুকস্যাপ্যভবৎ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যন্ত তপস্বিনঃ।
ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চম ।।
কন্যা কীর্তিমতী চৈব যোগমাতা ধৃতব্রতা ।।

শুকদেব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মন্তব্য দেখা যায়। এমনকি, ভাগবতেই ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত মহাভারত, হরিবংশ ও অগ্নিপুরাণের প্র-াপতি ক অধ্যায়ে শুকদেবের বিস্তৃত বৃত্তান্ত লিখিত। ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ গৌর শুকদেব এই মহাতপস্বী পঞ্চপুত্র এবং তিন কন্যা যোগমাতা, ধৃতব্রতা কীর্তিমতী লাভ করেন।

কল্কেঃ স্তবং শিবপুরো বরলাভঃ শুকাপনম্।
শম্ভলাগমনং চক্রে জ্ঞাতিভ্যো বরকীর্ত্তনম্ ।।৫
বিশাখযূপভূপেন নিজসর্ব্বাত্মবর্ণনম্।
মহাভাগাদ্ ব্রাহ্মণানাং শুকস্যাগমনং ততঃ ।।৬
কল্কিনা শুকসংবাদঃ সিংহলাখ্যানমুত্তমম্।
শিব দত্ত বরা পদ্মা তস্যা ভূপস্বয়ংবরে ।।৭
দর্শনাদ্ ভূপসজ্ঘানাং স্ত্রীভাব পরিকীর্ত্তনম্।
তস্যা বিষাদঃ কল্কেস্তু বিবাহার্থং সমুদ্যমঃ ।।৮

শ্লোকার্থ। পরে কল্কি কৃত শিবস্তব, শিবের বরলাভ ও শুকপক্ষী প্রাপ্ত, ল্কির শম্ভলগ্রামে প্রত্যাগমন ও জ্ঞাতিগণের নিকট শিব দত্ত বর বর্ণিত।৫

রাজা বিশাখযূপের প্রস্তাব অনুসারে কল্কির নিজস্বরূপ বর্ণন, ব্রাহ্মণগণের হাত্ম্য কথন এবং শুকপক্ষীর আগমন প্রভৃতি ব্যাখ্যাত। অনন্তর কল্কিসহ কের কথোপকথন, শুককর্তৃক সিংহলের বিবরণ প্রদান, শিবদত্ত বর অনুসারে ার স্বয়ংবর সভায় পদ্মার দর্শনমাত্র রাজগণের নারীরূপ প্রাপ্তি কথন, পদ্মার ষাদ এবং বিবাহার্থ কল্কির উদ্যোগ প্রভৃতি এই পুরাণে প্রদত্ত।৬-৮

শুকপ্রস্থাপনং দৌত্যে তয়া তস্যাপি দর্শনম্।
শুকপদ্মাপরিচয়ঃ শ্রীবিষ্ণোঃ পূজনাদিকম্॥ ৯

পাদাদিদেহধ্যানঞ্চ কেশান্তং পরিবর্ণিতম্।
শুকভূষণদানঞ্চ পুনঃ শুকসমাগমঃ ॥ ১০
কল্কেঃ পদ্মাবিবাহার্থং গমনং দর্শনং তয়োঃ।
জলক্রীড়া প্রসঙ্গেন বিবাহস্তদনন্তরম্ ॥ ১১
পুংস্তপ্রাপ্তিশ্চ ভূপানাং কল্কের্দর্শন মাত্রতঃ।
অনন্তাগমনং রাজ্ঞা সংবাদস্তেন সংসদি ॥ ১২

শ্লোকার্থ। তৎপরে শুককে দৌত্য কর্মে প্রেরণ, পদ্মাকর্তৃক শুকদর্শন, ও পদ্মার পরস্পর পরিচয় এবং শ্রীবিষ্ণুর পূজাদি বিধি বিবৃত। ৯

অতঃপর আপাদমস্তক বিষ্ণুমূর্তি ধ্যান বর্ণন, শুকের নিকট পদ্মার ভূষণ এবং কল্কির সহিত পুনরায় শুকের সমাগম বর্ণিত। ১০

পরে পদ্মাকে বিবাহ করিবার জন্য কল্কির যাত্রা, জলক্রীড়া প্রসঙ্গে প সহিত কল্কির সাক্ষাৎকার এবং তৎপরে শুভ বিবাহের বিবরণ কথিত। ১১

কল্কির সহিত পদ্মার বিবাহান্তে কল্কির দর্শনমাত্রে রাজগণের পুরুষত্ব প্রা অনন্তের আগমন এবং সভাস্থলে রাজগণের সহিত অনন্তের সংবাদ বর্ণিত।

ষণ্ডত্বাদাত্মনো জন্ম কর্ম্ম চাত্র শিবস্তবঃ।
মৃতে পিতরি তদ্বিষ্ণোঃ ক্ষেত্রে মায়া প্রদর্শনম্ ॥ ১৩
অত্রাখ্যানমনন্তস্য জ্ঞান বৈরাগ্যবৈভবম্।
রাজ্যাং প্রয়াণং কল্কেশ্চ পদ্ময়া সহ শম্ভলে ॥ ১৪
বিশ্বকর্ম্মবিধানঞ্চ বসতিঃ পদ্ময়া সহ।
জ্ঞাতি ভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রৈঃ সেনাভির্যুদ্ধি নিগ্রহঃ* ॥ ১৫
কথিতশ্চাত্র তেষাঞ্চ স্ত্রীণাং সংযোধনাশ্রয়ঃ*[১]।
ততোঽত্র বালখিল্যানাং মুনিনাং স্বনিবেদনম্ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। অনন্তর ষণ্ডরূপে অনন্তের জন্মকথন, শিবস্তব, অনন্তের পি বিয়োগান্তে বিষ্ণুক্ষেত্রে মায়া দর্শন, অনন্তের আখ্যান, তাঁহার জ্ঞান ও বৈরা

বৈভব, রাজগণের প্রস্থান, পদ্মার সহিত কল্কির শম্ভলে প্রত্যাগমন, বিশ্বকর্মা কর্তৃক শম্ভলে পুরীনির্মাণ, জ্ঞাতি, ভ্রাতা, সুহৃদ্‌ ও পুত্রাদি সহিত সপদ্মা কল্কির তথায় বসতি এবং সৈন্যগণ কর্তৃক বৌদ্ধদমন, বৌদ্ধ নারীগণের যুদ্ধযাত্রা, বালখিল্য নামক মুনিগণের আগমন ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি আখ্যান বর্ণিত। ১৩-১৬

* যুদ্ধনিগ্রহঃ ইতি বা পাঠঃ। *১ সংযোধনাগ্রহঃ ইতি বা পাঠঃ।

সপুত্রায়াঃ কুথোদর্য্যা বধশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
হরিদ্বারগতস্যাপি কল্কেঃ মুনিসমাগমঃ॥ ১৭

সূর্য্যবংশস্য কথনং সোমস্য চ বিধানতঃ।
শ্রীরামচরিতং চারু সূর্য্যবংশানুবর্ণনে॥ ১৮

দেবাপেশ্চ মরোঃ সঙ্গো যুদ্ধাযাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাঘোরবনে* কোক-বিকোক বিনিপাতনম্‌॥ ১৯

ভল্লাটগমনং তত্র শয্যাকর্ণাদিভিঃ সহ।
যুদ্ধং শশিধ্বজেনাত্র সুশান্তা ভক্তিকীর্ত্তনম॥ ২০

শ্লোকার্থ। পরে সপুত্রা কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসী বধ, হরিদ্বারে কল্কির সহিত মুনিগণের সমাগম, সূর্যবংশ বর্ণন, চন্দ্রবংশ বর্ণন, সূর্যবংশ কীর্তন প্রসঙ্গে শ্রীরামচরিত কথন, মরু ও দেবাপির মিলন এবং যুদ্ধযাত্রা পরে মহাঘোর কোক-বিকোক বধ, ভল্লাট নগরে কল্কির গমন, শয্যাকর্ণ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ, শশিধ্বজ নরপতির সহিত সংগ্রাম এবং সুশান্তার ভক্তি কীর্তন বর্ণিত। ১৭-২০

* মহাঘোররণে ইতি বা পাঠঃ।

যুদ্ধে কল্কেরানয়নং ধর্ম্মস্য চ কৃতস্য চ।
সুশান্তায়াঃ স্তবস্তত্র রমোদ্বাহস্তু কল্কিনা॥২১

সভায়াং পূর্ব্বকথনং নিজ গৃধ্রত্বকারণম্‌।
মোক্ষঃ শশিধ্বজস্যাত্র ভক্তিপ্রার্থয়িতুর্বিভোঃ॥২২

বিষকন্যামোচনঞ্চ নৃপাণামভিষেচনম্‌।
মায়াস্তবঃ শম্ভলেষু নানা যজ্ঞাদি সাধনম্‌॥২৩

নারদাৎ বিষ্ণু যশসো মোক্ষশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
কৃতধর্মপ্রবৃত্তিশ্চ রুক্মিণী ব্রতকীর্ত্তনম্ ॥২৪

শ্লোকার্থ। অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কল্কি সহ ধর্ম ও কৃতযুগের আনয়ন সুশান্তার স্তব এবং কল্কির সহিত রমার বিবাহ, সভামধ্যে শশিধ্বজের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত কথন, স্বকীয় গৃধ্রত্ব প্রাপ্তির কারণ, বিভু কল্কির নিকট ভক্তিপ্রার্থী শশিধ্বজের মোক্ষলাভ, বিষকন্যা উদ্ধার, রাজগণের অভিষেক, মায়াস্তব, শম্ভলগ্রামে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান, নারদের মুখে বিষ্ণুযশার মোক্ষোপদেশ লাভ, সত্যযুগধর্ম প্রবৃত্তি এবং রুক্মিণীব্রত বিধি উক্ত হইয়াছে। ২১-২৪

ততো বিহারঃ কল্কেশ্চ পুত্র পৌত্রাদি সম্ভবঃ।
কথিতো দেব গন্ধর্ব্বগণাগমনমত্র হি ॥ ২৫
ততো বৈকুণ্ঠ গমনং বিষ্ণোঃ কল্কেরিহোদিতম্।
শুকপ্রস্থানমুচিতং কথয়িত্বা কথা শুভাঃ ॥ ২৬
গঙ্গাস্তোত্রমিহ প্রোক্তং পুরাণে মুনি সম্মতম্।
জগতামানন্দকরং পুরাণং পঞ্চলক্ষনম্ ॥ ২৭
সকল্কসিদ্ধিদং* লোকৈঃ ষট সহস্রংশতাধিকম্।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বানাং সারং শ্রুতি মনোহরম্ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ। তৎপর কল্কির বিহার, কল্কির পুত্রপৌত্রাদির জন্ম, শম্ভলগ্রামে দেববৃন্দও গন্ধর্বগণের আগমন, সর্বশেষে বিষ্ণুর অবতার কল্কির বৈকুণ্ঠে গমন ও শুভকথা কীর্তনান্তে শুকের প্রস্থান এই পুরাণে উক্ত হইয়াছে। ২৫-২৬

মুনিজন সম্মত গঙ্গাস্তোত্র পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন কল্কি পুরাণে[১৭৬] বর্নিত। ইহা জগতের আনন্দসন্দোহজনক। যাঁহারা কলিকলুষপূর্ণ, এতৎশ্রবণে তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হইবে। ইহাতে ছয় সহস্র একশত শ্লোক আছে এবং ইহাতে সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম সংকলিত। এই পুরাণ শ্রবণে লোকের মঙ্গল হয়। ২৭-২৮

* সকলসিদ্ধিদং শ্লোকৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পনী। ১৭৬। শাস্ত্রে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নির্দেশিত। যথা—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণম্ পঞ্চলক্ষণম্॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চ লক্ষণ পুরাণে দেখা যায়; সর্গ অর্থে সৃষ্টি। প্রতিসর্গ অর্থে প্রলয়। বংশ অর্থে সূর্যবংশ বা চন্দ্র-বংশাদির বর্ণনা। মন্বন্তর অর্থে চৌদ্দমনুর অধিকার কাল। আর বংশানুচরিত অর্থে, বহু বংশে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্র চিত্রণ। কল্কিপুরাণ এই পঞ্চলক্ষণ সংযুক্ত হওয়ায় ইহা উত্তম পুরাণরূপে স্বীকৃত।

চতুর্বর্গপ্রদং কল্কিপুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রলয়ান্তে হরিমুখাৎ নিঃসৃতং লোকবিস্তৃতম্॥ ২৯
অহো ব্যাসেন কথিতং দ্বিজরূপেণ ভূতলে।
বিষ্ণোঃ কল্কের্ভগবতঃ প্রভাবং পরমাদ্ভুতম্॥ ৩০
যে ভক্ত্যাত্র পুরাণসারমমলং শ্রীবিষ্ণুভাবাপ্লুতং
শৃণ্বন্তীহ বদন্তি সাধুসদসি ক্ষেত্রে সুতীর্থাশ্রমে।
দত্ত্বা গাং তুরগং গজং* গজবরং স্বর্ণং দ্বিজায়াদরাৎ
বস্ত্রালঙ্করণৈঃ প্রপূজ্য বিধিবদ্ মুক্তাস্ত এবোত্তমাঃ॥ ৩১

শ্লোকার্থ। কথিত আছে, এই কল্কিপুরাণ চতুর্বর্গ ফল দাতা। প্রলয়াবসানে ইহা শ্রীহরির মুখ হইতে নির্গত হইয়া জগতে প্রচারিত। ২৯

বেদব্যাস দ্বিজরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া এই পুরাণে ভগবান্ বিষ্ণু-অবতার কল্কির পরমাদ্ভুত প্রভাব কথা কীর্তন করিয়াছেন। ৩০

গাভী, অশ্ব, গজ ও স্বর্ণ সাদরে ব্রাহ্মণকে দানান্তে এবং বস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি ব্রাহ্মণের পূজা পূর্বক যাঁহারা সাধুসভায় ও সুতীর্থাশ্রমে ভক্তিভরে বিষ্ণুভাবে প্লাবিত এই সুনির্মল পুরাণসার শ্রবণ বা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই মনুষ্য মধ্যে উত্তম হইবেন এবং মোক্ষপদ লাভ করিবেন। ৩১

* তুরগং খরং ইতি বা পাঠঃ।

শ্রুত্বা বিধানং বিধিবদ্ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।
ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্বৈশ্যো ধনী শূদ্রো মহান্ ভবেৎ ॥ ৩২
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পঠনাৎ শ্রবণাদপি ॥ ৩৩
ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানং লোমহর্ষণজো মুনিঃ।
শ্রাবয়িত্বা মুনীন্‌ভক্ত্যা যযৌতীর্থাটনাদৃতঃ ॥ ৩৪
শৌনকো মুনিভিঃ সার্দ্ধং সূতমামন্ত্র্য ধর্ম্মবিৎ।
পুণ্যারণ্যে হরিং ধ্যাত্বা ব্রহ্মপ্রাপ সহর্ষিভিঃ* ॥ ৩৫

শ্লোকার্থ। এই কল্কিপুরাণ যথাবিধি শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও ক্ষত্রিয় ভূপতি হন, বৈশ্য ধনবান্ ও শূদ্র মহৎ হন। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র ও ধনাকাঙ্ক্ষী ধন লাভ করেন এবং বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করেন। ৩২-৩৩

মুনি লোমহর্ষণপুত্র ভক্তিভরে মহর্ষিগণকে এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করাইয়া তীর্থ পর্য্যটনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ৩৪

যোগশাস্ত্রবিশারদ ধর্মজ্ঞ মহর্ষি শৌনক মুনিগণের সহিত সূতকে সম্ভাষণপূর্ব্বক পুণ্যারণ্যে শ্রীহরির ধ্যান করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৩৫

* স যোগবিৎ ইতি বা পাঠঃ।

লোমহর্ষণজং সর্ব্বপুরাণজ্ঞং যতব্রতম্।
ব্যাসশিষ্যং মুনিবরং তং সূতং প্রণমাম্যহম্। ৩৬
আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ৩৭
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে* ॥ ৩৮

সজলজলদদেহো বাতবেগৈকবাহঃ

করধৃত করবালঃ সর্ব্বলোকৈক পাহঃ*১।

কলিকুল বলহন্তা মোক্ষঃধর্ম্ম*২প্রণেতা

কলয়তু কুশলং নঃ কল্কিরূপঃ স ভূপঃ॥ ৩৯

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি কল্কিপুরাণং সম্পূর্ণম্।

শ্লোকার্থ। সর্বপুরাণজ্ঞ সংযতব্রত ব্যাসশিষ্য মুনিবর লোমহর্ষণের পুত্র সেই সূতমুনিকে প্রণাম করি। সর্বশাস্ত্র আলোচনান্তে ভূয়োভূয় বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, সর্বদা নারায়ণের ধ্যান করিবে। ৩৬-৩৭

বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণে, আদি, অন্ত ও মধ্য সর্বত্রই লীলা সংকীর্তিত। ৩৮

যিনি সজল জলদ সদৃশ দেহকান্তিযুত, যাঁহার বাহন বায়ুবৎ বেগশালী, যিনি করে তরবারি ধারণ পূর্বক সমস্ত লোক পালন করেন, যিনি কলির সৈন্যসমূহ সংহার পূর্বক সত্যধর্ম স্থাপন করেন, সেই কল্কিরূপ ধর্মরাজ তোমাদের কুশল বিধান করুন। ৩৯

* এই শ্লোক নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

*১ পালঃ ইতি বা পাঠঃ।

*২ সত্যধর্ম প্রণেতা ইতি বা পাঠঃ।

শ্রী কল্কিপুরাণে ভবিষ্যঅনুভাগবতে তৃতীয়াংশে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণের অনুবাদ সমাপ্ত

॥*॥ ওঁ তৎ সৎ ॥*॥

পরিশিষ্ট

এই পুস্তকে সংযোজিত টিপ্পনীসমূহে নিম্নলিখিত শাস্ত্রাবলীর বহু বাক্য উদ্ধৃত।

১। অগ্নিপুরাণ	২। অমরকোষ	৩। দেবীকবচ
৪। মহানির্বাণ তন্ত্র	৫। বিষ্ণুপুরাণ	৬। মনুসংহিতা
৭। সামবেদ ব্রাহ্মণ	৮। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	৯। শ্রীমদ্ভাগবত
১০। কালিকাপুরাণ	১১। ভবিষ্যপুরাণ	১২। মৎস্যপুরাণ
১৩। বরাহপুরাণ	১৪। বায়ুপুরাণ	১৫। কূর্মপুরাণ
১৬। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা	১৭। যোগীনীতন্ত্র	১৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ
১৯। মহাভারত	২০। বিষ্ণুস্মৃতি	২১। লঘুহারিত সংহিতা
২২। শুক্রনীতি	২৩। প্রস্থান ভেদ	২৪। বারাহী তন্ত্র
২৫। হরিবংশ	২৬। ঋগ্বেদ	২৭। ঐতরেয় উপনিষৎ
২৮। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা	২৯। ছান্দোগ্য উপনিষৎ	৩০। রামায়ণ
৩১। জ্যোতিষ তত্ত্ব	৩২। আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র	৩৩। রতিমঞ্জরী
৩৪। রত্নরহস্য	৩৫। সাহিত্য দর্পণ	৩৬। আহ্নিক তত্ত্ব
৩৭। শিব সংহিতা	৩৮। ভাগবতামৃত	৩৯। গরুড়পুরাণ
৪০। অগস্তিমত	৪১। বৃহৎ সংহিতা	৪২। ভাবপ্রকাশ
৪৩। বামন পুরাণ	৪৪। পদ্মপুরাণ	৪৫। সাংখ্যকারিকা
৪৬। রাজনির্ঘণ্ট	৪৭। সূত্র নিপাত	৪৮। দেবীপুরাণ
৪৯। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র	৫০। ধনুর্বেদ	৫১। অধ্যাত্ম রামায়ণ
৫২। রঘুবংশ	৫৩। বিষ্ণুধর্মোত্তর	৫৪। শিক্ষাগ্রন্থ
৫৫। সঙ্গীত পারিজাত	৫৬। সঙ্গীত দামোদর	৫৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
৫৮। যোগসূত্র	৫৯। পঞ্চদশী	৬০। ব্যাসাধিকরণমালা
৬১। যোগ		

পরিশিষ্ট

বরাহ ও নৃসিংহ

তুই অবতারের পুণ্যতীর্থ

এক

মধ্য ভারতে ভূপাল হইতে রেলপথে ৪৫ কিলোমিটার দূরে বিদিশা ষ্টেশন অবস্থিত। বৌদ্ধযুগে বিদিশা এক সমৃদ্ধ জনপদ ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বিদিশা ষ্টেশন হইতে সাত কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে উদয়গিরি বর্তমান। বিদিশা ষ্টেশন হইতে উদয়গিরি পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। কেকা-মুখরিত পর্বত শীর্ষে পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি ক্ষুদ্র রেষ্টহাউস নির্মিত। উড়িষ্যা প্রদেশে ভুবনেশ্বরের অদূরে আর একটি উদয়গিরি অবস্থিত। বহুবর্ষ পূর্বে ভুবনেশ্বরে অবস্থানকালে আমি উহা দেখিয়াছি। ক্যানিংহাম সাহেব ১৮৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্টে মধ্যভারতের উদয়গিরিস্থ গুহা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্টস্মিথ্ ক্যানিংহামকে অনুসরণ করিয়াছেন। গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম কিরূপে উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহার পরিষ্কার পরিচয় উদয়গিরির ভাস্কর্য ও স্থাপত্য আলোচনা করিলে পাওয়া যায়। উদয়গিরিস্থ বিভিন্ন গুহা মধ্যে বরাহ অবতার, একমুখী শিবলিঙ্গ, শেষশায়ী বিষ্ণু, মহিষমর্দিনী, স্কন্দ কার্তিকেয়, গণেশাদির মূর্তি বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি জৈন মূর্তিও দেখা যায়। পাঁচ সংখ্যক গুহায় বরাহমূর্তি অবস্থিত। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উক্ত মূর্তি খোদিত হয়। ঐ গুহা সর্বাপেক্ষা ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ। অবতারের বিরাট-শরীর নরাকৃতি হইলেও মস্তকটি বরাহের। উহার হাত দুইটি, বামপদে একটি নাগেন্দ্র কুণ্ডলীদলিত। ঐ নাগরাজের মস্তকে তেরো ফণা শোভিত, সাতটি ফণা সম্মুখে ও ছয়টি ফণা পশ্চাতে এবং গলদেশে রত্নহার পরিহিত। নাগরাজের মূর্তির পশ্চাতে নতজানু বরুণ দেবের মূর্তি আছে। বরাহ মূর্তির ডান হাত পশ্চাতে

কোমরে রক্ষিত, বাম হাত জানুতে। তাঁর হাত পাগুলি হাতির মত মোটা ও লম্বা। ইহার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া তিনি একটি পুষ্পমাল্য গলায় পরিয়াছেন। তাঁহার পেশীবহুল বলিষ্ঠ শরীরে আত্মবিশ্বাস ও অসীম সাহস প্রকটিত। তিনি মূর্তিমান মহাশক্তিরূপে অবলীলাক্রমে পার্থিব কর্তব্য পালনে অবতীর্ণ। দক্ষিণ দন্তদ্বারা তিনি গভীর জলের মধ্য হইতে ধাত্রী ধরিত্রীর পেলব শরীর উত্তোলন করিতেছেন। যেমন বরাহ অবতারের মূর্তি বিরাট ও কঠিন, তেমনি বসুমতীর আকৃতিও কোমল ও ক্ষুদ্র। দেবীমূর্তির মুখটি অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সমস্ত শরীর হইতে উহার কারুকৃতির আভাষ পাওয়া যায়। তাঁহার দেহ নগ্নপ্রায় এবং কটিদেশে ও পদদ্বয়ে দুএকটি অলঙ্কার শোভিত, স্তনযুগল কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে প্রকটিত এবং তাঁহার শরীর সর্পিল ভঙ্গিতে বরাহের বাম স্কন্ধের উপর রক্ষিত। মনে হয়, পরম নির্ভরতায় তিনি বরাহের শুণ্ডকে জড়িয়ে ধরিয়াছেন। এই সমস্ত শিল্প মিলিতভাবে একটি সুন্দর শান্তশ্রী পরিস্ফুট করিয়াছে।

এই পটভূমিতে রেখায়িত তরঙ্গে মহাসাগরের গভীরতা অভিব্যক্ত। উল্লিখিত প্রধান মূর্তিসমূহের পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে চার সারি মূর্তি বিদ্যমান। ইহারা বাদনরতা অপ্সরা, দেবাসুর ও ঋষিবৃন্দ। বামদিকে অপ্সরাগণ কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যরতা। তন্মধ্যে বৃষবাহন ভূতনাথ, ব্রহ্মা ও জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে দেবগণকে এবং জটা শ্মশ্রুধারী ঋষিগণকে সহজে চেনা যায়। ডানে ও বামে যে দুটি দেওয়াল আসিয়া মিলিয়াছে, উহাতে সুদক্ষ ভাস্কর গঙ্গা ও যমুনার সাগরাভিমুখে যাত্রা প্রদর্শন করিয়াছেন। উর্দ্ধে আকাশচারী দেববৃন্দ দেখা যায়। তন্নিম্নে পাঁচটি অপ্সরা আছেন, মধ্যস্থিতা অপ্সরা নৃত্যরতা ও অন্যান্য অপ্সরা বাদনরতা। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সারঙ্গী, বাঁশী আর মৃদঙ্গ দেখা যায়। দুইপার্শ্বে তরঙ্গায়িত আকারে রূপায়িত দুই নদীর বহমান স্রোত ধারা উৎকীর্ণ। অপ্সরাবৃন্দের নীচে মকর বাহিনী গঙ্গা ও কূর্মবাহিনী যমুনার মূর্তিদ্বয় আছে। ইহাদের হস্তে কলস বিধৃত। অতঃপর দুইধারা মিলিত হইয়া সাগরে ধাবিত। তথায় সমুদ্রের দেবতা বরুণ নদীদ্বয়কে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। বরুণ-

দেবের হাতে কলস, আজানু সলিলে নিমজ্জিত, বস্ত্রাবৃত কটিদেশ, মস্তকে মুকুট ও গলদেশে মুক্তাহার শোভিত। কোন পুরাণে আছে, একটি ভয়ঙ্কর মহাসুর বসুমতীকে অপহরণ পূর্বক গভীর সমুদ্রের তলদেশে তাঁহাকে লুক্কায়িত রাখেন। ভগবান বিষ্ণু বরাহ মূর্তি ধারণ পূর্বক সাগরের অতলে প্রবেশান্তে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অন্যপুরাণে আছে, দেবগণ ও বসুমতী দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের অত্যাচারে অস্থির হইলে ভগবান বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক অত্যাচারী মহাসুরকে সংহার করেন। সম্ভবতঃ এই কাহিনী পরবর্তী যুগে পুরাণে প্রক্ষিপ্ত। গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্য্যে তার উল্লেখ নাই। এই স্থানের দৃশ্য প্রথম কাহিনীর অনুগামী। যেমন গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্মের অমিত প্রভাব স্তিমিত হইলে সাচির মন্দিরে, স্তূপে ও তোরণের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে তেরশত বৎসরের বৌদ্ধ-ধর্মের উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত সুলিখিত আছে, তেমনই উদয়গিরির গুহা সমূহে গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের বিকাশ কাহিনী জানা যায়। এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান ৭ কিলোমিটারও নয়। গুপ্তরাজগণ বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা প্রচার পূর্বক হিন্দুধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাবৃন্দও শাসক-গণের অনুসরণ করেন।

মহাকবি কালিদাসের সময় এই স্থান দশার্ণ নামে খ্যাত ছিল। সম্ভবতঃ এই পাহাড়কে তিনি 'নীচের গিরি' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে দশার্ণের ক্ষুরধার তরবারী প্রশংসিত। কৌটিল্য এই স্থানের হস্তি উল্লেখ করিয়াছেন। দশার্ণের মর্মস্থলে আধুনিক উদয়গিরি অবস্থিত।

গুপ্তযুগে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের পূজা তত্রস্থ সমাজে প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন বরাহ অবতার। ইহার প্রমাণ, গুপ্তযুগের ধ্বংসাবলী হইতে নানাস্থানে বরাহ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অল্পকাল পরবর্ত্তী যুগে বাদামী, বিজাপুর ও মমল্লপুরমেও ভাস্কর্য্যের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত বাস্তবধর্মী রোমশ এবং চতুষ্পদ বরাহমূর্তির নমুনা মধ্যভারতের এরান, বিলহারী এবং খো নামক স্থানে আছে। বাদামী, বিজাপুর ও মমল্লপুরমের বরাহমূর্তি চতুর্ভুজ।

উদয়গিরিস্থ বরাহ অবতারের বিশেষত্ব ইহার অনুসঙ্গরূপে গঙ্গা ও যমুনার অবতরণ। কোন পুরাণে বা শিল্পগ্রন্থে ইহা একত্রে প্রদর্শিত না হইলেও এই যুগোপযোগী ঘটনায় ইহাদের সন্নিবেশ যথাযত।

উদয়গিরির বরাহমূর্তি প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জয়সওয়াল বলেন, এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা রূপকের মাধ্যমে সুচিত্রিত। জানা যায়, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার বিশাখদত্ত 'দেবীচন্দ্রগুপ্তম্' নামেও একটি নাটক লিখিয়াছিলেন। এই নাটক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের বিখ্যাত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে রচিত। চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্ত অল্পকাল রাজত্ব করেন। রামগুপ্তের শাসনকাল সম্বন্ধেও বিদিশায় শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন দুঃসাহসী শক রাজা যুদ্ধে রামগুপ্তকে পরাজিত করেন। আর শান্তি স্থাপনের মূল্যরূপে রাণী ধ্রুবস্বামিণীকে সমর্পণের অপমানজনক সর্ত মানিয়া লইতে তাঁহাকে বাধ্য করেন। এই অপমানের দুঃসহ জ্বালা সহিতে অক্ষম হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত রাণীর ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক সহচররূপে নারীবেশী অল্পসংখ্যক সশস্ত্র সৈনিক লইলেন। এইরূপে ছদ্মবেশে তিনি শত্রুশিবিরে প্রবেশ পূর্বক ছুরিকাঘাতে শক রাজাকে হত্যা করেন। তৎপরে তিনি প্রজাপ্রিয় হইয়া উঠিলে ষড়যন্ত্র সহকারে অগ্রজকে বিনাশ করিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট হন এবং অগ্রজপত্নী ধ্রুবস্বামিনীকেও তাঁহার অঙ্কশায়িনী করেন। বিশাখ দত্ত রচিত নাটকে ভগবান বিষ্ণুর সহিত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাদৃশ্য কল্পিত। যেমন বরাহরূপে বিষ্ণু ধরিত্রীকে অবমাননার কলঙ্ক হইতে রক্ষা করেন, তেমনি চন্দ্রগুপ্তও ভ্রাতৃজায়াকে শনিগ্রহের কোপ হইতে উদ্ধার করেন। বিশাখদত্ত কল্পিত রূপকের সঙ্গে উদয়গিরির দৃশ্যের এত ঘনিষ্ট সাদৃশ্য থাকায় অনুমিত হয় তিনিই ইহার মূল অঙ্কনভাগ পরিচালন করিয়াছিলেন। গুহার নীচে যে দৃশ্য দেখা যায়, উহাতে প্রাচীন দশার্ণবাসীর নৃত্যগীতের প্রতি আগ্রহ পরিস্ফুট। উহাতে তৎকালে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধেও পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর কটিদেশে শোভমান অলঙ্কার রাজী দেখিলে এই ধারণা জন্মে, উচ্চ বংশীয় নারীগণ ঐ সকল অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। বরুণদেব ও নাগরাজের মূর্তিদ্বয়ে দেখা যায়,

াহাদের পরিধানে সাধারণ ধুতি ও জামা, মস্তকে মুকুট, গলায় হার ও বাহুদ্বয়ে ড়। তৎকালীন রাজা ও রাজন্যবৃন্দের পরিধেয় সম্বন্ধে উদয়গিরির বরাহ বতার মূর্তি আলোকপাত করে।

(কলিকাতার 'যুগান্তর' দৈনিক ১১ই জানুয়ারী ১৯৭০ রবিবার প্রকাশিত শ্রীদেবাশিস বাগ্‌চির তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ অবলম্বনে ইহা লিখিত।)

বঙ্গোপসাগরের প্রান্তভাগে পূর্বঘাট পর্বতমালা প্রসারিত। উহার এক পার্শে তরঙ্গাকুল উপসাগর এবং অন্য পার্শ্বে অরণ্যবেষ্টিত অসংখ্য প্রান্তর। উল্লিখিত পর্বতমালার এক কক্ষে গিরিশৃঙ্গ সিমাচলম্ দণ্ডায়মান। কলিকাতা হইতে সিমাচলমের দূরত্ব প্রায় ৫৪০ মাইল এবং বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী সুবিখ্যাত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ভিশাখাপট্টম হইতে সাতমাইল দূরে স্থিত। ভিশাখাপট্টম তে ট্রেনে বা বাসে সিমাচলম্ যাওয়া যায়। তবে তীর্থযাত্রীপক্ষে বাসপথই বিধাজনক। কারণ, রেলষ্টেশন হইতে মূল মন্দিরের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। র বাস যাত্রীগণকে নৃসিংহ পাহাড়ের পাদদেশে লইয়া যায়। বিগ্রহ দর্শনের স্ত সময় সকালে বা অপরাহ্ণে। ইহা ব্যতীত দিবাভাগের অন্য সময় বিগ্রহ করা যায়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের উপরে ওঠা অতিশয় কষ্ট ধ্য। ভিশাখাপট্টম সহর হইতে প্রতিঘণ্টায় নৃসিংহ পাহাড়ে বাস চলে। রের উচ্চনীচ রাস্তা ও দুই পার্শ্বে ছোট বড় পাহাড়ের গাত্রে কংক্রীট ও র বাসপথ নির্মিত। কখনও উপত্যকার উপরে, বিপদসঙ্কুল অরণ্যানী করিয়া দুই একটি বসতির পাশ দিয়ে পথিকের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়। ঘণ্টার মধ্যে তীর্থযাত্রী যথাস্থানে উপস্থিত হয়।

বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকট হইতে নৃসিংহ পাহাড় পর্য্যন্ত সর্পিল পথে সহস্রাধিক াপনাবলী অতিক্রম করিতে হয়। এই সুপ্রশস্ত সোপান সমূহের পাশে কলা, াম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ এবং বিবিধ ভেষজবৃক্ষ অবস্থিত। মাঝে াঝে সহস্র সোপান বক্রপথে ঘুরিয়া এক একটি সমতল চত্বরে মিলিত হয়।

পরিশ্রান্ত তীর্থযাত্রীবৃন্দ ইহার ছায়াশীতল বক্ষে অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে আবা
মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন। নৃসিংহ পাহাড় প্রায় ১১০০ ফুট উচ্চ। ইহা
কক্ষে প্রায় ৮৫০ ফুট উপরে গঙ্গাধর ঝরণা দ্রষ্টব্য। এই অমৃতবর্ষিণী জলস্থ
কঠিন পাষাণের মধ্যে কোমল প্রাণপ্রতীক সদৃশ। ইহা সমস্ত পাহাড়ে একমা
প্রাণ কেন্দ্রস্বরূপ। যাত্রীবৃন্দের সুবিধার জন্য ঝরণার চারিপার্শ্বে অল্পস্থা
বাঁধান ঝর্ণাজলের আস্বাদ অমৃততুল্য, অনির্বচনীয়। উহার শীতলস্পর্শ
প্রত্যেকের প্রাণে মধুর তৃপ্তিদান করে। এই জল বিবিধ ভেষজ গুণযুক্ত বলিয়
অনেকে ইহা পান করিতে আসেন। সমস্ত তীর্থযাত্রীই প্রথমে এখানে স্নান ও
উহার জল পান করেন। এইস্থান বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত ও ছায়াশীতল এবং
উপরে ওঠার সময় ক্লান্তি দূর করে। স্নানান্তে বিগ্রহ দর্শনার্থ প্রায় ৫০ ফু
নীচে নামিতে হয়। প্রথমে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের
সম্মুখে কয়েকটি বিক্রেতা ফল ফুলাদি বিক্রয়ার্থ উপবিষ্ট। মন্দিরস্থ দেবতার
পূজার জন্য প্রত্যেক তীর্থযাত্রী একটি নারিকেল, দুইটি কলা, দুইটি ধূপকাঠি
এবং অল্প কিছু কর্পূর এখানে ক্রয় করে। ইহার জন্য সোয়া পাঁচ আনা পয়সা
দিতে হয়।

ডান দিকে একটি বিধ্বস্ত দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথি
আছে, পুরাকালে এই স্থান দুর্গে পরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু হিন্দুদ্বেষী মুস
মানগণের আক্রমণের ফলে এইমাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রাচীরের সম্মুখে প্র
নির্মিত সুবৃহৎ নাটমণ্ডপ বর্তমান। নাটমণ্ডপের পরে একটি সুপ্রশস্ত চত্ব
তৎপার্শ্বে প্রধান মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের প্রধান দ্বার স্বর্ণময় মোটা পা
মোড়া এবং উহার মেঝে মূল্যবান কষ্টি পাথরে নির্মিত। এই দ্বারের এ
পার্শ্বে মন্দির ট্রাষ্টের কেরানী বসিয়া আছেন এবং বিগ্রহ দর্শনার্থ তীর্থযাত্রী
গণের নিকট হইতে প্রবেশ মূল্যরূপে মাত্র দশ পয়সা আদায় করেন ও সেইজ
টিকিট দেন। ইহা দেখিয়া দেব মন্দিরের প্রধান দ্বারী দেব দর্শনের অনুম
দেন। প্রধান মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরে নির্মিত আরও একটি নাটমণ্ড
আছে। তৎপরে বিগ্রহের আসন দেখা যায়। ওই আসন সোনার পা

মোড়া একটি আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত। প্রচলিত রীতি অনুসারে এই আসনকে পাঁচবার প্রদক্ষিণান্তে পূজার স'মগ্রী উপস্থিত পূজারীর হাতে দিতে হয়। দেবতার বিগ্রহ চন্দনে আবৃত থাকে বৎসরের প্রত্যেক দিন। কেবল অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে মুখ্য দেব দর্শন সম্ভব হয়। উক্ত দিন দেবতার নিজস্ব আকৃতি প্রত্যেক দর্শককে দেখানো হয়। বৎসরের অন্য দিনে চন্দনাবৃত দেববিগ্রহকে শিবলিঙ্গতুল্য দেখায়। এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নোক্ত বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যথা, চৈত্র শুদ্ধ একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কল্যাণ উৎসব, অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে চন্দন যাত্রা, বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব, বৈশাখী চতুর্দশী তিথিতে নৃসিংহ জয়ন্তী, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গিরি প্রদক্ষিণ, বিজয়া দশমী, মকর সংক্রান্তি উৎসব, পৌষ মাসে বেহুলা অমাবস্যায় দীপ উৎসব এবং মুক্তি একাদশী উৎসব। মন্দিরের চারিদিকে প্রস্তর চত্বর নির্মিত। মন্দিরের গাত্রে এবং চত্বরে প্রাচীন পালি ও প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় বহু লিপি খোদিত আছে। এইগুলিতে মন্দিরের ইতিবৃত্ত এবং মন্দিরের স্বার্থে আত্মত্যাগী ভক্তবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত।

এখানে রক্ষিত স্থল পুরাণ গ্রন্থে এই মন্দিরের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণে আছে, হিরণ্যকশিপু পরম বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। বিষ্ণুর চিরশত্রু হিরণ্যকশিপু বহু অত্যাচার করিয়াও পুত্র প্রহ্লাদকে বিষ্ণু নাম ত্যাগ করাইতে অসমর্থ হওয়ায় পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধাগ্নি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। স্থলপুরাণ অনুসারে এই সিমাচলম্ হইতে প্রহ্লাদ সাগর সলিলে নিক্ষিপ্ত হন। যখন ইহাতেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না, তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর প্রধান রক্ষীবর্গের সাহায্যে তাঁহাকে সীমাচলম্ পাহাড়ের উচ্চশীর্ষ হইতে নিম্নে প্রস্তরময় ও অরণ্যসঙ্কুল গভীর উপত্যকায় নিক্ষেপ করেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু প্রিয় ভক্তের প্রাণরক্ষার্থ এখানে আবির্ভূত এবং উক্ত পাহাড়ের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া উহাকে রক্ষা করেন। ইহার ফলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর ক্রোড়ে আশ্রয় পান। অনন্তর বিষ্ণুদেব বরাহ নৃ-সিংহ মূর্তি ধারণ পূর্ব্বক

হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। উত্তরকালে দেবতার প্রসাদে এই মন্দির প্রহ্লাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী যুগে বহু দেবারাধ্য এই তীর্থক্ষেত্র কালের বিবর্তনে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিমজ্জিত হইতে থাকে এবং শোচনীয় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। এইরূপে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়। ইহার পরে কথিত আছে, রাজা পুরূরবা ও তদীয় প্রিয়তমা মহিষী উর্বশী স্বপ্নে শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁহার মন্দির সংরক্ষণার্থ তাঁহাকে আদেশ করেন। তিনি তাঁহাকে ইহাও জানান, একমাত্র অক্ষয় তৃতীয়া দিবস ব্যতীত অন্য সবদিন তাঁহার মূর্তিকে চন্দনে আবৃত রাখিতে হইবে। উক্ত শুভ দিন ব্যতীত অন্যদিনে তাঁহাকে দর্শন করিলে দর্শকগণের সমূহ ক্ষতি হইবে। অনন্তর রাজা ও রাণীর বহু চেষ্টায় উক্ত স্থান পরিষ্কৃত হইলে বিগ্রহ পূজার সমগ্র ভার তাঁহারা গ্রহণ করেন।

স্থল পুরাণোক্ত নির্দেশ অনুসারে আজও অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে পবিত্র চন্দন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুভদিনে বিগ্রহের গাত্রস্থ সমস্ত চন্দন অপসারিত হয় এবং দেবতার নিজস্ব স্বরূপ ভক্তবৃন্দকে দেখান হয়। ইহা একটি পুণ্যদিন। বহুদূর হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত দেবতার নিজস্ব স্বরূপ দর্শনার্থ মন্দিরে সমবেত হন। স্থলপুরাণে কথিত হইয়াছে, দেবতার এই স্বরূপ দর্শনে দর্শকগণ মোক্ষফল প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট সর্ব্ব দিনে বিগ্রহ চন্দনাবৃত থাকেন। এই উদ্দেশ্যে মন্দির ট্রাষ্ট কর্তৃক ১২।১৪ জন সেবক নিযুক্ত আছেন। মন্দিরের পার্শ্বস্থ চত্বরে ইঁহারা সর্বদা বড় বড় চন্দন কাঠ বৃহৎ পিঁড়িতে ঘষিতে থাকেন।

যদিও সিমাচলমে এই পবিত্র বরাহ-নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব আজও রহস্যময় ও পুরাণ কাহিনীর মায়াজালে সমাবৃত, কিন্তু ইহার চত্বর এবং মন্দির গাত্রে খোদিত লিপিগুলি হইতে এই মন্দিরের অস্তিত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যতার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের মৌলিক ইতিহাস এবং হিন্দু নৃপতিবৃন্দের বীরত্ব, ধর্মভাব ও মহান আদর্শ লিপিবদ্ধ। এই সুপ্রাচীন দেবমন্দির বহু কারুকার্য্য শোভিত। তন্মধ্যে

কোথাও বা দেব-দেবীর মূর্তি, কোথাও অবতারের বিভিন্ন স্বরূপ, কোথাও প্রাকৃতিক চিত্রাবলীর শিল্প নৈপুণ্য সুলক্ষিত হয়। মূল মন্দিরের শীর্ষদেশে মূল্যবান স্বর্ণ চূড় সুশোভিত।

প্রাচীর গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১০২১ শকাব্দে বা ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গজয়ী চোলরাজ কুলটাঙ্গের সময়ে এই মন্দির তীর্থরূপে অধিষ্ঠিত ছিল। আর এক শিলালিপিতে অবগত হওয়া যায়, ভেলেনাড়ুর রাজা তৃতীয় গোঙ্কার (১১৩৭-৫৬ অব্দে) ও রাণী এই মূর্তি স্বর্ণপত্রে আবৃত করেন। কলিঙ্গ-রাজগণও এই মন্দির পরিশোভনে বহু অর্থ ব্যয় করেন। রাজা প্রথম নৃসিংহ এই মন্দিরের মূল মণ্ডপ, নাটমণ্ডপ এবং বহিরাবেষ্টনী নির্ম্মাণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং মূল্যবান কৃষ্ণপ্রস্তর ক্রয়ান্তে মন্দিরে দান করেন। এই সমস্ত নির্মাণ ১২৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। রাজমুন্দ্রীর রেড্ডিগণ, অদাদির মথ্যাশ, পঞ্চদরলের বিষ্ণুবর্ধন চক্রবর্তীকুল এবং কটকের সূর্য্যবংশীয় গজপতিগণ ভক্তিভরে এই মন্দিরের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে বিজয়নগর রাজ্যের খ্যাতনামা রাজা কৃষ্ণদেব রায়, উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র রায়ের সঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী ঘোর যুদ্ধের সময় ১৫১৬ এবং ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার এই মন্দিরে আগমন পূর্বক ভগবান নৃসিংহের পূজার্চ্চনা করেন। তৎকালে তিনি এই মন্দিরকে অনেক অলঙ্কারাদি এবং অমূল্য প্রস্তর দান করেন এবং বিগ্রহের নিয়মিত অন্ন-ভোগাদির পরিচালনার্থ কয়েকটি গ্রামও মন্দিরকে উপহার দেন। প্রসিদ্ধ নৃপতি পটচলপটক প্রভৃতি প্রদত্ত বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি অত্থাপি বিত্থমান। এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে প্রাচীন অন্ধ্রপ্রদেশের চারুশিল্প ও অকৃত্রিম শিল্প সাধনা ও শিল্প সৌন্দর্য্য সযত্নে উৎকীর্ণ।

উড়িষ্যার গজপতিগণের পতনের পর এই অঞ্চল গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব সাহেবগণের অধিকারে আসে। উল্লিখিত গজপতিবৃন্দ উক্ত অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাজা কৃষ্ণরায়ের উপর ন্যস্ত করেন। গোলকুণ্ডার কুতব সাহেবের রাজত্বকালে এই মন্দির অপবিত্র হয়, লুণ্ঠিত হয় এবং মন্দির দুর্গ

বধ্বস্ত হয়। এই ধ্বংসের এক অংশ হনুমান দ্বারের নিকট অদ্যাপি বিদ্যমান। পরবর্তীকালে গোলকুণ্ডার সুলতানগণের পতনের পরে ভিজিয়ানা গ্রামের শাসকগণ সীমাচলমের ক্ষয়িত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহারাই এই মন্দিরের নিরাপত্তা এবং পরিচালনার গুরু ভার গ্রহণ করেন এবং মন্দিরকে বহু অর্থ, অলঙ্কার ও জমি দান করেন। অধুনা এই মন্দির তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মহামান্য শ্রীরাজা পুষভতি ভিজিয়ানা গ্রাম গজপতি বাহাদুর এম, এল, এ এখন এই মন্দিরের প্রধান তত্ত্ববধায়ক।

এই মন্দিরের প্রধান সম্পত্তিস্বরূপ কয়েকটি পাহাড় এবং তৎ পার্শ্ববর্ত্তী প্রচুর জমি আছে। বিগ্রহের গাত্রে যে স্বর্ণালঙ্কার সমূহ অবস্থিত, তাহার মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। এইসকল অলঙ্কারের মধ্যে স্বর্ণ কবচটি প্রধান। উহার ওজন প্রায় আটশত তোলা এবং মূল্য ৭২,০০০ টাকা। ইহা ব্যতীত ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয় উৎসব উপলক্ষে বিজয়নগর-রাজ শ্রীকৃষ্ণদেব রায় এই বিগ্রহকে একটি মহামূল্য পদ্মরাগমণি দান করেন। ইহার মূল্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

সীমাচলম পাহাড় নীরব পর্বতবেষ্টিত। ইহা যুগ যুগ যাবৎ ভক্তবৃন্দের উপাসনার তীর্থক্ষেত্র। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ও মানবতার মহা মিলনের এই পূত সঙ্গম চিরদিন সকলকে বিমুগ্ধ, বিস্মিত এবং ভক্তিপ্লুত করিতেছে।

(কলিকাতার 'বিশ্ববানী' মাসিকে ১৩৬৪ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসমরজিৎ করের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ অবলম্বনে ইহা লিখিত।)

তিন

অগ্নি পুরাণোক্ত বিষ্ণুধ্যান

ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় অগ্নিপুরাণে (৩৮২।১৬-২০½) নিম্নোক্ত ধ্যানে বর্ণিত।

যত্তদ্ ব্রহ্ম যতঃ সর্বং যৎ সর্বং তস্য সংস্থিতম্।
অগ্রাহ্য কমর্ণিদের্শ্যাং সুপ্রতিষ্ঠং চ যৎপরম্॥

পরাপর স্বরূপেণ বিষ্ণুঃ সর্বহৃদিস্থিতঃ।
যজ্ঞেশং যজ্ঞ পুরুষং কেচিদিচ্ছন্তি তৎপরম্॥
কেচিদ্বিষ্ণুং হরং কেচিৎ অকেচিদ্বি্ক্ষাণমীশ্বরম্।
ইন্দ্রাদি নামভিঃ কেচিৎ সূর্যং সোমং চ কালকম্॥
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগদ্বিষ্ণুং বদন্তি চ।
স বিষ্ণুঃ পরমং ব্রহ্ম যতো নাবর্ততে পুনঃ॥
সুবর্ণাদি মহাদান পুণ্যতীর্থবিগাহনৈঃ।
ধ্যানৈ ব্রতৈঃ পূজয়া চ ধর্মশ্রুত্যাবদাপ্নুয়াৎ॥

অর্থ। যিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, যিনি সকলের উৎপত্তির কারণ, যিনি সর্বস্বরূপে বিরাজমান; অর্থাৎ এইসকল বস্তু যাঁহার সংস্থান (আকার বিশেষ) হয়। যিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, যাঁহাকে কোন নাম দ্বারা নির্দেশ করা যায় না; যিনি সুপ্ত তিষ্ঠিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হন, সেই পরাপর ব্রহ্মের রূপ অবলম্বনে সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি যজ্ঞ স্বামী, যজ্ঞস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ পরব্রহ্মরূপে প্রাপ্তি কামনা করেন, কেহ বিষ্ণুরূপে, শিবরূপে, ব্রহ্মারূপে, ঈশ্বররূপে, ইন্দ্রাদি নামে এবং কেহ বা সূর্য্য, চন্দ্র ও কালরূপে আরাধনা করেন। মনীষিগণ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুরই স্বরূপ বলিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু পরব্রহ্ম পরমাত্মা। তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিলে পুনরায় এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না। সুবর্ণ দানাদি স্বরূপ বিশাল দান, পুণ্যতীর্থে স্নান, ধ্যান, ব্রত, পূজা এবং ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ও তাঁর অমৃতবাণী পালন করিলে তাঁহার দর্শন সহজে লাভ করা যায়। ইহার অর্থ, বিষ্ণু দর্শনে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়।

অগ্নিপুরাণোক্ত

শ্রীবিষ্ণুর নবব্যুহার্চন বিধি

অগ্নিদেব বলিতেছেন, হে বশিষ্ঠ, এখন আমি নবব্যুহার্চন বিধি বলিব। উহা ভগবান শ্রীহরি ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ ঋষিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পদ্মময মণ্ডলস্থিত শ্রীশ্রীবাসুদেবকে অং বীজ দ্বাবা পূজা করিবে। যথা অং বাসুদেবায় নমঃ। আং বীজ সংযুক্ত করিয়া অগ্নি কোণে সংকর্ষণেব পূজা করিবে। অং বীজে দক্ষিণ দিকে প্রদ্যুম্নকে, নৈঋত কোণে অঃ বীজে অনিরুদ্ধকে, প্রণবযুক্ত (ওঁ) পশ্চিম দিকে নারায়ণের, বায়ুকোণে তৎসদ্ বীজে ব্রহ্মার, হং বীজ যুক্ত করিয়া বিষ্ণু এবং ক্ষৌং বীজ সংযুক্ত করিয়া উত্তরদিকে নৃসিংহের পুজা করিবে। পৃথিবীকে ঈশান কোণে এবং বরাহকে পশ্চিমদ্বারে পূজা করিবে।

কং টং শং সং—এই বীজযুক্ত কবিয়া পূর্বাভিমুখ বাহন গরুড়কে দক্ষিণ দিকে পূজা করিবে। খং ছং বং হুং ফট্ এবং খং ঠং ফং শং এই বীজ সংযোগ-পূর্বক চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে গদার পূজা করিবে। বং ণং মং ক্ষং এবং শং ধং দং ভং হং এই বীজে কোণ মধ্যে শ্রীদেবীর পূজা করিবে। দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে গং ডং বং শং এই বীজ দ্বারা পুষ্টিদেবীর পূজা করিবে। পীঠের পশ্চিম দিকে ধং বং বীজমন্ত্রে বনমালার পূজা করিতে হয়। সং হং লং এই বীজে পশ্চিম দিকে শ্রীবৎস এবং ছং তং যং এই বীজমন্ত্র দ্বারা জলে কৌস্তভের পূজা করিবে। পুনবায় দশমাঙ্গ ক্রমে (পাঁচ অঙ্গন্যাস ও পাঁচ করন্যাস) শ্রীবিষ্ণুকে এবং অধোভাগে ভগবান অনন্তকে তাঁর নামের সহিত নমঃ পদ সংযুক্ত করিয়া পূজা করিবে। দশ অঙ্গাদিকা ও মহেন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালকে পূর্বাদি দশ দিকে পূজা করিবে। পূর্বাদি দিকে চার কলশের পূজা করিতে হয়। তোরণ, বিতান (চাঁদোয়া) ও অগ্নি, বায়ু এবং চন্দবীজে মণ্ডল মধ্যে ক্রমশঃ ধ্যানসহ স্বীয় শরীর বন্দনাপূর্বক অমৃত ধারা প্লাবিত করিতে হয়।

আকাশস্থিত আত্মার সূক্ষ্মস্বরূপের ধ্যান করিয়া চিন্তা করিতে হয়, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ক্ষরিত শ্বেত অমৃত ধারায় আমি নিমগ্ন আছি। প্লাবন দ্বারা যাহা সংস্কৃত, তাহাই অমৃত আত্মার বীজস্বরূপ। এই অমৃত হইতে উৎপন্ন পুরুষই আত্মা, স্বস্বরূপ। আরও ভাবিতে হয়, আমিই স্বয়ং বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হইয়াছি। ইহার পর দ্বাদশ বীজ দ্বারা ন্যাস করিতে হয়। যথা বক্ষস্থল, শিখা, পৃষ্ঠভাগ, চক্ষুদ্বয় এবং দুই হাতে হৃদয় স্পর্শ করিয়া মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয় এবং অস্ত্র এই অঙ্গ সমূহের ন্যাস কবিবে। দুই হাতে অস্ত্রের ন্যাস করার পর সাধকের শরীর দিব্যতাপ্রাপ্ত হয়। যেমন স্বীয় শরীরে ন্যাস করিতে হয়, তেমনই বিগ্রহে এবং শিষ্যের শরীরে তদ্রূপই ন্যাস বিধেয়। হৃদয়ে শ্রীহরির পূজাকে নির্মাল্য রহিত পূজা বলে। মণ্ডলাদিতে নির্মাল্য সহিত পূজা করা হয়। দীক্ষাকালে শিষ্যের চক্ষুদ্বয় বাঁধা থাকে। তদ্রূপ অবস্থায় তিনি (অর্থাৎ শিষ্য) ইষ্টদেবের বিগ্রহের উপর যে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করেন, তদনুসারে তাঁর নামকরণ হওয়া উচিত। শিষ্য গুরুর বাম দিকে বসিয়া তিল, চাল এবং ঘৃত দ্বারা হোমে ১০৮ আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর কার্যাসিদ্ধি নিমিত্ত শিষ্য এক হাজার আহুতি দিবে। নবব্যূহ মূর্তির জন্য এবং অঙ্গের জন্য সে একশতের অধিক আহুতি দিবে। তদনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন এবং শিষ্যের কর্তব্য ধনাদি দ্বারা গুরুর পূজা।

বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষাদানকালে উক্তরূপে নবব্যূহার্চন করিতে হইত। অধুনা এই প্রাচীন পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছে।

নৃসিংহ দর্শন

অন্তিম জীবনে ভাগ্যদোষে অন্ধ হয়ে পড়ায় এবং উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্রাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। দীর্ঘকাল দুঃখদৈন্যে জর্জরিত হইয়া আমি জাগ্রৎ বা স্বপ্নে কখনও কখনও উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতাম, চীৎকার করিয়া কাঁদিতাম। স্বপ্নাবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিলে

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ২০শে ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭২ মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে পুরাণ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আমি স্বীয় শয্যায় বিশ্রাম কালে বেলা ২ টায় নিদ্রিত অবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, অন্তঃস্থলে পুঞ্জীভূত বেদনা উচ্ছসিত হইল। তখন কোন দয়াময় দেবমানব নিকটে আসিয়া আড়ালে থাকিয়া আমাকে গভীর সান্ত্বনা দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে বলিলেন, তুমি এত দুঃখ কর কেন! তোমার দুঃখ অচিরে দূর হইবে!! নিদ্রা-ভঙ্গে আমি দক্ষিণ বারান্দায় আসিয়া চৌকিতে বসিলাম এবং বৈকাল তিনটায় মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমাকে নিদ্রাকালে এত মধুর সান্ত্বনা দিলেন? আমি নিকটে চৌকির উপরে দক্ষিণ মুখে বসিয়াছিলাম এবং মহাগৌরী অদূরে টেবিলের পাশে উচ্চ টুলে বসিয়া দেখিলেন, আমার বাম দিকে একটি ভয়ঙ্কর দেবমানব ডানহাতে খড়্গসহ আবির্ভূত এবং মৎপ্রতি অভয় প্রদানে নিরত। তাঁহার মস্তক সিংহতুল্য বৃহৎ, নিম্নাঙ্গ নরতুল্য দ্বিপদ ও মুখে মধুর হাস্য ও চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং মাথায় সোনার মুকুট ও কেশর সদৃশ সোনালী লম্বা চুল। ইনি অবতার নরসিংহ এবং ধর্মস্থাপনার্থ হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ নখাঘাতে বিদীর্ণ ও নিহত করেন। অবাধ্য অপ্রিয় পুত্র প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হরি কি এই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেও অবস্থিত? বালক প্রহ্লাদ গভীর বিশ্বাসে উত্তর দিলেন, হাঁ পিতঃ, নিশ্চয়ই। তখন উক্ত স্ফটিক স্তম্ভ হইতে সিংহাকৃতি ভগবান নরসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলেন। সেই নরসিংহ অবতারকে সম্মুখে দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম এবং সভক্তি মানস প্রণাম করিলাম। অল্পক্ষণ পরে ভগবান নরসিংহ আমাকে অভয় প্রদানান্তে স্বধামে প্রস্থান করিলেন। অবতারবৃন্দ এখনও বিশ্বাসী ভক্তগণকে দর্শন ও অভয় প্রদান করেন। চতুর্যুগ ধরিয়া এই অলৌকিক দেবলীলা চলিতেছে। কোন শ্লোকার্দ্ধে আছে, শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ। ইহার অর্থ, টীকাকার শ্রীধর স্বামী ইষ্টদেব নরসিংহের কৃপায় সমস্ত গীতার্থ অবগত আছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ভগবান নরসিংহ শ্রীধর স্বামীর ইষ্টদেব ছিলেন।

চার

পরশুরাম

আসামে পরশুরাম কুণ্ড প্রাচীন তীর্থরূপে পরিগণিত। মহাভারতের শান্তি পর্বে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত তীর্থের বিবরণ সংগ্রহার্থ আমার অনেক সন্ধান নিষ্ফল হইল। ৬ জানুয়ারী ১৯৭৩ শনিবার ভোরে স্বীয় শয্যায় জাগ্রত থাকিয়া দিব্য চক্ষুতে দেখিলাম, ভগবান পরশুরাম কৃপাপূর্বক আমার শয্যায় আসিয়া উচ্চাসনে বসিলেন এবং ক্ষণকাল পরে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মাথায় ঝুঁটি, কাঁধে উপবীত ও পরশু কুঠার হস্তে ধৃত এবং .কামরে সাদা ছোট কাপড় পরিহিত। ভগবান পরশুরামকে ক্ষণকাল সন্দর্শন করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। তাঁহার মূর্তি চিন্তা আমার মনে চলিতে লাগিল। বেলা ১০টায় নাটমন্দিরে নামিয়া আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পরশুরামের চেহারা কিরূপ বলত? মহাগৌবী আমার নিকটে ভগবান পরশুরামকে দেখিয়া বলিলেন, এই তো পরশুরাম আপনার নিকটে দণ্ডায়মান। ইহা বলিয়া মহাগৌরী পরশুরামের বর্ণনা দিলেন এবং আমি দয়াল দেবতাকে স্বভক্তি প্রণাম করিলাম। ইহার পরেই তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরশুরাম যমদগ্নির পুত্র এব' একুশবার মহাযুদ্ধে ভারতকে নিক্ষত্রিয় করেন।

পিতার আদেশে তিনি স্বহস্তে পরশুকুঠার দ্বারা মাতৃ বধ করেন। উক্ত নৃশংস কুঠার তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইল এবং নানাতীর্থ ভ্রমণান্তে আসামে উক্ত কুণ্ডসমীপে কঠোর তপস্যার ফলে উহা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। এই হেতু উক্ত কুণ্ড মহাতীর্থরূপে প্রখ্যাত। পরশুরাম ও রামচন্দ্র দুই অবতারের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে সারারাত্রি থাকেন এবং প্রাতঃকালে পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অনেক বৎসর পূর্বে পরশুরামের প্রথম দর্শন লাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। ভক্ত কবি জয়দেব কৃত দশাবতারস্তোত্রে পরশুরামের এই মহিমা বর্ণিত।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং,
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ,-জয় জগদীশ হরে ॥

হে ভগবান পরশুরাম, তুমি ক্ষত্রিয়ের রুধিররূপ জলে জগৎকে প্লাবিত করিয় পাপ স্খালন কর এবং সংসারের তাপ শমিত কর। হে কেশব, হে পরশুরাম হে জগদীশ, তোমার জয় হোক।

পরশুরাম তীর্থ আসামের পূর্ব প্রান্তে ডিব্রুগড় জিলায় মদিরার নিক অবস্থিত। কলিকাতা হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসে একেবারে ডিব্রুগড় যাইয়া তথা হইতে ছোট গাড়ীতে উঠিয়া মদিরায় যাইতে হয়। মদিরা হইতে পা হাঁটিয়া পরশুরাম কুণ্ডে যাওয়া যায়। পরশুরাম কুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন মকর সংক্রান্তি দিবসে তথায় মহা মেলা বসে এবং বহু ভক্ত উক্ত কুণ্ডে পু স্নান করেন। যেমন দক্ষিণ বঙ্গে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী সমবেত হন, তেমনি পরশুরাম তীর্থে পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ ল স্নানার্থী উপস্থিত হন। অন্য সময়ে তথায় গমন আসাম সরকার কর্তৃ নিষিদ্ধ।

পৌষ মেলার সময় মোটর বাসে তিনসুকিয়া পর্যন্ত যাওয়া যায়। সেখা হইতে মদিরায় ট্রেনে যাওয়া যায়। মদিরা হইতে ব্রহ্মকুণ্ড বেশি দূরে নহে মদিরা হইতে নৌকা যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পাড়ে যাইতে হয়। মেলা সময় কুণ্ডের নিকট অস্থায়ী চালা যাত্রিদের জন্য নির্মিত হয়। একমাত্র পৌ মাসে মকর সংক্রান্তি যোগেই স্নানের ব্যবস্থা হয়, অন্য সময় নহে।

'কামাখ্যা তীর্থ' পুস্তিকায় পরশুরাম তীর্থের অল্প বিবরণ প্রদত্ত। শান্তনু মুনির পত্নী সমোঘার গর্ভে ব্রহ্মার সংযোগে এক জলময় পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় লোকহিতকারী শান্তনু মুনি তদ্রূপে উৎপন্ন সেই ব্রহ্মপুত্রকে চারিটি পর্বতে মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মকুণ্ডের উৎপত্তি হয়। পর্বতশ্রেণী মধ্যে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কালিকা পুরাণে এ পঞ্চাশ অধ্যায়ে (৬৫-৬৬ শ্লোকদ্বয়ে) আছে, পশ্চিমে করতোয়া নদী হই

পূর্বে দিক্করবাসিনী নদী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ শতযোজন প্রসারিত। ইহা ত্রিকোণাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত। ইহা হইতে শত শত নদী নানাদিকে প্রবাহিত। সেইহেতু পুরাকালে উহা যোগী, ঋষি ও তপস্বিগণের বাস ভূমি ছিল। মহামুনি বশিষ্ঠ ও কপিলাদির আশ্রম এই কামরূপেই বর্তমান ছিল। গৌহাটি সহরের অদূরে কপিল আশ্রম আমি দেখিয়াছি। উহা শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে বেষ্টিত। জমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম পিতার আদেশে কুঠার দ্বারা স্বীয় জননী রেণুকাকে হত্যা করেন। মাতৃহত্যা পাপ মোচনার্থে পিতার নির্দেশে এই ব্রহ্মকুণ্ডে পুণ্যস্নান ও জলপান করিয়া তিনি পাপ মুক্ত হন। পরশুরাম সেই মহাকুণ্ডের মাহাত্ম্য জানিয়া লোক কল্যাণের জন্য পর্বত সমূহ ভেদ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্বদিকে কামরূপের মধ্যে কামাখ্যা মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে কালিকা পুরাণে অশীতিতমোঽধ্যায়ে (৪১-৪৩) এই শ্লোকত্রয় দৃষ্ট হয়।

তস্মিন্নবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
চক্রে মাতৃবধং ঘোরমযুক্তং পিতুরাজ্ঞয়া॥
তস্য পাপস্য মোক্ষায় স্বপিতুশ্চোপদেশতঃ।
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যাং স্নাতুমিচ্ছয়া॥
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মাতৃহত্যাম পানযত।
বীথীং পরশুনা কৃত্বা তং মহামবতারয়ৎ॥

ব্রহ্মপুত্র নদে আবাহন মন্ত্রে আছে, "ব্রহ্মপুত্র নদ শ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যাবতারিতঃ"। তীর্থ স্নান মন্ত্রে ব্রহ্মকুণ্ড পরশুরাম ক্ষেত্র নামে উল্লিখিত। ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারে উত্তর গৌহাটি নামক স্থানে অত্র পাহাড়ে মন্দিরদ্বয় অবস্থিত। তন্মধ্যে নারায়ণ মন্দিরের গাত্রে ভগবানের দশাবতারের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এই স্থান অতিশয় মনোহর।

পাঁচ

বরাহভূমে বরাহদেবের মূর্ত্তিপূজা

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায় বরাহভূম রাজ্যে পূরাকালে ভগবান বরা দেবের মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল। 'জঙ্গল মহল' প্রবন্ধে লিখিত আছে, রাজা নাথ বরাহদেব প্রতিষ্ঠিত ভগবান বরাহের কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজমূর্তি দিঘীর কুরমী গৃহে অদ্যাপি পূজিত। বরাহভূমে নানাস্থানে নিম্নোক্ত ধ্যানে ও মন্ত্রে বরাহদেবের পূজা প্রচলিত।

ওঁ ততঃ সংরক্ত নয়নো হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ।
কোয়স্থিতি বদণ্ রোষাণ্ নারায়ণ মুদৈ ক্ষত ।।
বরাহ রূপিনং দেবং স্থিতং পুরুষ বিগ্রহম।
শঙ্খ চক্রোদ্যত করং দেবানামার্ত্তি নাশনম্ ॥
ররাজ শঙ্খ চক্রাভ্যাং ত্র্যাভ্যামসুর সুদনঃ।
সূর্য্যাচন্দ্র মসোর্মধ্যে পৌর্ণমাস্যামিবাম্বুদঃ ॥

বরাহ মন্ত্র—

ওঁ নমো ভগবতে বরাহ রূপায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ
পতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা।

পবনপুরের বরাহমন্দির বহুপূর্বে ধ্বংসীভূত। রূপসান ডুংরীর পাদদেশে কর্ত্তিত (খোদিত) বরাহমুণ্ড (প্রস্তরনির্মিত) অদ্যাবধি বর্ত্তমান। প্রাচীন-কালে চন্দ্র (সোম) বংশী বৈরাটি ক্ষত্রিয় রাজগণের শাসনে বরাহভূমি, মানভূমি এবং সামন্ত ভূমি সংযোগ গঠিত 'বরাহভূমি রাজ্য' শাসিত হইয়া আসিতেছিল। শেখর পবত, দ্বারকেশী নদী এবং তুঙ্গভূমি রাজ্য বরাহভূ সীমা নির্দেশক ছিল। বরাহভূম রাজ্য ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা নাথ বরাহদেব। রাজ্য স্থাপনের শুভক্ষণে পাত্রকুমরাজ বিক্রমাদিত্যদেব কর্তৃক 'স্বস্তি বরাহাবনী নাথ, নাথ বরাহাদেব দর্প স্বাহাদেব' রূপে ঘোষিত হন। পৌরাণিক কাহিনী

অনুসারে রাজস্থানের অন্তর্গত বৈরাট রাজ্যের স্বাধীন রাজা ও রাণী শ্রীশ্রীজগন্নাথ ধাম দর্শনে আসেন। পথিমধ্যে তাঁহারা রূপসান নামক পাহাড়ের সন্নিহিত অরণ্যে রাত্রি যাপন করেন। দৈবক্রমে রাত্রিকালে গর্ভবতী রাণী যমজ সন্তান প্রসব করেন। বনমধ্যে শিলাবক্ষে যুগল সন্তান ফেলিয়া রাজা ও রাণী শ্রীক্ষেত্র চলিলেন। বনদেবী অসহায় শিশুদ্বয়ের প্রাণরক্ষার্থ বন্য বরাহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক তাহাদিগকে নিজ স্তন্য দুগ্ধ পান করাইতেন। এইরূপে বারাহী দেবী কর্তৃক এই শিশুদ্বয় বনমধ্যে প্রতিপালিত হয়। এই শিশুদ্বয়ের নাম শ্বেত বারাহা ও নাথ বারাহা। উক্ত কারণে রাজকুমার দ্বয়ের পদবী বারাহা হইয়াছিল। এই নাথ বরাহদেব বরাহভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শ্বেত বরাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নাথ বরাহদেব বিক্রমাদিত্যের নিকট বিস্তৃত ভূমি প্রাপ্ত হন। উক্ত রাজা বরাহা আখ্যাধারী হওয়ায় রাজ্যের নাম বরাহভূমরূপে প্রখ্যাত হইল। নাথ বরাহদেবই স্বীয় রাজ্যের নানাস্থানে বরাহদেবের মূর্তিপূজা প্রচলন করেন। বরাহভূম রাজ্য ৮১ বিক্রম সম্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাথ বরাহের পুত্রের নাম দন্ত বরাহ। তিনি পরে উক্ত রাজ্যের রাজা হন।

সমাপ্ত